মাকড়সার জাল

(ইস্রাইলি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস)

বিক্রমাদিত্য

মাকড়সার জাল

মাকড়সার জাল

বিক্রমাদিত্য



দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
কলিকাতা পুস্তকমেলা
—জানুয়ারি ১৯৪৪

MAKARSHAR JAL

By V kramaditya

Published by
Dey's Publishing
13, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700073

প্রকাশক
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

ISBN—81-7079-538-9

মুদ্রক
অশোক চৌধুরী
চৌধুরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
পি-২১, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৬

সঙ্গীতস্রষ্টা, শ্রীঅজয় চক্রবর্তীকে

যার গানের সুর আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করেছে

এই লেখকের অন্যান্য বই

রিভল্যুশন
মার্ডার অ্যাট মিডনাইট
সিণ্ডিকেট
বেইমান
ডেডবডি
সিক্রেট এজেণ্ট
পপি
কলগার্ল স্পাই
সর্দার
ফতেনগরের লড়াই
অপারেশন সার্চলাইট
নতুন যুগের স্পাই
অডীসিয়াস
মার্ডার
স্পাই গেম
গোল্ড স্মাগলিং
ইনফরমার
কমরেড স্পাই
স্মাগলার
গ্রেট গ্যাম্বলার
স্পাই
ডবল ক্রস
স্বাধীনতার অজানা কথা
মুকুটহীন রাজা, জওহরলাল
লাভ ক্রাইম মার্ডার
কে.জি.বি. রাশিয়ান সিক্রেট পুলিশ
লাভ মি কিস্ মি

ভূমিকা

আমি যাযাবর। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান শুধু আমার নেশা নয়, পেশাও বটে। জন্মেছিলাম 'অবিভক্ত বাংলায়', কবির ভাষায় 'সোনার বাংলায়'। ঘটনার পরিক্রমায় এবং ভাগ্যের পরিহাসে আমি হলাম নির্ভেজাল, বিশুদ্ধ ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু জীবন এবং যৌবন কাটল আরব বেদুইনের দেশে, বাইবেলের ভাষায় 'দুধ এবং মধু বয়ে' যায় যে দেশের বুক দিয়ে অর্থাৎ আরব্য রজনীর রাজ্যে, মধ্যপ্রাচ্যে। ঐ দেশে বাইবেল, কোরান, তোরা আমাকে দিয়েছে জ্ঞানের স্বাদ এবং 'ডোম অব দিরকস', ইসলামের পবিত্র ধর্মস্থান [ডোম অব দি রকস' তৈরি করেছিলেন আবদ আল মালিক ৬৪৭-৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে। [বলা হয় মুহম্মদ এখান থেকে স্বর্গে গিয়েছিলেন।] কিংবা, 'কান্নার দেওয়াল' ইহুদিদের ধর্মস্থান এবং যীশুর সমাধিস্থান, 'হোলি সেপেলকারের' কাছে এসে আমার মনে একটি চিরন্তন প্রশ্ন জেগেছে ঃ আমি কে এবং কী ? ঈশ্বর কে ? তিনি কী নিরাকার, নিরীশ্বর, নেতি। আজ বহুদেশ ঘুরে, দুই আড়াই দশকের পরেও, এই প্রশ্নের সঠিক কোন জবাব পাইনি। এই প্রশ্ন-জবাব এই বই'র আলোচনার বাইরে।

ইসলামের ধর্মগ্রন্থে আছে জেরুজালেম একটি পবিত্র ধর্মীয় স্থান এবং এমন কোন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী নেই, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে, যিনি জেরুজালেমে যাবেন না। 'পৃথিবীর সব সম্পদ লুকানো আছে ঐ জেরুজালেমের বুকে। ···সমস্ত রাজ্য ধ্বংস হতে পারে কিন্তু জেরুজালেম থাকবে চিরশ্বাশত, অটুট।

পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্মপীঠ হল ঐ জেরুজালেম শহরে। এই ধর্মীয় বেদী, ঐতিহাসিক নগরী নিয়ে শুরু হয়েছে আজ লড়াই, বিবাদ, কলহ। অতীতের সোনার জেরুজালেম হয়েছে আজ রণক্ষেত্র। এই লড়াই'র একদিকে রয়েছে ইস্রাইল অপরদিকে প্যালেস্টেনিয়ান সৈন্যবাহিনী। তিন হাজার বছর আগে এই শহরের একাধিপত্য নিয়ে ইস্রাইলি এবং প্যালেস্টেনিয়ানরা লড়াই শুরু হয়েছিল। সেইদিন ঐ লড়াইতে প্যালেস্টেনিয়ানদের হার স্বীকার করতে হয়েছিল। আজ আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে।

এই লড়াই, জয়-পরাজয় নিয়ে আজকের কাহিনী। এ কাহিনীর শুধু কল্পনার জাল নয়, ভবঘুরের দিনপঞ্জী নয়, কিংবা শেরাজাদী, দুনিয়াজাদীর 'ঘুম পাড়ানী' রুপকথার কাহিনী। এ হল এক বাস্তব রূঢ় সত্য—যে সত্য আজ মধ্যপ্রাচ্যর ভূগোল এবং মানচিত্রকে শুধু পাল্টে দেয়নি সমস্ত দুনিয়ায় এক আলোড়ন, ঝড় সৃষ্টি করেছে। এই লড়াইতে কে জয়ী পরাজয়ী হবে বলা কঠিন, কারণ ঐ জেরুজালেমে রাজা-রাজত্ব আসে যায়। কেউ ঐ নগরীতে চিরস্থায়ী হয়নি। এই হল ইতিহাসের ধারা।

এই ইতিহাসের লড়াইতে জয়-পরাজয়ের পেছনে রয়েছে আর এক কৌতূহলদ্দীপক কাহিনী, গুপ্তচরের রহস্য রোমাঞ্চকর কাহিনী। ঈশ্বর মোসেমকে

বলেছিলেন কানানে (তিনজন বর্তমান প্যালেস্টাইন) গুপ্তচর পাঠাতে। ঐ শহরের সব গোপন খবর আমি চাই।' মোসেসের গুপ্তচর ঐ খবর আনতে ব্যর্থ হয়েছিল। ঈশ্বর তাদের ব্যর্থতায় রুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু আজকের এই কাহিনী পড়লে ঈশ্বর হয়ত মোসেসকে প্রশংসা, বাহবা দিয়ে বলতেন 'তোমার গুপ্তচরদের কাজে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।'

ঈশ্বর প্রেরিত তিন গুপ্তচরের নাম হয়ত ছিল মোসাদ, শেনবেত, আমান······আজ ঐ গুপ্তচরদের ডায়েরী বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তুলে ধরা হল।

এই বই লিখতে আমি যাদের কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ পেয়েছি তারা হলেন অশোক মিত্র (আই. সি. এস.) আমার প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে এবং পরামর্শ-দাতা সুবীর ভট্টাচার্য। তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বই-এর সম্পাদনা এবং অনুলিপি করতে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী সাগরিকা ঘোষ এবং রত্না ঘোষ। তাদের ধন্যবাদ।

বিক্রমাদিত্য

পূর্বাভাষ

ঝড় উঠেছে বালির সমুদ্রে।

সারা দুনিয়া এই বালির ঝড়ে কেঁপে উঠেছে।

এই ঝড়কে তুচ্ছ করে এগিয়ে চলেছে দুইটি দেশ—ইস্রাইল ও আরব দেশ। এই বালির সমুদ্রের কে মালিক তা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ চলছে।

এই ঝগড়া-লড়াই আজকের নয়। যেদিন থেকে ইতিহাস রচনা শুরু হয়েছিল সেদিন থেকে এই ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়েছে। কবে এর শেষ হবে কেউ বলতে পারে না। আদৌ এর শেষ আছে কিনা কেউ জানে না।

পুরাণে আছে আব্রাহাম ছিলেন ঈশ্বরের মানসপুত্র। ঈশ্বর আব্রাহামের ভক্তিতে খুশি হয়েছিলেন। একদিন তিনি আব্রাহামকে ডেকে বললেন: দ্যাখো তোমার চোখের সামনে রয়েছে বালির রাজ্য। ঐ বালির রাজ্য তোমার। শুধু তোমার নয়, তোমার বংশধরেরাও এই বালির রাজ্যের মালিক হবে। মিশরের নীল নদ থেকে ইউফ্রেটিস নদীর এলাকা তোমার হবে।

ঈশ্বর রায় দিলেন বটে তবে এই রায় নিয়ে দুই ভাই আরব-ইস্রাইলদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হল। আরম্ভ হল চক্রান্ত। একজন চক্রান্তের জাল বুনছে। আর একজন সেই জাল ভাঙবার চেষ্টা করছে।

আর এই চক্রান্তের কাহিনী জানতে হলে তার পটভূমিকা দেবার প্রয়োজন আছে।

*   *   *

বলা যায় ইতিহাসের প্রথম পাতা থেকে এই লড়াইয়ের কাহিনী লেখা শুরু হয়েছে।

এই বালির সমুদ্রে ছিল ছোট একটি দেশ, বলা যায় রাজকন্যা। তার ছিল যেমন গুণ, তেমনি রূপ। এই রূপসীর নাম ছিল 'কানান'। তবে আজ সবার কাছে এই রাজকন্যার পরিচয় হল "প্যালেস্টাইন"। এই অপ্সরাকে পাবার জন্যে সবাই পাগল হয়েছিল। শুরু হল রাজায় রাজায় যুদ্ধ। এই লড়াইকে সূত্র করে রচনা হল আরব রজনীর কাহিনী। আর সেই কাহিনী থেকে তৈরী হল "মাকড়সার জাল"। কিন্তু এই মাকড়সার জালের কাহিনী বলতে গেলে অতীতের স্মৃতিচারণ করতে হবে।

জোসুয়া ছিলেন বাইবেলের এক বিশেষ চরিত্র। একদিন জোসুয়া তার ছেলেদের ডেকে বললেন: সামনেই জেরিকো শহর। তোমরা গিয়ে ঐ জেরিকো গ্রামের সব খবর নিয়ে এসো। জেরিকো হল বাইবেলের একটি সুপ্রসিদ্ধ শহর।

ছেলেরা খবর আনতে জেরিকো গেল। হরেক রকমের খবর—রাজনৈতিক, সামরিক খবর তাদের চাই।

জেরিকো শহরে "রেহাব" নামে এক গণিকা থাকত। সুন্দরী, ভরা যৌবনা। রেহাব জোসুয়ার ছেলেদের তার ঘরে আশ্রয় দিলেন! আর সেইদিন জেরিকো শহর থেকেই শুরু হল মাকড়সার জালের বুনুনি।

* * *

বছর কেটে যুগ গেল। এল মোসেসের যুগ।

সবাই বলেন ঐ মোসেস হলেন মাকড়সার জালের প্রধান নায়ক।

একদিন ঈশ্বর মোসেসকে ডেকে পাঠালেন বললেনঃ "কানানে" চর পাঠাও। আমি জানতে চাই ওদেশে কী হচ্ছে? সব ধরনের খবর। ঐ দেশের জীবনযাত্রার খবর।

এই খবর সংগ্রহ করবার জন্যে মোসেস বারোজন বিশ্বস্ত, কর্মঠ লোক কানানে পাঠালেন। তাদের বলা হল "পুরো কানান দেশ ঘুরে খবর সংগ্রহ করে আনবে।"

সব ধরনের খবর, ভালো-মন্দ...

এই ধরনের গুপ্তচরের কাহিনী বাইবেলের প্রতি পাতায় পাওয়া যাবে। কারণ, খবর সংগ্রহ করে লড়াই করা ছিল প্রাচীনকালের প্রথা। কিন্তু কানান নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ শেষ হল না।

খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ১২২৪ সালের আগের এক ঘটনা।

প্রাচীন মিশর থেকে একদল লোক বেরিয়ে এল। এদের পরিচয় হল "ইস্রাইলি"। অবশ্য এদের আর একটি নাম ছিল—"হাবিরু", সংক্ষেপে হিব্রু। পরে এই হিব্রুদের নাম হল ইস্রাইলি। এরা কানানে বসবাস করতে লাগল। ঐ সময়ে কানানের উপর আর এক দলের তীক্ষ্ম নজর ছিল। এদের সবাই নিজেদের "ফিলিস্তিনি" বলে ডাকত। এরাও কানান দখল করতে চায়। আর এদের আক্রমণে হিব্রুরা বাধা দেয়। অতএব কানান নিয়ে ফিলিস্তিনি এবং ইস্রাইলিদের মধ্যে লড়াই শুরু হল। বাইবেলে আছে ঈশ্বর কানানের শাসনভার ফিলিস্তিনিদের হাতে তুলে দিলেন।

তারপর একদিন ফিলিস্তিনিদের শাসনকালের মেয়াদ শেষ হল। তবে যাবার আগে ফিলিস্তিনিরা কানানের উপর এক 'চিহ্ন' রেখে গেল। ফিলিস্তিনি থেকে কানানের নতুন নামকরণ হল "প্যালেস্টাইন।"

* * *

আর একটি কাহিনী। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় হাজার বছর আগে। ইহুদী সম্রাট ডেভিড জেরুজালেম শহর দখল করে নিলেন। পরে ডেভিড মারা গেলেন। সিংহাসনে বসলেন সলোমোন। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ৭২২ বছর আগে। এবার প্যালেস্টাইন আক্রমণ করতে এল আসিরিয়ানরা। এরা জেরুজালেম দখল করে নিল। এই যুদ্ধে অনেক ইস্রাইলি বন্দী হয়েছিলেন। পরে ব্যাবিলন থেকে আর এক সেনাপতি

এলেন। তার নাম হল নেবুকাডনজর। কিন্তু নেবুকাডনজরের সাম্রাজ্য বেশিদিন টিকল না। নেবুকাডনজরের বংশধর ছিলেন বালসাজার, অত্যাচারী। একদিন তিনি বন্ধুদের নিয়ে আনন্দোৎসবে মেতে ছিলেন। এমন সময়ে দেয়ালে এক অদৃশ্য হাতের লেখা দেখা দিল। লেখাটি ছিল এই প্রকার। Mene, Mene. Tekel, upharsin. এই অদৃশ্য হাতের লেখা হল সাংকেতিক ভাষায়, যাকে বলা হয় "কোড সাইফার"। আরবরা প্রথম কোড সাইফার প্রচলন করেন। এই সাংকেতিক ভাষা তর্জমা করা হল। এর আসল অর্থ ছিল God has numbered your kingdom and brought to an end." অর্থাৎ ঈশ্বর তোমার রাজত্বের মেয়াদ শেষ করেছেন। তোমার রাজত্ব শেষ হয়েছে। [এই হল writing on the wall-এর ইতিহাস।]

এবার পারস্য থেকে এক ঝাঁক সৈন্য এসে জেরুজালেম দখল করে নিল।

তারপর এলেন আলেকজাণ্ডার।

তার মৃত্যুর পর ঐ রাজত্ব দুই ভাগ হল। একটি ভাগ হল সিরিয়া, যার সেনাপতি হলেন সেলুকাস। এবং মিশর পেলেন "টলেমী"। পরে প্যালেস্টাইন নিয়ে দুই সেনাপতির মধ্যে লড়াই শুরু হল।

পরের কাহিনী।

খ্রীষ্টজন্মের ৬৩ বছর আগে রোমান সেনাপতি পম্পেই এসে জেরুজালেম দখল করে নিলেন।

পম্পেই রোমে ফিরে যাবার আগে জেরুজালেমের সিংহাসনে এক 'পুতুল রাজা'কে বসিয়ে গেলেন। এই রাজা ছিলেন ইহুদি রাজা "হেরোড"।

হেরোডের পর ইহুদি রাজত্ব ভেঙ্গে পড়ল। ঐ সময়ে রোমের গদিতে বসলেন 'ভেপাসিয়ান'। তিনি তার ছেলে টাইটাস্কে আবার জেরুজালেম পুনর্দখল করতে পাঠালেন। ইহুদি রাজার রাজত্বের অবসান হল।

প্রায় দীর্ঘ দেড় হাজার বছর ধরে ইহুদিরা [এবার থেকে ইহুদিদের পরিবর্তে ইস্রাইলি বলা হবে। কেন ইহুদিদের ইস্রাইলি বলা হয়েছে লেখকের আসন্ন বই 'মরুভূমির ঝড়"-এ বলা হয়েছে।] প্যালেস্টাইন শাসন করতে পারেনি। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ইস্রাইলিরা প্যালেষ্টাইন ফিরে পেল।

বলা হয়েছে যে বাইবেল থেকে অনেক গুপ্তচর এবং সন্ত্রাসবাদের কাহিনী আমরা জানি। বাইবেলে একটি উল্লেখযোগ্য সন্ত্রাসবাদ দলের নাম ছিল "হাগানা"। এই হাগানা ছিল 'ইস্রাইলি সিক্রেট সার্ভিসের' পূর্বসূরী।

* * *

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে প্যালেস্টাইন তুর্কীর অধীনে ছিল। যুদ্ধের পর সেই রাজত্বের অবসান হল। প্যালেস্টাইন হল বৃটিশ শাসনের এক "ম্যানডেটারি" দেশ। এই সময়ে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে ইহুদী বিদ্বেষ তীব্র ছিল। ফ্রান্সে ইহুদী বিদ্বেষ এত প্রবল ছিল যে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর একজন সেনাপতি আলফ্রেড-ড্রুফাসকে গুপ্তচরের অভিযোগে অভিযুক্ত করে কাঠগড়ায় দাঁড়

করানো হল। তার বিচার হল এক সাজান নাটক, কিন্তু পরে ড্রেফাস নির্দোষ বলে প্রমাণিত হল। রাশিয়াতে ইহুদী বিদ্বেষ প্রবল ছিল। জারের শাসনকালে ইহুদীদের জীবনে দুঃখ-কষ্টের সীমা ছিল না। বিপ্লবের সময় অনেক ইহুদী তাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন। অনেক ইহুদি প্রকাশ্যে বলশেভিকদের প্রতি সহানুভূতি দেখালেও গোপনে জারের গুপ্তচর বাহিনী 'ওখরানার' কাছে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে খবর দিত। একটি উদাহরণ হল 'ইভান আজেভ'। আজেভ ছিলেন দু-মুখো সাপ অর্থাৎ ডবল এজেন্ট—অর্থাৎ তিনি দুপক্ষেই খবর দিতেন।

আজেভ ছিলেন এক গরীব ইহুদী। প্রথমে আজেভ কেরানীর কাজ শুরু করেছিলেন। পরে সাংবাদিক হলেন। সাংবাদিক হবার পর আজেভ অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করতেন। সেই খবর তিনি ওখরানার কাছে বিক্রি করতেন। বলা হত আজেভ ছিলেন "Agent Provocateur". উত্তেজনা, আন্দোলন, হাঙ্গামা সৃষ্টি করে ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়াই ছিল আজেভের কাজ। ডবল এজেন্ট এবং Agent Provocateur-র কাজে তার জুড়িদার আর কেউ ছিল না।

আবার আরব ইস্রাইলি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যাক। আমরা জানি, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্যালেস্টাইন বৃটিশ শাসনের অধীনে ছিল। এই যুদ্ধে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ইহুদি অর্থাৎ ইস্রাইলদের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছিল। এই সাহায্য পাবার পর ২রা নভেম্বর, ১৯১৭ সালে বৃটিশ সরকার (বালফুর ঘোষণা) ইস্রাইলদের প্রতিশ্রুতি দিল যে প্যালেস্টাইনে ইস্রাইলদের উপনিবেশ করবার সুযোগ দেয়া হবে। কিন্তু খুব বেশি সংখ্যক ইহুদি আগমনের অনুমতি দেয়া হল না। দীর্ঘকাল পরে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে আগমনের উপর থেকে সমস্ত বাধা নিষেধ সরিয়ে নিলেন। অবশ্যি ইংরেজ সরকার ইস্রাইলদের প্রথমে কেনিয়াতে বসবাস করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু ইস্রাইলরা এই প্রস্তাবে রাজি হয় নি।

বৃটিশ বিদেশ মন্ত্রী বালফুরের এই ঘোষণা বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। ইহুদিরা এই প্রস্তাবে উৎসাহবোধ করল। আরবরা ক্ষুব্ধ হল। যদিও মৌখিক আলোচনায় তাদের বলা হল প্যালেস্টাইনে ইহুদি আগমনে আরব স্বার্থের কোন ক্ষতি হবে না।

তারপর এল য়ুরোপে হিটলারের শাসন। জর্মানীতে ইহুদি বিদ্বেষ তীব্র হল। জর্মানী থেকে ইহুদী তাড়ানো শুরু হল। গেষ্টাপো বাহিনীকে ঘুষ না দিলে কোন ইহুদীর জর্মানীর বাইরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। যেসব ইহুদীরা জর্মানী থেকে বাইরে চলে এল তারা ছিল নিঃসম্বল, কপর্দকহীন।

বালফুরের ঘোষণা বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। একদল বৃটিশ সেন্যবাহিনী ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। আর একদল ছিল ইহুদী বিদ্বেষী। প্যালেস্টাইনে আগমনের যে সংখ্যা বেঁধে দেয়া হয়েছিল তার চাইতে বেশি সংখ্যক ইহুদি লুকিয়ে প্যালেস্টাইনে আসতে শুরু

করল। ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে অবৈধ, আইন বিরোধী আগমনে আরবদের মধ্যে আলোড়ন, উত্তেজনা শুরু হল। কিছু কিছু বৃটিশ সেনা ইহুদিদের আগমনে বাধা সৃষ্টি করল। আবার অনেক বৃটিশ সৈন্য ইহুদিদের বসবাস করবার সুযোগ দিতে লাগল। স্থানীয় আরব বাসিন্দাদের সঙ্গে ইহুদিদের প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ হত। আরবদের মনে ভয় এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করবার জন্যে তিনটি ইস্রাইলি সন্ত্রাসবাদী সংস্থা গঠন করা হল। এই তিনটি সন্ত্রাসবাদী সংস্থার নাম ছিল হাগানা, ইরগুন জোয়াই লিউমি, 'লেচী' অথবা 'ষ্টার্ন গ্যাংগ'। এছাড়া প্রতিটি সন্ত্রাসবাদী সংস্থার আরো কয়েকটি শাখা-প্রশাখা ছিল। 'পালামাক' ছিল হাগানার একটি অংশ। এইসব দলগুলি প্রায়ই আইন-বিরোধী কাজ করত।

ইতিহাসে আমরা যে 'হাগানার' পরিচয় পেয়েছি সেই হাগানা ছিল পৃথক চরিত্রের একটি সংস্থা। তবে চল্লিশ দশকে প্যালেস্টাইনে হাগানা ছিল সন্ত্রাসবাদী-দের মধ্যে প্রধান। বলা যায় বটবৃক্ষ, এদের বে-আইনী লড়াই করবার, খবর সংগ্রহ করবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। আবার ইংরেজদের এবং আরব সৈন্য-বাহিনীর গতিবিধির উপর নজর রাখা ছিল এদের আর একটি প্রধান কাজ। এই কাজের জন্যের অর্থের প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধের পরবর্তীকালে অস্ত্র সংগ্রহ করা খুব কঠিন কাজ ছিল না। অস্ত্র সংগ্রহ করার জন্যে একটি সংস্থার প্রয়োজন ছিল। তার নাম ছিল 'তাস'। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে অস্ত্র তৈরী করার জন্যে সংস্থা গঠন করা হয়েছিল তার নাম ছিল "রাকেশ"।

অস্ত্র কিনবার ব্যাপারে আমেরিকান ইহুদিরা ইস্রাইলিদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিল। এছাড়া অনেক বৃটিশ—ইস্রাইলিদের বন্ধু—অস্ত্র সংগ্রহ করবার ব্যাপারে ইস্রাইলিদের সাহায্য করেছিল। এইসব বৃটিশ সমর্থকদের সাহায্য ছাড়া ইস্রাইলিরা প্যালেস্টাইনে কোন কাজ করতে পারত না। এই ব্যাপারে 'দার—ইয়াসিনে'র কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দার ইয়াসিনের হত্যাকাণ্ডে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী বিশেষ বড় একটি অংশগ্রহণ করেছিল।

হাগানার তিনটি ছোট ছোট শাখা ছিল। এইসব ছোট ছোট শাখার সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় হাজার চল্লিশেক। দুইটি স্থানীয় ইস্রাইলিদের থেকে বাছাই করে একটি "ইউনিট" গঠন করা হয়েছিল। এরা সংখ্যায় ছিল প্রায় ষোল হাজার। এদের চলাফেরা করার জন্যে মোবাইল ইউনিট ছিল। আর একটি ইউনিটের নাম ছিল 'পালমাক'। 'পালমাক' ছিল হাগানার ষ্ট্রাইকিং ফোর্স।

ইরগুন জোয়াই লিউমি গঠন করা হয়েছিল ১৯৩৫ সালে। ইল্লিগ্যাল ইমিগ্রেশনের কাজকর্মে এরা বিশেষ পটু ছিল। হাগানার দলের মধ্যে মতবিরোধ হবার কারণবশতঃ ঐ দল থেকে কিছু সদস্য বেরিয়ে এসে "ইরগুণ জোয়াই লিউমি" গঠন করেছিল। পরে ইরগুন জোয়াই লিউমির কিছু সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ হবার পর আর একটি নতুন সংস্থা হল যার নাম হল "লেচি" অথবা "স্টার্ন গ্যাংগ।"

বে-আইনী অর্থাৎ ইল্লিগ্যাল ইমিগ্রেশনের কাজকর্ম দেখবার জন্যে হাগানা

একটা নতুন সংস্থা স্থাপন করেছিল। এই নতুন সংস্থার নাম ছিল 'মোসাদ লে আলিয়া বেথ'। পরবর্তীকালে 'মোসাদ' একটি বৃহৎ গুপ্তচর প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিত হয়েছিল। বৃটিশ এবং আরবদের গোপন কার্যকলাপ দেখবার জন্যে আর একটি নতুন সংস্থা গঠন করা হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানের নাম হল "শাই"। "শাই"-র আর একটি পরিচয় ছিল 'ইনফরমেশন সার্ভিস'। "শাই" মোসাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করত।

'শাই'র এজেন্টরা প্যালেস্টাইনের চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। এরা ছিল সৎ, সাহসী, কর্মঠ, ও দক্ষ, দ্রুত গতিতে কাজ করা ছিল এদের একটি বিশেষগুণ। 'শাই'-র আর একটি কাজ ছিল "ভয়েস্ আব্ ইস্রাইল" রেডিও ষ্টেশন পরিচালনা করা।

নতুন ইস্রাইল রাষ্ট্র গঠন করার ব্যাপারে ডেভিড বেন গুইরেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবং বলা যায় স্মরণীয়।

থিয়োডোর হেরজেল যখন নতুন ইস্রাইল রাষ্ট্র গঠনের কাজকর্ম নিয়ে বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে দরবার করছিলেন তখন তার দুইজন শিষ্য ছিল। একজনের নাম ছিল ডেভিড, অন্যজনের নাম ছিল শালমোর। শালমোর বক্তব্য ছিল সন্ত্রাসবাদ নীতিকে আদর্শ করে নতুন ইস্রাইল রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হবে না। ডেভিড শালমোর এই যুক্তিকে সমর্থন করতেন না। তার বক্তব্য ছিল সন্ত্রাসবাদ নীতি গঠন না করলে নতুন ইস্রাইলি রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হবে না। এরপর শালমোর প্যারিসে চলে গেলেন। ডেভিড প্যালেস্টাইনে রয়ে গেলেন। ইতিহাসে তিনি 'ডেভিড বেন গুইরন' নামে পরিচিত ছিলেন।

ডেভিড বেন গুইরন দূরদর্শি ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নতুন ইস্রাইলি রাষ্ট্র গঠন করতে হলে কঠোর পরিশ্রম এবং সংগ্রাম করতে হবে। কঠোর সংগ্রাম করার জন্যে অস্ত্রের দরকার এবং শত্রুর কার্যকলাপের গোপন খবর বার করবার জন্যে উপযুক্ত 'স্পাই' প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এই কাজের জন্য প্রচুর অর্থের দরকার। তিনি স্থির করলেন আমেরিকান ইহুদিদের কাছে অর্থ সাহায্য চাইবেন। কারণ, আমেরিকান ইহুদিরা বেশ ধনী ছিলেন। তারা ডেভিড বেন গুইরনকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করলেন। এই অর্থই হল হাগানা, ইরগুন জোয়াই লিউমি এবং ষ্টার্ন গ্যাংগের লড়াই করবার পুঁজি।

এবার প্রশ্ন হল কোন দেশ থেকে অস্ত্র কেনা যায়। রাশিয়ার উপগ্রহ দেশগুলির কাছে ধর্না দেয়া হল। যুদ্ধের পরবর্তীকাল। এইসব দেশগুলির 'ডলারে'র অভাব ছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার অর্থের ভাণ্ডার শূন্য ছিল। তাদের ডলারের দরকার ছিল। ঠিক হল চেকোশ্লোভাকিয়া হাগানার কাছে অস্ত্র বিক্রি করবে। মস্কো এই প্রস্তাবে কোন আপত্তি করল না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৪৮ সালে নতুন ইস্রাইলি গঠন হবার পর রাশিয়াই সর্বপ্রথম ইস্রাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। হাগানা এবং ইরগুন বিদেশ থেকে অস্ত্র কিনে সেই অস্ত্র স্মাগল করে প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসতে শুরু করল।

কিছু কিছু বৃটিশ পুলিশ বাহিনী এইরূপ আর্মস স্মাগলিং-এর কাজে বাধা দিতে শুরু করল। তবে বৃটিশ সেনাবাহিনীদের মধ্যে যারা ইস্রাইলিদের বন্ধু ছিল তারা এই আর্মস স্মাগলিং-এ সাহায্য করতে লাগল।

এবার খবর সংগ্রহের কাহিনীর একটা ছবি দেয়া দরকার। কারণ, শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হলে শত্রুর চলাফেরা, কাজকর্মের সব ধরনের খবরের প্রয়োজন ছিল। শত্রু কী ধরনের হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করছে এবং কোন দেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করছে।

এসব কাজে 'শাই' ছিল এক উপযুক্ত দক্ষ, প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে কাউণ্টার ইনটেলিজেন্সের কাজে 'শাই'-র জুড়িদার ছিল না। এদিকে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যারা ইস্রাইলিদের বন্ধু ছিল তারা নিয়মিতভাবে ইস্রাইলিদের কাছে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর এবং বৃটিশ সরকারের সব গোপন খবর এনে দিত। এছাড়া বৃটিশ সৈন্যবাহিনী যদি কখনও হাগানা, ইরগুন জোয়াই লিউমি কিংবা ষ্টার্ন গ্যাংগের শিবিরে গিয়ে হানা দিত সেই খবরও ইস্রাইলি গরিলাদের দেয়া হত। বৃটিশ পুলিশ ইস্রাইলিদের আস্তানায় ঢুকে দেখত খাঁচা খালি, পাখি উড়ে গেছে। এই ধরনের ঘটনা আকছার হত। এ ছাড়া 'শাই' টেলিফোন লাইন ট্যাপ করে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর গতিবিধির খবরাখবর সংগ্রহ করত। বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর কর্তাদের আলাপ-আলোচনা শুনত। এখানে 'শাই'-র কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া দরকার।

জন স্মিথ ছিলেন বৃটিশ সেনাবাহিনীর একজন বড় কর্নেল। ইস্রাইলিদের প্রতি তার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। একদিন জন স্মিথ তার দপ্তরের দেরাজ খুলে একটি বড় কালো মোটা ফাইল দেখতে পেলেন। ঐ বইতে পাঁচ হাজার হাগানা এবং 'পালমাকের' গড়িলা ভলাণ্টিয়ারের নাম লেখা ছিল। পুলিশ এইসব ভলাণ্টিয়ারদের সন্দেহ করত। এই বই'র সঙ্গে ছিল একটা ছোট 'কভার'। কভারের উপর লেখা ছিল 'অপারেশন ব্রডসাইডের' মূল বক্তব্য। লেখা ছিল কবে, কখন এবং কোথায় বৃটিশ পুলিশ বাহিনী হানা দিয়ে এদের গ্রেপ্তার করবে।

জন স্মিথ এই গোপনীয় ফাইলটি দেখবার পর আর কোন সময় নষ্ট করলেন না। তিনি 'শাই'র এজেণ্টদের কাছে এই গোপনীয় ফাইল এবং কভার তুলে দিলেন। 'শাই'-র এজেণ্টরা সারা রাত্রি ধরে কাজ করে ঐ কালো বইটির প্রতিটি পাতা ফটো কপি করে রাখল। পরের দিন সকালে ফাইলটি যথাস্থানে রেখে দেয়া হল। এই ফাইল যে কপি করা হয়েছিল এ কথা কেউ জানতে পারল না।

ইতিমধ্যে ফাইলের উল্লেখিত নাম অনুযায়ী বৃটিশ পুলিশ বাহিনী হাগানা, ইরগুন জোয়াই লিউমির শিবিরে হানা দিয়ে কিছুই পেল না কিংবা কাউকে ধরতে পারল না। এখানে বলা প্রয়োজন দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বিশেষ পরিশ্রম করে বৃটিশ পুলিশ ফাইলে সন্দেহজনক 'শাই'দের নাম সংযোজনা করেছিল। হাগানা, ইরগুন, জোয়াই লিউমির সদস্যরা প্রায় সবাই পালিয়ে গিয়েছিল।

আর একটি কাহিনী।

তেল আভিভ।

শহর আনন্দ-উৎসবে ভরপুর।

এমন সময় এক বৃটিশ মেজর এসে উৎসবের কর্তাকে বললেন : আমি স্থানীয় হাগানার কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বৃটিশ মেজরের আবেদন শুনে উপস্থিত অতিথিরা সবাই অবাক হল। নিশ্চয় এই প্রস্তাবের ভিতর কোন কারসাজি আছে। সাধারণতঃ বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর কথা ইস্রাইলিরা বিশ্বাস করত না।

বৃটিশ মেজরের গলায় অনুরোধের সুর ছিল। মেজর সাহেব বললেন : দেখুন, আমার এই ব্যাপারটি বিশেষ জরুরী। আমার কাছে প্রতিটি সেকেণ্ড মূল্যবান। এই খবর দিতে দেরী হলে হাগানার কিছু সদস্য বিপদে পড়বে। তেল আভিভে 'শাই'-র কর্তা আমার বন্ধু। কিন্তু আমার তেল আভিভে বর্তমানে যাওয়া সম্ভব নয়। ওখানে গিয়ে এই খবরটি দেবার অনেক অসুবিধা আছে।

এবার স্থানীয় উৎসবের কর্তা হাগানার কর্তার কাছে গিয়ে মন খুলে সব কথা বললেন। হাগানার কর্তা এসে বৃটিশ মেজরকে জিজ্ঞেস করলেন : বলুন, কী বলবেন ?

বৃটিশ মেজর বললেন : বৃটিশ কর্তারা একটি প্ল্যান [অপারেশন ব্রডসাইড] করেছে। সেই প্ল্যান অনুযায়ী আজ রাত্রে তারা হাগানার এবং ইরগুন জোয়াই লিউমির সদস্যদের বাড়িতে হানা দেবে। ওদের সাবধান করে বলুন, ওরা যেন এক্ষুনি পালিয়ে যায়।

হাগানার কর্তা এবার তেল আভিভের একটি বাড়িতে টেলিফোন করলেন। টেলিফোনে বলা হল : আমার ছেলে অসুস্থ। আপনি অবিলম্বে এ্যাম্বুলেন্স পাঠান।

এ্যাম্বুলেন্স চলে এল।

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে হাগানার কর্তা তেল আভিভে 'শাই'-র বড় কর্তার কাছে গেলেন। 'শাই'র-বড় কর্তার নাম ছিল 'ইসার হেরেল'। ইসার হেরেল মন দিয়ে সব কথা শুনলেন। এবার তিনি হাগানার অনেক বড় বড় কর্তাদের অনুরোধ করলেন। বললেন : পালিয়ে যান, পুলিশ আসছে।

অনেকে পালিয়ে গেলেন।

যারা পালিয়ে যেতে পারলেন না তারা ধরা পড়লেন।

* * *

এবার 'শাই'-র কর্তা 'ইসার হেরেল' সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলা দরকার। 'ইসার হেরেল' কে ?

ইসার হেরেলের জন্ম হয়েছিল ১৯১২ সালে, মধ্য রাশিয়ায়। জন্মের সময় তার নাম ছিল ইসার হাল্পেরিন। পরিবারটি ছিল গোড়া পন্থী ইহুদি। এই পরিবার রুশ বিপ্লবে কোন অংশগ্রহণ করেনি। বলশেভিক সরকার হাতে ক্ষমতা

পাবার পর তার পরিবারের ব্যবসা ছিনিয়ে নিয়েছিল। বিশ দশকের শেষ ভাগে তার পরিবারের অনেকেই এসে প্যালেস্টাইনে বসবাস করতে শুরু করল। এই সময়ে ইসার হেলপেরিন তার নাম পাল্টে ইসার হেরেল করেন।

প্যালেস্টাইনে এসে ইসার হেরেল কৃষিকার্য করতে শুরু করেন। হাতে কিছু পয়সা জমাবার পর ইসার হেরেল তার পরিবারের অন্য সদস্যদের প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসেন।

১৯৪২ সালে ইসার হেরেল হাগানায় যোগ দিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি 'শাই' র একজন বড় কর্তা হলেন।

বেন গুইরন ইসার হেরেলকে সুনজরে দেখতেন। কারণ, ইসার হেরেল প্রতিটি খবরের মূল্য যাচাই করতে পারতেন এবং গুরুত্ব বুঝতে পারতেন। বেনগুইরন ইসার হেরেলকে কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স অর্থাৎ আই-বী'র কর্তা হিসেবে নিয়োগ করলেন। পরে তাকে মোসাদের বড় কর্তা করা হয়েছিল।

ইসার হেরেল যখন আই-বী'র কর্তা হলেন তখন প্যালেস্টাইনে য়ুনাইটেড নেশনসের সুইডিশ ডিপ্লোম্যাট কাউণ্ট বারনাডোটকে হত্যা করা হল। সুইডিশ রাজপরিবারে কাউণ্ট বারনাডোট ছিলেন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কাউণ্ট বারনাডোট অনেক ইহুদীকে জর্মানী থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন।

১৭ই ডিসেম্বর কাউণ্ট বারনাডোট দামাস্কাস থেকে প্যালেস্টাইনের পথে রওনা হলেন। পরে তিনি জেরুজালেমে গভর্নর ডাঃ জোসেফের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। গভর্নরের বাড়ীতে যাবার পথে ষ্টার্ন গ্যাংগের সদস্যরা তাকে হত্যা করল। অনেকে বললেন এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ইরগুন জোয়াই লিউমি জড়িত ছিল।

কাউণ্ট বারনাডোটের হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর সর্বত্রই আলোড়ন সৃষ্টি করল। এবার বেনগুইরন ইরগুন জোয়াই লিউমি এবং ষ্টার্ন গ্যাংগকে তাদের পাট চুকিয়ে দিয়ে ইস্রাইলি ডিফেন্স ফোর্সে যোগ দিতে বললেন। বেনগুইরন সব সন্ত্রাসবাদী দলকে স্পষ্ট করে বললেন। যে, তাদের আর স্বাধীনভাবে কাজ করা চলবে না। ইরগুন জোয়াই লিউমি এবং ষ্টার্ন গ্যাং-এর মধ্যে অনেক দক্ষ, কর্মঠ সদস্য ছিল। বেনগুইরন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে নতুন ইস্রাইলি রাষ্ট্র গঠনে এইসব কর্মঠ লোকের প্রয়োজন হবে। ইরগুন জোয়াই লিউমি তাদের নিজেদের পরিচয়কে অস্বীকার করে কাজ করতে আপত্তি জানায়। বেনগুইরন প্রথমে তাদের দাবীকে প্রায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরে তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে ইরগুন জোয়াই লিউমিকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে অনেক অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে।

এইসব সাত পাঁচ চিন্তা করবার পর বেনগুইরন উপলব্ধি করলেন যে গোপন খবর সংগ্রহ এবং সন্ত্রাসবাদের কাজ করবার জন্যে ইস্রাইলে একটি নতুন স্পাই প্রতিষ্ঠান গঠন করা দরকার। এই নতুন স্পাইং প্রতিষ্ঠানকে তিন ভাগে ভাগ করা

হল। একটি শাখার নাম হল "শেনবেত"। অর্থাৎ আই-বী'র দপ্তর। এর কাজ হবে ইস্রাইলের অভ্যন্তরের খবরাখবর সংগ্রহ করা। বিশেষ করে ইস্রাইলে যে সব বিদেশি স্পাইরা কাজ করছে তাদের সম্বন্ধে আরো খবর নেয়া দরকার।

আমেরিকা এবং বিদেশ থেকে সৈন্যবাহিনীর খবর সংগ্রহ করবার জন্যে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হল যার নাম হল "আমান"। এই বাহিনীর কাজ হল শত্রুর সৈন্যবাহিনীর গতিবিধির উপর নজর রাখা এবং তাদের খবরাখবর সংগ্রহ করা। বিদেশ থেকে বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করবার জন্যে একটি সংস্থা গঠন করা হল যার নাম হল "মোসাদ"।

এই তিনটি সংস্থার মধ্যে 'মোসাদ'ই ছিল সবচাইতে শক্তিশালী এবং সর্বোৎকৃষ্ট। কেন মোসাদ শক্তিশালী হয়েছিল এবং সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেই কথা বিস্তৃত করে পরে বলব।

এবার 'শাই'-কে কবর দেয়া হল। এই কবর দেবার কারণ জানতে হলে আমাদের কয়েকটি রোমাঞ্চকর কাহিনী বলতে হবে।

'শাই' গঠন করার সময় তার কর্তা ছিলেন 'ইসার বেরি'। বিভিন্ন করণে ইসার বেরি বেনগুরিয়নের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ, ইসার বেরি কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এইসব হত্যাকাণ্ড ছিল রাজনৈতিক এবং বেনগুরিয়ন এর দরুণ বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন।

একটি হত্যাকাণ্ডের কাহিনী।

হাইফা শহর, ১৯৪৮ সাল।

পুলিশ খবর পেল মাউণ্ট কারমেলের কাছে একজন আরবের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। বুলেটে তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত ছিল।

পুলিশের তদন্তে জানা গেল যে মৃত আরবের নাম হল আলি কাসেম।

বিচিত্র লোক আলিকাসেম। তার চরিত্র ছিল রঙ্গীন। জীবনে তিনি অনেক ইস্রাইলিদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। অবশ্যি প্রতিটি জীবন রক্ষা করবার জন্যে তিনি উপযুক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। লোকে বলত আলিকাসেম ছিলেন দুমুখো সাপ অর্থাৎ ডবল এজেণ্ট।

আলিকাসেমের এই ডবল এজেণ্টের কাজকর্মের খবর বেশিদিন গোপন রইল না। আলিকাসেমের অবর্তমানে আরবরা তার বিচার করে তার মৃত্যুদণ্ডের রায় দিল। কিন্তু পরে হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল আলিকাসেম নিখোঁজ হয়েছে। এবং তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। কিছুদিন পরে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল।

এবার তদন্ত শুরু হল।

প্রথম প্রশ্ন হল: আলি কাসেম কে?

পরে আর একটি গুজব শোনা গেল যে 'শাই'-র কর্তা ইসার বেরি এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন।

জানা গেল যে ইসার বেরির লোকেরা তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে কোন এক নির্জন স্থানে খুন করেছে।

খবরটি শুনে বেনগুইরন বিশেষ বিচলিত হলেন। ইস্রাইল এক নতুন রাষ্ট্র। এই ধরনের অন্যায় কাজ ইস্রাইলে করা সম্ভব একথা বেনগুইরন ভাবতেও পারলেন না। তিনি পুরো ঘটনার তদন্তের আদেশ দিলেন। তদন্তের রিপোর্টে জানা গেল ইসার বেরি হলেন দোষী।

তারপর ইসার বেরির বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেল।

একদিন ডেভিড বেনগুইরনের দপ্তরে শাওল অ্যাভিনুর নামে একটি লোক এসে হাজির হল। এই লোকটির কাছ থেকে জানা গেল বেরির বিরুদ্ধে বেশ গুরুতর অভিযোগ আছে।

কী ধরনের অভিযোগ ? বেনগুইরন জিজ্ঞেস করলেন।

এবার বেনগুইরনকে কিছু কাগজ দেয়া হল। এই সব কাগজ থেকে একটি তথ্য প্রকাশিত হল যে ইসার বেরি যেদিন 'শাই' দপ্তরের পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন সেদিন ইসার হেরেলকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

কৌতূহলী ইসার হেরেল জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেন তাকে ডেকে পাঠান হয়েছে।

"আমি জানতে চাই শাই'র দপ্তরে 'আবা হুসির' নামে কোন ফাইল আছে কিনা ?" ইসার বেরি প্রশ্ন করলেন।

'আবা হুসি' কে ?

আবা হুসি ছিলেন নতুন ইস্রাইলি রাষ্ট্রের একজন সমাজবাদী নেতা। ইস্রাইলে ইল্লিগ্যাল ইমিগ্রেশনের কাজে তিনি ছিলেন পালমাকের একজন বড় মাপের লিডার। ইস্রাইলি শরণার্থীরা যখন বৃটিশ সরকারের তৈরী করা প্যালেস্টাইনের বেড়াজাল টপকে আসতে শুরু করেছিল তখন বৃটিশ সরকার স্থির করেছিল যে তাদের নৌবাহিনীর বেড়াজাল আরো শক্ত ও মজবুত করতে হবে। কোন প্রকারেই ইস্রাইলি শরণার্থীরা যেন প্যালেস্টাইনে এসে বসতি স্থাপন করতে না পারে। এবার পালমাক স্থির করল কোন এক নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে বৃটিশ নৌবাহিনীর উপর আক্রমণ করতে হবে। পরে জানা গেল বৃটিশ নৌবাহিনীর কর্তৃপক্ষ এই আক্রমণের কথা জানতে পেরেছে। কী করে বৃটিশ সরকার এই খবর পেল।

নিশ্চয় পালমাকের ভেতর কোন বিভীষণ কাজ করছে। আবা হুসিকে সন্দেহ করা হল। কারণ, বলা হল আবা হুসির সঙ্গে বৃটিশ নৌবাহিনীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব আছে।

এসব ছিল আন্দাজ-অনুমান। অনেকে বললেন ঃ আবা হুসি হলেন বিশ্বাসঘাতক।

ইসার বেরি এই তদন্তের কাজ ইসার হেরেলের হাতে তুলে দিলেন।

* * *

প্রায় চারমাস পরে এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হল।

একদিন ইসার বেরির এক মিলিটারি পুলিশ হাইফা শহরের ইডেন হোটেলে গিয়ে হাজির হল।

দিনটি ছিল স্মরণীয়, নতুন ইস্রাইলি রাষ্ট্রের জন্মদিবস। মিলিটারী পুলিশ এসে বলল, "আমরা জুলস আমষ্টারকে ধরতে চাই।"

দলের মধ্যে একজন এগিয়ে এলেন।

বললেন ঃ আমার নাম জুলস আমষ্টার। বলুন কী চাই?

জুলস আমষ্টার পুলিশের মুখে তার নাম শুনে হকচকিয়ে গেলেন। মাত্র চারদিন আগে জুলস আমষ্টার লড়াই ক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছিলেন। তাই তার অবাক হবার বিশেষ কারণ ছিল।

চলুন আমার সঙ্গে, এই বলে পুলিশ জুলস আমষ্টারকে থানায় নিয়ে গেল। সেখানে তার উপর ভীষণ অত্যাচার করা হল। মেরে তার হাত পা ভেঙ্গে দেয়া হল। শুধু মেরেই পুলিশ সন্তুষ্ট হল না। ইসার বেরি এবার বেনগুরিয়নকে দুটি ডকুমেণ্ট দিলেন, বললেন ঃ আমরা হাইফা পুলিশের কাছ থেকে দুটি ডকুমেণ্ট খুঁজে পেয়েছি।

বেনগুইরন ডকুমেণ্ট দুটি পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, ডকুমেণ্ট দুটি ছিল টেলিগ্রাম। এই টেলিগ্রাম দুটি বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর কর্তাদের কাছে ছিল। টেলিগ্রামে লেখা ছিল পালমাক বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর বেড়াজালকে অতিক্রম করে কিছু ইস্রাইলি শরণার্থীদের প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসা হবে। বেনগুইরনের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে এ চিঠি দুটি আবা হুসিই লিখেছিলেন। বেনগুইরন বুঝতে পারলেন যে পালমাকের সৈন্যদের উপর কেন বৃটিশ সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করেছিল। এই ঘটনার আরো কিছুদিন পরে এক তরুণ যুবক এসে হাগানার শিবিরে ঢুকল। ছেলেটির নাম ছিল আব্রাহাম। আব্রাহাম ছিল এক পেশাদারী জালিয়াৎ। ডকুমেণ্ট জাল করতে তার জুড়িদার আর কেউ ছিল না। আব্রাহাম তার দপ্তরের কর্তাদের গিয়ে বলল ঃ কিছুদিন হল আমি একটি গভীর বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি। প্রশ্নটি আমার মনকে পীড়া দিচ্ছে। তাই বিষয়টি নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে এসেছি।

আপনার সমস্যা কী শুনি? হাগানার কর্তা জিজ্ঞেস করলেন।

আব্রাহাম তার স্বীকারোক্তি করতে লাগল।

তিনি বললেন ঃ কিছুদিন আগে ইসার বেরি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বেরি আমার হাতে দুটি টেলিগ্রাম দিয়ে বলেছিলেন ঃ এই দুটি টেলিগ্রামের হুবহু নকল আমার চাই। টেলিগ্রামের ভাষার কিছু অদল বদল আমাকে করতে হবে।

এই বলে ইসার বেরি আমাকে বললেন ঃ টেলিগ্রামের ভেতর যেন আবা হুসির নাম যেমন হয়।

ঃ তাহলে তুমি ঐ দুটি টেলিগ্রাম জাল করেছিলে ঃ

ঃ হ্যা, দুটি টেলিগ্রামই জাল।

আব্রাহাম একথা স্বীকার করল। আমি টেলিগ্রাম জাল করে ইসারবেরিকে দিয়েছিলাম। তিনি ঐ টেলিগ্রাম দুটি নিয়ে কী কাজ করেছিলেন জানি না।

আব্রাহামের এই স্বীকারোক্তির কথা বেনগুইরনকে জানান হল।

বেনগ্যুইরন এই খবর শুনে স্তম্ভিত হলেন। তিনি স্থির করলেন অবিলম্বে ইসার বেরিকে তাড়াতে হবে, 'শাই'-র সঙ্গে বেরির সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

'শাই'-র সঙ্গে ইসার বেরির সম্পর্ক ছিন্ন করা হল।

*   *   *

৩০শে জুন, ১৯৪৮

তেল আভিভ, ৮৫নং বেন এহুদা স্ট্রীট।

বারান্দার দরজার ফলকে লেখা আছে 'কনসালটান্সি সার্ভিস', কিন্তু দপ্তরের ভেতর বসে আছেন 'শাই'র উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা।

সবাই 'শাই'র কর্তা ইসার বেরির জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন। বেরি প্রধান মন্ত্রী ডেভিড বেন গ্যুইরনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ বাদে ইসার বেরি এসে সভায় হাজির হলেন। শাই'র বড় বড় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়ে আজকের বৈঠক।

বেরি এসে প্রথমে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর দিলেন। ডেভিড বেন গ্যুইরন ইনটেলিজেন্স সার্ভিস সম্বন্ধে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইস্রাইল ইনটেলিজেন্স সার্ভিসকে আবার নতুন করে গড়ে তোলা হবে। ইস্রাইল ইনটেলিজেন্সের এই তিনটি শাখাই হল গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য।

ঠিক করা হয়েছে মিলিটারী ইনটেলিজেন্সের কাজকর্ম দেখবে 'আমান'। আমান, কমাণ্ডার ইন চীফ, ডিফেন্স মিনিস্টারের অধীনে কাজ করবে। বিভিন্ন ধরনের সামরিক খবর, বিভিন্ন আরব দেশের সরকার কী ধরনের অস্ত্র এবং কোন দেশ থেকে কিনছে এবং আরব সৈন্যবাহিনীর গতিবিধির এবং কোথায় কোথায় সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে তার খবরাখবর আমান সংগ্রহ করবে। এ ছাড়া দেশের সৈন্যবাহিনীর সিকিউরিটির খবর আমান সংগ্রহ করবে।

আই-বী' অর্থাৎ কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের নাম করা হল "শেন-বেত"। আই-বী'র কাজ ছিল কাউন্টার এসপিওনেজ অর্থাৎ দেশের ভেতরের খবর সংগ্রহ করা, বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং সরকার বিরোধী দলের খবর সংগ্রহ করা ছিল এদের কাজ।

বিদেশি পর্যটকদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবার দায়িত্ব শেন-বেত'কে দেয়া হয়েছিল।

তৃতীয় ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের শাখার নাম হল 'মোসাদ'। এদের কাজ হল বিদেশ থেকে খবর সংগ্রহ করা। 'মোসাদ' প্রধানমন্ত্রীর অধীনে কাজ করবে।

চার নম্বর শাখার নাম হল "স্পেশাল ব্রাঞ্চ"। এরা 'শেন বেতের' সঙ্গে একত্র হয়ে কাজ করবে। পাঁচ নম্বর শাখার নাম হল "রিসার্চ ডিভিশন অব দি ফরেইন মিনিস্ট্রি সাধারণতঃ এই দপ্তর এম্বাসডার, মিলিটারী এটাচী অর্থাৎ ইস্রাইলি ডিপ্লোম্যাট কিংবা বিদেশী ডিপ্লোম্যাটদের চুরি করা রিপোর্টগুলি পাঠ করে এবং তাদের মূল্য যাচাই করবে।

এই পাঁচটি সংস্থার মধ্যে মোসাদ, শেনবেত এবং আমানই সবচাইতে উল্লেখযোগ্য।

এবার বরিস গুরিয়েলে নামে এক বিখ্যাত স্পাই'র কথা বলতে হবে। যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি নাৎসী জর্মানীতে বন্দী হয়েছিলেন। পরে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী জর্মানী পুনর্দখল করে নেবার পর তিনি প্যালেষ্টাইনে ফিরে এলেন। তিনি ইস্রাইলে এসে বিদেশ মন্ত্রণালয়ে স্থান পেলেন।

কারণ, বিদেশ মন্ত্রী মোশে শারেট তার দপ্তরের জন্যে একটি 'পলিটিক্যাল রিসার্চ ডিপার্টমেণ্ট' গঠন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি বরিশ গুরিয়েলকে এই শাখার একজন বড় কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করলেন। তাকে বলা হল রাভেন শিলোয়াকের অধীনে কাজ করতে হবে।

ঐ সময়ে রাভেন শিলোয়াক ছিলেন বিদেশ মন্ত্রণালয়ের একজন বড় পরামর্শ-দাতা। গুরিয়েলের কাজ ছিল পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট এবং বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা। গুরিয়েল নিজস্ব একটি দপ্তর খুললেন, এ কাজের জন্য তাকে অনেক ক্ষমতা দেয়া হল। গুরিয়েলের একটি বিশেষ কাজ ছিল বিদেশ থেকে রাজনৈতিক এবং সামরিক খবর সংগ্রহ করা। আমান এবং শেনবেতের কাজ ইস্রাইলের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের কাজ বিদেশে করা হত।

ইসার বেরির পতনের পর ভিভিয়ান হেরজেনকে আমানের বড় কর্তা করা হল। হেরজেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ মিলিটারী ইনটেলিজেন্সর কাজ করতেন। তিনি পরে শাই'র একজন বিশেষ গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতেন পরে ইস্রাইল নতুন রাষ্ট্র হবার পর হেরজেন বেরির সহকারী হিসেবে কাজ করতে শুরু করলেন। বেন গুইরন আমানকে নতুন করে গড়ে তুলবার জন্য তাকে অনেক সুযোগ দিয়েছিলেন। বেনগুইরন হেরজেনের প্ল্যানকে অনুমোদন করবার পর হেরজেনকে আমানের বড় কর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হল। পরে হেরজেনের চেষ্টায় ইস্রাইলের তিনটি বড় স্পাই প্রতিষ্ঠান—আমান, শেনবেত এবং রাজনৈতিক দপ্তরকে একত্র করে একটি বড় প্রতিষ্ঠান গঠন করা হল। এই প্রতিষ্ঠানের বড় কর্তা হল শিলোয়াক। তার অধীনে রইল আমান, শেন বেত এবং পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

১৯৫১ সালে পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের কাজ নিয়ে সমালোচনা করবার পর এই দপ্তরকে আরো শক্তিশালী করা হল। অনেক আলোচনার পর স্থির হল পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টকে কবর দেয়া হবে। তার পরিবর্তে যে নতুন সংস্থাটি গঠন করা হল তার নাম হল সেণ্ট্রাল ইনষ্টিটিউট ফর ইনটেলিজেন্স এ্যাণ্ড স্পেশাল মিশন। হিব্রু ভাষায় এর নাম হল 'মোসাদ'। আজ দুনিয়া শুদ্ধ সবাই মোসাদের নাম জানে।

পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট তুলে দেবার পর গুইরেলের অধীনে যেসব কর্মচারীরা কাজ করছিল তাদের মধ্যে আলোড়ন, আন্দোলন, বলা যায় বিদ্রোহের

ঢেউ উঠল।

সবাই সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নিতে রাজি হল না। কিন্তু শিলোয়াকে পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের এই বিদ্রোহকে সহজে মেনে নিতে পারল না। কারণ, তিনি স্থির করেছিলেন যে পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের ঔদ্ধত্য সহ্য করা হবে না। তিনি পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টকে তুলে দেবার জন্য বদ্ধ পরিকর ছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় সবাইকে বললেন যে বিদ্রোহীদের শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদের অন্য কোন সরকারী দপ্তরে স্থান দেয়া হবে না।

এরপর আর কোন গোলমাল হল না।

*   *   *

১৯৫১ সালের পর থেকে শিলোয়াক মোসাদের বড় কর্তা হলেন। এই সময়ে মোসাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য তৈরী হল "মোসাদ লে আলিয়া বেত"। এর বড় কর্তা হলেন শাওল অ্যাভিগ্নুর। তার কাজ হল বিদেশ থেকে ঐ দেশের আইন-কানুন ভেঙ্গে ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসা।

বেন গুইরন ইনটেলিজেন্সের কাজ শিলোয়াকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কারণ, শিলোয়াকের উপর তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। শিলোয়াকের জন্ম হয়েছিল পুরাতন জেরুজালেমে। তার বাবা ছিলেন ইহুদি পুরোহিত। তিনি অল্প বয়স থেকে রাজনৈতিক কাজকর্ম করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি কিছুদিন সাংবাদিকের কাজও করেছিলেন। তারপর কিছুদিন দামাস্কাস এবং ইরাকে জীবন কাটিয়েছিলেন। তিনি প্যালেস্টাইনে ফিরে আসবার পর ওয়ার্কার্স য়ুনিয়নের পলিটিক্যাল ডিভিশনে কাজ করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি বেন গুইরন এবং চেইম ওয়াইজম্যানের পরামর্শদাতা হলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তিনি মোশে শারাটের প্রধান পরামর্শদাতা হলেন। বলা যায় তিনি হলেন মোশে শারাটের ডান হাত।

যুদ্ধের পর শিলোয়াক বেনগুইরনের সঙ্গে আমেরিকা গিয়েছিলেন। সেইখানে গিয়ে ধনী ইহুদীদের কাছে হাত পাতলেন। ঐ টাকা দিয়ে গড়িলা যুদ্ধের জন্য অস্ত্র কিনলেন।

ইসার হেরেল শিলোয়াককে খুব উঁচু মাপের ইনটেলিজেন্স অফিসার বলে গণ্য করতেন না। অবশ্যি শিলোয়াক যখন মোসাদের বড় কর্তা হলেন তখন তিনি শিলোয়াকের সঙ্গে সহযোগিতা করবার পুরো আশ্বাস দিলেন।

শিলোয়াক মোসাদের কর্তা হবার পর তার এই প্রতিষ্ঠান বেশ কয়েকটি কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। সেই কেলেঙ্কারীর হাত থেকে শিলোয়াক ছাড় পেলেন না।

প্রথমতঃ আমাদের বাগদাদের কেলেঙ্কারীর কাহিনী বলতে হবে।

*   *   *

তেল অভিভে 'স্প্রিং'-তৈরী করবার একটা ফ্যাক্টরী ছিল। সেই কারখানার ম্যানেজারের নাম ছিল ইয়াকোভ ফ্রাঙ্ক।

একদিন শিলোয়াকের দুইজন প্রতিনিধি এসে কোম্পানীর ম্যানেজার ইয়াকোভ ফ্রাঙ্কের সঙ্গে দেখা করলেন। শিলোয়াকের প্রতিনিধি আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। কারণ? জানি না।

ফ্রাঙ্ক গিয়ে শিলোয়াকের সঙ্গে দেখা করলেন। বলুন, আমাকে কী প্রয়োজন? শিলোয়াক ফ্রাঙ্কের ফাইল খুলে বললেন: ফ্রাঙ্ক, তুমি কোন এক সময়ে "ইল্লিগ্যাল ইমিগ্রেশনের কাজ করেছিলে? তখন তোমার পদবী ছিল মেজর"। যাই হোক আমি তোমার মত একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছি।

বলুন আমাকে কী করতে হবে? কৌতূহলী হয়ে ফ্রাঙ্ক জিজ্ঞেস করলেন।

তোমাকে একবার ইরাকে যেতে হবে। বাগদাদে আমাদের যে এজেণ্ট আছে আমরা তাকে বদলি করতে চাই···

এবার ফ্রাঙ্কের ভাববার পালা। ভেবে বলল: বাগদাদে আমি যেতে রাজি আছি। তবে একটা শর্তে।

: তোমার শর্ত কী শুনি?

: আমাকে কাজ করবার পুরো স্বাধীনতা দিতে হবে।

: আপত্তি নেই। শিলোয়াক জবাব দিলেন। কিছুদিন ট্রেনিং নেবার পর ফ্রাঙ্ক বাগদাদে গেলেন।

প্রথমে তিনি ইরানে গেলেন। ওখানে গিয়ে 'আলিয়া বি'-র [ইল্লিগ্যাল ইমিগ্রেশনের দপ্তর] কর্তা জিয়ন কোহেনের সঙ্গে দেখা করলেন। ফ্রাঙ্ক জিয়ন কোহেনকে জিজ্ঞেস করলেন: একটা প্রশ্ন না করে পারছি না। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমি কোন দলের সঙ্গে কাজ করছি। 'আলিয়া বি'-র সঙ্গে না শিলোয়াকের সঙ্গে। না গুরিয়েলের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে না মিলিটারী ইনটেলিজেন্সের সঙ্গে। সব কিছুই আমার কাছে ধাঁধা লাগছে।

কোহেন অবশ্য এর কোন স্পষ্ট জবাব দিতে পারল না। কিংবা চাইল না। কারণ, কোহেন জানত এই সময়ে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে গোলমাল, বিশৃংখলা চলছিল। এছাড়া কার কী কাজ কিংবা কে কোন কাজ করছে একথা সে ভাল করে জানত না। কোহেন একটা অস্পষ্ট জবাব দিল: আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না।

ইরানে পেঁছে ফ্রাঙ্ক তার পাশপোর্ট পরিবর্তন করল। তার নতুন নাম হল ইসমাইল তাসবয়স। পেশা কার্পেট মার্চেণ্ট। ফ্রাঙ্ক এই নতুন পরিচয় পেয়ে ক্ষুণ্ণ হলেন। কারণ, ফ্রাঙ্কের ইচ্ছে ছিল তাকে কানাডিয়ান পাশপোর্ট দেয়া হক। কিন্তু পাশপোর্টে তার নতুন পরিচয় হল আরব ব্যবসায়ী। ফ্রাঙ্ক স্বীকার করলেন যে, তিনি নিখুঁত আরবী ভাষা বলতে পারেন না। এই পরিস্থিতিতে ফ্রাঙ্ক প্রথমে স্থির করলেন তিনি আবার ইস্রাইলে ফিরে যাবেন। কিন্তু তার দেশপ্রেম এত গভীর ছিল যে তিনি স্থির করলেন বাগদাদেই তিনি নতুন পরিচয় নিয়ে কাজ করবেন। যথাসময়ে ফ্রাঙ্ক বাগদাদে গিয়ে পেঁছুলেন।

ঐ সময়ে বাগদাদে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তা ছিলেন বেন

পোরাত। এক বিচিত্র চরিত্র। বেন পোরাত ফ্রাঙ্ককে দেখে বেশ অবাক হলেন। কারণ, বাগদাদে তিনি ফ্রাঙ্ককে দেখবার আশা করেন নি। এছাড়া বেন পোরাত জানতেন না যে তাকে বদলি করা হয়েছে। কারণ, তিনি তেল আভিভ থেকে বদলির কোন নির্দেশ পান নি। কিন্তু ইরাকে পা দিয়েই ফ্রাঙ্ক বুঝতে পেরেছিলেন যে বেন পোরাতের স্পাইং নেটওয়ার্কে গোলমাল আছে। এদিকে বেন পোরাত সহজ ভাষায় বললেন যে তিনি তার কাজের দায়িত্ব ফ্রাঙ্কের হাতে তুলে দিতে চান না।

ফ্রাঙ্ক এক বিরাট সমস্যায় পড়লেন।

কী করবেন তিনি ?

বেন পোরাত শুধু 'আলিয়া বি' ইমিগ্রেশনের কাজকর্ম দেখতেন না। তিনি বাগদাদের এক বিরাট স্পাই চক্র পরিচালনা করছিলেন। বাগদাদের ইহুদি কালচারাল সেণ্টারে তার নাম ছিল জ্যাকি হাবিব। কিন্তু তার আর একটা নাম ছিল 'নিসম মোসে।'

এরপর ফ্রাঙ্কের আর করবার কিছুই ছিল না। এছাড়া আর একটি ঘটনায় ফ্রাঙ্ক বিশেষ চিন্তিত হলেন। বেন পোরাত ফ্রাঙ্ককে বাগদাদের বিখ্যাত হোটেল 'সামিরামিশ' এ নিয়ে গেলেন; সেই হোটেলে থাকবার অসুবিধা ছিল কারণ পুলিশ প্রায়ই এখানে এসে বিদেশিদের পাশপোর্ট চেক করত। সামিরামিশ ছিল একটি আন্তর্জাতিক হোটেল।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ফ্রাঙ্ক স্থির করল যে এই অবস্থায় ইরাক থেকে পালিয়ে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু ঐ সময়ে কোন ইহুদীর ইরাক থেকে বেরিয়ে যাওয়া খুব সহজ কাজ ছিল না। 'এক্সিট' ভিসা পাবার জন্যে প্রচুর টাকা ঘুষ দিতে হত। অনেক টাকা খরচ করে ফ্রাঙ্ক বাগদাদ থেকে ইস্তানবুলে গেলেন। কিন্তু ইস্তানবুলে ইস্রাইলি কন্সুলেট ফ্রাঙ্কের আসল পরিচয় জানত না। তারা ফ্রাঙ্ককে ইস্রাইলে যাবার ভিসা দিতে অস্বীকার করল। অনেক চেষ্টার পর ইস্রাইলে যাবার ভিসা মিলল।

তেল আভিভে পেঁছে ফ্রাঙ্ক শিলোয়াকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। শিলোয়াক কোন অজ্ঞাত কারণে তার সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করলেন। ফ্রাঙ্কের সঙ্গে এই দুর্ব্যবহার কেন করা হয়েছিল তার সঠিক কারণ জানা যায় নি।

এবার জানা দরকার বেন পোরাত কে ? বেন পোরাতের কাজ ছিল বাগদাদ থেকে ইহুদীদের তেল আভিভে ফেরৎ পাঠানো। বলা যায় 'ইলিগ্যাল ইমিগ্রেশন' ছিল তার কাজ।

ইরাক ছিল তেল আভিভের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ দেশ। এখানে ইস্রাইলি এজেণ্টের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইরাক ইস্রাইলিদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করেছিল। দুই দেশের মধ্যে কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল

না। এছাড়া যুদ্ধের পর ইরাক ইস্রাইলির সঙ্গে কোন সন্ধিপত্রে সই করতে অস্বীকার করেছিল। তাই বাগদাদ থেকে সরকারের অনুমতি নিয়ে ইহুদীদের পাঠানো খুব সহজ কাজ ছিল না। কঠিন বলেই এই 'ইলিগ্যাল ইমিগ্রেশনের' কাজ করবার জন্যে ইরাকে বেন পোরাতকে পাঠানো হয়েছিল।

বেন পোরাতের আর একটি কাজ ছিল ইরাকে ইস্রাইলি স্পাই চক্র গঠন করা। বেন পোরাত অনেক দিন থেকে বাগদাদে বসবাস করছিলেন। সমস্ত বাগদাদ শহরের অলিগলি ছিল তার হাতের মুঠোয়।

বেন পোরাতকে তেল অভিভ থেকে এত তাড়াতাড়ি পাঠানো হয়েছিল যে তাকে স্পাইং-র কাজে বিশেষ কোন প্রশিক্ষণ দে'য়া হল না। ইরানে এসে বেন পোরাত তার পাশপোর্ট-এর নাম পরিবর্তন করলেন। তার নতুন নাম হল 'নিসম মোসে।' পরে বাগদাদে এসে বেন পোরাত বহু সংখ্যক জাল পাশপোর্ট ব্যবহার করেছিলেন। এবং ইহুদীদের বাগদাদের বিমানবন্দরে পেঁছে দেবার দায়িত্ব ছিল বেন পোরাতের। এরপর থেকে বেন পোরাত কিংবা নিসম মোসে আর একটি নতুন জাল নাম ব্যবহার করতে লাগলেন। তার এই নতুন নাম ছিল জ্যাকি হাবিব।

এই সময়ে বাগদাদে বহু ইস্রাইলি স্পাই কাজ করত। তবে একের সঙ্গে অন্যর কোন সম্পর্ক ছিল না। এইসব ইস্রাইলি স্পাইদের মধ্যে একজন স্পাই'-র নাম ছিল 'রডনি'। রডনির বৃটিশ পাশপোর্ট ছিল এবং ঐ পাশপোর্টে তার নাম ছিল পিটার ইয়ানিভ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রডনি ভারতে ছিল। তখন তার নাম ছিল "হিন্দু"।

১৯৫১ সালে বাগদাদে আর একজন ইস্রাইলি এসে উপস্থিত হল। পাশপোর্টে তার নাম ছিল জালিহন। তার আসল নাম ছিল ইহুদা তাগার। কোন এক সময়ে তাগার ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনীতে কাজ করত। রডনিকে বলা হয়েছিল তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দে'য়া হবে। পরে তাকে তাগারের অধীনে কাজ করতে বলা হল। তাগার এবং বেন পোরাত প্রায়ই নির্জন স্থানে দেখা করত। এদের কাজকর্ম নিয়ে দুজনের মধ্যে গভীরভাবে আলাপ-আলোচনা হ'ত।

একদিন এক প্যালেস্টানিয়ান তাগারের মুখোষ খুলে দিল। সে ইরাকী সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় বলল ঃ 'তাগার হলেন ইস্রাইলি।' ক্রমে ক্রমে ইরাকী পুলিশ তাগারের আসল পরিচয় জানতে পারল।

এই প্যালেস্টানিয়ানের নাম ছিল 'আসাদ'। সে এক স্থানীয় স্টোর ডিপার্টমেণ্ট কাজ করত। একদিন তাগার কফি খেতে এক কফি হাউসে গিয়ে উপস্থিত হল। তাগারের সঙ্গে আসাদের মুখোমুখি দেখা হল। আসাদ তাগারকে ভালো করে চিনত।

সেদিন তাগার কফি হাউস থেকে চলে গিয়েছিল। এবার আসাদ গিয়ে পুলিশকে বলল ঃ আমি বাগদাদে এক ইস্রাইলি স্পাইকে দেখেছি। পুলিশ

াসাদকে বলল ঃ এরপর আর যদি কখনও ঐ ইস্রাইলি স্পাইকে দেখো তবে আমাদের জানিও।

জানাতে দেরী হল না। কারণ, ঐ সময়ে বাগদাদের বাজারে একটা গুজব ছিল ইস্রাইলি স্পাইরা বাগদাদের চারপাশে ঘুরছে।

একদিন তাগারের একটি আরবীক টাইপরাইটার কিনবার প্রয়োজন হল। এ কাজের জন্যে সে বেন পোরাতের সাহায্য নিল। দুজনে গিয়ে বাগদাদের বিখ্যাত উড়জাদি ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরসে হাজির হল। সেদিন টাইপরাইটার বিক্রির কাউণ্টারে আসাদ বসেছিল। আসাদ ওদের দেখবার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পুলিশের কাছে গেল এবং পুলিশকে খবর দিল যে সে আবার ইস্রাইলি স্পাইদের দেখেছে। পুলিশ এবার ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরসের গেটের সামনে এসে দাড়াল। পরে জেরা করবার জন্যে তাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হল।

স্পাই-র সবচাইতে বড় কাজ হল বিপদে স্থির থাকা। থানায় গিয়ে বেন পোরাত বিচলিত হলেন না। কারণ এর আগেও বেন পোরাত ইরাকী পুলিশের থানায় গিয়ে ধর্ণা দিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ কোনদিনই বেন পোরাতকে গ্রেপ্তার করবার সুযোগ পায়নি। এবারও বেন পোরাত জানতেন তার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে? প্রথমতঃ তার কাছে তার বিরোধী প্রমাণপত্র অর্থাৎ স্পাই-র কাজকর্মের সব কাগজপত্র নষ্ট করা হল। তার কাছে ১৯৪৯ সালে আরব—ইস্রাইল যুদ্ধের প্রেস ক্লিপিং ছিল সেইগুলি ধ্বংস করতে হল। এছাড়া একটা কাগজে তার স্পাই সহকর্মীদের নাম লেখা ছিল সেই কাগজটি তিনি ছুঁড়ে ফেললেন। আর তিনি এই কাগজ ছুঁড়ে ফেলবার জন্যে এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। পকেট থেকে রুমাল বার করবার সময় ঐ কাগজটি ছুঁড়ে ফেললেন।

এইসব আপত্তিকর কাগজ ছুঁড়ে ফেলা দেবার পর বেন পোরাত নিশ্চিন্তবোধ করলেন। পরে পুলিশের কাছে এক জবানবন্দীতে বেন পোরাত বললেন ঃ আমি ইহুদী কালচারাল সেণ্টারের একজন সামান্য কর্মচারী। এই লোকটির সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই। কাল রাত্রে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। লোকটি আমাকে জিনিস কিনবার জন্যে তাকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছিল। তাই ঐ জিনিস কিনবার জন্যে আমি ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে গিয়েছিলাম। এছাড়া আমার বলবার আর কিছু নেই।

তাগারকে আলাদা করে প্রশ্ন করা হল। কিন্তু সে মুখ খুলল না।

এবার পুলিশ তাগারের মুখ থেকে কথা বার করবার জন্যে এক নতুন পন্থা অবলম্বন করল। তারা তাগারের মুখে একটি কালো মুখোষ পড়িয়ে দিল। সাধারণতঃ স্পাইদের গুলি করবার আগে তাদের কালোমুখোষ পড়ান হয়। পুলিশ তাগারকে গুলি করবার জন্যে একটি মাঠে নিয়ে গেল। তবু তাগার তার মুখ খুলল না। উপায় না দেখে পুলিশ আবার তাগারকে জেলখানার সেলে ফিরিয়ে আনল।

একদিন জেলখানায় তাগারের কাছে ঐ প্যালেস্টানিয়ান আসাদকে নিয়ে আসা হল। এবার তাগারের বুঝতে অসুবিধা হল না যে তার পরিচয় গোপন রাখা যাবে না। তাগার স্বীকার করল সে কোন এক সময়ে ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনীতে কাজ করত।

তাহলে আপনি বাগদাদে কেন এসেছিলেন ? পুলিশ প্রশ্ন করল।

ঃ আমি বাগদাদে একটি ইহুদী মেয়েকে বিয়ে করতে এসেছিলাম।

পুলিশ অবশ্য তাগারের এই কথা আদৌ বিশ্বাস করতে পারল না। তবু ইরাকী পুলিশ তাগারের মুখ থেকে আর বেশি কথা বের করতে পারল না। তাগার যে বোর্ডিং হাউসে থাকত পুলিশ সেই বাড়িতে গিয়ে হানা দিল। তার জিনিসপত্র সবকিছু তছনছ করে সার্চ করা হল। পরে দেয়ালের গোপন স্থান থেকে কিছু গোপনীয় কাগজ উদ্ধার করা হল। তাগার এইসব কাগজপত্র ইরাকের ন্যাশনাল এসেম্বলীর কিছু সদস্যদের কাছ থেকে পেয়েছিল। এইসব কাগজে ইহুদী ব্যাঙ্কার সেলিম মুখালিসের নাম লেখা ছিল।

ইতিমধ্যে বেন পোরাত জেলখানার প্রহরীকে ঘুষ দিয়ে তারই একজন বিশ্বস্ত লোককে দিয়ে মুখালিসকে খবর পাঠালেন ঃ পালিয়ে যাও। পুলিশ আসছে। বিপদ হতে পারে।

ঃ এত রাত্রে! সেলিম মুখালিসের কণ্ঠে ছিল বিস্ময়ের সুর। তোমরা স্বপ্ন দেখছো ? পুলিশ এত রাত্রে আমার বাড়িতে আসবে না। আমি কাল সকালের প্লেনে লণ্ডনে পালিয়ে যাব।

কিন্তু পুলিশ দেরী করল না। একটু বাদে পুলিশ সেলিম মুখালিসের বাড়িতে এসে হানা দিল এবং তাকে গ্রেপ্তার করল।

সেলিম মুখালিসের গ্রেপ্তারের পর ইস্রাইলি স্পাই চক্রের আরো কিছু লোক ধরা পড়ল।

রডনি নিজেকে বৃটিশ নাগরিক বলে পরিচয় দিল। বেন পোরাতকে রডনির সেলে নিয়ে যাওয়া হল।

একে চেনো ? পুলিশ বেন পোরাতকে জিজ্ঞেস করল।

বেন পোরাত ছিলেন পুলিশের জেরায় অভিজ্ঞ। তিনি এর জবাবে বললেন ঃ না। তারপর পুলিশ বেন পোরাতের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করল। তিনি পুলিশের কোন প্রশ্নেরই জবাব দিলেন না। বেন পোরাত বার বার একই জবাব দিলেন ঃ আমি একে চিনি না।

এরপর পুলিশ বেন পোরাতকে আটক করে রাখবার কোন কারণ খুঁজে পেল না। এদিকে বেন পোরাত পুলিশকে যে জবাব দিয়েছিল তাগারও একই জবাব দিয়েছিল।

বেন পোরাতের বন্ধু, সহকর্মীরা স্থির করল যে বেন পোরাতকে বাগদাদ থেকে স্মাগল করে বের করে নিয়ে যেতে হবে।

তাকে স্মাগল করে নিয়ে যাবার দিন, তারিখ স্থির করা হয়েছিল। কিন্তু বেন

পোরাত বন্ধুদের প্ল্যানে বাধা দিলেন, বললেন ঃ আমার বাগদাদের বাইরে যাবার কোন ইচ্ছাই নেই।

পুলিশ প্রতিদিন ইস্রাইলি স্পাইচক্রের অনান্য লোকদের জেরা করছিল এবং অত্যাচার করে তাদের মুখ থেকে কথা বার করার চেষ্টা করছিল। এইসব লোকদের জেরা করে তারা একটি কথা জানতে পারল যে নিসম মোসে এবং জ্যাকি হাবিব একই লোকের নাম। অবশ্যি বেন পোরাতের সঙ্গে নিসম মোসের কোন সম্পর্ক আছে একথা জানা গেল না।

তবু কারুর মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে বেন পোরাতের মাথার উপর তরবারি ঝুলছে।

* * *

কিছুদিন পরে বেন পোরাত মুক্তি পেলেন। কিন্তু ছাড়া পাবার দুদিন পরে পুলিশ আবার মাঝরাত্রে বেন পোরাতের বাড়িতে হানা দিল।

কী চাই ? বেন পোরাত জিজ্ঞেস করলেন। এইরূপ অবস্থায় বেন পোরাতের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট দেখাল।

ঃ কী কারনে আমাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে ? বেন পোরাত জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ কারণ কিছুই নয়, এক মোটর দুর্ঘটনা।

ঃ কার ?

বেন পোরাত বেশ অবাক হয়েই এই প্রশ্ন করলেন।

ঃ কার আর হবে ? আপনার। দুবছর আগে আপনি হাই স্পীডে গাড়ি চালিয়ে রাস্তার ট্রাফিকের আইন ভেঙ্গেছিলেন। এবার আপনার ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গের জন্য বিচার করা হবে।

বেন পোরাতকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল।

বিচারে তার দুবছরের জেল হল।

ঐ সময়ে ইরাকী কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স আর একটি মূল্যবান খবর পেল। ঐ খবর থেকে জানা গেল জ্যাকি হাবিব এবং নিসম মোসে একই ব্যক্তি। কিন্তু কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স জানতে পারে নি যে তারা যাকে খুঁজছে তিনি বাগদাদের জেলখানায় অতিথি হয়ে বসে আছেন।

দুবছর পর। যেদিন বেন পোরাতের জেলখানা থেকে ছাড়া পাবার কথা তার কয়েক ঘণ্টা আগে জেলখানার এক প্রহরী এসে খবর দিল ইরাকী পুলিশ আপনার সন্ধান অর্থাৎ আপনার আসল পরিচয় জানতে পেরেছে। আপনি এক্ষুনি ইরাক থেকে পালিয়ে যান।

বেন পোরাতের প্রধান চিন্তা হল কী করে পুলিশের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসা যায়। কারণ যখন বেন পোরাত হাজতে ছিলেন তখন পুলিশ তার সত্যিকারের পরিচয় জানতে পেরেছে। বেন পোরাতকে গ্রেপ্তার করে ফিংগার প্রিণ্ট ব্যুরোতে নিয়ে যাওয়া হল।

বেনপোরাত জানতেন যে ফিঙ্গার প্রিণ্ট নেবার পর তার আসল পরিচয় আর অজানা থাকবে না। এবার বেনপোরাত এক বেপরোয়া কাজ করলেন।

ফিঙ্গার প্রিণ্ট ব্যুরোতে যেতে হ'লে বাগদাদের 'সুরযমুখ' নামে এক জনমুখর রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। যাবার সময় হঠাৎ এক ছোট গলি দিয়ে বেনপোরাত পালিয়ে গেলেন। পুলিশ জানত বেনপোরাত ছাড়া পাবেই। আজ না হয় কাল। তাই তারা বেনপোরাতের পলায়নের ব্যাপারটা নিয়ে অতো বেশি চিন্তা ভাবনা করল না।

বেনপোরাতের পলায়নের খবর পেয়ে আই. বী. স্তম্ভিত হল। অসম্ভব, অবিশ্বাস্য। বেনপোরাতও যে তাদের খাঁচা থেকে পালিয়ে যাবে ইরাকী ইনটেলিজেন্স কখনও কল্পনা করেনি। বেনপোরাত কোথায় পালিয়ে গেল ?

ইতিমধ্যে তেল আভিভে মোসাদের কর্তারা বেনপোরাতের পালিয়ে যাওয়া নিয়ে একটি নক্সা তৈরী করেছিলেন। সেই নক্স অনুযায়ী এক আরব ট্যাক্সী ড্রাইভার বেনপোরাতকে নিয়ে বাগদাদের বিমানবন্দরের পানে রওনা দিল। ট্যাক্সীর ড্রাইভার অবশ্যি বেনপোরাতের আসল পরিচয় জানত না। গাড়িতে উঠবার সময় বেনপোরাত মাতালের অভিনয় করেছিল। তার এই অভিনয় এত সুন্দর হয়েছিল যে ট্যাক্সী ড্রাইভারের মনেও সন্দেহ হয়নি যে বেনপোরাত হলেন একজন বিদেশি গুপ্তচর। বিমান বন্দরের কাছে এসে তাকে ছেড়ে দে'য়া হল।

এয়াপোর্টের চারদিক তার দিয়ে ঘেরা ছিল। অবশ্যি কিছুদিন আগে তারের একটি জায়গা কাটা হয়েছিল। বেনপোরাত তারের ঐ কাটা স্থান দিয়ে বিমানবন্দরের ভেতরে ঢুকে গেলেন। যে প্লেনটি বেনপোরাতকে নিয়ে যাবার কথা ছিল একটু বাদে ঐ প্লেন গর্জন করে উঠল। তারপর প্লেনের হেডলাইট জ্বলে উঠল। ঐ আলোয় বিমান বন্দরের এবং কন্ট্রোল টাওয়ারের লোকেরা জানতে পারল না রানওয়েতে কী হচ্ছে। ঠিক ঐ সময়ে প্লেনের একটি দরজা দিয়ে বেনপোরাত বিমানে ঢুকে গেলেন।

ইরাকী কাউন্টার ইনটেলিজেন্স বেনপোরাতকে আর খুঁজে পেল না।

এইখানেই বাগদাদের ইস্রাইলি স্পাই স্ক্যাণ্ডালের কাহিনী শেষ হল না। এবার দলের অনান্যদের কাহিনী বলা যাক।

বেনপোরাতের দলের একটি আঠারো বছরের ছেলের নাম ছিল সালাম সালেক ইহুদি। সালাম সালেক ছিল ইরাকে ইহুদি গুপ্তচর বাহিনীর একজন কর্মী। সালাম সালেক খবর পেয়েছিল ইরাকী পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সালাম সালেক বিপদের আশংকা করল। কিন্তু পালিয়ে যাবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সালাম সালেক বাগদাদ থেকে পালিয়ে যেতে দেরী করল। কারণ সে দর্জির কাছে একটি স্যুট বানাতে দিয়েছিল। অতএব পুলিশ তাকে সহজে গ্রেপ্তার করল।

পুলিশের চাপে পড়ে সালাম সালেক অনেক কথা বলল। সে দলের

অনান্য সদস্যদের নাম-ঠিকানা বলল ! পুলিশ সালাম সালেকের ঘরও তল্লাশি করে অনেক আপত্তিকর কাগজপত্র পেল।

ইউসুফ বাজারি নামে দলের একজন সদস্য ছিল। সালাম সালেক এবং ইউসুফ বাজারি জানত বেন পোরাতের চক্র কোথায় কোথায় অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে। আর অস্ত্র লুকিয়ে রাখবার সাজা ছিল প্রাণদণ্ড।

এরপর ইরাকে আরো একুশজন ইস্রাইলি স্পাইদের ধরা হল। সবারই বিচারে সাজা হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।'

একদিন ইরাকের নতুন শাসন কর্তা আবদুল করিম কাসেম তাগারকে ডেকে পাঠালেন। কাসেম তাগারকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি আরব-ইস্রাইলি যুদ্ধ হয় তাহলে আপনি কী করবেন ? আপনি কী ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন ?

দেশে ফিরে গেলে আমার প্রধান কাজ হবে, দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। আমি এই লড়াই বিবাদের নিষ্পত্তি চাই। তবে, যদি লড়াই হয়, তাহলে আমি ইস্রাইলের হয়ে লড়ব। তাগারের জবাব শুনে আবদুল করিম কাসেম সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাগারকে মুক্তি দেয়া হল।

* * *

বাগদাদের এই ঘটনার পর বেনগুরিন ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসকে নতুন করে গড়ে তুলবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

ঐ সময়ে ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মধ্যে শেন বেত ছিল সবচাইতে শক্তিশালী। তারপর ছিল মোসাদ এবং আমান। কিন্তু বাগদাদের এই কেলেঙ্কারীর পর ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঝগড়া-বিবাদ শুরু হল।

ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মধ্যে দুইজনের নাম উল্লেখযোগ্য। একজন হলেন ইসার হেরেল এবং দুই শিলোয়াক। একদিন ইসার হেরেল শিলোয়াককে বললেন: আপনি মোসাদ পরিচালনা করার জন্যে অনুপযুক্ত। আপনার পদত্যাগ করা উচিত। ইতিমধ্যে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মধ্যে অনেকেরই বক্তব্য ছিল শিলোয়াক ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কাজ করবার জন্যে অনুপযুক্ত।

এরপর শিলোয়াক একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন যা সবার মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করল। ১৯৫২ সালে শিলোয়াক 'আলিয়া বি'—যার প্রধান কাজ ছিল ইলিগ্যাল ইমিগ্রেসনের কাজকর্ম দেখাশোনা করা—তার ঝাঁপি বন্ধ করবার নির্দেশ দিলেন। এই সিদ্ধান্ত অনেকের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করল। তাদের বক্তব্য ছিল হয়ত মোসাদ 'আলিয়া বি'-র অগাধ সম্পত্তি গ্রাস করবার চেষ্টা করছে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার 'আলিয়া বি'-র প্রচুর সম্পত্তি ছিল। পৃথিবীর ধনী ইহুদি, ধনী সংস্থা ইস্রাইলি ইলিগ্যাল ইমিগ্রেশনের কাজের জন্যে 'আলিয়া বি'-কে প্রচুর অর্থ দান করতেন। শিলোয়াক যখন ঘোষণা করলেন

'আলিরা বি'-র কাজকর্ম' বন্ধ করে দেওয়া হবে, তখন ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মধ্যে গুঞ্জন, আলোড়ন শুরু হল।

অনেকে শিলোয়াকের পদত্যাগ দাবি করলেন। শিলোয়াক বেনগুইরনের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। তার এই পদত্যাগের পত্রে তিনি প্রস্তাব করলেন ইসার হেরেলকে মোসাদের কর্তা করা হক।

বেনগুইরন শিলোয়াকের পদত্যাগ গ্রহণ করলেন। শিলোয়াক এবার থেকে হলেন বেন গুইরনের পরামর্শদাতা। ইসার হেরেল হলেন শেনবেত এবং মোসাদের বড় কর্তা।

ইসার হেরেল মোসাদের বড় কর্তা হবার পর আরব দেশগুলিতে এক বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন হল।

এই পরিবর্তনের প্রথম কাহিনী হল ইজিপ্টে সম্রাট ফারুকের রাজত্বের অবসান এবং গামাল আবদুল নাসরের যুগ শুরু হল এবং তার প্রভাব সমস্ত আরব দেশগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

নাসরের উত্থান সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে ঐ সময়ে আরব দেশগুলির রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা ছোট ছবি আঁকতে হবে।

এই রাজনৈতিক ছবি'তে রয়েছে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজশনের গঠন, বাথ পার্টির জন্ম, এবং সিরিয়া-ইজিপ্টের মিলন এবং পরে তাদের বন্ধুত্বের অবসান, প্রথম [১৯৫৬] ইজিপ্ট ইস্রাইলি যুদ্ধ, ইজিপ্টের চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে চেক্ আর্মস ক্রয় এবং আসোয়ান ড্যাম তৈরি এবং সবশেষে ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় আরব-ইস্রাইলি যুদ্ধ। এই সব ঘটনার প্রধান নায়ক ছিলেন (একমাত্র সিরিয়ার বাথ পার্টির গঠন ছাড়া) গামাল আবদুল নাসর। নাসর তার শাসনকালে সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে এক রাজনৈতিক তুফান সৃষ্টি করেছিলেন এবং তার উদয় পশ্চিম জগতের দেশগুলির সরকারের মনে আতংক সৃষ্টি করেছিল। আর ইস্রাইলের শাসকদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকে গিয়েছিল।

কারণ, পঞ্চাশ-ষাট দশকে আরব রাজ্যে, মরুভূমিতে শুধু একটি নাম শোনা যেতো গামাল 'আবদুল নাসর।'

এরপর ইসার হেরেল এবং বেনগুইরন বুঝতে পারলেন যদি ইস্রাইলকে আরবদের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয় তাহলে শেনবেত, মোসাদ এবং আমানকে আরো শক্তিশালী, দুঃসাহসী সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আর একটি ব্যাপারে বেনগুইরন বিশেষ ঝোঁক দিলেন। আর সেই বিষয়টি হল ফ্রান্সের সাহায্য নিয়ে ইস্রাইলের এটম বোমা বানাবার প্রচেষ্টা।

আমাদের প্রথম এবং প্রধান আলোচনার বিষয় হল গামাল আবদুল নাসর। তিনি কে ছিলেন এবং কী কৌশল অবলম্বন করে তিনি ইজিপ্টের শাসনকর্তা হলেন এবং হলেন অসংখ্য, অগুনতি আরব জনগণের এক স্বপ্ন এবং এক আরাধনার দেবতা তার পরিচয় দে'য়া দরকার।

নাসরের কাহিনী বলবার আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কালীন এবং ঠিক

তার পরবর্তীকালে ঐ দেশে ইংরেজ সরকারের আধিপত্যের কিছু আভাষ দে'য়া দরকার।

১৯৪২ সালে জর্মান জেনারেল রমেল যখন কায়রোর অভিমুখে তার সৈন্য-বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছিলেন তখন ইজিপ্ট প্রায় হর্তাকর্তা বিধাতা ছিল বৃটিশ সরকার। সুয়েজ ক্যানালের এক বড় অংশীদার ছিল বৃটেন।

রমেল কায়রোর পানে এগিয়ে আসছেন এ খবর পাবার পর সারা কায়রোতে আতংক সৃষ্টি হল। বৃটিশ এম্বাসী তার গোপনীয় কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলতে লাগল। বলা দরকার কায়রো ছিল মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ হাইকম্যাণ্ডের শিবির। এখান থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বৃটিশ জেনারেলেরা ওয়েভেল, অকিনলেক সবাই মধ্য প্রাচ্যের লড়াই এবং যুদ্ধ পরিচালনা করতেন।

ইজিপ্টের সম্রাট ছিলেন ফারুক, মধ্যপ্রাচ্যের সবচাইতে বড় "প্লে বয়"। জনগণের হিতের চাইতে তার জীবনে সব চাইতে বড় আকর্ষণ ছিল 'নারী'। আসলে দেশ শাসন করতেন বৃটিশ এম্বাসাডার।

রমেলের দ্রুত অগ্রগতির খবর পাবার পর ইজিপ্ট সরকারের পতন হল। ঐ সময়ে বৃটিশ এম্বাসাডার মাইলস স্যাম্রসন 'ওয়াফদ' দলের নেতা নাহাশ পাশাকে ইজিপ্টের প্রধানমন্ত্রী করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নাহাশ পাশা ছিলেন স্যাম্পসনের হাতের কলের পুতুল। বৃটিশ সরকারের নাহাশ পাশাকে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসাবার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল যেন তিনি বৃটিশ এম্বাসডারের নির্দেশ এবং কথানুযায়ী কাজ করেন। মাইলস স্যাম্পসনের এই প্রস্তাবে সম্রাট ফারুক আপত্তি করলেন। কিন্তু বৃটিশ এম্বাসডার পাল্টা ধমক দিয়ে বললেন নাহাশ পাশাকে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে যদি বসানো না হয় তাহলে সম্রাট ফারুককে গদিচ্যুত করা হবে। এরপর মাইলস স্যাম্পসন বৃটিশ সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজপ্রাসাদ আবদীন প্যালেস ঘেরাও করলেন। ইজিপ্টের চেম্বার অব্ ডেপুটি স্যাম্পসনের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। ফারুক এবার নাহাশ পাশাকে প্রধানমন্ত্রী করতে বাধ্য হলেন।

বৃটিশ এম্বাসডার মাইলস স্যাম্পসনের এই আচরণের কাহিনী ইজিপ্টের জনগণের উপর এক 'ইংরেজ বিরোধী' কিংবা বলা যায় বিদেশী সরকারের বিরোধী প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে ইজিপ্টের তরুণ সৈন্যবাহিনীর উপর। গামাল আবদুল নাসর ছিলেন তাদের মধ্যে একজন।

[বর্তমান লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হল আজ অবধি গামাল আবদুল নাসরের মত ন্যায়, সৎ, দেশপ্রেমিক দেশনেতা দেখা যায় নি। নাসরের বিরোধী ইজিপ্টের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মুহম্মদ নেগুইব লেখককে বলেছিলেন : নাসর আমার উপর অন্যায়-অবিচার করেছেন বটে তবে সমস্ত বিশ্বের কাছে তিনি ইজিপ্টের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।' মৃত্যুর সময় নাসর নিতান্তই গরীব ছিলেন।]

আবদীন প্যালেসের ঘটনার পর নাসর ইজিপ্টের ভবিষ্যত আসন্ন সংগ্রাম সম্বন্ধে তার চিন্তাধারা ব্যক্ত করলেন। এই বইটির নাম হল 'ফিলসফি অব্ দি

রিভল্যুশন' (প্রকাশের সময় ১৯৫৩), তিনি এই বইতে ইজিপ্শিয়ান সমাজে ইজিপশিয়ান সৈন্যবাহিনীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করলেন। এই সৈন্যবাহিনীর (যারা 'ফ্রী অফিসারস্' নামে পরিচিত ছিলেন) কাজ হল সমাজকে এবং সরকারকে বিদেশি অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করা। অবশ্যি ফ্রী অফিসারদের দল কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী ব্যাখ্যা করতে অস্বীকার করল।

তারপর নাসর এবং তার 'অনান্য বন্ধুরা 'সি-আই-এ'র মধ্যপ্রাচ্যের কর্তা কেরমিট রুজভেল্ট এবং মাইলস্ কোপল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেন। জুলাই ১৯৫২ সালে ফারুককে ইজিপ্ট থেকে বের করে দে'য়া হল। প্রথমে নেগুইব দেশের শাসনকর্তা হলেন। পরে নেগুইবকে সরিয়ে গামাল আবদুল নাসর হলেন ইজিপ্টের শাসনকর্তা। যেদিন থেকে নাসর দেশের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিলেন সেইদিন থেকে সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে এক বিপ্লবের তুফান উঠল।

এবার পাঠকদের কাছে নাসরের জীবনের একটি ছবি তুলে ধরতে হবে।

গামাল আবদুল নাসরের জন্ম হয়েছিল ১৫ই জানুয়ারী, ১৯১৮ সালে আলেকজান্দ্রিয়া শহরে। নাসরের বাবা ছিলেন পোস্ট অফিসের সামান্য কেরাণী, নাসরের দশ ভাই ছিল। নাসর সাধারণতঃ ইজিপ্টের বড় বড় শহর, আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রোতে পড়াশুনা করেছিলেন। ইজিপ্টের অতীত ইতিহাস নাসরের উপর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। নিঃসন্দেহে তিনি তৃতীয় বিশ্বের একজন প্রথম সারির বিপ্লবী নেতা ছিলেন। তাকে নেহেরু, মাও সে তুং, হো চি মিনের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

প্রায় ছয় হাজার বছরের পুরাতন মিশরীয় সভ্যতার অভিশাপ নাসরের জীবনের সঙ্গে জড়িয়েছিল, যদিও তিনি ছিলেন আধুনিক ইসলাম ধর্মের একজন সদস্য। নাসরের দুর্ভাগ্য ছিল যে তিনি পৃথিবীর সব থেকে পুরাতন প্রাচীন সভ্যতার দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তার জীবনের চারপাশে ছিল দারিদ্র্য, অনাহার, অশিক্ষা। নাসর জীবনের প্রথম দিন থেকে স্থির করেছিলেন যে তার দেশকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অনাহারের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। তার দাবি ছিল "আলহুরিয়া ফি আল ওয়াতানি। (দেশের স্বাধীনতা চাই ই)

এই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের আরো দুটি বড় দেশ এই এলাকায় রাজনীতির দাবা খেলছিল। এরা ছিল রাশিয়া এবং আমেরিকা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকা এবং রাশিয়া—এই দুইটি দেশের মধ্যে চলছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই তীব্র রেষারেষির কারণ ছিল "কালো সোনা"—ব্ল্যাক গোল্ড—আজকের বাজারে যার নাম হল 'পেট্রোল'।

ক্ষমতা হাতে পাবার পর নাসরের প্রথম এবং প্রধান কাজ হল বৃটিশ সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করা। কারণ, বৃটিশ সৈন্যবাহিনী তখনও সুয়েজ ক্যানেল অধিকার করে বসেছিল। সুয়েজ ক্যানালের আসল মালিক ছিল বৃটেন এবং ফ্রান্স। নাসরের প্রথম

চেষ্টা হল সুয়েজ ক্যানাল থেকে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীকে হটিয়ে দিতে হবে। এছাড়া নাসরের আর একটি প্রধান এবং বলা যায় সব চাইতে বড় সমস্যা ছিল 'ইস্রাইল'। বলা প্রয়োজন একটি ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এই সমস্যাগুলি সমাধান করতে গিয়ে নাসরের পশ্চিম জগতের সঙ্গে লড়াই শুরু হল। এই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে আর একটি বড় খেলা চলছিল। খেলাটি হল 'আর্মস ক্রয়-বিক্রয়'। নাসরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হল তিনি দেশের সম্পদ আর্মস কেনার জন্য ব্যয় করছেন। যুদ্ধের পরে বৃটেন এবং ফ্রান্স সর্বস্বান্ত হয়েছিল। তাদের হাত থেকে প্রতিটি উপনিবেশ দেশগুলি বেরিয়ে যাচ্ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব-এশিয়া, এবং মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার বৃটিশ ও ফরাসি উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করছিল। এই দুই দেশের কাছে প্রতিটি সংবাদই ছিল দুঃসংবাদ। এদিকে য়ুরোপে রাশিয়া ছিল পশ্চিম জগতের কাছে জুজুবুড়ি। য়ুরোপে বৃটেন এবং ফ্রান্সকে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছিল।

নাসর অবশ্য প্রথমে আর্মস ক্রয় করার জন্য অর্থ ব্যয় করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি ঘটনা নাসরের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল। বাধ্য হয়ে নাসর আত্মরক্ষার জন্যেই কিংবা ইস্রাইলের সঙ্গে লড়াই করার জন্যেই বিভিন্ন দেশ থেকে আর্মস ক্রয় করতে শুরু করলেন। এইসব আর্মস ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে "চেক আর্মস ডিল" সব চাইতে উল্লেখযোগ্য।

নাসরের আর্মস ক্রয়ের চেষ্টাকে বৃটেন এবং ফ্রান্স তীব্র নিন্দা করল। তাদের চিন্তার প্রধান কারণ ছিল, তারা ভেবেছিলেন নাসর আরব দেশগুলি নিয়ে এক নতুন 'সাম্রাজ্য' গঠন করার চেষ্টা করছেন। পরে নাসর বিদ্রূপ করে বলেছিলেন 'আইসেনহাওয়ার আমাকে বলেছিলেন ঃ আমি হিটলার এবং স্ট্যালিন উভয়ই'। এর প্রধান কারণ হল "আফ্রো-এশিয়ান" দেশগুলিতে যে অর্থ-নৈতিক বিপ্লব হচ্ছে সেই ঘটনা তাদের বিচলিত করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, এরা এসব দেশগুলিতে জাতিগত এবং ধর্মের পার্থক্যকে শক্তিশালী করে তুলবার চেষ্টা করবে। নাসর আরো বললেন, যদি য়ুরোপ আফ্রো-এশিয়ান দেশগুলির অর্থনীতির সমস্যা না বুঝতে চেস্টা করে তাহলে তাদের বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না

১৯৫৪ সালে নাসর য়ুরোপে এবং পশ্চিম জগতের সঙ্গে আরো সহযোগিতা করবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ইস্রাইলের নেতা বেনগুইরন নাসরের এই ইচ্ছায় বিশেষ আতংকিত হয়েছিলেন। অতএব পশ্চিমজগতের সঙ্গে ইজিপ্টের বন্ধুত্ব যেন দৃঢ় না হয় ইস্রাইল সেই চেষ্টাই করতে লাগল।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫ মিঃ এন্থনী ইডেন বৃটিশ বিদেশ সচিব (পরে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন) কায়রোতে এতে নাসরের সঙ্গে দেখা করলেন। এন্থনী ইডেন নাসরকে পশ্চিম জগতের সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু নাসর এর জবাবে বললেন যে ইজিপ্ট, তুর্কী এবং ইরাকের সামরিক

চুক্তিকে স্বীকার করে নিতে পারবে না। কারণ, বর্তমান সময় এবং পরিস্থিতিতে এই চুক্তি আরব দেশের ক্ষতি করবে। ইডেন এই প্রশ্নের জবাবে কিছু বললেন না। পরে তুর্কী-ইরাকী চুক্তি সাক্ষরিত হবার দেবার পর সেই চুক্তিকে বলা হল "বাগদাদ চুক্তি।" এই হল বাগদাদ চুক্তির প্রথম ধাপ।

এর কিছুদিন পরে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির ময়দানে 'এক নতুন খেলোয়াড় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন আমেরিকার ফস্টার ডালেস এবং তার ভাই এ্যালান ডালেস ছিলেন সি-আই-এ'র প্রধান কর্তা।

১৯৫৩ সালে বৃটেন এবং আমেরিকা নাসরের উপর চাপ সৃষ্টি করল। ডালেস বললেন: আপনি মিডল্ ইস্ট ডিফেন্স চুক্তিতে যোগ দিন। নাসর ডালেসকে বললেন: যদি মধ্যপ্রাচ্যে এই ধরণের কোন চুক্তি চালু এবং কার্যকরী করা হয়, তাহলে আরব দেশগুলিতে বৃটেন এবং আমেরিকার সুনামের ক্ষতি হবে। সব আরব দেশগুলি এর বিরোধীতা করবে।

বৃটেন নাসরের এই যুক্তিকে স্বীকার করে নিল না। পরে ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৫৫ সালে বৃটেন, ইরাক এবং তুর্কী'র সামরিক চুক্তিতে যোগ দিল। এই হল বাগদাদ্ চুক্তির দ্বিতীয় পর্ব। এই বাগদাদ চুক্তি মধ্য-প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরো অশান্ত এবং উত্তেজিত করে তুলল। উঠল এক রাজনৈতিক ঝড়। কারণ, দু'বছর আগে নাসর ডালেসকে বারবার অনুরোধ করেছিলেন। আরব দেশগুলিকে নিয়ে কোন প্রকার সামরিক চুক্তি করবেন না। ডালেস যখন কায়রোতে নাসরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন নাসর তাকে বলেছিলেন, আরব দেশগুলি সামরিক চুক্তি করবার বিরোধী। কারণ, তারা এই ধরণের চুক্তিকে সন্দেহের চোখে দেখে থাকে। এই সময়ে (১৯৫৩ সালে) ইজিপ্টে "ভয়েস্ অব্ দি আরব রেডিও" স্থাপন করা হল। কোন এক সময়ে "ভয়েস্ অব্ দি আরব রেডিও" স্টেশন ছিল পৃথিবীর সব চাইতে শক্তিশালী রেডিও স্টেশন এবং নাসরের হাতে এক ধারাল অস্ত্র।

ইরানে মোসাদেগের পতনের পর (১৯৫৩) আরব দেশগুলিতে রাশিয়ার প্রভাবকে কমাবার জন্যে ডালেস ইরান, তুর্কী এবং পাকিস্তানকে নিয়ে "নর্দান টায়ার চুক্তি" করবার প্ল্যান করেছিলেন। আর একটি চুক্তি তুর্কী এবং পাকিস্তানকে নিয়ে করা হয়েছিল।

কিন্তু এইসব চুক্তির পরিণাম হল আরব দেশগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ল। শুধু তাই নয়, ইস্রাইল উৎসাহিত হল।

২২শে জানুয়ারী, ১৯৫৫ সালে নাসর আরব দেশগুলির সম্রাট, প্রেসিডেন্টদের নিয়ে কায়রোতে এক সম্মেলন ডাকলেন। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী নুরী সঈদ সম্মেলনে যোগ দিতে অস্বীকার করলেন। তিনি বলে পাঠালেন: আমি নাসরের সৈন্যবাহিনীর কোন সেনা নেই। তার আদেশ বা হুকুম মানবার কোন ইচ্ছাই আমার নেই।

ঠিক এই সময়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। ১৯৪৮ সালে আরব

ইস্রাইলিদের মধ্যে যুদ্ধ বিরতির যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তিকে লংঘন করে ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনী গাজা এলাকার দুইটি ইজিপ্শিয়ান শিবিরকে আক্রমণ করল। এই যুদ্ধে প্রায় ছত্রিশ জন ইজিপ্শিয়ান সৈন্য মারা গেল। মাত্র আটজন ইস্রাইলি সৈন্য মারা গিয়েছিল। নাসর গাজা আক্রমনের কথা সহজে ভুলতে পারলেন না।

বাগদাদ চুক্তির মত গাজায় যুদ্ধ বিরতির এক দীর্ঘ ইতিহাস ছিল। এই যুদ্ধ বিরতির শর্ত থেকে আশা করা হয়েছিল যে আরব দেশ এবং ইস্রাইলের মধ্যে বন্ধুত্ব হবে। কিন্তু তা হল না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। ইজিপ্শিয়ান বিপ্লব এবং নাসরের অভ্যুদয়কে শুধু আমেরিকা, বৃটেন এবং ফ্রান্সের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল না, ইস্রাইলি কর্তারাও, বিশেষ করে বেনগুইরন আতঙ্কিত এবং চিন্তিত হলেন। নাসর ছিলেন এক শক্তিশালী এবং প্রগতিশীল দেশনেতা। এইসব ঘটনার দরুণ ইস্রাইল আমেরিকা এবং বৃটেনের কাছে অস্ত্র সাহায্য চাইল। বিশেষ করে ফ্রান্সের কাছে। কারণ, কয়েকটি বিশেষ কারণে ফ্রান্সের কাছ থেকে অস্ত্র পাবার সম্ভাবনা বেশি ছিল। এ ছাড়া বলা হল ইস্রাইলি জাহাজগুলিকে সুয়েজ ক্যানাল দিয়ে অবাধে চলবার অধিকার দিতে হবে।

১৯:৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইস্রাইল সিকিউরিটি কাউন্সিলের কাছে আবেদন করল ইস্রাইলি জাহাজগুলিকে "সুয়েজ ক্যানল" দিয়ে যাবার অনুমতি দে'য়া হে'ক। প্রস্তাবটি গৃহীত হল না। এই সময়ে একটি ঘটনা আরব ইস্রাইল সম্পর্ক আরো তিক্ত করে ফেলল।

এই ঘটনাকে "লাভোন য়্যাফেয়াস" বলা হয়।

১৯৫৩ সালে বেনগুইরন ইস্রাইলের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে গেলেন। তিনি যাবার আগে ডিফেন্স মিনিস্ট্রির পদটি পিনহাস লাভোনের হাতে তুলে দিলেন। পিনহাস লাভোন ছিলেন ইস্রাইলের 'মাপাই' দলের নেতা। সবাই জানত ভবিষ্যতে লাভোন হবেন বেনগুইরনের উত্তরাধিকারী।

লাভোন ছিলেন অহঙ্কারী, বিশ্বনিন্দুক। সহকর্মীদের মধ্যে তার অনেক শত্রু ছিল। 'মাপাই' নেতারা বিশেষ করে গোল্ডা মেযার, লেভী এশকল সবাই বললেন লাভেনের মত লোককে ডিফেন্স মিনিস্টার করলে ভবিষ্যতে ইস্রাইল বিপদে পড়বে। মাপাই নেতাদের আন্দাজ, অনুমান একেবারে মিথ্যে ছিল না। ইতিমধ্যে লাভোন বিদেশ মন্ত্রণালয়ের শিমন পেরেসের এবং কমান্ডার ইন্ চীফ মোশে দায়ানের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন। তার শত্রুর সংখ্যা বাড়ল। এছাড়া ইস্রাইলি প্রধানমন্ত্রী মোশে শারাটের সঙ্গে তার কোন বন্ধুত্ব ছিল না।

শেনবেতের কর্তা ইসার হেরেলও লাভোনকে দুচোখে দেখতে পারতেন না। তার কারণ লাভোন 'আমান' আর্মি ইনটেলিজেন্সের কর্তা বেঞ্জামিন গীবলীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন। বেঞ্জামিন গীবলী সামরিক বাহিনীর কর্তা মোশে

দায়ানকে ডিঙ্গিয়ে ডিফেন্স মিনিস্টার লাভোনের কাছে সব খবর দিতেন।

একদিন খবর পাওয়া গেল বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল নাসরের সঙ্গে এক নতুন চুক্তি করবেন। চুক্তির শর্ত হল সুয়েজ এলাকা থেকে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী তুলে নেয়া হবে। এই খবরটি ইস্রাইলি রাজনৈতিক, সামরিক মহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করল। কিন্তু অনেক ইস্রাইলি আশা প্রকাশ করলেন হয়ত সুয়েজ ক্যানাল এলাকা থেকে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী চলে যাবে না।

ঠিক এই সময়ে পিনহাস লাভোন হলেন ইস্রাইলের ডিফেন্স মিনিস্টার। তার নির্দেশে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ইজিপ্টে গোলমাল হাঙ্গামা সৃষ্টি করবার জন্য একটি প্ল্যান তৈরী করা হল।

এর পরবর্তী কাহিনী হল এই প্রকার।

ক্যাপ্টেন হাসান এল্ মান্দি আলেকজান্দ্রিয়ার স্পেশাল পুলিশ ব্রাঞ্চের একজন বড় কর্মচারী ছিলেন। ২৩ শে জুলাই, ১৯৫৪ সালে তিনি আলেক-জান্দ্রিয়ার 'রিও' থিয়েটারের সামনে ডিউটি দিচ্ছিলেন। কারণ, দুদিন আগে কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়ার শহরে বিদেশি সিনেমা হলগুলিতে কিছু বোমা বিস্ফোরণ করা হয়েছিল। অবশ্যি ঐ বিস্ফোরণে কেউ মারা যায় নি। আজকের ক্যাপ্টেন হাসান আল মান্দি'র ডিউটি ছিল সতর্কতামূলক।

এইসব বোমা বিস্ফোরণ কে করছে তার খবর আলেকজান্দ্রিয়ার পুলিশ তখনও জানতে পারে নি। সরকার বিশেষ জনপ্রিয় ছিল কিন্তু তার বিরোধী দল হাসান আল বান্নার "মুসলিম ব্রাদারহুড" বিশেষ শক্তিশালী ছিল। অনেকের ধারণা ছিল এই বোমা বিস্ফোরণের পেছনে হাসান আল্ বান্নার হাত ছিল।

ঠিক এই সময়ে ক্যাপ্টেন হাসান আল্ মান্দি দেখতে পেলেন 'রিও' সিনেমার সামনে একটি অল্প বয়সী ছেলে মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে। তার পকেট থেকে ধুয়ো বেরোচ্ছে। হাসান আল্ মান্দি তাড়াতাড়ি গিয়ে আগুন এবং ধোঁয়া নিভিয়ে দিলেন। পরে তার পকেটে একটি চশমার বাক্স পাওয়া গেল। আর সেই বাক্সে ছিল 'ডিনামাইট'।

যে ছেলেটি মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছিল তার নাম ছিল ফিলিপ নাথানসন। ফিলিপ নাথানসনের গ্রেপ্তার ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল।

* * *

এই ঘটনার প্রায় তিনবছর আগে ১৯৫১ সালে আর একবার ইজিপ্টে গোলমাল সৃষ্টি করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। ঐ সময়ে একজন বৃটিশ ইলেকট্রিক্যাল সেলস্ম্যান কায়রো বিমান বন্দরে এসে হাজির হলেন, তার বৃটিশ পাশপোর্টে নাম লেখা ছিলঃ জন ডালিং। কিন্তু তার আসল নাম ছিল আব্রাহাম ধর। আব্রাহাম ধর ছিলেন ইস্রাইলি আর্মি অফিসার এবং 'আমানের একজন বড় সদস্য।

পরের দিন কায়রোতে আব্রাহাম ধর গিয়ে ডঃ ভিক্টর শাদীর সঙ্গে দেখা

করলেন। এই 'ভিক্টর শাদী' ইজিপ্টে একটি গোপন ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস পরিচালনা করতেন। এই সার্ভিসের নাম ছিল 'টুগেদার'। এই 'টুগেদারের' দুইটি কাজ ছিল ঃ এক এসপিওনজের কাজ করা ; দুই, 'ইলিগ্যাল ইহুদি ইমিগ্রেশনের' কাজ পরিচালনা করা।

ডালিং ডাঃ শাদীকে বললেন যে তাকে ইজিপ্টে কিছু ইস্রাইলি গুপ্তচর ঘাটি তৈরি করবার জন্য পাঠান হয়েছে। তারপর দুমাস ধরে ডাঃ শাদী এবং ডালিং অনেক ইহুদি তরুণ যুবককে গুপ্তচরের বিভিন্ন কাজের জন্য নিয়োগ করলেন। ডালিং এই দলকে দুটি ভাগ করলেন। একটি হল কায়রো বাহিনী, অপরটি হল আলেকজান্দ্রিয়া।

জন ডালিং, ডাঃ শাদী এবং অন্যান্য বন্ধুদের কাছে তার ইজিপ্টের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বললেন তিনি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে ইজিপ্টে এসেছেন। এই কাজটি করার জন্যে একটি গোপন সিক্রেট কমিটি গঠন করা হল।

এই সিক্রেট কমিটির ডিরেক্টরদের মধ্যে ছিলেন সামুয়েল আজার, স্কুল টিচার। দ্বিতীয় ডিরেক্টর ছিলেন মোশে মারজুক। তিনি কায়রোর ইহুদি হাসপাতালে কাজ করতেন। ঐ হাসপাতালে আর একটি মেয়ে ছিল যার নাম ছিল ভিক্টোরিয়া নিনিও। তিনি দলের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

১৯৫২-৫৩ সালে তেল আভিভ থেকে কয়েকজন যুবক ফ্রান্সে বেড়াতে গেল। তারা হাইফা বন্দর থেকে জাহাজ করে ফ্রান্সের পানে রওনা দিল। তাদের কাছে কোন ভিসা ছিল না। ফ্রান্সে পেঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আর্মির ইনটেলিজেন্স স্কুলে পাঠান হল। ভিসার দরকার হল না।

১৯৫৩ সালে তারা তেল আভিভে ফিরে এল।

তারা বিভিন্ন ধরনের স্পাইর কাজ করতে শিখেছিল।

এই সময়ে ইস্রাইল সীমান্তে আরো কয়েকটি ঘটনা ঘটল যার জন্য ডালিংরে প্ল্যান কার্যকরী করা সম্ভব হল না।

প্রথমতঃ সম্রাট ফারুকের শাসনের অবসান এবং নাসরের আগমন হল।

তারপর ইস্রাইলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হলেন পিনহাস লাভোন। তার সঙ্গে আমানের নতুন ডিরেক্টর হলেন বেঞ্জামিন গীবলী।

*   *   *

লাভোন ইজিপ্টে গোলমাল, হাঙ্গামা সৃষ্টি করবার জন্যে 'অপারেশন ইজিপ্ট' নামে আর একটি প্ল্যান করছিলেন। 'অপারেশন ইজিপ্টের' একটি বড় কাজ ছিল বৃটিশ এবং আমেরিকান সিনেমা হল, কনস্যুলেট, কালচারাল লাইব্রেরীগুলিকে ধ্বংস করা। কারণ, তাহলে বৃটিশ ও আমেরিকা ইজিপ্টের উপর চাও সৃষ্টিকরবে।

এই নাটকের একজন বড় নায়ক হলেন পল ফ্রাঙ্ক।

২৩শে জুলাই ছিল ইজিপ্টে রিভলুশন দিবস। পল ফ্রাঙ্ক তার প্ল্যান অনুযায়ী কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়ার সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছে কয়েকটি গুরুত্ব-

পূর্ণ স্থানকে বোমা দিয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা করলেন। ধরা পড়বার পর পুলিশের কাছে এক বিবরণী দিয়েছিলেন।

কিন্তু নাথেনসন ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে 'অপারেশন ইজিপ্টের' পুরো ঘটনা জানা গেল। পুলিশ এবার ফিলিপ নাথেনসন বন্ধুদের বাড়িতে হানা দিয়ে অনেক আপত্তিকর কাগজপত্র পেল। তার মধ্যে একজনের নাম ছিল ভিক্টর লেভী। সে ছিল ছাত্র। লেভীর কাছে ইস্রাইলে গোপন খবর পাঠাবার একটি ট্রান্সমিটার পাওয়া গেল! আর একটি রেডিও ডাঃ মোশে মারজুকের বাড়িতে পাওয়া গেল।

পরে এই 'অপারেশন ইজিপ্টের' অন্য বড় বড় নেতাদের ধরা হল।

সব ধৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান কাগজ পাওয়া গেল। ভিক্টোরিয়া নিনিওকে গ্রেপ্তার করা হল। তার কাছে কিছু মূল্যবান কাগজ পত্র পাওয়া গেল। আব্রাহাম ধর ইতিমধ্যে ইজিপ্টে থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আর একজন অল্প বয়স্ক ইস্রাইলি এজেণ্টকে ধরা হল। তিনি পুলিশের জেরাতে ঘাবড়ালেন না। তার নাম ছিল এলি কোহেন। এগার বছর পরে দামাস্কাসে এলি কোহেনের দুঃসাহসীকর কাহিনী পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলে। এলি কোহেন হয়েছিলেন ইস্রাইলের একজন বিখ্যাত স্পাই।

*   *   *

'অপারেশন ইজিপ্ট' প্রধানমন্ত্রী মোশে শারাটকে বিশেষ বিব্রত করল। অবশ্যি তিনি প্রথমে বললেন ইহুদীদের বিব্রত করবার জন্যে এই সব মিথ্যা কথা রটনা হচ্ছে। ইসার হেরেল অবশ্যি ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন এবং স্বীকার করলেন এক মারাত্মক ভুল করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লাভোন এবং আমানের কর্তা বেঞ্জামিন গীবলী একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগলেন।

১১ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪ সালে ধৃত ব্যক্তিদের বিচার শুরু হল। ভিক্টোরিয়া নিনিও দলের কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় খবর দিল।

প্রথমে ইস্রাইল 'অপারেশন ইজিপ্ট' তাদেরই পরিকল্পিত এক প্ল্যান ছিল একথা স্বীকার করল।

ইস্রাইলি কর্তৃপক্ষ বন্দী ইস্রাইলিদের কোন প্রকার সাহায্য করতে পারল না। দুজন স্পাইকে ফাঁসি দে'য়া হল এবং বারজনকে দীর্ঘকালের জন্যে কারাদণ্ড দে'য়া হল।

*   *   *

এবার আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাহিনীর কথা বলতে হবে। আর প্রতিটি কাহিনীতেই ইজিপ্ট, আমেরিকা এবং বৃটেনের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের আভাস পাওয়া যাবে।

প্রথমতঃ ইজিপ্টের চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে অস্ত্র কিনবার কাহিনী বলা দরকার। আমরা জানি যে ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনী ইজিপ্টের গাজা এলাকায় হানা দিয়ে বেশ কিছু ইজিপ্শিয়ান সৈন্যকে হত্যা করেছিল। ইস্রাইলের গাজা এলাকায়

আক্রমণের পর নাসর পশ্চিম জগতের দেশগুলি, আমেরিকা, বৃটেন ফ্রান্স থেকে অস্ত্র কিনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হল। আমেরিকা এবং বৃটেন ইজিপ্টের কাছ থেকে অস্ত্র বিক্রী করতে অস্বীকার করল। ফ্রান্স অভিযোগ করল ইজিপ্ট আলজেরিয়ার গড়িলা সৈন্যবাহিনীকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ফরাসি প্রধানমন্ত্রী গী মোলে ইস্রাইলকে বিভিন্ন উপায়ে, এমনকি এটমিক বোমা বানাবার ব্যাপারে সাহায্য করতে শুরু করলেন। আমেরিকা বৃটেন এবং ফ্রান্স 'জোট নিরপেক্ষ' দেশগুলির প্রতি বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করেছিল। ইজিপ্ট ছিল 'জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে এক বড় গণ্যমান্য নেতা। অপরদিকে রাশিয়া 'জোট নিরপেক্ষ' দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করল। 'জোট নিরপেক্ষ' দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যে রাশিয়া ভিন্ন নীতি অবলম্বন করল। রাশিয়া বান্দুংগ সম্মেলনকে গুরুত্ব দিল। কিন্তু পশ্চিম জগতের কাছে বান্দুংগ ছিল এক বড় তামাসা।

মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার সঙ্গে সর্বপ্রথম বন্ধুত্বের রাখী বাঁধল সিরিয়া। সিরিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব দৃঢ় হবার পর রাশিয়া ইজিপ্টের উপর তাদের নজর দিল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন কারণে, যার কিছু আভাষ আগেই দে'য়া হয়েছে, নাসর স্থির করলেন যদি তাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র পশ্চিম জগতের দেশগুলি থেকে কিনতে না পারা যায় তাহলে অস্ত্র কম্যুনিস্ট দেশগুলি থেকে কিনতে হবে। ইতিমধ্যে মস্কো সিরিয়ার মধ্যে একটি আর্মস ডিল হল। এ ছাড়া ইস্রাইল এবং সিরিয়ার মধ্যে ঝগড়া বিবাদ প্রতিদিন বাড়ছিল। সিরিয়া রাশিয়া থেকে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ক্রয় করেছিল।

এই সময়ে বান্দুংগ সম্মেলন শুরু হল। নাসর চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। চৌ এন লাই নাসরকে মধ্যপ্রাচ্যর রাজনৈতিক এবং আরব ইস্রাইলের রাজনৈতিক এবং সামরিক পরিস্থিতির কথা জিজ্ঞেস করলেন। নাসর এর জবাবে বললেন, আরব দেশগুলির প্রধান শত্রু হল ইস্রাইল। কিন্তু এদের সঙ্গে লড়াই কিংবা বোঝাপড়া করবার মতো অস্ত্র আমাদের কাছে নেই। এ ছাড়া আরব দেশগুলিকে দুর্বল করে রাখবার জন্যে আমেরিকা, বৃটেন ফ্রান্স ইস্রাইলকে মদত দিচ্ছে। এই নীতি আরব দেশগুলিকে ব্ল্যাকমেল করা ছাড়া আর কিছুই নয়'।

তারপর নাসর কোন ভণিতা না করে জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা কী আমাদের কাছে কোন অস্ত্র বিক্রী করবেন?

চৌ এন লাই এর জবাবে বললেন অস্ত্র আমদানীর ব্যাপারে চীন এখনও রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল। পরে চৌ এন লাই আরো বললেন নাসরের এই অনুরোধ নিয়ে তিনি পরে চিন্তা করে দেখবেন। নাসরের প্রশ্নের জবাব তিনি রাশিয়ানদের মাধ্যমে জানাবেন।

৬ই মে ১৯৪৭, কায়রোতে রাশিয়ান এম্বাসডার ডানিয়েল সলোড ইজিপশিয়ান

সরকারকে জানালেন যে মস্কো নাসরের কাছে অস্ত্র বিক্রী করতে প্রস্তুত। এই সব অস্ত্রের মধ্যে প্লেন, ট্যাঙ্কস, ইত্যাদি থাকবে। পরে ইজিপ্ট কিস্তি-বন্দীতে এই অস্ত্রের দাম শোধ করবে। চাল এবং ইজিপশিয়ান কটন মূল্য-বাবদ দিলেই চলবে। দুই, রাশিয়া ইজিপ্টকে আসোয়ান ড্যাম তৈরি করতে সাহায্য করবে।

রাশিয়ান এম্বাসডারের এই জবাব শুনবার পর নাসর আমেরিকান এবং বৃটিশ এম্বাসডারকে ডেকে পাঠালেন। নাসর আবার তাদের দেশ থেকে অস্ত্র কিনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু আমেরিকা এবং বৃটেন নাসরের এই অনুরোধ উপেক্ষা করলেন। তারপর নাসর রাশিয়ানদের বললেন আমরা আপনাদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনতে প্রস্তুত।

ঠিক হল রাশিয়ার পক্ষ হয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া ইজিপ্টকে এই অস্ত্র সাপ্লাই করবে।

চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ইজিপ্টের অস্ত্র ক্রয় করা মধ্যপ্রাচ্যর রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। কারণ ইজিপ্ট—চেকের আর্মস ডিলের পর মধ্যপ্রাচ্যর রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটল।

এর পর সিরিয়া এবং ইজিপ্টের মধ্যে সম্পর্ক আরো দৃঢ় হল। অবশ্য এই দুই দেশের বন্ধুত্বের জন্যে ঘটকালি করেছিল মস্কো।

চেক আর্মস ডিলের পর ইস্রাইল সরকার প্রকাশ্যে ঘোষণা করল : আর্মসের ব্যাপারে ইস্রাইল আরব দেশগুলির চাইতে দুর্বল।

ইজিপ্ট চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে প্রায় দুশো মিলিয়ন ডলারের আর্মস ক্রয় করেছিল।

চেক আর্মস ডিলের পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আসোয়ান ড্যাম তৈরি করা নিয়ে একদিকে ইজিপ্ট অপর দিকে আমেরিকা, বৃটেন এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের সঙ্গে বাদানুবাদ এবং ঝগড়া বিবাদ।

আসোয়ানে নীল নদীর উপর একটি 'ড্যাম' তৈরী করার প্রস্তাবটি ছিল অতি পুরাতন। কারণ হিসেব করে দেখা গিয়েছিল যে নীল নদীর পাশে যে সব অনুর্বর জমি আছে সেইখানে একটি ড্যাম তৈরি হলে সেই জমিগুলিকে উর্বর করা সম্ভব হবে। ড্যামটি লম্বায় হবে আড়াই মাইল, উঁচু ৩৬৫ ফুট এবং ড্যামের পেছনে যে লেকটি হবে সেইটি লম্বায় হবে আড়াই মাইল।

প্রথমে এই প্ল্যানে বিভিন্ন বহু দেশ উৎসাহ এবং আগ্রহ দেখিয়েছিল। ১৯৫৩ সালে ইজিপ্ট আসোয়ান ড্যাম তৈরি করবার বিষয়টি নিয়ে বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করল। প্রথমে বিশ্বব্যাঙ্ক এই ড্যাম তৈরি করবার বিষয়টি নিয়ে অতো উৎসাহ দেখায়নি। তাদের বক্তব্য ছিল সম্রাট ফারুকের পতনের পর গামাল আবদুল নাসের সরকারকে স্থায়ী বলে স্বীকার করে নেয়া যায় না। বিশ্বব্যাঙ্কের আর একটি দাবি ছিল প্রথমে সুয়েজ ক্যানাল এলাকা থেকে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী হটিয়ে নেবার বিষয়টির সমাধান করা দরকার।

আমেরিকা এবং বৃটেন অস্ত্র বিক্রি করতে অস্বীকার করবার পর নাসর চেক আর্ম'স ডিলের কথা ঘোষণা করলেন। এই খবর পাবার পর আমেরিকান এবং বৃটেন বিশেষ চিন্তিত হল। তারা পাল্টা প্রস্তাব করল 'ড্যাম' তৈরি করবার জন্য বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন। সেই টাকা আমেরিকা এবং বৃটেন দিতে প্রস্তুত। অর্থাৎ আমেরিকা দেবে ছাপান্ন মিলিয়ন ডলার, বৃটেন চৌদ্দ মিলিয়ন ডলার এবং বিশ্বব্যাঙ্ক দেবে দুশো মিলিয়ন ডলার। অবশ্যি আমেরিকা এবং বৃটেন এই টাকা দেবার জন্যে একটি শর্ত বেঁধে দিয়েছিল। শর্তটি হল ইজিপ্ট রাশিয়া কিংবা অন্য কোন কম্যুনিস্ট দেশ থেকে কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করবে না।

ইজিপ্ট আমেরিকা ও বৃটেনের প্রস্তাব স্বীকার করে নিতে রাজি ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমেরিকা একটি তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে আসোয়ান ড্যাম তৈরি করবার ব্যাপারে কোন প্রকার সাহায্য করতে অস্বীকার করল। আমেরিকা বলল ঃ সুদান এবং ইজিপ্টের মধ্যে নীল নদীর জল নিয়ে প্রথমে একটা আপোষ মীমাংসা করা দরকার। এ ছাড়া আমেরিকা সন্দেহ প্রকাশ করল ড্যাম তৈরি করবার জন্যে যে স্থানীয় কারেন্সীর দরকার হবে ইজিপ্ট সেই টাকা সংগ্রহ করতে পারবে না। আমেরিকা তাদের সাহায্য করবার প্রস্তাব তুলে নেবার পর বৃটেন আমেরিকাকে অনুসরণ করল। তারা ইজিপ্টকে আসোয়ান ড্যাম তৈরি করবার জন্যে কোন প্রকার ঋণ দিতে অস্বীকার করল।

এবার বিশ্বব্যাঙ্কও তাদের প্রস্তাব নাকচ করল।

এই গুরুতর পরিস্থিতিতে নাসর 'সুয়েজ ক্যানাল' রাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তাব করলেন, এবং স্থির করলেন যে আসোয়ান ড্যাম তৈরী কাজটি তিনি রাশিয়ান-দের হাতে তুলে দেবেন।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কালো মেঘ দেখা দিল।

* * *

এর পরবর্তী কাহিনী হল ইজিপ্ট-ইস্রাইলের মধ্যে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আরো দুটি দেশ বড় অংশ গ্রহণ করেছিল। ঐ দেশ দুইটি হল ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স। সময় ১৯৫৬ সাল।

অনেকদিন ধরে ইস্রাইল ফ্রান্সের কাছ থেকে অস্ত্র কিনবার চেষ্টা করছিল। ফ্রান্সও ইস্রাইলকে সাহায্য করতে রাজি ছিল। কারণ, ফ্রান্স জানতে পেরেছিল ইজিপ্ট আলজেরিয়ান গরিলা সৈন্যবাহিনীকে গরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দিচ্ছে। এই কারণে, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী গীমোলে ইস্রাইলের কাছে অস্ত্র বিক্রি করতে রাজি হলেন।

এই সময়ে ফ্রান্স "পারমানবিক অস্ত্র" তৈরী করা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিল। এই অস্ত্র তৈরী করা নিয়ে ফ্রান্সে দুইটি মত ছিল। একদল স্বপক্ষে ছিল, আর একদল বিপক্ষে ছিল। কিন্তু ১৯৫৪ সালে "দিয়েন-বিয়েন-ফিউ"-র পরাজয়ের পর ফ্রান্স সচেতন এবং সজাগ হল। স্থির হল পারমানবিক অস্ত্র তৈরী করতে হবে। আর এই সময়ে খবর এল নাসর আলজেরিয়ার

বিপ্লবীদের সাহায্য করছেন। ফ্রান্স স্থির করল নাসেরকে শাস্তি দিতে হবে। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী গীমোলে ছিলেন সমাজবাদী নেতা কিন্তু নাসরের বিরোধী ছিলেন। এছাড়া ইস্রাইলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও ছিল। অতএব গীমোলের আমলে ইস্রাইলে অস্ত্র পাঠান শুরু হল। এই সব অস্ত্রের মধ্যে "বোমারু বিমান"-ও ছিল। এর পরিবর্তে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস আমেরিকা, ফ্রান্স, এবং বৃটেনকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক খবর দিতে শুরু করল।

আলজেরিয়াতে ইহুদিদের সংখ্যা ছিল প্রায় একলাখ। এরা আলজেরিয়ার গুপ্ত রাজনৈতিক এবং সামরিক খবর ফ্রান্সকে দিত।

এই অস্ত্র বিক্রির ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ফ্রান্সের ইস্রাইলের কাছে পারমানবিক অস্ত্র বিক্রির রহস্য।

আসার বেন নাথান ছিলেন এক ইস্রাইলি স্পাই। তিনি আফ্রিকার 'জিবুটি' শহরে একটি দোকান চালাতেন। তার আসল কাজ ছিল জিবুটি শহরে কোন কোন দেশের জাহাজ আসছে যাচ্ছে এই খবর সংগ্রহ করা। একদিন বেন-নাথানকে ফ্রান্সে বদলি করা হল। বেন-নাথান অনুমান করলেন ইস্রাইলের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। ফ্রান্সে এসে তিনি তার প্রমাণ পেলেন। কারণ, তাকে তেল আভিভে বলা হল—আপনি এক্ষুণি ফ্রান্সে চলে যান। আপনার পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন এবং য়ুরোপে আপনিই হবেন ইস্রাইলি ডিফেন্স মিনিস্ট্রির প্রতিনিধি।

ফ্রান্সে কিছুদিন কাজ করার পর বেন নাথান বুঝতে পারলেন কেন তাকে ফ্রান্সে বদলি করা হয়েছে। এই সময়ে পারীর নিকটবর্তী 'সেভরে' শহরে ফ্রান্স, বৃটেন, ও ইস্রাইলের মধ্যে এক আসন্ন যুদ্ধ নিয়ে গোপন আলোচনা হচ্ছিল। এই আলোচনায় স্থির করা হল ইস্রাইল প্রথমে সুয়েজ ক্যানাল আক্রমণ করবে। পরে এই আক্রমণে বৃটেন ও ফ্রান্স যোগ দেবে। এই হল সুয়েজ ক্যানাল আক্রমণের চক্রান্তের রূপরেখা। সমস্ত আলাপ-আলোচনা ছিল অতি গোপন। বেন নাথান এই গোপন সভায় যোগ দিয়েছিলেন।

২১শে অক্টোবর, ১৯১৬ সালে ইস্রাইলি 'প্যারাট্রুপারেরা' সিনাই শহর আক্রমণ করল এবং পরে ইজিপ্টের অন্য শহরের দিকে রওনা দিল। সেভরের প্ল্যান অনুযায়ী ফ্রান্স এবং বৃটেন ইস্রাইলকে সাবধান বাণী পাঠাল এবং বলল ঃ যদি উভয় পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত না হয় তাহলে এই দুই শক্তি এই যুদ্ধ থামাবার জন্য তাদের সৈন্যবাহিনী ইজিপ্টে পাঠাবে। বৃটেন সুয়েজ ক্যানাল থেকে চলে আসার সময় একটি শর্ত করেছিল যদি কোন বিদেশি শক্তি সুয়েজ ক্যানাল আক্রমন করে তাহলে বৃটেন সুয়েজ ক্যানাল এলাকায় তার সৈন্যবাহিনী পাঠাতে পারবে। ইস্রাইল সুয়েজ আক্রমন করার পর বৃটেন ও ফ্রান্স ইস্রাইলকে তাদের সৈন্যবাহিনী তুলে নেবার জন্য হুমকি দিল। ইস্রাইল সৈন্যবাহিনী তুলে নিতে রাজি হল। কিন্তু ইজিপ্ট অস্বীকার করল। এই আক্রমণের

পেছনে আর একটি কারণ ছিল। তারা ইজিপ্টের যে সব স্থানে রাশিয়ান তৈরি অস্ত্রের ঘাঁটি ছিল সেগুলি ধ্বংস করার প্ল্যান করেছিল।

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী এন্থনি ইভেনের মতানুযায়ী ইজিপ্ট সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে প্রগতির এবং স্বাধীণতার বার্তা ছড়াচ্ছে এবং বৃটেনের বিরোধী কাজ করছে। ফ্রান্সের নাসর বিদ্বেষের কী কারণ আগেই বলা হয়েছে। সুয়েজ যুদ্ধ শুরু হবার আগে থেকে ফ্রান্স ইস্রাইলকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র সরবরাহ করত। এই অস্ত্র সাপ্লাইর জন্য 'আমানের' প্রধান জেনারেল হরাকাবি প্রায়ই পারীতে আসতেন। এই অস্ত্র সাপ্লাই নিয়ে দুই দেশের মধ্যে নিয়মিতভাবে আলোচনা হত। আমান তাদের একজন প্রতিনিধিকে পারীতে মোতায়েন করেছিল। মোসাদের কর্তা ইসার হেরেলও তার প্রতিনিধি পারীতে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বেনগুইরণ ইসার হেরেলের প্রস্তাবকে গ্রহণ করেননি।

ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স শত্রুপক্ষকে বিব্রত এবং ধোঁকা দেবার জন্য বাজারে একটি গুজব রটিয়েছিল যে ইস্রাইল প্যালেস্টানিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্যে জর্ডনকে আক্রমণ করবে, কিন্তু তারা ইজিপ্টকে আক্রমণ করল।

সিনাই'-র আক্রমণ প্ল্যান অনুযায়ী নিখুঁত হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কারণ, ইস্রাইল, ফ্রান্স এবং বৃটেন আশা করেছিল যে ইস্রাইল সিনাই এলাকা আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে ইজিপ্ট নতি স্বীকার করবে। কিন্তু ইজিপ্ট মাথা নত করল না কিংবা পরাজয় স্বীকার করল না। কারণ, এই সময়ে সুয়েজের যুদ্ধে আর এক খেলোয়াড় এসে হাজির হল। এই খেলোয়াড় হল আমেরিকা এবং ফস্টার ডালেস। ডালেস সুয়েজ আক্রমণের তীব্র সমালোচনা করলেন। কারণ, ইস্রাইল ছিল য়ুনাইটেড স্টেটসের অনুগ্রাহী দেশ এবং ইস্রাইল, ফ্রান্স ও বৃটেন বাধ্য হয়ে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইজিপ্ট থেকে চলে এল।

কিন্তু ইস্রাইল জানত এরপর কী করতে হবে? ইস্রাইলের সুয়েজের যুদ্ধে ফ্রান্সকে সাহায্য করবার জন্য একটি নেপথ্য উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, দীর্ঘকাল ধরে বেনগুইরনের একটি ইচ্ছা ছিল ইস্রাইল এটম বোমা তৈরী করবে। আর এই কাজ করবার জন্যে ফ্রান্সের সাহায্য দরকার হবে। সুয়েজ ক্যানালের যুদ্ধের সময় ইস্রাইল-ফ্রান্সের মধ্যে বন্ধুত্ব দৃঢ় হল।

ইস্রাইল স্বাধীন হবার পর বেনগুইরণ ডিসেম্বর ২০, ১৯৪৮ সালে এক পরমাণু স্পেশালিষ্ট মরিস সারদাঁকে "এটম চুল্লী" তৈরী করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। মরিস সারদাঁ ইহুদি ছিলেন এবং প্রথমে তিনি মোশে সারদাঁ নামে প্যালেস্টাইনে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। পরে তিনি ফ্রান্সে চলে আসেন এবং ফ্রান্সের কমিশন ফর্ এটমিক এর্নাজীতে কাজ করতে শুরু করেছিলেন।

বেনগুইরন এটম বোমা তৈরী করবার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন— সারদাঁ পরে বলেছিলেন। অবশ্যি সারদাঁ তেল আভিভে এসে এমন কোন

উল্লেখযোগ্য কাজ করলেন না। কিন্তু বেনগুরিয়ণের এই পরমাণু কাজে এত উৎসাহ ছিল যে তিনি সহজে দমে পড়লেন না।

ইস্রাইলের এটম বোমা তৈরি সম্বন্ধে মোশে দায়ান খুব উৎসাহী ছিলেন। দায়ানের এই উৎসাহের প্রধান কারণ ছিল যদি একবার ইস্রাইল এটম বোমা তৈরী করতে পরে তাহলে ইস্রাইল আরবদের আক্রমণ থেকে সহজে বাঁচতে পারবে। দায়ান বলেছিলেন ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনী হবে ছোট, দক্ষ এবং তার হাতে থাকবে পারমাণবিক শক্তি, নইলে বড় সৈন্যবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে আমাদের অনেক ব্যয় করতে হবে।

এরপর, ১৯৫২ সালে ইস্রাইল এক এটমিক এনার্জি কমিশন গঠন করল। [পুঃ আমরা ইস্রাইলের এটমিক এনার্জির কাজ তিনভাগে বলব। কারণ, এ কাহিনী দীর্ঘ] এই কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন আর্নষ্ট ডেভিড বার্গম্যান। বার্গম্যান ছিলেন একজন পারদর্শী এবং খ্যাতনামা কেমিষ্ট।

তার জন্ম হয়েছিল জার্মানীতে ১৯০৩ সালে। পরে ১৯৩০ সালে তিনি প্যালেস্টাইনে চলে আসেন। তিনি ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির বিজ্ঞান দপ্তরের বড় কর্তা হলেন। তিনি এটম বোমা বানাবার পক্ষপাতী ছিলেন। বেনগুরিয়ণ এটম বোমার কাজ করবার জন্য একটি নিউক্লিয়ার রিএ্যাকটর কিনবার চেষ্টা করছিলেন। ১৯৫৫ সালে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ইস্রাইলকে একটি পাঁচ মেগাওয়াটের রিএ্যাকটর দিলেন। এই রিএ্যাকটরটি তেল আভিভের শহরতলীতে বসানো হল।

ঐ বছর শীমন পেরেস আর একটি ভালো রিএ্যাকটর সংগ্রহ করেছিলেন। শীমন পেরেস যখনই ফ্রান্সে যেতেন তখন তিনি ডিপ্লোম্যাট, ইনটেলিজেন্স অফিসার এক আর্মস ক্রেতা হিসাবে কাজ করতেন। বিদেশমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার শীমন পেরেসের বিরুদ্ধে তার এই স্বাধীন আচরণের প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু বেনগুরিয়ণ গোল্ডা মেয়ারের কথায় কান দেননি। ১৯৫৬ সালের পর থেকে শীমন পেরেস ফ্রান্সের কাছে শর্ত বেঁধে দিয়েছিলেন যে আমরা সুয়েজের যুদ্ধে যোগ দেব। কিন্তু এর বদলে আমাদের একটি এটমিক রিএ্যাকটর চাই। এই আলোচনার সময় ফরাসি প্রতিরক্ষামন্ত্রী বুরজেস ম্যানুরী ইস্রাইলকে একটি এটমিক রিএ্যাকটর দিতে রাজি হলেন।

আবার বেন নাথানের কাহিনী বলতে হবে। এবার বেন নাথান বুঝতে পারলেন তাকে কী কারণে এবং কী কাজে ফ্রান্সে পাঠান হয়েছে। তাকে সুয়েজ ক্যানালের যুদ্ধের কাজের জন্য ফ্রান্সে পাঠান হয়নি। তার প্রধান কাজ হবে ইস্রাইলের জন্য একটি এটমিক রিএ্যাকটর সংগ্রহ করা।

সুয়েজের যুদ্ধের পর ফরাসি সরকার দুর্বল হল। পেরেস এবং নাথান বুঝতে পারলেন এই রিএ্যাকটর পাওয়া খুব সহজ কাজ হবে না। ইতিমধ্যে বুরজেস ম্যানুরী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি এটমিক রিএ্যাকটর দিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু বিদেশমন্ত্রী পিনো বাঁধ সাধলেন। তার বক্তব্য ছিল ইস্রাইলকে কোন

রিএ্যাকটর দিলে আমেরিকা আপত্তি করতে পারে। শুধু তাই নয় তাহলে হয়ত রাশিয়া ইজিপ্টকে এটমিক রিএ্যাকটর দিতে পারে। তারপর আরো সরকারী বাধা এল। কিন্তু বুরজেস ম্যানুরী ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। তার মন্ত্রীসভার পতন হবার আগের দিন তিনি ইস্রাইলের ইচ্ছা পূরণ করলেন। বুরজেস ম্যানুরী এবং পিনো ইস্রাইলের শীমন পেরেস এবং বেন নাথানের সঙ্গে দুইটি 'টপ সিক্রেট' ডকুমেণ্টে সই করলেন। এই ডকুমেণ্টে বিশদভাবে ফ্রান্স এবং ইস্রাইলের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সহায়তার কথা ব্যাখ্যা করে বলা হল। আর বলা হল ফ্রান্স ইস্রাইলকে একটি ২৫ মেগাওয়াটের রিএ্যাকটর সাপ্লাই করবে।

খবরটা বেনগুইরণকে জানানো হল। তিনি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বললেন: 'কনগ্র্যাচুলেশন'।

* * *

এই এটমিক রিএ্যাকটর পাবার পর ইস্রাইলের বৈজ্ঞানিক মহলে তর্ক-বিতর্কের ধুঁয়ো উঠল। একদল আশংকা প্রকাশ করল যদি ইস্রাইল এটম বোমা বানাবার চেষ্টা করে তাহলে ইজিপ্টও অনুরূপ কিছু করতে পারে। আসল কথা হল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে এটম বোমা এবং পারমানবিক শক্তির গবেষণা নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হতে পারে। তাছাড়া এই এটম বোমার কাজটি ব্যয়বহুল হবে। বেনগুরিণের ক্যাবিনেটের মধ্যে দুইটি মত দেখা গেল। ১৯৫৭ সালে এটমিক এনার্জি কমিশনের আটজন সদস্যর মধ্যে সাতজন সদস্য প্রতিবাদ করে পদত্যাগ করলেন। একমাত্র ডেভিড বার্গম্যান পদত্যাগ পত্র দাখিল করলেন না। তার বক্তব্য ছিল যে সামরিক শক্তির কথা চিন্তা করেই এই এটম বোমা তৈরি করা নিয়ে গবেষণার কথা হচ্ছে।

এত আপত্তি, বাধ থাকা সত্ত্বেও শীমন পেরেস কিংবা বেনগুইরণ বিচলিত হলেন না কিংবা দমলেন না। তারা বললেন, এই এটমিক রিএ্যাকটর দিয়ে তারা এটম বোমা তৈরী করবেন না। কিংবা ঐ ধরণের কোন গবেষণার কাজ করা হবে না। ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনের জন্য এই রিএ্যাকটর ব্যবহার করা হবে।

প্রেসিডেণ্ট দ্যগল ফ্রান্সে ক্ষমতায় আসবার পর ইস্রাইলি কর্তৃপক্ষ একটু চিন্তিত হল। কারণ, দ্য গল আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তার আরবদের প্রতি সহানুভূতির কথা ইস্রাইলের অজানা ছিল না। এই পরিস্থিতিতে কী ফ্রান্স তার ডিফেন্স চুক্তি পালন করবে এবং ইস্রাইলকে ২৪ মেগাওয়াটের রিএ্যাকটর দেবে?

ইস্রাইলে যখন এসব কথা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছিল ঠিক ঐ সময়ে ইস্রাইলের অনুকূলে একটি ঘটনা দেখা দিল এবং চব্বিশ মেগাওয়ার্ট রিএ্যাকটর পাবার পথ আরো সুগম হল।

ঘটনাটি হল প্রেসিডেণ্ট দ্য গলকে হত্যার কাহিনী। পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যারা আলফ্রেড হিচককের 'টোপাজ' বইটি দেখেছেন তাদের কাছে ঘটনাটি অজানা নয়।

আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা দেবার পর ফ্রান্সের কিছু ডানপন্থী নেতা দ্যগলের উপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। এইসব নেতারা আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা দেবার বিরোধী ছিলেন। কারণ তারা অনেকদিন ধরে আলজেরিয়াকে তাদের উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।

আলজেরিয়া স্বাধীন হবার পর এদের সুযোগ-সুবিধা চলে গেল। কাজেই তারা দ্যগলকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলেন।

মার্চ মাস, ১৯৪৭ সাল, পারীর ইস্রাইলি এম্বাসীর মিলিটারী এটাচী উজি নারকিস একটি অতি গোপন সূত্র থেকে জানতে পারলেন যে আলজেরিয়ার কিছু ডানপন্থী নেতা দ্যগলকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। মিলিটারী এটাচী এই খবরটি পেয়েছিলেন এক সদস্য ক্লদ আরনোর কাছ থেকে। ক্লদ আরনো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফরাসি গড়িলা বাহিনীতে এক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরে ক্লদ আরনো দ্যগলের নীতির বিরোধী হলেন। ক্লদ আরনো ফরাসি সিক্রেট সার্ভিসে কাজ করতেন। তিনি সিক্রেট সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করেন এবং দ্যগলকে হত্যার ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করেন।

ক্লদ আরনো উজি নারকিসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন। একদিন কথাচ্ছলে তিনি তাকে দ্যগলকে হত্যার, ষড়যন্ত্রের কথা বলেন। তিনি বললেন ঃ দ্যগলের নীতির বিরোধীরা বিশেষ করে ক্যাথলিক সম্প্রদায় আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা দেবার বিরোধীতা করছেন। ক্লদ আরনো আরো বললেন ঃ এরা কিছু ভাড়াটে গুণ্ডা নিয়োগ করেছেন এবং শীঘ্রই দ্যগলকে হত্যা করা হবে।

অবশ্যি ডানপন্থীদের এই চক্রান্ত ব্যর্থ হল।

উজি নারকিস এই খবর পাবার পর খবরটা তেল আভিভে পাঠালেন। তেল আভিভে 'আমান' দপ্তরে বৈঠক শুরু হল। তারা স্থির করতে পারলেন না এই খবরটি দ্যগলকে দেওয়া উচিত হবে কিনা। আর এ খবরটি যদি মিথ্যা হয়? তবু তেল আভিভে কর্তারা এই খবরটি দ্যগলকে জানালেন। শুধু এই খবরটি নয়, যার কাছ থেকে এখবর পাওয়া গিয়েছিল তার নামও বলা হল। উজি নারকিস তার বন্ধু ক্লদের নাম প্রকাশের বিরোধী ছিলেন।

ফরাসি পুলিশ এই খবর পাবার পর ক্লদ আরনোকে গ্রেপ্তার করল। তাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রমাণ করবার মতো কোন তথ্য পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে তাকে ছেড়ে দিতে হল।

ইস্রাইল সরকার ফ্রান্সের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের উপর বেশি গুরুত্ব দিত। তাই তারা ক্লদ আরনোর নাম প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

শীমন পেরেস জানতেন জ্ঞানই শক্তি, ক্ষমতা। কাজেই পেরেস যে খবর সংগ্রহ করতেন সেই খবর অন্য কাউকে দিতেন না।

ইস্রাইলি এটমিক এনার্জি কমিশন ছিল পেরেসের অতি প্রিয় দপ্তর।

এতদিন বৈজ্ঞানিক এবং টেকনিক্যাল খবর সংগ্রহ করার দায়িত্ব ছিল মোসাদ এবং আমানের উপর। পেরেস এবার একটি নতুম সিক্রেট এজেন্সি গঠন করলেন

এবং এই এজেন্সির প্রধান কাজ ছিল পারমানবিক সংক্রান্ত সমস্ত খবর সংগ্রহ করা। এই দপ্তরটির নাম হল "অফিস অব্ স্পেশাল এ্যাসাইনমেণ্ট"। কয়েক বছর পরে এই দপ্তরের নাম পরিবর্তন করে রাখা হল "লিসকা লে কিসরাই মাদা" অর্থাৎ 'সায়েন্স লিয়াঁসো ব্যুরো'। অবশ্যি অনেকের কাছে এই দপ্তরের নাম ছিল "লাকাম"। "লাকাম" হল হিব্রু নাম। লাকামের প্রথমপ্রধান কর্তা হলেন বিনিয়ামিন ব্লুমবার্গ। এ দপ্তর ছিল ডিফেন্স মিনিস্ট্রির অধীনে।

ব্লুমবার্গ ছিলেন অভিজ্ঞ কর্মচারী। তিনি প্রথমে চাষের কাজ করতেন। যুদ্ধের আগে তিনি হাগানাতে কাজ করতেন। ১৯৪৮-৪৯ সালের যুদ্ধের পর তিনি শেনবেতে যোগ দিয়েছিলেন। শেনবেত তাকে ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির চীফ্ সিকিউরিটি অফিসার হিসাবে নিয়োগ করেছিল।

পেরেসের সমর্থন এবং সাহায্য নিয়ে ব্লুমবার্গ 'লাকামের' অস্তিত্বের খবর গোপন রাখলেন। এমন কি ইসার হেরেলকে এই দপ্তরের অস্তিত্বের খবর বলা হল না। পরে ইসার হেরেল এই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন: আমি জানতাম ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতে কোন একটা কিছু হচ্ছে। তবে আসল ব্যাপারটা কী আমি জানতাম না। সমস্ত ঘটনার ভেতর একটা রহস্য ছিল। এমন কি বেনগুরিয়নও পুরো ঘটনাটি জানতেন কিনা সন্দেহ?

পেরেসের বক্তব্য ছিল "লাকাম" প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে ইসার হেরেলের কোন প্রয়োজন কিংবা দরকার নেই।··· ফ্রান্সের কাছ থেকে রিএ্যাকটর পাওয়া গেছে এই খবর ছিল অতি গোপনীয়।

অবশ্যি ব্লুমবার্গের কাজটি খুব সহজ ছিল না। নেগেভ মরুভূমির ডেড্সী এবং বীরসেবার মাঝখানে দিমোনা শহরের কাছে এই এটমিক রিএ্যাকটর বসানো হল। এই রিএ্যাকটর করবার জন্যে অসংখ্য ফরাসি বৈজ্ঞানিক এসেছিল। তাদের চলাফেরা, গতিবিধি গোপন রাখা সহজ কাজ ছিল না। শুধু ব্লুমবার্গ নয়, ফরাসি ইনটেলিজেন্সও এই পারমানবিক সম্পর্কীয় কাজ গোপন রাখতে ব্যস্ত ছিল। একদিন এক ফরাসি স্পাই ছদ্মবেশে বীরসেবা শহরের মেয়রের কাছে নেগেভ মরুভূমিতে কী ধরনের কাজ হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। একটু গর্ব করেই বীরসেবার মেয়র ফরাসি স্পাইকে বললেন: বীরসেবাতে বিভিন্ন ধরনের কাজ হচ্ছে। তার মধ্যে একটি কাজ হল: ওখানে একটি এটমিক রিএ্যাকটর বসানো হচ্ছে। এই ফরাসি স্পাই পারীতে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বীরসেবার মেয়রের কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু ব্লুমবার্গ সবার কাছে বলে বেড়াতেন যে দিমোনাতে একটি কাপড়ের কল বসানো হচ্ছে।

যদিও এই দিমোনাতে রিএ্যাকটর বসানোর কাহিনী গোপন রাখা হয়েছিল তবুও আমেরিকা তার স্যাটিলাইটের মাধ্যমে জানতে পারল ইস্রাইল দিমোনাতে এটমিক রিএ্যাকটর বসাবার চেষ্টা করছে। এই খবর বৃটিশ এবং আমেরিকার রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করল।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট দ্যগল তার মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি পরিবর্তন করছিলেন।

আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা দেবার পর দ্যগল আরবদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইলেন। আরবদের সঙ্গে দ্যগলের বন্ধুত্ব ইস্রাইলরা অপছন্দ করত। কিন্তু ফরাসি সিক্রেট সার্ভিস ইস্রাইলিদের গোপনে সাহায্য করত। কিন্তু তবু দ্যগলের শাসনকালে ইস্রাইল ও ফ্রান্সের মধ্যে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে পরে বলা হবে।

লাকাম পারমানবিক সংক্রান্ত খোঁজ-খবর নেবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে 'বৈজ্ঞানিক এটাচি' নিয়োগ করল। এদের কাজ ছিল পারমানবিক সংক্রান্ত সমস্ত খবর সংগ্রহ করা।

আমরা ইস্রাইলের এটমিক বোমা তৈরীর কাহিনী পরে বিস্তারিত ভাবে বলব।

* * *

ডেভিড বেনগুরিণ সি. আই. এ. এবং ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরো দৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। এই বিষয়টি নিয়ে তিনি আলোচনা করার জন্যে আমেরিকাতে গিয়েছিলেন। অবশ্যি আমেরিকাতে তার যাবার আর একটি নেপথ্য কারণ ছিল। সেই কারণটি হল নতুন রাষ্ট্র ইস্রাইলের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। বেনগুরিণ সেই অর্থ আদায় করার জন্য আমেরিকান ইহুদিদের কাছে হাত পাতলেন।

বেনগুরিণের ইনটেলিজেন্সের কাজকর্মের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন রুভেন শিলোয়া। রুভেন শিলোয়া সি. আই. এ. এবং আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার পক্ষপাতী ছিলেন। শিলোয়া বেনগুরিণকে পরামর্শ দিলেন মস্কো এবং তার উপগ্রহ দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল করে আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা দরকার। অবশ্যি বেনগুরিণ বিশ্বাস করেন নি যে সি. আই. এ. ইস্রাইলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে রাজি হবে। পরে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হল।

১৯৫১ সালের জুন মাসের শেষে শিলোয়া এই ব্যাপারটি নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা করার জন্যে ওয়াশিংটনে গেলেন। শিলোয়া তখনকার সি-আই-এ'র কর্তা বেডেল স্মিথ, এ্যালান ডালেস এবং সি-আই-এ'র সহকারী ডিরেক্টর জেমস আঙ্গেলটনের সঙ্গে আলোচনা করলেন। কিন্তু সবার মনে একটা বড় প্রশ্ন জাগল ঃ ইস্রাইল হল এক সমাজবাদী দেশ এবং আমেরিকা ছিল ঠিক তার উল্টো— ধনতান্ত্রিক দেশ। এছাড়া আমেরিকান সরকারের কাছে খবর ছিল যে রাশিয়া ইস্রাইলের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবার চেষ্টা করছে। কারণ, নতুন ইস্রাইলি রাষ্ট্রকে অর্থ দিয়ে পূর্ব য়ুরোপীয়ান দেশগুলি সাহায্য করছিল। আঙ্গেলটন ছিলেন ঘোর কম্যুনিষ্ট বিরোধী। কিন্তু ইস্রাইলি রাস্ট্রের প্রতি তার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। পরে সি-আই-এ এবং ইস্রাইলের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। কারণ, দেখা যাবে সি-আই-এ এবং মোসাদের মধ্যে এই বন্ধুত্বের দরুণ ভবিষ্যৎ উভয় পক্ষই লাভবান হয়েছিল।

কিন্তু জেমস আঙ্গেলটনের ইস্রাইলের প্রতি প্রীতি এবং বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে সব ইহুদিরা রাশিয়া থেকে ইস্রাইলে চলে আসছে তাদের মধ্যে কিছু কে.জি.বি. এজেণ্ট আছে। অতএব তার মনে একটু দ্বিধা ও সংকোচ ছিল।

শিলোয়া আঙ্গেলটনের মনের দ্বিধা এবং সংকোচের কথা বুঝতে পেরে-ছিলেন। তিনি আঙ্গেলটনকে বললেন কে.জি.বি'র কোন এজেণ্ট ইস্রাইল সরকারের কোন উচ্চপদে কাজ করতে পারবে না। শিলোয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন আমরা কে জি.বি. স্পাই চাই না।

এখানে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা দরকার।

আমোস ম্যানার ছিলেন শেনবেতের প্রধান কর্তা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন রাশিয়া থেকে বহু ইহুদির আগমন আমেরিকার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। কারণ, আমেরিকার প্রধান ভয় ছিল যে এইসব শরণার্থীদের মধ্যে কে.জি.বি নিশ্চয় তার এজেণ্ট ঢুকিয়েছে। এফ.বি.আই আমোস ম্যানারকে কে.জি.বি-র এজেণ্ট বলে সন্দেহ করত। এই কারণে কোন এক সময়ে এফ.বি.আই আমোস ম্যানারকে আমেরিকায় প্রবেশের অনুমতি দেয় নি।

শিলোয়ার আশ্বাস পাবার পরও আঙ্গেলটন সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি ইহুদি শরণার্থীদের আগমনের পর সমস্ত পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করার জন্য তার এক বিশ্বস্ত প্রতিনিধিকে তেল আভিভে পাঠালেন।

ইসার হেরেলের এই ব্যাপারে ভিন্ন মত ছিল। তিনি সি-আই-এ'র এই মনোভাব দেখার পর মন্তব্য করেছিলেন সি-আই-এ ইস্রাইলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায় না। তাদের (সি-আই-এ'র) প্রস্তাব হল আমরা খবরের বিনিময়ে কিছু দেবো না। অর্থাৎ সি-আই-এ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চায় না। শিলোয়া ইসার হেরেলের মতো ভাবতেন না যে সি.আই.এ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার প্রস্তাবের বিরোধী। তিনি বেনগুইরণকে বললেন, সি-আই এ'র মনের ভয় ভাঙ্গতে হবে।

ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস শুধুমাত্র আমেরিকানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়নি। তারা অন্য দেশের সঙ্গেও বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিল। শিলোয়া বেনগুইরনের নির্দেশানুযায়ী 'ট্রান্সজর্ডনের' সম্রাট আবদাল্লার সঙ্গে গিয়ে গোপনে দেখা করেছিলেন। তারা দুজনে একটা গোপন চুক্তি করেছিলেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী সম্রাট আবদাল্লা প্যালেষ্টাইন দেশকে এক 'অবাস্তব পরিকল্পনা' বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আর এই সুযোগে ইস্রাইল প্যালেষ্টাইনের বেশ খানিকটা অংশ দখল করে নিয়েছিল। সম্রাট আবদাল্লা পেয়েছিলন জর্ডনের পশ্চিম অংশ, আমরা যাকে বলি "ওয়েষ্ট ব্যাঙ্ক"। আবদাল্লা কিংবা তার পরবর্তীকালের জর্ডনের সম্রাটেরা কখনই ইস্রাইলকে ধ্বংস করতে চায় নি। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের সময় সম্রাট হুসেন ইস্রাইল আক্রমনের বিরোধী ছিলেন। এই কারণে সম্রাট আবদাল্লাকে 'ইস্রাইলের এজেণ্ট' বলা হতো। বলা হয় এইজন্যে

ইস্রাইল সম্রাট আবদাল্লাকে দশ হাজার ডলার দিয়েছিলেন। যদি সম্রাট আবদাল্লাকে খুন না করা হতো তাহলে হয়ত তিনি প্রকাশ্যে ইস্রাইলকে স্বীকার করে নিতেন।

সিরিয়াতে এই ধরনের আর একজন নেতা ছিলেন কর্নেল হুসনি জাইম। তিনি ইস্রাইলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য আগ্রহী ছিলেন। পরে সিরিয়াতে নতুন সরকার গঠিত হল, এবং সেই কারণে সিরিয়া ইস্রাইলের সন্ধিপত্রে কোন সই করল না। জাইমের পতনের পর জানা গেল যে তিনি নিয়মিতভাবে সি-আই এ এবং ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কাছ থেকে টাকা পেতেন।

শিলোয়া বুঝতে পেরেছিলেন যে দুই-চারজন আরব নেতাদের বশ করে আরব দেশগুলের নীতির কোন পরিবর্তন করা যাবে না। বরং আরবরা চিরকালই ইস্রাইলিদের ঘৃণা করবে। শিলোয়া আরো বলতেন যে আরবদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা অসম্ভব। অতএব আরব দেশে যেসব দল নাসরের বিরোধী ছিল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ লেবাননের 'ম্যারোনাইট'দের কথা বলা যেতে পারে। এছাড়া ইস্রাইল-সিরিয়ার দ্রুজ সম্প্রদায়, ইরাকী কুর্দে'র এবং দক্ষিণ সুদানের ক্রিশ্চিয়ানদের কথা বলা যায়। ইস্রাইল ইরানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করেছিল এবং বেশ কিছুটা সফলও হয়েছিল।

শিলোয়া কোন একসময়ে ইরাকে সাংবাদিকতার কাজ করতেন। অতএব কুর্দীস্থনের সমস্যা সম্বন্ধে তার একটি স্পষ্ট ধারণা ছিল। ষাট দশকে মোসাদ কুর্দীস্থানের গড়িলা বাহিনী গঠন করতে সাহায্য করেছিল।

আগেই বলা হয়েছিল ইরানের সঙ্গে ইস্রাইলের বেশ ভাল সম্পর্ক ছিল। ইরান নিজেদের 'আরব-মুসলমান' বলবার চাইতে নিজেদের ইরানিয়ান 'পারশিয়ান' বলত।

ইরান আলিয়া 'বি'-র প্রতিনিধিকে প্রায় সরকারী স্বীকৃতি দিয়েছিল। অবশ্যি ইস্রাইল রাষ্ট্রকে কোন স্বীকৃতি দেয়নি, তবে ইরানের শা'র ইস্রাইলের প্রতি খুব সহানুভূতি ছিল। ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স পরে মোসাদ এবং শেনবেত ইরানিয়ান সামরিক বাহিনীর এবং 'সাভাকে'র এজেন্টদের গড়িলা যুদ্ধের ট্রেনিং দিয়েছিল। সাভাকের এজেন্টদের প্রায়ই ইস্রাইলে দেখা যেত। 'সাভাকে'র সাহায্য নিয়ে কুর্দী স্থানে বিদ্রোহীদের কাছে অস্ত্র পাঠান হতো।

সি-আই-এ এবং বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস ইস্রাইলিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল, বিশেষ করে যখন আরবদেশে নাসরের জয়ধ্বজা উঠেছিল। এই সময়ে নাসরপন্থীরা লেবাননকে তাদের হাতের মুঠোয় করেছিল। ইরাকে গৃহ বিপ্লবের পর ক্ষমতার গদিতে বসেছিলেন আবদুল করিম কাসেম। তিনিও আমেরিকা এবং বৃটেনের বিরুদ্ধে ছিলেন।

ওয়াশিংটন এবং লণ্ডনের পরামর্শানুযায়ী প্রথমে স্থির হয়েছিল যে ইস্রাইল প্রথমে 'নর্দান টায়ার প্যাক্টে' যোগ দেবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'নর্দান টায়ার প্যাক্টে' যোগ দেয় নি।

১৯৫৭ সালে ডিসেম্বর মাসে তুর্কীর প্রধানমন্ত্রী আদনান মেনদারিসের এক বিশেষ প্রতিনিধি ইস্রাইলের ইলাহু সামস্থনের সঙ্গে দেখা করেন। এই দেখা সাক্ষাতের পর স্থির করা হল যে ইস্রাইল এবং তুকী' তাদের ইনটেলিজেন্সের দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠক করবে। প্রথমে শিলোয় এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। পরে বেনগুরিয়ণ নিজেই আকাঙ্কারায় গিয়ে মেনদারিসের সঙ্গে দেখা করেন। এইসব আলোচনার পর স্থির হল মোসাদ এবং তুর্কীয় ন্যাশনাল সিকিউরিটি সার্ভিস, টি-এন-এস্-এসের, মধ্যে সহযোগিতাকে আরো দৃঢ় করতে হবে। সাভাকের সঙ্গেও এই ধরণের একটা চুক্তি করা হয়েছিল। পরে ১৯৫৮ সালে তিনটি সিক্রেট সার্ভিস যার নাম দে'য়া হয়েছিল "ট্রাইডেণ্ট" প্রতি ছয়মাসে একবার করে বৈঠক করতে।

এই 'নর্দান টায়ার' দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে মোসাদ যে সফলতা লাভ করেছিল তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "মোসাদ" "সাদার্ন টায়ার" এলাকায় তার প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা করেছিল।

১৯৫৩ সালে নাসর হলেন ইজিপ্টের প্রেসিডেণ্ট। ঐ সময় থেকে সুদান বৃটিশ সরকার এবং ইজিপ্টের সঙ্গে ঐ দেশের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করছিল। একদিন সুদানের রাজধানীতে এক শ্লোগান শোনা গেল। "ইজিপ্ট-সুদান এক হ'ক"। এই শ্লোগানের পেছনে যে নাসরের হাত ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই শ্লোগানের মূল বক্তব্য ছিল "নীল নদীর" বাসিন্দাদের একতা বজায় রাখতে হবে। সুদানে নেতারা এই শ্লোগান শুনবার পর বিশেষ চিন্তিত হলেন। কারণ, তারা আশঙ্কা করেছিলেন ইজিপ্ট সুদানকে গ্রাস করবে।

এই আশংকা করে সুদানের উমমা পার্টি এবং ন্যাশনালিষ্ট পার্টি'র কিছু নেতারা বৃটেনের সমর্থন এবং সাহায্য পাবার জন্যে লণ্ডনে গেলেন। আর ঠিক ঐ সময়ে ইজিপ্ট থেকে দাবী উঠেছিল যে সুয়েজ ক্যানল এলাকা থেকে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীকে সরিয়ে দিতে হবে। এইসব কারণে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস ইস্রাইলিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল কিন্তু বৃটিশ সরকারের মনোভাব ছিল অন্য রকম। বৃটিশ সরকার নাসরকে সহজে রাগাতে চাইল না। এই কারণে সুদানীজ নেতাদের কোন প্রকার সাহায্য করা হল না। সুদানীজ নেতারা বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের এম্-আই-সিক্সকে বললেন যে সুদান নাসরের প্রভাব এবং শক্তিকে খর্ব করবার জন্যে তারা শয়তানের সঙ্গে হাত মেলাতে প্রস্তুত। এম-আই-সিক্স সুদানীজ নেতাদের এক শয়তানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই শয়তান ছিলেন এক ইস্রাইলি। এর নাম ছিল মডেরকাই গাজিট। তিনি ছিলেন লণ্ডনে ইস্রাইলি এম্বাসীর প্রথম সেক্রেটারী। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন মোসাদের একজন এজেণ্ট।

মডেরকাই গাজিট সুদানীজ নেতা সিদ্দিকি এল মাহাদী এবং অন্যান্য সুদানীজ নেতাদের সঙ্গে দেখা করলেন। এবং তাদের সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। এই আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল নাসর বিরোধী এক ষড়যন্ত্র। শুধু

তাই নয়, ইস্রাইল সুদানকে বশ করবার জন্য সুদানে নতুন পদ্ধতিতে তুলা চাষ করার প্রতিশ্রুতি দিল। পরে ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসে পারীতে সুদানের প্রধানমন্ত্রী আবদাল্লা খলিলি এবং ইস্রাইলের বিদেশমন্ত্রী গোল্ডা মায়ারের সঙ্গে এক বৈঠক হল। কিন্তু কিছুদিন পরে খলিলি এক গৃহবিপ্লবে গদিচ্যুত হলেন।

* * *

এর পরবর্তী কাহিনী আরো উল্লেখযোগ্য। ঘটনার সময়কাল ১৯৫৬, ফেব্রুয়ারী। ঐ বছরে মোসাদ, শেনবেত পৃথিবীর অন্যান্য স্পাইচক্রকে টেক্কা দিল। ঐ বছর মস্কোতে রাশিয়ান নেতা ক্রুশ্চেভ বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে এক বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

ঐ পার্টি কংগ্রেস ছিল অতি গোপন, এবং একমাত্র পার্টির সদস্যদের সভায় যোগ দেবার অধিকার ছিল।

কানাঘুষায় ক্রুশ্চেভের স্ট্যালিনের বিরোধী বিষোদ্গারের ক্যাহিনী পৃথিবীর বিভিন্ন ইনটেলিজেন্স সার্ভিস, সি-আই-এ, এম-আই-সিক্স, এস-ডি-ইসির কানে গিয়ে পৌছাল। কিন্তু এ কাজে সবাইকে টেক্কা দিল ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস। ক্রুশ্চেভের বক্তৃতার একটি কপি তারা চুরি করে সি-আই-এ'কে দিল।

এবার সেই কাহিনী বলতে হবে।

অবশ্যি এই বক্তৃতা চুরি করার দুইটি কাহিনী আছে।

বলা হয় ইসার হেরেলই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই কাহিনীর উপর কিছু আলোকপাত করতে পারতেন অর্থাৎ কী করে ক্রুশ্চেভের বক্তৃতা চুরি করা হয়েছিল। ইসার হেরেল তার ডায়েরীতে লিখেছিলেন ঃ আমরা আমেরিকানদের কাছে রাশিয়ান কম্যুনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী ক্রুশ্চেভের বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসের বক্তৃতা দিয়েছিলাম। অবশ্যি ইসার হেরেল তার ডায়েরীতে লেখেন নি ঃ ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স কী করে এই বক্তৃতা সংগ্রহ করেছিল। সেই খবর ইসার হেরেল জানতেন কিন্তু তিনি সেই কাহিনী লেখেননি।

আর একটি খবরে জানা গেল যে খবরটি পোলিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। ঐ সময়ে পোলিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা ছিলেন ষ্টিফেন ষ্টাসজেস্কি। ১৯৫৬ সালে ষ্টাসজেস্কি স্বীকার করেছিলেন তিনিই ক্রুশ্চেভের এই বক্তৃতা এক ইস্রাইলি সাংবাদিকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

ষ্টাসজেস্কি তার বিবৃতিতে স্বীকার করেছিলেন পার্টির অধিবেশন শেষ হবার পর মস্কো ক্রুশ্চেভের বক্তৃতার একটি অংশ, প্রায় ৫৬ পাতা, পূর্ব ইউরোপের উপগ্রহ দেশগুলির কাছে পাঠিয়েছিল। মস্কো থেকে এক পোলিশ কুরিয়ার বক্তৃতার কপি পোলিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারীর কাছে নিয়ে এসেছিল। প্রথম সেক্রেটারীর নাম ছিল ওকাব। তিনি পার্টির অধিবেশনে যাননি। তাই ক্রুশ্চেভের বক্তৃতার একটি কপি পড়ে তিনি স্তম্ভিত হয়েছিলেন। তার কাছে এই বক্তৃতা অবিশ্বাস্য, অসম্ভব বলে মনে হল। ওকাব এই বক্তৃতার

বিষয়টি নিয়ে আরো কয়েকজন কমরেডের সঙ্গে কথা বললেন। পরে তিনি এই বক্তৃতাটি পোলিশ ভাষায় তর্জমা করার নির্দেশ দিলেন। এই বক্তৃতার কপি বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট সদস্যর কাছে পাঠান হয়েছিল। ষ্টাসজেস্কি ছিলেন তার মধ্যে একজন।

ওকাব স্থির করলেন এই বক্তৃতা দলের অন্য সদস্যর পড়া আবশ্যক। তখন তিনি বক্তৃতার হাজার কপি ছাপবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ষ্টাসজেস্কি এই বক্তৃতার কপি তিনজন সাংবাদিকের কাছে পাঠালেন। এরমধ্যে ইস্রাইলি সাংবাদিক ফিলিপ বেন ছিলেন একজন।

আসলে ফিলিপ বেন ছিলেন এক পোলিশ ইহুদি। তার জন্ম হয়েছিল ১৯১৩ সালে লট্জ গ্রামে। তিনি অল্প বয়সেই সাংবাদিক হয়েছিলেন। পরে ১৮৩৮ সালে হিটলার পোল্যাণ্ড দখল করার পর ফিলিপ বেন স্বাধীন পোলিশ সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

১৮৪৩ সালে ফিলিপ বেন প্যালেষ্টাইনে এসে আশ্রয় নিলেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। পোজনানে শ্রমিক আন্দোলনের উপর তার প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল।

ষ্টাসজেস্কির কাছ থেকে ক্রুশ্চেভের বক্তৃতা পাবার পর ফিলিপ বেন বক্তৃতার একটি কপি পোল্যাণ্ডে অবস্থিত ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তাদের দিয়েছিলেন। পরে সেখান থেকে ক্রুশ্চেভের বক্তৃতার একটি কপি সি-আই-এ'র কাছে পাঠান হয়েছিল।

অবশ্যি ষ্টাসজেস্কি বলেছিলেন যে বেন ছাড়া বক্তৃতার একটি কপি তিনি নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা ফ্লোরা লুইসকে দিয়েছিলেন। ফ্লোরা লুইস কানাঘুষায় ক্রুশ্চভের এই ষ্ট্যালিন বিরোধী গোপন বক্তৃতার কথা আগেই শুনেছিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি এই বক্তৃতার কপি সংগ্রহ করতে পারেননি।

ক্রুশ্চেভের এই বক্তৃতা ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সের কাছে যাবার আর একটি কাহিনী আছে। বলা হয় এই কাহিনীর কথা শেনবেতের বড় কর্তা আমোস ম্যানোরই জানতেন। অবশ্যি ইসার হেরেল ছিলেন অ্যামাস ম্যানোরের বড়কর্তা।

আমোস ম্যানোর ১১ বছর ইস্রাইলি কাউন্টার ইনটেলিজেন্স শেনবেতে কাজ করেছিলেন। আমোস ম্যানোর ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স থেকে বিদায় নেবার পর স্বীকার করেছিলেন ক্রুশ্চেভের এই গোপন বক্তৃতার কপি সংগ্রহ করেছিল শেনবেত, মোসাদ নয়।

শেনবেতের একজন এজেন্ট আমোস ম্যানোরের কাছে এই বক্তৃতার কপি পাঠিয়েছিলেন। আমোস ম্যানোর নিজে রাশিয়ান ভাষা জানতেন না। তিনি ঐ বক্তৃতা হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আমোস ম্যানোর পরে ঐ অনুবাদ পড়ে বিস্মিত, অবাক হয়েছিলেন।

বক্তৃতার অনুবাদ নিয়ে আমোস ম্যানোর বেনগুইরণের সঙ্গে দেখা করলেন। এই বক্তৃতার গুরুত্ব বুঝে নিতে বেনগুইরণ বেশি সময় নিলেন না। তিনি অবিলম্বে বক্তৃতার কপি সি-আই-এ'র কাছে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। পরে ইসার হেরেলকেও বক্তৃতার একটি কপি দে'য়া হল। সি-আই-এ বক্তৃতার কপি "নিউইয়র্ক টাইমস্" পত্রিকার কাছে পাঠাল এবং রেডিও-টিভির মাধ্যমে ক্রুশ্চেভের বক্তৃতা সারা পৃথিবীতে ছড়ানো হল। অবশ্যি আমোস ম্যানোর সি.আই.এ'-কে এই বক্তৃতার কপি কী করে সংগ্রহ করা হয়েছিল তার কোন আভাষ দিলেন না। এই হল ক্রুশ্চেভের বক্তৃতা চুরি এবং পরে বিশ্বের কাছে প্রচার করবার আর একটি বিবরণী।

* * *

ইসার হেরেল ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স বিভাগ গড়ে তুলেছিলেন বটে কিন্তু জনসাধারণের কাছে তিনি ছিলেন এক বিস্ময়, ব'া যায় কুহেলিকা। অবশ্যি একটি কথা সত্যি তার আমলে ইস্রাইলে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয়েছিল যার কোন আভাষ তাকে দে'য়া হয়নি। এর জন্যে ইসার হেরেল বেশ দুঃখিত হয়েছিলেন। প্রথমতঃ 'লাকাম' গঠন করবার কোন আভাষই তিনি জানতে পারেননি। সুয়েজ ক্যানালের যুদ্ধের সময় তাকে গোপনে আলাপ-আলোচনার কোন আভাষ দে'য়া হয়নি।

বেনগুইরণের তার প্রতি এই অবিশ্বাসের মনোভাব ইসার হেরেলের মনে দুঃখ দিয়েছিল। কিন্তু ইসার হেরেল ছিলেন বেনগুইরণের ভক্ত। তিনি বেনগুইরণের সম্মান, মর্যাদা, রক্ষা করবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন।

দেশের অনেক সংবাদপত্র বেনগুইরণের শাসন এবং তার নীতির সমালোচক ছিল। অনেক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বেনগুইরণের দপ্তরের কাছে 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তি'। এদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য সম্পাদক ছিলেন উঁড়ি আভনেরী। তিনি ছিলেন 'হা-ওলাম-হাজে'র সম্পাদক। এই পত্রিকা হিব্রু ভাষায় প্রকাশিত হত। তার পত্রিকায় "মাপাই" দলের এবং বেনগুইরণের অনেক কুৎসা-কেলেঙ্কারী প্রকাশিত হয়েছিল। এই কারণে পত্রিকা বিক্রির সংখ্যাও বেশ বেড়ে গিয়েছিল। ইসার হেরেল এই পত্রিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ঐ পত্রিকা বেনগুইরণের ছেলের বিরুদ্ধে অনেক কেলেঙ্কারীর কাহিনী প্রকাশ করেছিল। শুধু তাই নয়, আভেনরি তার পত্রিকায় শেনবেতের বিরোধী অনেক গোপন তথ্য প্রকাশিত করেছিল যে খবর ইসার হেরেলকে চিন্তিত এবং বিচলিত করেছিল।

এর পাল্টা জবাবে ইসার হেরেল "রিমণ" নামে একটি সাপ্তাহিকী প্রকাশ করলেন। এই পত্রিকার একমাত্র কাজ ছিল "হা-ওলাম-হাজে" প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির জবাব দে'য়া, কিংবা প্রতিবাদ করা। ইসার হেরেলের এই পত্রিকা বাজারে বেশীদিন চলে নি। পত্রিকার বিক্রি এবং জনপ্রিয়তা কমে যাবার দরুণ এবং আর্থিক সমস্যার জন্য ইসার হেরেল "রিমণ" পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে

বাধ্য হয়েছিলেন।

হেরেলের চেষ্টায় অনেক ইহুদি বিদেশ থেকে এসে ইস্রাইলে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। তিনি ইরাক এবং ইয়েমেন থেকে বহু ইহুদিদের তেল আভিভে নিয়ে এসেছিলেন। পৃথিবীর ইহুদিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য ইসার হেরেল "লিয়াঁসো ব্যুরো" নামে একটি জনসংযোগ দপ্তর খুলেছিলেন। এই দপ্তরের প্রধান কর্তা ছিলেন শাওল আভিগুর। প্রথমে ইসার হেরেল শাওল আভিগুরকে এই পদে নিয়োগ করতে চান নি। পরে মোশে শারাটের অনুরোধে শাওল অভিগুরকে এই "লিয়াঁসো ব্যুরোর" বড় কর্তা করা হল।

আভিগুর অতি সতর্কতার সঙ্গে তার দপ্তরের কর্মচারীদের নিয়োগ করেছিলেন। যাদের কাছে ইস্রাইলের আদর্শ ছিল সবচাইতে বড় তাদেরই লিয়াঁসো ব্যুরো'তে নিয়োগ করা হয়েছিল। পৃথিবীর চারদিকে আভিগুরের লোক ছিল। মস্কোতে আভিগুরের একজন বিশেষ প্রতিনিধির নাম ছিল লাভা ইলিয়াভ। তিনি ইলিগ্যাল ইমিগ্রেশনের কাজে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রাশিয়াতে তাকে পাঠাবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ান ইহুদিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। তিনি রাশিয়ান ইহুদিদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বিভিন্ন পথ এবং নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তার রাশিয়াতে কাজকর্মের খবর কে.জি বি জানত। পরে তাকে লোভ দেখাবার জন্য কে.জি বি'র এক সুন্দরী রমনীর সাহায্য নিয়ে এক ফাঁদ পাতল। একদিন ইলিয়াভের একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। ইলিয়াভ প্রথমে জানতে পারেননি যে মেয়েটি কে.জি বি'র এজেণ্ট। কিন্তু মেয়েটির সৌন্দর্য ইলিয়াভকে আকর্ষণ করে। মেয়েটির সঙ্গে দুচারবার দেখা হবার পর ইলিয়াভ গিয়ে তার সঙ্গে যেচে আলাপ-পরিচয় করল। ইলিয়াভ তাকে তার সঙ্গে নাচবার জন্যে অনুরোধ করল। মেয়েটি কোন আপত্তি করল না। এবার ইলিয়াভের মনে সন্দেহ হল হয়ত মেয়েটি রাশিয়ান স্পাই। ইলিয়াভ মেয়েটির সঙ্গে নাচবার পর বুঝতে পারল মেয়েটির বন্ধন থেকে সহজে মুক্ত হওয়া যাবে না। ইলিয়াভ বিপদের আশংকা করল। সে হোটেলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে রইল। কারণ ইলিয়াভ জানত কে.জি.বি যদি একবার মেয়েটির সঙ্গে তাকে হাতেনাতে ধরতে পারে তাহলে তাকে বিপদে পড়তে হবে। তার দপ্তরের গোপন খবর কে.জি.বি-কে দিতে হবে। অনেক কৌশল করে ইলিয়াভ মেয়েটির হাত থেকে রেহাই পেল। কে.জি.বি'র উদ্দেশ্য ছিল মেয়েটিকে দিয়ে ইলিয়াভকে তাদের দলে নিয়ে আসবে, এবং পরে তার সাহায্য নিয়ে মস্কোর ইস্রাইলি এম্বাসীর গোপন খবর বার করবে। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হল।

কে.জি.বি তাদের 'শিকারের' শোবার ঘরে স্পাই ক্যামেরা লুকিয়ে রাখত এবং প্রেমের দৃশ্যের ছবি তুলে নিতো। উদ্দেশ্য ব্ল্যাকমেল করা। একবার কে.জি.বি. ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সুকার্ণোর এমনি ধরণের কয়েকটি প্রেমের দৃশ্যের ছবি তুলে এনে "ব্ল্যাকমেল" করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু প্রেসিডেণ্ট সুকার্ণো অবশ্য এতে একেবারেই ভয় পাননি, বরং তিনি হেসে বলেছিলেন "আমাকে প্রতিটি ছবির

ছয়টি করে প্রিন্ট দেবেন, স্ত্রীকে দেখাতে হবে। কে.জি.বি-র "লিয়াসোঁ ব্যুরোর উপর শকুনির দৃষ্টি পড়ার প্রধান কারণ হল যে, তাদের বিশ্বাস ছিল এই দপ্তরের প্রতিটি ইস্রাইলি কর্মচারী হল 'স্পাই'।

একবার ইস্রাইলি সরকার তেল আভিভে রাশিয়ান এম্বাসীকে অনুরোধ করল যে তারা কর্নেল গাটকে মস্কোতে ইস্রাইলি এম্বাসীর সেকেণ্ড সেক্রেটারী করে পাঠাবে। তারজন্যে 'ভিসার' দরখাস্ত করা হল। গাটের অতীত জানবার জন্য তেল আভিভে রাশিয়ান এম্বাসী তাদের এক গুপ্তচরকে ডেকে বলল গাটের অতীত জীবনী আমরা জানতে চাই। যাকে একাজ করতে বলা হয়েছিল তিনি ছিলেন ডবল এজেন্ট। তিনি গিয়ে ইস্রাইলী কাউন্টার ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টকে এই খবর দিলেন।

"লিয়াসোঁ ব্যুরোর" কর্মচারীদের রাশিয়াতে চলাফেরার উপর অনেক বাধা-নিষেধ ছিল। কে.জি.বি'-র এজেন্ট চব্বিশ ঘণ্টা এইসব ইস্রাইলি কর্মচারীদের পেছনে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াত। মস্কোর ইস্রাইলি এম্বাসীর দ্বিতীয় সেক্রেটারী ইলাহু হাজানের উপর কে-জি-বি কড়া নজর রাখত। তার বাড়িতে যে রাশিয়ান মেয়েটি কাজ করত সেই মেয়েটি ছিল কে-জি-বি-র এজেন্ট। অতি পুরাতন কৌশল। বাড়ির কর্তা বা গিন্নীকে বশ করা। কিন্তু একবার ওডেসার হোটেলে গিয়ে যখন হাজানের স্ত্রীর 'ফুড পয়েজন' হল তখন অবাক হবার কিছু ছিল না। কারণ, এর কিছুদিন আগে হাজান সস্ত্রীক ওডেসায় গিয়েছিল তাদের পরিচিত এক ইহুদীর সঙ্গে দেখা করতে। এই দেখা-সাক্ষাৎ কে. জি. বি'র নজর এড়ায় নি।

এই দেখা-সাক্ষাতের পর হাজান যখন তার হোটেলে ফিরে যাচ্ছিল, তখন কে. জি. বি'-র এজেন্টরা তার পথ আগলে ধরল। বলল ঃ চলুন থানায়।

ঃ আমি ডিপ্লোম্যাট, হাজান প্রতিবাদ করে বলল। কিন্তু কে. জি. বি' তার এই জবাবে কান দিল না। ডিপ্লোম্যাট হন বা না হন, চলুন আমাদের সঙ্গে। কারণ, আপনি রাশিয়ার বিরোধী কিছু পুস্তিকা বিলি করেছেন এবং রাষ্ট্রবিরোধী কাজকর্ম করছেন। হাজানকে থানায় নিয়ে গিয়ে অনেক জেরা করা হল।

কে. জি. বি. বলল আপনাকে মুক্তি দিতে পারি শুধু এক শর্তে।

ঃ কী শর্তে ?

আপনি যদি আমাদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করেন।

হাজান কে. জি. বি'-র শর্তগুলি মেনে নিতে রাজি হল না।

কে. জি. বি. বলল আপনি হয়ত জানেন যে মেয়েটি আপনার বাড়িতে কাজ করত সেই মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা। আর আপনি তার ঐ সন্তানের জন্য দায়ী। হাজান কে. জি. বি'-র অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে পারল না। কে. জি. বি'র শর্ত স্বীকার করে নিল।

হাজান পরে তার এম্বাসীর এম্বাসাডারকে নির্ভয়ে সব কথা খুলে বলল। পরে তাকে তেল আভিভে ফেরত পাঠান হল।

মোশে শারাট, বিদেশমন্ত্রী তার ডায়েরীতে লিখেছিলেন ঃ হাজানের কেসটি সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। তিনি অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কে. জি. বি'র কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন।

ঃ সুয়েজ ক্যানালের যুদ্ধ শুরু হবার আগে শাওল আভিগুর কয়েকজন ইস্রাইলি এজেন্টকে ইজিপ্টে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল লড়াই'র সুযোগ নিয়ে এইসব ইস্রাইলি এজেন্টরা ঐ দেশের (ইজিপ্টের) ইহুদিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে। পরে তাদের গোপনে ইস্রাইলে নিয়ে আসা হবে। ঐ সময়ে ইজিপ্টে অসংখ্য ইহুদি ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর তাদের ইস্রাইলে নিয়ে যাবার এক বিরাট সমস্যা দেখা দিল। নতুন মরোক্কো সরকার অন্য আরব দেশগুলির চাপে পড়ে ইহুদিদের ইস্রাইলে ফিরে যাবার উপর বাধানিষেধ আরোপ করেছিল। কারণ, নাসর বলেছিলেন ইহুদিরা দেশে ফিরে গিয়ে ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবে এবং আরবদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করবে।

ইসার হেরেল এই অবস্থায় মরোক্কোতে অবস্থিত ইহুদিদের নিয়ে কী করা যায় সেইটে নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। ভবিষ্যতে এই ধরনের এক কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে ভেবে ইসার হেরেল এইসব ইহুদিদের অনেক আগেই নিয়ে এলেন। এদের নিয়ে আসার জন্যে তিনি মরোক্কোতে এক গোপন ইস্রাইলি সংস্থা স্থাপন করেছিলেন।

মোসাদ বেশ কিছু মরোক্কোর ইহুদিদের এই দলে নিয়েছিল। এরা আরবীক এবং ফরাসি ভাষা বলতে পারত।

মরোক্কোতে এই ইস্রাইলি সংস্থার ডিরেক্টরের নাম ছিল সুমেল টলেডেনো। বন্ধু-বান্ধবরা তাকে আমনন' বলে জানতেন। সৈন্যবাহিনীতে কাজ করার সময় তিনি টলেডেনো নামে পরিচিত ছিলেন।

টলেডেনো প্যারিসে ইস্রাইলি দূতাবাসে ডিপ্লোম্যাটের মুখোশ পড়ে কাজ করতেন। ওখান থেকে তিনি সারা বিশ্বে ইহুদিদের স্বার্থ রক্ষার কাজ করতেন।

টলেডেনোর এই অপারেশনের কোড নাম ছিল "ফ্রেমওয়ার্ক" অর্থাৎ কাঠামো, মানে মরোক্কোর ইহুদিদের আরবদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা। এ কাজের জন্য তিনি যে কোন বেআইনী কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

ইজিপ্টের কাজ কিছুটা ইরাকের কাজের মত ছিল। ইস্রাইলি দলের মধ্যে ছিলেন লোভা ইলিয়াভ এবং আব্রাহাম ধর। এদের সঙ্গে ছিল আমানের একজন রেডিও অপারেটর অর্থাৎ যার সাহায্যে ইজিপ্ট থেকে তেল আভিভে খবর পাঠান যাবে। এই অপারেশনের নাম ছিল "অপারেশন তৃষিতা" অর্থাৎ "ধূর্ত"। এর উদ্দেশ্য ছিল ইজিপশিয়ান ইহুদিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের লুকিয়ে ইস্রাইলে নিয়ে আসা।

সুয়েজ ক্যানালের যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং ইস্রাইলিরা সৈন্যবাহিনী তুলে

নিতে বাধ্য হল। ইলিয়াভ এবং ধর "পোর্ট সঈদে" আটকা পড়লেন। তাদের সঙ্গে ছিল প্রায় দুশো ইহুদি। তারা ইস্রাইলে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে এসেছিল। পরে ইলিয়াভ এবং ধর স্থানীয় ইহুদি পরোহিতের সাহায্য নিয়ে দুশো ইহুদিকে ইস্রাইলে পাঠাবার চেষ্টা করলেন। দুটি ফরাসী জাহাজ যাত্রীদের নিয়ে ইস্রাইলের পানে রওনা দিল। ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে দুটি ইস্রাইলি জাহাজ এসে যাত্রীদের তুলে নিল।

কিছুদিন পরে নির্বিঘ্নে ইলিয়াভ এবং ধর ইস্রাইলে ফিরে এল।

এসব কাহিনী থেকে বোঝা যাবে ইসার হেরেল বিভিন্ন দেশের ইহুদিদের তেল আভিভে নিয়ে আসবার জন্যে কত চেষ্টা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছিলেন।

এই কাহিনী শেষ করবার আগে ইহুদিদের ইস্রাইলে নিয়ে আসবার জন্যে যে কঠোর পরিশ্রম এবং প্ল্যান করতে হয়েছিল তার একটি কাহিনী উল্লেখ করা দরকার।

২রা মার্চ, ১৯৫৬ সালে মরোক্কো থেকে ফরাসি সরকার চলে গেল। মরোক্কোতে ইরাকের পথ অনুসরণ করে ইহুদি পরিবারদের বের করে আনা হয়েছিল। ইরাকে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু মরোক্কোতে তারা সফল হল।

মরোক্কো থেকে ইহুদিদের নিয়ে আসার জন্য মরোক্কোর ইহুদিদের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কাজ ভাগ করা হয়েছিল। কিন্তু হেরেল যখন শুনতে পেলেন ঐ নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে না তখন তিনি টলেডেনোর ডেপুটি স্লমো হাভিলিওকে হাটিয়ে দিয়ে তার স্থানে আলেক্জগ্যাটমনকে নিয়োগ করলেন। কারণ, তিনি স্থির করে ছিলেন ইরাকের ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেবেন না।

প্রথমে প্রায় ১৮ হাজার ইহুদি মরোক্কো থেকে চলে এসেছিল। মোসাদের এজেন্টরা উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন শহরে তাদের ক্যাম্প স্থাপন করেছিল এবং যেসব ইহুদিরা চলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল তাদের নিয়ে যাবার জন্যে জাল পাশপোর্ট তৈরী করা হয়েছিল। একাজের জন্যে মোসাদ প্রায় পাঁচলক্ষ ডলার মরোক্কোর সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ দিয়েছিল। মোসাদ মরোক্কোর বিভিন্ন শহরে ক্যাম্প তৈরী করেছিল। ঐসব ক্যাম্পে ইহুদী শরনার্থীদের নিয়ে আসা হত। পরে সেখান থেকে তাদের ইস্রাইলে পাঠান হত।

ইতিমধ্যে ইস্রাইল সরকার ফ্রান্স এবং আমেরিকার কাছে অনুরোধ করল অবিলম্বে মরোক্কোর ইস্রাইলি শরণার্থীদের দেশে ফিরে আসবার সুবিধা দে'য়া হ'ক। সম্রাট হাসান সিংহাসনে বসবার পরে এইসব ইহুদি শরণার্থীদের ইস্রাইলে নিয়ে যাবার সুবিধা করে দে'য়া হল।

এই অপারেশনের নাম বাইবেল থেকে নেয়া হয়েছিল। অপারেশনের নাম ছিল 'ইয়াখিন'। 'ইয়াখিন' সম্রাট সলোমনের তৈরী মন্দিরের একটি স্তম্ভের নাম

ছিল। 'ইয়াখিন' প্রজেক্টে ফ্রান্সের ইহুদিরা অংশ গ্রহণ করেছিল। এই প্রজেক্টের দরুণ প্রায় ৮০ হাজার ইহুদী মরোক্কো থেকে ইস্রাইলে চলে গিয়েছিল। এই নিয়ম অনুসরণ করে তিউনেসিয়া থেকে ইহুদীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

* * *

মরোক্কো থেকে যখন ইহুদীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন আর একটি ঘটনা ইসার হেরেলের নজরে পড়ল। এই কাহিনীর নায়ক ছিলেন মটকে কেদার।

১৮৫৬ সালে মটকে কেদারকে ইজিপ্টে একটি বিশেষ কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তাকে নিয়োগ করেছিলেন ইভাল নীম্যান। তিনি কেদারকে ট্রেনিং দিয়েছিলেন এবং তার কাজ কী হবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

ঠিক হয়েছিল কেদার একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করে আরজেনটিনাতে যাবে। সেখান থেকে ঐ নামের পাশপোর্ট ব্যবহার করে ইজিপ্টে ফিরে আসবে।

কেদারের জন্ম হয়েছিল ১৯৩০ সালে পোল্যাণ্ড। ঐ সময়ে তার নাম ছিল মটকে ক্রাভিটজাকি। তার মা অতি অল্প বয়সে তাকে পরিত্যাগ করেন। পরে তিনি তার দাদুর সঙ্গে প্যালেস্টাইনে চলে এসেছিলেন।

১৯৪৮ সালে কেদার ইস্রাইলি নৌবাহিনীতে কাজ করেছিলেন। পরে ১৯৫০ সালে ইস্রাইলের হাদেরা বলে একটি গ্রামে 'অন্ধকার জগতের' কিছু শয়তানদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এই দুষ্কৃতকারীদের কাজ ছিল গাড়ি চুরি করা, দোকান লুঠ করা ইত্যাদি। অবশ্য, পুলিশ অভিযোগ করেছিল কেদার খুনী ডাকাতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

কিছুদিন পরে কেদার তেল আভিভে চলে এলেন। সেখানে তাকে বিভিন্ন কাফেটেরিয়াতে বেকার যুবকদের সঙ্গে আড্ডা মারতে দেখা যেত। কোন এক সময়ে তিনি মনোবিজ্ঞানের ডাক্তার রুডির কাছে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। কারণ, কেদারকে প্রায়ই উত্তেজিত অবস্থায় দেখা যেত।

ডাঃ রুডি কেদারকে সুস্থ এবং কাজের উপযোগী বলে ঘোষণা করলেন। পরে ডাক্তার তাকে 'আমানের' প্রধান কর্তা ইয়োসাফাত হারকাবির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। হারকাবি কেদারকে আমানের কাজকর্মের জন্য নিয়োগ করেছিলেন। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ ক্যানালের অপারেশনের পর তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। কেদার একদিন নিরুদ্দেশ হলেন। অবশ্য তার স্ত্রী এবং ছেলে নিয়মিত চিঠি পেত।

১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে কেদারকে আবার তেল আভিভে দেখা গেল। 'এল আলের' প্লেনে করে কেদার তেল-আভিভে ফিরে এলেন। সেইখানে 'লড' এয়ারপোর্টের ছোট একটি ঘরে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। তার কাজকর্মের একটা বিবরণী দিতে বলা হল। ঠিক ঐ সময়ে তিনজন সশস্ত্র পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত কেউ বলতেপারল না কেদার কোথায় চলে গেছে।

'রামলে' জেলখানার প্রহরীও বলতে পারল না তাদের নতুন কয়েদীর পরিচয়

কী ? তাকে সবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে একটা ছোট ঘরে রাখা হয়েছিল। দীর্ঘ দেড় বছর পরে তাকে একা মাঠে বেড়াবার অনুমতি দেয়া হল। পরে তাকে অন্য আর একটি 'সেলে' নিয়ে যাওয়া হল। অন্য বন্দীদের কাছে তার পরিচয় ছিল "এক্স ফোর"।

কেদারকে নিয়ে জেলে এবং জেলখানার বাইরে কানাঘুষো শুরু হল। লোকটি কে, কী তার পরিচয় ? সবাই এ কথাগুলি জানবার জন্যে ইচ্ছুক হল। জানা গেল তাকে গর্হিত অপরাধজনক কাজের জন্য আটকে রাখা হয়েছিল।

পরে গোপনে তার বিচার হল। বিচারে সাজা হল কুড়ি বছরের কারাবাস। কিন্তু এই বিচারের রায়ে কেদার ভেঙ্গে পড়লেন না। সতেরো বছর পরে ১৯৪৭ সালে কেদারকে মুক্তি দেয়া হল। কেদার নতুনভাবে বিচারের দাবী করলেন। সরকার ঐ দাবীকে অগ্রাহ্য করল। ইস্রাইলি সরকার কেদারের দোষ সম্বন্ধে কিছু বলল না। এবার শোনা গেল আর্জেন্টিনায় থাকাকালীন কেদার এক ইহুদী ব্যবসায়ীকে খুন করে তার টাকা পয়সা লুঠ করে নিয়েছিলেন। সেই ইহুদীর বুকে প্রায় আশি বার ছুরি চালিয়েছিল। কেদার কেন এই ইহুদীকে খুন করেছিলেন তার সঠিক কারণ জানা যায় নি। পরে কেদারের কাছে ঐ ইহুদীর কিছু টাকা পাওয়া যায়।

কেদারকে পরে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল।

* * *

ইসার হেরেল বলতেন সিক্রেট সার্ভিসের এজেণ্টদের নিয়ে কাজ করা বেশ কঠিন ব্যাপার। এ কাজ শুধু "আমানে"র হাতে তুলে দেয়া যায় না। এতদিনে আরবদেশে স্পাই এবং খবর সংগ্রহের দায়িত্ব আমানের হাতেই ছিল। কিন্তু দুনিয়ার সর্বত্রই ইসার হেরেল এবং মোসাদের রাজত্ব ছিল। কিছুদিন পরে ইসার হেরেল আর একটি নতুন ডিপার্টমেণ্ট গঠন করলেন যার নাম হল "অপারেশন ডিপার্টমেণ্ট"। মোসাদ এবং শেনবেতের সাহায্যের জন্য এই দপ্তরের প্রয়োজন ছিল। এই শাখার কর্তা ছিলেন রফি আইটান এবং আব্রাহাম শালোম।

ইসার হেরেল এই অপারেশন ডিপার্টমেণ্টের কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতেন। অপারেশন ডিপার্টমেণ্টের এজেণ্টরা লণ্ডন, প্যারিস, রোম, নিউইয়র্ক, জোহেনসবার্গ আণ্টওয়ার্পের চারদিকে ছড়িয়ে ছিল।

অপারেশন ডিপার্টমেণ্ট গঠন হবার পর ইসার হেরেল ইস্রাইলের পুরানো শত্রু জর্মান নাৎসীদের খোঁজে বেরোলেন। এই সব নাৎসীদের মধ্যে দুজনের নাম উল্লেখযোগ্য ঃ এডলফ আইকম্যান এবং ডাঃ জোসেফ মেনজেলে।

প্রথমে আইকম্যান সম্পর্কে কিছু বলব। এডলফ আইকম্যান ছিলেন হিটলারের জল্লাদ বাহিনী গেষ্টাপোর প্রধান কর্তা। যুদ্ধের শেষ সময় গেষ্টাপোর কর্তা ছিলেন কালেটেনব্রুনো। তার সহকারী ছিলেন এডলফ আইকম্যান। যুদ্ধের পর আইকম্যান বার্লিন ধ্বংস হবার আগে পালিয়ে গেলেন। কোথায় ? কেউ-সঠিক খবর দিতে পারল না। আইকম্যানের সন্ধান প্রথম দিলেন জুল

লেমোয়া। লেমোয়া "ডাইলান" নামে একটি জাহাজের নাবিক ছিল। লেমোয়া অবশ্য সঠিক আইকম্যানের নাম বলতে পারল না। কিন্তু বলল একজন বড় মাপের নাৎসী নেতা তার জাহাজে করে 'তানজিয়া'র পর্যন্ত এসেছিলেন। জাহাজ মরোক্কো পেঁছুবার পর এই নাৎসী নেতা উধাও হয়ে যান। বর্তমানে তিনি ভাটিকান শহরে আছেন। সেখান থেকে তিনি এক রিফিউজির পাশপোর্ট নিয়ে আরজেনটিনাতে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। পাশপোর্টে তার নাম ছিল রিকার্ডো ক্রেমেণ্ট।

তখন ভাটিকানে অনেক নাৎসী নেতা লুকিয়েছিলেন। পোপ একথা জানতেন তবে তিনি তাদের বিরোধী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। কিংবা তাদের বের করে দেবার চেষ্টা করেন নি। পরে মোসাদ ভাটিকানে যেসব নাৎসী নেতারা লুকিয়েছিলেন তাদের পুরো তালিকা সংগ্রহ করেছিল। অধিকাংশ নাৎসী নেতারা পালিয়ে গিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় বিশেষ করে আরজেনটিনায় গিয়ে আস্তানা গেড়েছিল।

আইকম্যানের পাশপোর্টে নাম লেখা ছিল ঃ রিকার্ডো ক্রেমোট। পেশা মেকানিকস, জন্ম—ইতালির বোলনা শহরে। পূর্বপুরুষ—জর্মান। তিনি অষ্ট্রিয়া থেকে ভাটিকানে এসেছিলেন। সেখান থেকে আরজেনটোনিয়া গিয়েছিলেন।

এডলফ আইকম্যানের সঠিক পরিচয় কী এবং তিনি কোথায় লুকিয়ে আছেন সেই খবর প্রথম দিয়েছিলেন পশ্চিম জর্মানীর ডাঃ ফ্রিৎজ বাওয়ার। তিনি আইকম্যানের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়েছিলেন জর্মানীর সিক্রেট সার্ভিসের কাছ থেকে। তারা আইকম্যানের জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত লিপি ডাঃ বাওয়ারকে দিয়েছিলেন। পরে বাওয়ার ঐ খবর ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সকে দিয়েছিলেন।

ইসার হেরেল এই খবর পেয়ে খুশি হলেন। এর আগেও আইকম্যানের লুকিয়ে থাকার উড়ো খবর পাওয়া গিয়েছিল। ইসার হেরেল ঐ খবরকে ভিত্তি করে আইকম্যানের অনুসন্ধান করছিলেন।

এবার ডাঃ বাওয়ারের কাছ থেকে খবর পাওয়া মাত্র ইসার হেরেল ঐ খবরের সত্যতা যাচাই করার জন্য আরজেনটোনিয়াতে লোক পাঠালেন। আইকম্যান যেন আরজেনটোনিয়া থেকে প্যারাগুয়ে বা অন্য কোন দেশে পালিয়ে না যান সেজন্য ইসার হেরেল এই তদন্তের দায়িত্ব নিজের হাতে রাখলেন। ইসার হেরেল ঠিক করেছিলেন যদি আইকম্যানকে খুঁজে বার করা যায় তাহলে তাকে কিডন্যাপ করে তেল আভিভে নিয়ে যাওয়া হবে। পরে সেইখানে তার বিচার হবে। আইকম্যানের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ছিল তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অনেক ইহুদিকে হত্যা করেছিলেন।

আইকম্যান পঞ্চাশ দশকের শেষ ভাগে আরজেনটোনিয়ার রাজধানী বুয়েনস আয়াসে এসে পৌচেছিলেন। এখানে এসে আইকম্যান নির্জনে বসবাস করছিলেন। প্রায়ই তিনি তার বাসস্থান এবং বাড়ির ঠিকানা পাল্টাতেন। এছাড়া

নতুন কোন অতিথি আরজেনটৌনিয়াতে এলে তাদের তিনি দু'চোখে দেখতে পারতেন না। ১৯৫২ সালে তিনি 'সাঁ মিউগেল তুর্কমান' নামে এক প্রদেশে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। তখন তার পেশা ছিল 'ম্যাপ তৈরী করা'। আইক-ম্যানের এই ঠিকানা পরিবর্তন আরজেনটৌনিয়ার সিক্রেট সার্ভিসের দৃষ্টি আকর্ষন করেছিল। তারা তদন্ত করে জানতে পারল যে রিকার্ডো ক্লেমেণ্টের আসল নাম হল এডলফ আইকম্যান। তার পরিচয় মাত্র দু'চার জন জানতো। যদিও আইকম্যানের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হত তবুও আরজেন্টিনার পুলিশ আইকম্যানকে নিয়ে কোন হৈ-হুল্লা করেনি কিংবা তাকে কোন জেরা করেনি।

আইকম্যান অবশ্যি বুঝতে পেরেছিলেন তার উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। তবে আইকম্যান জানতে পারেননি পুলিশ ছাড়া আরজেন্টিনার পার্লামেণ্টের এক সদস্য আইকম্যানের পরিচয় জানত। সবার দৃষ্টিকে এড়াবার জন্যে আইকম্যান কিছু দিনের জন্যে দেশের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। প্রায় দু'বছর পরে তিনি আবার আরজেন্টিনায় ফিরে এসেছিলেন। এই সময়ে তার স্ত্রী ভেরা একদিন ভিয়েনাতে চলে গেলেন। কেন তিনি ভিয়েনাতে চলে এসেছিলেন তা অনুসন্ধান করে জানা গেল ভেরা আইকম্যানের পাশপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়েছে। পাশ-পোর্টের মেয়াদ বাড়াবার জন্যে তিনি অস্ট্রিয়াতে ফিরে এসেছেন। ভেরা আইকম্যান ছিলেন অষ্ট্রিয়ান। ভেরা আইকম্যান ভিয়েনাতে এসেছেন এই খবব মোসাদের কানে গিয়ে পৌঁছাল। এবার থেকে মোসাদ ভেরা আইকম্যানের পেছনে ছায়ার মতো ঘুরতে লাগল। ইতিমধ্যে রিকার্ডো ক্লেমেণ্ট যে এডলফ আইকম্যান এই বিষয়ে মোসাদের মনে আর কোন সন্দেহ ছিল না। তবে অনুমান করা বেশ কঠিন কাজ ছিল। কারণ, এই প্রাক্তন নাৎসী নেতার কোন ছবি সংগ্রহ করা সহজ কাজ ছিল না। তবে ডাঃ ফিৎজ বাওয়ার আইকম্যানের ঠিকানা দিয়েছিলেন ৪২৬১ চাকাবুকো স্ট্রীণ্ট, অলিভস, বুয়েনস্ আয়ার্স।

প্রথমে ইসার হেরেল তারই একজন বিশ্বস্ত চরকে আইকম্যানের খোঁজখবর নেবার জন্যে আরজেনটৌনিয়ায় পাঠালেন। এই চরের নাম ছিল ইয়োল গোরেন এবং তিনি দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় প্রতিটি দেশেরই হালচাল ভাল করে জানতেন। পরে অবশ্যি জানা গিয়েছিল ইয়োল গোরেন ছিল তার ছদ্মনাম। ইস্রাইলি অপারেটরা তাদের আত্মপরিচয় গোপন রাখত, কারণ, এদের অনেকেরই দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল।

আইকম্যানকে কিডন্যাপ করবার জন্যে যে ইস্রাইলি দলকে বুয়েনস্ আয়ার্সে পাঠান হয়েছিল সেই দলের নেতার নাম ছিল "জিমারম্যান"। অবশ্যি এটিও ছিল তার ছদ্মনাম।

আইকম্যানের সঠিক পরিচয় পাওয়া গেল যখন তার স্ত্রী ভেরা আইকম্যান ভিয়েনাতে গিয়ে পৌঁছালেন। অনেক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ইসার হেরেলের মনে একটা সন্দেহ ছিল। রিকার্ডো ক্লেমেণ্ট বয়সে এবং

দেখতে আইকম্যানের থেকে বড় ছিলেন। তবু শেষ প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্যে ইস্রাইলি দল টেলিলেন্সের সাহায্যে বিভিন্ন দিক থেকে আইকম্যানের ছবি তুলেছিল। একজন ফটোগ্রাফার ছবি তুলতে গিয়ে দেখলেন যে আইকম্যান এক গুচ্ছ ফুল নিয়ে বাড়িতে ঢুকছেন। ইস্রাইলিরা জানতো ঐ দিনটি ছিল ভেরা ও আইকম্যানের বিয়ের তারিখ। এরপর আর কোন সন্দেহ রইল না যে রিকার্ডো ক্লেমেণ্ট এবং এডলফ আইকম্যান হলেন একই ব্যক্তি। তেল আভিভে এই খবর দেয়া হল।

এবার আলোচনা শুরু হল কী উপায়ে আইকম্যানকে কিডন্যাপ করা যায়। এই কিডন্যাপিং-এর ব্যাপারে আরজেন্টিনার সরকার কোন বাধা দেয় নি। কারণ, তাদের কাছে নাৎসী নেতা আইকম্যান বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন না। আরজেন্টিনার সরকার এবং ইস্রাইলি কিডন্যাপিং দলের ভয় ছিল হয়ত আইকম্যান বিপদের আশংকা করে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে অন্য কোন দেশে পালিয়ে যাবেন।

ইসার হেরেল 'অপারেশন আইকম্যানের' কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে করবার জন্যে নিজে বুয়েনস্ আয়ার্সে গেলেন। কিডন্যাপিং দলের ভলান্টিয়ারদের বেশ সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করা হয়েছিল। ঠিক হল আইকম্যানকে কিডন্যাপ করে তেল আভিভে নিয়ে যাওয়া হবে। দলের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বহুবার আইকম্যানকে দেখেছিলেন। তার নাম ছিল সালোম দামী। অতএব আইকম্যানকে শনাক্ত করতে কোন অসুবিধা হল না। পরে কিডন্যাপের দিন ঠিক করা হল। ঠিক হল তিনি শিল্পীর ছদ্মবেশে আইকম্যানের বাড়ির কাছে গিয়ে ছবি আঁকবেন। একদিন আইকম্যান তার দপ্তরের কাজ শেষ করে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির কাছে এসে বাস থেকে নেমে তিনি হাঁটতে লাগলেন। অন্ধকার, নির্জন রাস্তা। এই সময়ে কিডনাপারের দল তাকে ঘিরে ধরল। তাঁকে জোর করে গাড়িতে বসান হল। সেখান থেকে প্রথমে তাকে একটি "সেফ্ হাউসে" নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করা হল। পরে ঐ অবস্থায় তাকে প্লেনে তোলা হল। কাস্টমস্ এবং পুলিশকে বলা হল তিনি অসুস্থ।

২৩শে মে ডেভিড বেনগুইরণ ইস্রাইলি পার্লামেণ্টে ঘোষণা করলেন যে এডলফ আইকম্যানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শিগ্গিরই তার বিচার হবে।

অবশ্যি আরজেন্টিনার সিক্রেট সার্ভিসের সাহায্য ছাড়া আইকম্যানকে কিডন্যাপ কিংবা গ্রেপ্তার করা সম্ভব ছিল না।

পরে আইকম্যানের বিচার শুরু হল। তার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ করা হল। বিচারে তার ফাঁসি হল।

আইকম্যান ধরা পড়ল কিন্তু ডাঃ যোসেফ মেনজেলকে ধরা সম্ভব হল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ডাঃ মেনজেলে ডাক্তারী রিসার্চ করবার জন্য ইহুদীদের গিনিপিগের মতো ব্যবহার করতেন। শেনবেত আইকম্যানের উপর চাপ সৃষ্টি করল। তাকে জেরা করা হল। আইকম্যান একই জবাব বার বার দিতে

লাগলেন। আমি জানি না। আইকম্যানের এই জবাবে মোসাদ, শেনবেত কিংবা ইসার হেরেল খুশি হলেন না। কারণ, তাদের বদ্ধ ধারণা ছিল আইকম্যান জানেন ডাঃ মেনজেল কোথায় ?

কারণ, তাদের কাছে খবর ছিল ডাঃ মেনজেলের পরিবার নিয়মিতভাবে বুয়েনস্ আয়ার্সে আইকম্যানকে টাকা পাঠাতেন। বুয়েনস্ আয়ার্স-এ আইকম্যানের খুব বেশী রোজগার ছিল না। ইসার হেরেলের বক্তব্য অনুযায়ী ডাঃ মেনজেলে প্রথমে প্যারাগুয়ে, পরে ব্রেজিলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

১৯৫৮ সালে ব্রেজিল সরকার স্বীকার করল যে ডাঃ মেনজেলের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মোসাদ অবশ্যি প্রথমে একথা বিশ্বাস করতে চায় নি। তারা কবর থেকে ডাঃ মেনজেলের মৃতদেহ তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল। ডাঃ মেনজেলের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল।

শুধু আইকম্যানকে গ্রেপ্তার কিংবা কিডন্যাপ করাই ইসার হেরেলের একমাত্র ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য ছিল না। পুরাণো নাৎসী নেতাদের খুঁজে বার করা ছিল তার জীবনের একটি ব্রত। হিসেব করে দেখা গিয়েছিল প্রায় ষাট লাখের বেশী ইহুদী নাৎসী নেতাদের হাতে প্রাণ দিয়েছিল। এইসব নাৎসী নেতাদের খুঁজে বার করার জন্যে তিনি একটি বিশেষ দল গঠন করেছিলেন। এই দল যেসব নাৎসী নেতাদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল তাদের মধ্যে ডাঃ মেনজেলে, হিটলারের ডেপুটি মার্টিন বোরম্যান, গেষ্টাপোর প্রধান হাইনরিখ মুলার এবং লিঁও দ্য গ্রেল ছিলেন অন্যতম। লিঁও দ্য গ্রেল ছিলেন বেলজিয়ান এবং ইহুদীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করবার জন্যে তিনি নাৎসী নেতাদের সাহায্য করেছিলেন।

লিঁও দ্য গ্রেলকে খুঁজে বার করার জন্যে শেনবেত এবং মোসাদ বিভিন্ন ধরণের অভিনব পন্থা অনুসরণ করেছিল। শেনবেতের একজন এজেন্ট, জোই আলডুবি, ইস্রাইলি পুলিশ বাহিনীর প্রাক্তন ক্যাপ্টেন ইগাল মোসেনসোজের শরণাপন্ন হলেন। মেসেনসোজকে বলা হল তারা লিও দ্য গ্রেলকে কিডন্যাপ করতে চান। এই ছাড়া জোই আলডুবি জেনারেল দ্যগলের ব্যক্তিগত বডিগার্ডের সাহায্য নিয়েছিলেন। ঠিক করা হয়েছিল লিও দ্য গ্রেলকে তার 'সেভিলের কটেজ' থেকে কিডন্যাপ করা হবে। তারা ভেবেছিলেন যদি দ্য গ্রেলকে গ্রেপ্তার করা যায় তাহলে মার্টিন বোরম্যানকে সহজেই খুঁজে বার করা যাবে।

অনেক খোঁজার পর দ্যগলের বডিগার্ড স্প্যানিশ পুলিশ বাহিনীর একজনকে গ্রেপ্তার করল। লোকটি বেআইনীভাবে ফ্রান্স থেকে স্পেনের সীমান্ত অতিক্রম করছিল। তারপর স্প্যানিশ ডিটেক্‌টিভ্ মোসেনসোজকে আটক করল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি দ্যাগলকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করছেন। মোসেন-সজ কিছুদিন আটক থাকার পর মুক্তি পেলেন। বাকী দুজনের সাতবছর জেল হল। পরে শোনা গিয়েছিল ডেভিড বেনগুরিয়ন নিজে মোসেনসোজের মুক্তির জন্যে জেনারেল ফ্রাংকোকে অনুরোধ করেছিলেন।

এই ধরণের বহু ছোটখাটো ঘটনা ইসার হেরেল, শেনবেত এবং মোসাদকে বিশেষ বেকায়দায় ফেলেছিল।

প্রকাশ্যে বেনগুইরণ ইসার হেরেলকে সমর্থন করলেও তাদের দুজনের মধ্যে মতভেদ বেশ স্পষ্ট ছিল। বেনগুইরণ ইস্রাইল বীরকে গ্রেপ্তার করা একেবারে সমর্থন কিংবা পছন্দ করেননি। এই ইস্রাইল বীর ডেভিড বেনগুইরণের দপ্তরে কাজ করতেন। বীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি মস্কোর একজন স্পাই এবং তিনি ইস্রাইল সরকারের বিভিন্ন গোপন খবর মস্কোর কে. জি. বি'-র হেড কোয়ার্টারে পাঠাচ্ছেন।

বীর যে মস্কোর স্পাই অনেকদিন একথা জানা যায় নি। বীর ১৯৪৮ সালে ইস্রাইলের স্বাধীনতার যুদ্ধের পর জেনারেল ইয়াগাল ইয়াদিনের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। পরে তিনি তার প্রভাব ইস্রাইলি সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিস্তার করেছিলেন। তিনি ইস্রাইলি ক্যাবিনেটের এবং বেনগুইরণের দপ্তরের অনেক গোপন খবর জানতেন। অভিযোগে বলা হয়েছিল কোন এক সময়ে বীর বেনগুইরণের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন।

বীরের সঙ্গে মস্কোর সম্পর্ক আছে তার প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া গেল বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের কাছ থেকে। বিখ্যাত স্পাই জর্জ ব্লেক ইস্রাইল বীর এবং মস্কোর সঙ্গে তার গভীর সম্পর্কের কথা তার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছিলেন।

অনেকে বলেন কেজিবি ইচ্ছা করে ইস্রাইল বীরকে ধরিয়ে দিয়েছেন। কারণ, স্পাই মহলে গুজব ছিল যে কে. জি. বি'-র কাছে ইস্রাইল বীরের প্রয়োজন ফুরিয়েছিল।

ইস্রাইল বীরের বিচার খোলা আদালতে করা হল না। গোপনে করা হল। বিচারে তার সাজা হল দশ বছরের জেল।

আর একটি ঘটনা ইসার হেরেলের জীবনে দুর্ভাগ্য টেনে আনল। ঘটনাটি ছিল এক অস্ট্রিয়ান বৈজ্ঞানিক ডাঃ অটো জকলিককে নিয়ে। জকলিক ছিলেন নাসরের রকেট বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একজন। ইসার হেরেল তাকে দলে ভর্তি করেছিলেন।

জকলিক নাসরকে বলেছিলেন তিনি 'কোবাল্ট বোমা' তৈরী করতে পারবেন। মোটা মাইনে দিয়ে ইজিপ্টে সরকার তাকে এই কাজে নিযুক্ত করল। যদিও জকলিক দম্ভ করে বলেছিলেন তিনি কোবাল্ট বোমা বানাতে পারবেন। আসলে একাজ তিনি আদৌ করতে পারলেন না।

এবার ইসার হেরেল জকলিককে তার স্পাইচক্রে টেনে নিয়ে এলেন। একদিকে জকলিক ইজিপ্টের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে মাইনে পাচ্ছিলেন, অপরদিকে ইসার হেরেলও তাকে নিয়মিত পয়সা দিতে শুরু করেছিলেন। জকলিক যখন তেল অভিভে আসতেন তখন কেউ তার উপস্থিতির খবর জানতে পারত না। এমনকী ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির সবার কাছে জকলিকের কাজকর্মের কোন বিবরণী দেয়া হয়নি। আদৌ তিনি যে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সে কাজ করছেন একথা ডেপুটি ডিফেন্স

মিনিস্টার শীমন পেরেসও জানতেন না। শীমন পেরেসও জকলিকের উপস্থিতির খবর গুজবের মাধ্যমে শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি জকলিকের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ইসার হেরেল তাকে সেই সুযোগ দেননি।

এবার শীমন পেরেস বেনগুরিনের কাছে সব কথা খুলে বললেন। এবং পদত্যাগের হুমকি দিলেন। বেনগুইরণ ইসার হেরেলকে নির্দেশ দিলেন যে ডিফেন্স মিনিস্ট্রির সঙ্গে জকলিকের আলাপ আলোচনা করবার সুযোগ দেয়া হক। বেনগুইরণ বিনিয়ামিন ব্লুমবার্গকে বললেন ঃ আপনি জকলিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখুন। লোকটি ইজিপ্টের রকেট নিয়ে গবেষণার কাজের কতটুকু খবর রাখে। বাজিয়ে দেখতে হবে।

এবার থেকে ইসার হেরেল ব্লুমবার্গ এবং শীমন পেরেসকে আরো বেশি ঘৃণা করতে লাগলেন।

বিনিয়ামিন ব্লুমবার্গ জকলিককে পরীক্ষা করে দেখলেন জকলিকের ভেতর হল ফাঁপা। ইজিপ্টের রকেটের গবেষণার কাজকর্ম সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান নেই বললেই চলে। কিন্তু ইসার হেরেল জকলিকের সব কথাই বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন নাসর ইস্রাইলকে ধ্বংস করবার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এইসব ঘটনা এবং পশ্চিম জর্মানীর প্রতি ইসার হেরেলের কঠোর মনোভাব বেনগুইরনের বিদেশ নীতিকে দুর্বল করে তুলল। ইসার হেরেল বেনগুইরনের বিদেশ নীতি নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতেন না। তার চোখে মুখে দাম্ভিকতার ছাপ বেশ স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল। কারণ, ইসার হেরেল ঐ সময়ে পৃথিবীর বড় নেতাদের সঙ্গে মেলামেশা করবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি ইস্রাইলে ক্যাবিনেট মিনিষ্টার হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু বেনগুইরন ঠিক তার উল্টো কথা ভাবছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ইসার হেরেল তার শাসনের নীতির বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাকে সরানো যত শীঘ্র সম্ভব ততই মঙ্গল। একদিন বেনগুইরন ঘোষণা করলেন মোসাদের নতুন কর্তা হবেন মেজর জেনারেল মেয়ার অমিট। ইস্রাইলি স্পাই জগতে একটা যুগের অবসান হল।

* * *

ইসার হেরেলের শাসন কাহিনী শেষ করবার আগে তার আমলের আরো কয়েকটি কাহিনী বলা দরকার।

প্রথম কাহিনীর নাম হল 'মিলিয়ন ডলার স্পাই'। এই কাহিনীর নায়ক হলেন এলি কোহেন। তার স্পাই জীবন ছিল কৌতুহলদ্দীপক, এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী। সিরিয়াতে এলিকোহেন পেশায় ছিলেন স্পাই, তার রাজনীতি ছিল বামপন্থী, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন প্রেমিক (এটা তার স্পাই'র কাজের একটা বড় অংশ ছিল) তাকে বলা হত কাসানোভা এবং জেমস বণ্ডের ধর্মগুরু। তিনি সিরিয়ার অনেক বড় বড় মহিলাদের শয্যাসঙ্গী হয়েছিলেন।

১৯৫৯ সালে মোসাদ একজন উপযুক্ত, দক্ষ, বুদ্ধিমান এজেন্টের খোঁজ করছিল যিনি আরব নেতাদের তার হাতের মুঠোয় রাখতে পারবেন। বেশি

খোঁজ করতে হল না। কারণ, ইজিপ্টের আলেকজান্দ্রিয়ার শহরে ইহুদি মহল্লার ঐ ধরনের একজন লোককে খুঁজে পাওয়া গেল। এই লোকটির নাম ছিল এলি কোহেন। এলি কোহেনের প্রথম জীবন শুরু হয়েছিল ইজিপ্টে, আলেকজান্দ্রিয়া শহরে।

এলি কোহেন মনে প্রাণে নতুন ইস্রাইলি রাষ্ট্রের পরম ভক্ত ছিলেন। এলি কোহেনের পরিবার অতি গরীব ছিল। তিনি অনেক কষ্টে পড়াশুনা শেষ করে চাকরীর খোঁজ করছিলেন। এমনি সময়ে তিনি মোসাদের এক এজেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

একদিন আলেকজান্দ্রিয়া শহরে মোসাদের এক এজেণ্ট গিয়ে তার কর্তাকে বলল ঃ অনেকদিন পর আমরা একটি উপযুক্ত লোকের সন্ধান পেয়েছি। এই বলে এজেণ্ট এলি কোহেনের জীবনের একটা ছোট বিবরণী দিল।

কর্তা জিজ্ঞেস করলেন ঃ লোকটিকে অসাধারণ বলছ কেন ?

ঃ কারণ, লোকটি সৎ, বুদ্ধিমান এবং ধূর্ত। এলি কোহেনের চরিত্রের বিশেষত্ব হল যে সে তার দেশ ইস্রাইলকে ভালবাসে। তার হাবভাব, চেহারা এবং চলবার ঢং দেখে বোঝা যায় না এলি কোহেন আরব নয়, এক দরিদ্র ইহুদি।

ঃ হয়ত তুমি যা বলছ সত্যি—কর্তা প্রশ্ন করলেন।

এজেণ্ট আরো বলল ঃ এলি কোহেনকে দেখলে সবাই বলবে লোকটা সিরিয়ান আরব। তবে আমি বলব লোকটি ইহুদি এবং ইস্রাইলি। কিছুদিন আগে আলেকজান্দ্রিয়া শহরে যে সন্ত্রাসের কাজ, যেমন সিনেমায় বোমা বিস্ফোরণ হয়ে গেল এবং পুলিশ যখন ইহুদি মহল্লায় হানা দিয়ে অনেক ইহুদিকে গ্রেপ্তার করল তখন এলি কোহেন পুলিশের জাল থেকে সহজেই বেরিয়ে গিয়েছিল। পুলিশ জেরা করেও তার কাছ থেকে কোন খবর বার করতে পারেনি। এলির কাছে আপত্তিকর যেসব কাগজপত্র ছিল সেইগুলি সে পুড়িয়ে ফেলেছিল।

কিন্তু ইজিপশিয়ান পুলিশের খাতায় নিশ্চয় এলির নাম ঠিকানা এবং তার পরিচয় লেখা থাকবে—কর্তা এজেণ্টকে জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে আমরা তার পরিচয় পরিবর্তন করে দেব।

এর পরের ঘটনা অস্পষ্ট। কিছুদিন পরে এলি কোহেন যে কাজ করতেন সেই কাজ থেকে তাকে বরখাস্ত করা হল। অনেকে বললেন যে মোসাদের পরামর্শেই তার চাকরী গিয়েছিল।

এলি কোহেন সপরিবারে তেল আভিভে চলে গেলেন।

সেখানে মোসাদের দপ্তরে তার ডাক পড়ল। তাকে স্পাই-র কাজে নিযুক্ত করা হল।

স্পাই-র কাজ এবং জীবন ছিল অতি কর্কশ এবং কঠোর। তাকে স্পাই'র কাজের ট্রেনিং দেওয়া হল।

এলির স্ত্রী নাদিয়া, অল্পবয়সী। সে জানত তার স্বামী ডিফেন্স মিনিষ্ট্রিতে কাজ করছে। কী কাজ, সে জানে না। এলিকে যে স্পাইএর কাজে ট্রেনিং দেয়া

হচ্ছিল তার কোন আভাষ নাদিয়াকে দেয়া হল না। নাদিয়া তার স্বামীর কাজকর্ম নিয়ে কোন প্রশ্ন করেনি।

এলির ট্রেনিং ছিল বাস্তব। এই কাজ করতে গেলে এলিকে অনেক শারীরিক কষ্ট স্বীকার করতে হবে একথা তাকে খোলাখুলি বলা হয়েছিল। একথা শুনে এলি ঘাবড়ায় নি।

ইস্রাইলি স্পাইংর কাজকর্মের ট্রেনিয়ের ধারা এবং কে. জি. বি-র কাজকর্মের সঙ্গে অনেক মিল ছিল। কারণ, দুইটি সংস্থা দীর্ঘদিনের জন্য তাদের কাজের একটা প্ল্যান করে থাকে। এলির কাজেরও সেইরকম একটা বাস্তববাদী প্ল্যান করা হয়েছিল।

এলিকে বলা হয়েছিল সিরিয়াতে গিয়ে তাকে বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে। এই কাজের জন্য তাকে মুসলিম জগত এবং মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ 'কোরাণ' সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখতে হল। দেখা হল এলি যেন কোন মারাত্মক ভূল পদক্ষেপ গ্রহণ না করে। এলিকে নিখুঁত সিরিয়ান আরবীক ভাষা শেখান হল।

ঠিক হল এলি কোহেন প্রথমে আরজেনটিনার রাজধানী বুয়েনেস আয়ার্সে যাবে। সেখানে তার নতুন নাম হল কামেল আমিন তাবেত। তার বাবার নাম ছিল আমিন তাবেত, সিরিয়ান নাগরিক, মা'র নাম সাইদা ইব্রাহিম। যদিও বাবা-মাকে সিরিয়ান নাগরিক বলে পরিচয় দেয়া হল, বলা হল কামেল আমিন তাবেতের জন্ম হয়েছিল বেরুতে। বেরুতে কামেল আমিনের কাপড়ের ব্যবসা ছিল। সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স যেন এলির আগের পরিচয় জানতে না পারে সেইজন্য তাকে বলা হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এলির কাকা এবং বাবা আরজেনটিনায় গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন, এবং এখানে তারা একটি কাপড়ের দোকান খুলেছিলেন। তারপর ব্যবসা খারাপ চলবার দরুণ কামেল আমিন তাবেত এক ট্রাভেল এজেন্সীতে কিছুদিনের জন্য কাজ করেছিলেন। পরে তিনি নিজেই কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছিলেন।

বলা প্রয়োজন ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স এবং কে. জি. বি'র কাজের পদ্ধতির মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল। সাধারণতঃ কে. জি. বি. এই ধরনের পরিস্থিতিতে স্পাইকে বেশ কিছুদিন নিঃশব্দে চুপচাপ থাকতে বলেন (এর নাম হল 'স্লিপিং স্পাই') এবং সুযোগ বুঝে তাকে কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়। অর্থাৎ স্পাইকে তার সমাজের পরিবেশ এবং আবহাওয়াকে আরো ভালো করে জানবার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু এলি কোহেনকে সিরিয়ার সমাজের পরিবেশ এবং আবহাওয়া জানবার সুযোগ একেবারেই দে'য়া হল না। সবকিছুই খুবই তাড়াতাড়ি করা হল। এবার এলির স্ত্রী নাদিয়াকে বলা হল এলি ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটি করার জন্য আরজেনটিনায় যাচ্ছে।

তারপর এলিকে নতুন জাল পাশপোর্ট দে'য়া হল। নতুন পরিচয় নিয়ে এলি-কোহেন আরজেনটিনার পানে রওনা দিলেন।

বুয়েনস আয়ার্সে মোসাদ খুবই তৎপর ছিল। সাধারণতঃ এখানে মোসাদ পুরানো নাৎসী নেতাদের খুঁজে বার করার চেষ্টা করছিল। মোসাদের এক এজেন্টকে বলা হল এলি কোহেনকে যেন সব ধরণের সাহায্য করা হয়।

এলি কোহেন বুয়েনস আয়ার্সের সিরিয়ান সমাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করলেন। এ কাজ করা খুবই সহজ ছিল। কারণ, এলির হাতে ছিল অনেক টাকা। টাকা থাকলে কী না করা যায়? এদিকে বুয়েনস আয়ার্সের মোসাদ নিয়মিতভাবে এলিকোহেনকে সিরিয়ার রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণী পাঠাত। অতএব বুয়েনস আয়ার্সে বসে সিরিয়া সমাজের মধ্যে এলি কোহেনের জনপ্রিয় হতে বেশী সময় লাগল না। তার অনেক সিরিয়ান বন্ধু জুটে গেল।

এরপর এলি কোহেন আর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। বুয়েনস আয়ার্সে সিরিয়ান এম্বাসীর মিলিটারী এটাচী ছিলেন এলি কোহেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

তার সুপারিশে এলি কোহেন বাথ পার্টিতে যোগ দিলেন। বাথ পার্টিতে সদস্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এলিকোহেন ছিলেন একজন সিরিয়ান দেশ-প্রেমিক। তিনি সদাসর্বদাই ইস্রাইলিদের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতেন এবং তাদের রাজনীতির সমালোচনা করতেন।

১৯৪৭ সালের প্রথম ভাগে তেল অভিভে মোসাদের হেডকোয়ার্টারে স্থির করল এখন এলি কোহেন স্পাইং-র কাজ করার জন্য সিরিয়া যাবেন।

সিরিয়াতে যাবার সময় এলি কোহেনের সমস্যা হয়েছিল তার ছোট রেডিও-ট্রানজিসটার কী করে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এছাড়া মোসাদ তাকে স্পাইং-র কাজ করবার জন্য সাইফার প্যাড, অদৃশ্য কালি ইত্যাদি দিয়েছিল। ঘুষ দিলে মধ্যপ্রাচ্যে কিনা হয়? এগুলি নিয়ে যখন সে সিরিয়ায় পৌছাল সিরিয়ার কাস্টমস এলি কোহেন ওরফে কামেল আ[illegible] তাবেতের জিনিসপত্র পরীক্ষা করল না। এলি নিরাপদে দামাস্কাসে পৌছালেন।

এবার এলি নিজেকে বাথ পার্টির সদস্য [illegible]ন পরিচয় দিতে লাগলেন। তার মুখে ছিল স্বদেশ প্রেমের বুলি, ইস্রাইল নীতির বিরোধী বিষোদগার। এছাড়া তার হাতে ছিল টাকার ঝুলি। বন্ধুত্ব করবার জন্যে এলি প্রচুর পয়সা ব্যয় করতে লাগলেন। এলির প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য দেখে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতারা এসে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। এলি বেশ বুদ্ধিমানের মতো এইসব প্রস্তাবকে এড়িয়ে গেলেন। তবে দামাস্কাসের সমাজে এলির অ[illegible] বান্ধবী জুটে গেল। এছাড়া অনেক সামরিক কর্মচারীর গৃহিনীদের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক হল। এলি প্রায়ই এদের উপহার দিতেন। কিছুদিন পরে আকস্মিক ভাবে তেল আভিভে খবর পাঠাবার একটা বড় সুযোগ মিলে গেল। দামাস্কাস রেডিওর কর্তা এলিকে রেডিও-তে বুয়েনস আয়ার্সে সিরিয়ানদের উদ্দেশ্যে স্প্যানিশ ভাষায় বক্তৃতা দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। এলি এই সুযোগ লুফে নিলেন। কারণ, এরপর থেকে এলি ইনফরমেশন মিনিষ্ট্রির সব ধরণের কাগজপত্র পড়বার

সুযোগ পেলেন। শুধু তাই নয়, বক্তৃতার মাঝখানে তিনি সাংকেতিক ভাষায় তেল আভিভে গোপন খবর পাঠাবার সুযোগ পেলেন। এই সাংকেতিক ভাষা সিরিয়ানদের পক্ষে বোঝা সহজ ছিল না।

তেল আভিভে মোসাদের হেডকোয়ার্টার এলির বক্তৃতায় কোড ভাষায় সংকেত পেয়ে সন্তুষ্ট হল। এছাড়া এলি কোহেন প্রতিদিন তার সব খবর নিজের ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে তেল আভিভে মোসাদের হেড্ কোয়ার্টারে পাঠাতেন। এখানে এলি কোহেন একটি মারাত্মক ভুল করলেন। স্পাইং-র নিয়ম অনুযায়ী রেডিও'র ট্রান্সমিটার এবং রিসিভিং সেট ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা দরকার। এলি এই দুটি জিনিস একই স্থানে রেখেছিলেন।

এলি তার কথাবার্তায় বাথ পার্টির সদস্য বলে নিজের পরিচয় দিতেন। এলি নিজেকে দেশপ্রেমিক, 'প্যান আরব' এবং ইস্রাইলি নীতির বিরোধী বলতেন। এলি বলতেন যে শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে 'আমাদের আত্মরক্ষার বেড়াজাল আরো শক্ত করতে হবে'। এই প্রসঙ্গে তিনি সিরিয়ান সামরিক বাহিনীর কিছু জেনারেলদের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করলেন।

এলি কোহনের দামাস্কাসে অনেক বন্ধু ছিল। এর মধ্যে একজন ছিলেন সেলিম সৈফ। তিনি দামাস্কাসের রেডিও'র ঘোষক ছিলেন। সেলিম সৈফ তার বান্ধবীকে নিয়ে এলিকোহনের বাড়িতে রাত কাটাতেন। এইভাবে এলি কোহেন তার এ্যাপার্টমেণ্টকে "প্রেমকুঞ্জ" করে তুলেছিলেন। বহু সিরিয়ান তাদের বান্ধবীকে নিয়ে ঐ এ্যাপার্টমেণ্টে যেতেন। ক্রমে ক্রমে এলি কোহেন দামাস্কাসের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হলেন। জেনারেল আমিন এল হাফিজ, আবদাল্লা হাসান, "আরব ওয়ার্ল্ডের" সম্পাদক ছিলেন এলির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বাথ পার্টিতে তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হল। অনেক সময় সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী এলি কোহেনকে কাজের দায়িত্ব দিতেন। এইভাবে এলি সিরিয়ার, এমন কি ইজিপ্টের, আত্মরক্ষার প্ল্যান সংগ্রহ করেছিলেন।

এলি তার সিরিয়ান বান্ধবীদের কাছে নিয়মিতভাবে ফুল পাঠাতেন। এইসব সুন্দরীদের মধ্যে অনেকেই ডিফেন্স মিনিষ্ট্রি কিংবা অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে কাজ করতেন। এই বান্ধবীদের সাহায্যে এলি কোহেন সামরিক বাহিনীর বড় বড় জেনারেলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। সিরিয়ান কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স এতো এমেচার ছিল যে তারা এলির কাজকর্মে কোনদিন নাক গলায় নি। কিংবা জানবার কোন কৌতূহল প্রকাশ করেনি।

এইভাবে এলি কোহেন বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় টপসিক্রেট খবর সংগ্রহ করেছিলেন। মোসাদ এবার তাকে প্রশ্ন করবার জন্যে তেল আভিভে ডেকে পাঠাল। এলি ইস্রাইলে ফিরে যাবার আগে প্রথমে বুয়েনস আয়ার্সে ফিরে গেলেন। সেখান থেকে ইস্রাইলে।

তেল আভিভে থাকাকালীন এলি কোহেন মোসাদের কর্তাদের বিবিধ প্রশ্নের কৌতূহল মেটালেন। তাদের সন্দেহ দূর করলেন। তিনি সিরিয়ান আর্মির

শক্তি, সৈন্যদল, সংখ্যা এবং যুদ্ধের জন্য তারা কিরকম প্রস্তুতি করছে সেই সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণী দিলেন।

এলি ১৯৪৭ সালে আবার সিরিয়াতে ফিরে গেলেন। ইতিমধ্যে সিরিয়াতে এক গৃহবিপ্লব হয়েছিল এবং দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হলেন এলির ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমিন আল হাফিজ। এছাড়া দেশের নবগঠিত ক্যাবিনেটে অনেক মন্ত্রীই ছিলেন এলির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এবার থেকে এলি মন্ত্রী এবং বাথ পার্টির বড় বড় সদস্যদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলেন। তিনি মন্ত্রীদের প্রায়ই তার গৃহে নিমন্ত্রণ করতেন। পার্টিতে বহু সুন্দরী মহিলা থাকত। ঐসব পার্টিতে সরকারের অনেক গোপন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হত। এমন একটা সময় এল যখন এলির কাছে সিরিয়ান সরকারের কোন খবরই অজানা ছিল না।

এলি কোহেন প্রতিদিন তেল আভিভের ব্রড্‌কাষ্টের সময় পালটাতেন। (দ্রঃ ঐ সময়ে বর্তমান লেখক বেরুতে ভারতীয় দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারী ছিলেন। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে দুপুর এবং রাত আটটার সময় দিল্লীর বিদেশ মন্ত্রণালয় ওভারসিজ্‌ কম্যুনিকেশন সার্ভিসের মাধ্যমে বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদ বেরুত এবং দামাস্কাসে একই ওয়েভলেংথে খবর পাঠাত। দামাস্কাসে প্রচার এবং তথ্য সচিব ছিলেন মিঃ চৌধুরী (তৃতীয় সেক্রেটারী)। কিন্তু প্রতিদিনই দামাস্কাসে রিসেপশনের গোলযোগ হচ্ছিল। চৌধুরীর নালিশ অনুযায়ী ঐ মেশিন পরীক্ষা করার জন্য মেকানিক বেরুত থেকে দামাস্কাসে পাঠানো হল। মেকানিকের রিপোর্ট অনুযায়ী মেসিনের কোন গোলযোগ ছিল না। কিন্তু মেকানিক বলল যে ওয়েভ লেংথে দিল্লী থেকে খবর পাঠানো হচ্ছে নিশ্চয় ঐ ওয়েভলেংথে অন্য কেউ খবর পাঠাচ্ছে। তাই দামাস্কাসের ভারতীয় দূতাবাস দিল্লীর রেডিও রিসেপশনে গোলযোগ পাচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী চৌধুরী সিরিয়ান সরকারের কাছে নালিশ করেছিলেন। সিরিয়ান পোষ্ট অফিস "ডিরেকশনাল ফাইণ্ডার" (D. Fing) দিয়ে যাচাই করে দেখতে পেল যে একই সময়ে একই ওয়েভলেংথে আর একজন লোক সিরিয়া থেকে খবর পাঠাচ্ছে। এই অপর ব্যক্তিটি কে? পরে জানা গেল ঐ ওয়েভলেংথে এলি কোহেন নিয়মিতভাবে রেডিও ব্রডকাষ্ট করতেন। এলি কোহেনের বাড়ি ভারতীয় দূতাবাসের অতি নিকটেই ছিল। অবশ্য এলিকোহেনের সঙ্গে এই ঘটনার কোন যোগাযোগ আছে কিনা বলা কঠিন।]

ইতিমধ্যে এলি কোহেনের আত্মবিশ্বাস আরো দৃঢ় হল। তিনি আবার একটু বেপরোয়া হয়ে বেশিক্ষণ রেডিও ট্রান্সমিশন করতে শুরু করলেন। এই সময়ে মোসাদ আর একটি মারাত্মক ভুল করল। এলির কাছ থেকে পাঠান সংবাদের কিছুটা 'ভয়েস্‌ অব ইস্রাইলি' রেডিওতে প্রচার করা হল। এই খবরগুলি ছিল অতি গোপনীয়। শুধুমাত্র সিরিয়ান সরকারের এবং বাথ পার্টির দুচারজন এই খবর জানতেন। অতএব 'ভয়েস্‌ অব্‌ ইস্রাইলে' এই খবর শুনে সিরিয়ান সরকারের টনক নড়ল। এই গোপন খবর এত শীঘ্র কী করে

ইস্রাইল সরকার জানতে পারল? নিশ্চয় বাথ পার্টির মধ্যে কোন বিভীষণ আছেন যিনি নিয়মিতভাবে গোপন খবর ইস্রাইল সরকারকে দিচ্ছেন। এই বিভীষণ কে?

সিরিয়ান সরকার সজাগ হল। এলি কোহেনও বুঝতে পারলেন যে বাথ পার্টি এবং সরকারের মধ্যে অনেকের সন্দেহ হয়েছিল যে দলে কিংবা সরকারের মধ্যে কোন বিভীষণ কাজ করেছে। এই বিভীষণ কে? এই গুরুতর পরিস্থিতিতে মোসাদ যদি এলিকে খবর পাঠানো বন্ধ করতে বলত এবং পালিয়ে যেতে বলত তাহলে হয়ত এলি কোহেন ধরা পড়তেন না। কিন্তু কামেল আমিন তাবেত ছিলেন দামাস্কাসের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তারপক্ষে সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আর একটি কারণে মোসাদ এলি কোহেনকে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দেয়নি। কারণ ঐ সময়ে এলি কোহেন সিরিয়ান আর্মি এবং আর্মড ফোর্সের সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর পাঠাচ্ছিলেন যেসব খবর মোসাদের কাছে প্রয়োজনীয় ছিল। এই খবরের মধ্যে একটি খবর ছিল কবে কোন সময়ে সিরিয়ান গড়িলা বাহিনী ইস্রাইলের ভেতরে গিয়ে গড়িলা আক্রমণ করবে।

সিরিয়ান কাউন্টার ইনটেলিজেন্স দপ্তরের কর্তা কর্ণেল আহম্মদ সুইদানি এবং সরকারের আরো অনেকে এলি কোহেনকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন। এছাড়া এলি কোহেনের ছিল আয়েসী জীবন। তিনি প্রচুর পয়সা খরচ করতেন। তার এইরূপ জীবন অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছিল। সুইদানির এলি কোহেনকে সন্দেহ করবার এই হল দ্বিতীয় কারণ। কিন্তু এলিকে সন্দেহ করবার প্রধান কারণ ছিল ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের কম্যাণ্ডার ইন চীফ্ জেনারেল আলি আমের ইস্রাইল সীমান্তে বেড়াতে গিয়েছিলেন। আমেরের সঙ্গে এলি কোহেনের একটি ছবি তোলা হয়েছিল। এই গ্রুপ ছবিতে এলি কোহেনের ফটো স্পষ্ট ছিল। পরে ইজিপ্টে যখন ঐ ফটো দেখান হল, এলির এক পুরানো ইজিপশিয়ান বাল্যবন্ধু বললেন, আরে এ যে এলি। আমার এক ইহুদি বাল্যবন্ধু।

এবার এলিকে নিয়ে ইজিপ্শিয়ান ইনটেলিজেন্স সার্ভিস তদন্ত শুরু করল। এই তদন্ত থেকে জানা গেল এলিকোহেন "লাভোন য়্যাফেয়ার্সের" সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত ছিলেন। এক সন্দেহ থেকে আর এক সন্দেহ। প্রশ্ন হল এলিকোহেন কে? এলি কী আরব দেশের বন্ধু না ইস্রাইলি স্পাই।

এরপর সিরিয়ার কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের কর্তা আহমদ সুইদানীর মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে এলিকোহেন হলেন এক ইস্রাইলি স্পাই। সুইদানি এবং এলি কোহেনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ছিল না। অবশ্যি এতদিন সুইদানি এলির বিরুদ্ধে কোন বিরোধী পদক্ষেপ নিতে সাহস করেননি। কারণ, এলি ছিলেন বাথ পার্টির একজন বড় মাপের সদস্য। এছাড়া তার বিরুদ্ধে কোন কিছু করবার আগে উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করা দরকার ছিল। অবশ্যি

এবার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল।

একদিন সুইদানি তার পুলিশ বাহিনী নিয়ে এলির বাড়িতে ঢুকলেন। ঐ সময়ে এলি তেলআভিভে রেডিও ওয়ারলেস্ মারফৎ খবর পাঠাচ্ছিলেন। এবার এলিকে গ্রেপ্তার করা হল।

এলির গ্রেপ্তার সমস্ত সিরিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বাথ পার্টির ভেতর এক আলোড়ন সৃষ্টি করল। এবার সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলেন এলি কোহেন কে? স্পাই না অন্য কেউ?

সুইদানি এলিকে তেল আভিভে রেডিও মারফৎ একটা খবর পাঠাতে বললেন। ধরা পড়বার আগে এলি এক গোপন বার্তায় তেল আভিভের কর্তাদের বলেছিলেন "আমি ধরা পড়েছি।" ভবিষ্যৎ যেসব খবর পাঠাব ঐসব খবর হল মিথ্যা।

ইস্রাইল সরকার এলি কোহেনের পাঠান খবর বিশ্বাস করল না।

প্রথমে ইস্রাইল সরকার চুপ করে ছিল। কিছু করল না। সুইদানি এরপর ইস্রাইলের প্রধানমন্ত্রী লেভী এশকলকে এক খবর পাঠিয়ে বললেন "এলি কোহেন" ওরফে কামেল আমিন তাবেত বর্তমানে সিরিয়ান সরকারের অতিথি। আমরা ওকে গ্রেপ্তার করেছি।"

ইস্রাইল সরকার এবার প্রস্তাব করল যে তারা এলি কোহেনের মুক্তির জন্যে এক মিলিয়ন ডলার দিতে রাজি আছেন। কিন্তু সিরিয়ান সরকার এই প্রস্তাবে কান দিল না। তাকে ফাঁসি দেয়া হল। ১৯৪৭ সালের ১৮ই মে দামাস্কাসে এক বিশাল জনসমক্ষে কোহেনকে ফাঁসি দেয়া হল।

* * *

আর একটি কাহিনীর ঘটনাস্থল হল ইজিপ্ট। নায়কের নাম উলফগ্যাংগ লটজ। স্পাই মহলে লটজ "স্যাম্পাইন স্পাই" নামে পরিচিত ছিলেন। কারণ উল্‌ফগ্যাংগ লটজ নিজে শুধু 'স্যামপাইন' পান করতেন না। তিনি তার বন্ধুদের 'স্যামপাইন' খাওয়াতে ভালোবাসতেন।

এলি কোহেনের মতো উলফ্‌গ্যাংগ লটজ ইজিপ্ট সরকার এবং ইউনাইটেড আরব সৈন্যবাহিনীর হাইকমাণ্ডের অনেক মূল্যবান গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। উল্‌ফগ্যাংগ বড়মাপের স্পাই ছিলেন। কিন্তু তবু তাকে সন্দেহ করা হয়নি।

উলফগ্যাংগ লটজের জন্ম হয়েছিল ১৯২১ সালে, জর্মানীর এক ছোট শহরে।

উলফগ্যাংগের বাবা ছিলেন ক্রিশ্চিয়ান এবং মা ছিলেন ইহুদি। বাল্যকালে তার বাবা-মা মারা গিয়েছিলেন। ত্রিশ-দশকে জর্মানীতে কোন ইহুদির বসবাস করা সম্ভব ছিল না। বাবার মৃত্যুর পর ১৯৩১ সালে উলফগ্যাংগের মা তাকে নিয়ে প্যালেষ্টাইনে চলে এলেন। প্যালেষ্টাইনে তখন সবেমাত্র ইহুদীদের আগমন শুরু হয়েছে।

মাত্র ষোল বছর বয়সে উলফগ্যাংগ সন্ত্রাসবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি গড়িলা যুদ্ধে দক্ষ হয়ে উঠলেন। এলো দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধ। উলফগ্যাংগ বৃটিশ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেন। এই যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন।

লটজ বহু ভাষায় কথা বলতে পারতেন। এমন কী আরবীকে ভাষায় তার যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। এই কারণে তিনি মোসাদের নজরে পড়লেন। ঐ সময়ে মোসাদ লটজের মতো একজন সাহসী, দক্ষ এজেণ্টের অনুসন্ধান করছিল।

লটজের নাম, পরিচয় পরিবর্তন করা হল না। এমন কী তার জীবনধারারও কোন পরিবর্তন করা হল না। তবে লটজের মা যে ইহুদি ছিলেন এবং তিনি যে তার ছেলেকে নিয়ে প্যালেষ্টাইনে চলে এসেছিলেন একথা গোপন রাখা হল।

লটজের নতুন পরিচয়ে বলা হল, তিনি বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। অতএব এই এলাকায় প্রতিটি জায়গা ছিল লটজের নখদর্পনে। তাকে আরো বলা হল তিনি যেন হিটলারের নাৎসী-জর্মানীর নীতির ঘোর বিরোধী বলে পরিচয় দেন। তাই তিনি জর্মানী ছেড়ে চলে এসেছেন। লটজ যখন ইজিপ্ট ছিলেন তখন পশ্চিম জর্মানীর ইনটেলিজেন্সের বড় কর্তা রাইনহারড গেহলেন তাকে ইজিপ্টের সামরিক বাহিনীর বড় কর্তা এবং ইজিপ্টের মুখাবরাতের (ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের) সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রাইনহারড গেহলেনের সাহায্য ছাড়া লটজ ইজিপ্টে আস্তানা গাড়তে পারতেন না।

লটজ মিথ্যা পরিচয় এবং জাল পাশপোর্ট নিয়ে ইজিপ্টে এলেন। লটজ খুব ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারতেন। পরে লটজ ঘোড়া বেচাকেনার ব্যবসা শুরু করলেন।

ঐ সঙ্গে স্পাইং-র কাজ শুরু হল।

ঐ সময়ে বহু জর্মান বৈজ্ঞানিক ইজিপ্টে রকেট নিয়ে গবেষণা করছিলেন। লটজ তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। পরে ইজিপ্টের সামরিক বাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। লটজ ঐসব নাৎসী জর্মান বৈজ্ঞানিকদের কাজ কর্মের খবর নিতে শুরু করলেন।

লটজের ইজিপ্টে কাজকর্মের সুবিধার জন্য এবং তার সহকর্মী হিসেবে কাজ করার জন্যে তেল আভিভের মোসাদ ঠিক করল যে এক জর্মান মহিলাকে লটজ বিয়ে করবে। হয়ত জর্মান মেয়েকে বিয়ে করলে ইজিপশিয়ান সমাজে এবং ইজিপ্টের জর্মান মহলে তার সম্মান বাড়বে। এই ছিল মোসাদের ধারণা।

বিয়ে হল, লটজের স্ত্রী ছিলেন জর্মান ইহুদী। এখানে বলা দরকার তেল আভিভে লটজের একজন ইহুদী স্ত্রী ছিল। তার প্রথম স্ত্রী এই বিয়েতে আপত্তি করেছিলেন। লটজের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর দুইটি ছেলে-মেয়েও ছিল। পরে মোসাদের চাপে পড়ে লটজের প্রথম স্ত্রী এই বিয়েতে সম্মতি দিলেন।

লটজের নতুন স্ত্রীর নাম হল ওয়ালড্রাউট নয়েম্যান। বিয়ে হল, জর্মানীর মুনিক শহরে। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কায়রোতে ফিরে গেলেন।

লটজ এবং তার স্ত্রী (তিনিও একজন স্পাই ছিলেন) ইজিপ্টে যেসব জর্মান বৈজ্ঞানিক ছিলেন তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলেন।

আন্তরিকতা যখন গভীর হল তখন লটজ এইসব বৈজ্ঞানিকদের রকেট তৈরীর সব খবর সংগ্রহ করতে লাগলেন।

লটজ ঘোড়া-চড়ার স্কুল খুলেছিলেন। সেই স্কুলে ইজিপশিয়ান সামরিক বাহিনীর অনেক বড় বড় জেনারেলরা আসতেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন কর্নেল আবদুল রহমান। জেনারেল ফোয়াদ ওসমান, রকেট সেণ্টারের চীফ্ সিকিউরিটি অফিসার এবং ইজিপ্টের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব্ পুলিশ ও আসতেন। মাঝে মাঝে আনোয়ার সাদাতও ঘোড়ায় চড়াবার জন্য ঐ স্কুলে আসতেন।

লটজ বাথ্রুম থেকে নিয়মিতভাবে ইস্রাইলে রেডিওতে খবর পাঠাতেন। এই রেডিও ট্রান্সমিটার ছিল অতি ছোট এবং কারুর নজরে পড়েনি। লটজ স্পাইং-র কাজ করছেন একথা ইজিপ্শিয়ান "মুখাবরাত" [ইনটেলিজেন্স সার্ভিস] না জানলেও জর্মান ইনটেলিজেন্সের বড় কর্তা রাইনহারড গেহলেন জানতেন। তবে রাইনহারড গেহলেন ভেবেছিলেন লটজ হলেন সি. আই-এ'র এজেণ্ট।

লটজ ইজিপ্টের চারদিকে তার স্পাই-র জাল ছড়িয়ে রেখেছিলেন। তার বন্ধুদের মধ্যে ছিল রকেট এলাকার চীফ্ সিকিউরিটি অফিসার ফোয়াদ ওসমান। তিনি লটজকে রকেট তৈরী করবার এলাকা ঘুরে দেখবার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেখানে লটজ চীফ সিকিউরিটি অফিসারের সঙ্গে ছবিও তুলে ছিলেন।

লটজ জর্মান বৈজ্ঞানিকদের চিঠি ডেলিভেরীর নিয়মকানুন বেশ ভালো করে শিখে নিয়েছিলেন। তিনি জর্মান বৈজ্ঞানিকদের চিঠি পড়বার সুযোগও পেয়ে ছিলেন। এইসব ব্যক্তিগত চিঠি থেকে লটজ অনেক মূল্যবান খবর পেয়েছিলেন। সেই খবরগুলি তিনি তেল আভিভে নিয়মিতভাবে পাঠাতেন।

প্রতিমাসে লটজ একবার করে য়ুরোপে গিয়ে আমানের বড় কর্তাদের সঙ্গে দেখা করতেন। কিছুদিন পরে লটজকে চালাবার দায়িত্ব মোসাদের হাতে তুলে দে'য়া হল। মোসাদের কেস অফিসার তখনও জানতেন না কী করে লটজকে স্পাইং-র কাজে ব্যবহার করতে হবে। তারপর হঠাৎ একদিন লটজ ইজিপশিয়ান পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ সালে ইজিপশিয়ান 'মুখাবরাত' এসে লটজের বাড়িতে হানা দিল। লটজকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন রাশিয়ান সামরিক ইনটেলিজেন্স 'গেরু'। তারাই লটজের আসল পরিচয় ইজিপশিয়ান' মুখাবরাতকে' দিয়েছিলে।

বিচারে লটজ এবং তার স্ত্রীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হল। তিন বছর পরে ছয়দিনের যুদ্ধের পর অন্য বন্দীদের সঙ্গে লটজ এবং তার স্ত্রীকে ইজিপশিয়ান বন্দীদের সঙ্গে অদল বদল করা হল।

লটজ তারপর আর তেল আভিভে ফিরে গেলেন না। এবার থেকে তিনি আমেরিকাতে বসবাস করতে লাগলেন।

* * *

পঞ্চাশ দশকে হাগানা এবং ফ্রান্সের ইনটেলিজেন্স সার্ভিস, এস. ডি. এ. সি র এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। এই সম্পর্ক থেকে দুটি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস একত্র হয়ে কাজ করতে শুরু করল। একে অন্যকে সাহায্য করত।

ফ্রান্স এবং সি-আই-এর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক থাকার ফলে ইস্রাইল সুয়েজ ক্যানালের এলাকায় বৃটেনের চক্রান্তের গতিবিধির প্রতিটি খবরই পাচ্ছিল।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার-এবং ফষ্টার ডালেস সুয়েজ ক্যানালের আক্রমণের বিরুদ্ধে ছিলেন। তারা বৃটেন. ফ্রান্স, ইস্রাইলের সুয়েজ ক্যানল আক্রমণ সমর্থন করেননি। অবশ্যি সি-আই-এর এই যুদ্ধে ইস্রাইলকে গোপন সমর্থন করেছিল।

১৯৫৬ সালে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মধ্যে কাজকর্মের নিয়মকানুন পরিবর্তন করা হল। এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী ছিলেন উভাল নীম্যান। সুয়েজ ক্যানালের আক্রমণের সময় নীম্যানের নাম প্রথম শোনা গেল।

উভাল নীম্যানের জন্ম হয়েছিল ১৯২৫ সালে তেল আভিভে। তিনি ইংল্যাণ্ডের ইম্পিরিয়াল কলেজে পড়াশুনা করেছিলেন। সায়েন্সের ডিগ্রী পাবার পর তিনি ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেন।

এখানে এসে তিনি বুঝতে পারলেন যে বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে সেই খবর কোন ফাইলে টুকে রাখা দরকার। নীম্যান ফাইলের পরিবর্তে কমপিউটারের সাহায্য নিলেন! ১৯৫৬ সালে ছয়দিনের যুদ্ধে এইসব খবর খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। এসব খবরের ভিত্তিতে ইস্রাইল, ইজিপ্ট এবং সিরিয়া আক্রমন করেছিল। পরে এই কমপিউটার যন্ত্রটি ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনীর জন্য আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল।

নীম্যান এই কমপিউটারের সাহায্যে আমান, সৈন্যবাহিনীর ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে এক বিরাট পরিবর্তন এনেছিলেন। সব খবর কমপিউটারে ধরে রাখা হত।

*   *   *

ইসার হেরেলের পদত্যাগের পর ইস্রাইল ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মধ্যে একটা যুগের অবসান হল!

বেনগুইরন সৈন্যবাহিনীর মেজর জেনারেল মেয়ার অমিটকে মোসাদের প্রধান কর্তা হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। ঐ সময়ে মেয়ার অমিট ডেড সী'র কাছে এক সরকারী কাজে গিয়েছিলেন। ওখান থেকে বেনগুইরন তাকে ডেকে পাঠালেন। প্রধানমন্ত্রী অমিটকে বললেন ঃ "আপনি হবেন মোসাদের কর্তা। ইসার হেরেল পদত্যাগ করেছেন। আমি সেই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেছি।

অমিটের কাছে এই খবরটি ছিল অতি বিস্ময়কর। মেয়ার অমিট প্রধানমন্ত্রীর এই প্রস্তাব শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাকে মোসাদের বড় কর্তা নিয়োগ করা হচ্ছে—একথা তিনি প্রথমে তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। মনে হল তিনি যেন স্বপ্ন দেখছেন। এই সময় মেয়ার অমিট আমানের মিলিটারী ইনটেলি-

জেন্সের বড় কর্তা ছিলেন।

অমিটের জন্ম হয়েছিল ১৯২৬ সালে 'তাইবেরিয়ার' এক শহরে। জন্মের সময় তার নাম ছিল মেয়ার চলুটজাকি।

রাজনীতিতে মেয়ার অমিট ছিলেন সমাজবাদী। প্রথমে তিনি একটা এগ্রিকালচারাল ফার্মে কাজ শুরু করেছিলেন। স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি হাগানাতে যোগ দিয়েছিলেন। পঞ্চাশ দশকে অমিট এক ট্যাঙ্ক বাহিনীর জেনারেল হয়েছিলেন। ঐ সময় থেকে তার মোশে দায়ানের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল।

১৯৪৭ সালে অমিটকে মিলিটারী ইনটেলিজেন্স 'আমানের' কর্তা করা হল। এর আগে যারা আমানের কর্তা হয়েছিলেন তাদের সবার বিরুদ্ধে কিছু না কিছু গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছিল। দুর্নীতি বা ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে ঐসব ডিরেক্টরদের আমানের পদ থেকে সরান হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে ইসার বেরিকে ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য সরান হয়েছিল। পরে বিনিয়ামিন গীবলীকেও ইজিপ্টের 'লাভোন য়্যাফেয়াসের' সঙ্গে জড়িত থাকবার দরুণ সরান হয়েছিল। তৃতীয় ডিরেক্টর ইয়োসোফ হারকাবির বিরুদ্ধে অকর্মনতার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

হারকাবির বদলে এলেন চেইম হেরযোগ। তিনি এর আগেও আমানে কাজ করেছিলেন। তার পরিশ্রমে 'আমান' বেশ কিছুটা শক্তিশালী সংস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ইসার হেরেল তাকে দাবিয়ে রেখেছিলেন। মাথা তুলতে দেননি।

অমিট মোসাদের বড় কর্তা হবার পর তার প্রথম চেষ্টা হল আমান মোসাদের ইনটেলিজেন্স সংস্থার মধ্যে যে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং কলহ চলছিল তার আপোষ মীমাংসা করা। অমিটের বক্তব্য ছিল বিভিন্ন ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলে প্রধান সংস্থা অর্থাৎ ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস দুর্বল হবে, এবং খবর সংগ্রহের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে।

অমিট মোসাদের লাগাম ধরবার পর বুঝতে পারলেন ইসার হেরেলের পদে অর্থাৎ মোসাদের লাগাম ধরবার কাজ খুব সহজ হবে না। মোসাদে ইসার-হেরেলের অনেক ভক্ত ছিল। তারা অমিটের নিয়োগে আপত্তি জানালেন। বলা দরকার ইসার হেরেল একসঙ্গে 'শেন বেত' ও 'মোসাদের' কর্তা ছিলেন কিন্তু অমিটকে শুধু 'মোসাদ' ও আমানের পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল।

মোসাদের দায়িত্ব নেবার পর অমিট গিয়ে ইসার হেরেলের সঙ্গে দেখা করলেন। এদিকে ইসার হেরেল কখনও কল্পনা করেননি যে বেনগুরিন এত সহজে তার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করবেন। কারণ ইসার হেরেল নিজেকে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সের একজন অপরিহার্য এবং অতি আবশ্যকীয় ডিরেক্টর বলে মনে করতেন। ইসার হেরেল মনে করতেন যে তার স্থান শূন্য হলে ঐ স্থানে কেউ কাজ করতে পারবে না। অতএব তিনি অমিটকে সাহায্য করবার কোন প্রতিশ্রুতি দিলেন না।

ইতিমধ্যে মোসাদের অনেক সিনিয়ার কর্মচারী হুমকি দিলেন যে তারা

অমিটের অধীনে কাজ করবে না। এরা সবাই ছিলেন ইসার হেরেলের লোক। অমিট বললেন ঃ এইসব হুমকি কিংবা ধমকে তিনি কান দেবেন না এবং কারুর অবাধ্যতা সহ্য করবেন না।

ইসার হেরেলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গুরুতর অভিযোগ ছিল। একটি অভিযোগ ছিল তিনি ইজিপ্টে যেসব জর্মান বৈজ্ঞানিকেরা রকেট নিয়ে গবেষণার কাজ করছিলেন তাদের খুন করার চেষ্টা করছিলেন। এই অভিযোগ সত্যি ছিল। কারণ, ইসার হেরেলের নাসর এবং ইজিপ্টের প্রতি এত ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণা ছিল যে ইজিপ্টকে ধ্বংস করার জন্য তিনি সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছিলেন।

ইসার হেরেলের এই জর্মান বৈজ্ঞানিকদের বিরোধী বিভিন্ন ধ্বংসমূলক কাজ বেনগুইরনের বিদেশনীতির উপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। পশ্চিম জর্মানী বেনগুইরনের কাছে কঠোর ভাষায় নালিশ করেছিল। ইসার হেরেল নিজে এই ধরনের নালিশ নিয়ে বড় কোন চিন্তাভাবনা করেননি। অমিট মোসাদের বড়কর্তা হবার পর জর্মান বৈজ্ঞানিকদের কাজকর্মের ফাইল খুটিয়ে দেখতে শুরু করলেন। পরে এইসব ফাইলগুলি পুড়িয়ে ফেলবার আদেশ দিলেন।

এরপর বেনগুইরন প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। কারণ ইজিপ্টে মোসাদের কার্যকলাপ, বিশেষ করে, জার্মান বৈজ্ঞানিকের প্রাণনাসের চেষ্টা তাকে বিশেষ বিব্রত করেছিল এবং বিদেশে তাকে বিপদে ফেলেছিল।

বেনগুইরনও বিশেষ বিচলিত হয়েছিলেন। রাষ্ট্রের সুনামের সঙ্গে সঙ্গে তারও সুনামের হানি হতে লাগল। এছাড়া মোসাদ ইজিপ্ট থেকে বিশেষ কোন মূল্যবান খবর সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

বেনগুইরণ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে চলে যাবার পর শীমন পেরেস এবং মোশে দায়ানকে নিয়ে একটি নতুন দল "রাফি" গঠন করলেন। অপর দিকে ইস্রাইলি পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ "মাপাই" দল লেভী এশকলকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নির্বাচিত করল।

লেভী এশকল ইনটেলিজেন্সের কাজকর্মে বিশেষ আগ্রহী এবং উৎসাহী ছিলেন। তিনি মোসাদের কাজ দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী ইনটেলিজেন্সের কাজ দেখে অমিটের কাজকর্মের প্রশংসা করলেন। অমিট এই প্রশংসাপত্র তার কাজে লাগালেন। লেভী এশকল বেনগুইরণের ক্যাবিনেটে 'অর্থমন্ত্রী' ছিলেন। অর্থাৎ সরকারের খরচপত্রের হিসাব বেশ ভালো করে বুঝতেন। অমিটের অনুরোধে লেভী এশকল মোসাদের বাজেট দ্বিগুণ করে দিলেন। বাজেট বেড়ে যাবার পর অমিট তার বহু মোসাহেবদের মোসাদে চাকুরী দিলেন।

ডিসেম্বর ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মেয়ার অমিট ছিলেন মোসাদ এবং আমানের প্রধানকর্তা। এই সময়ের মধ্যে তিনি মোসাদকে নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন। যেসব কর্মচারীরা ইসারহেরেলের সমর্থক ছিলেন এবং অমিটের নীতির

সমালোচক ছিলেন তাদের ইনটেলিজেন্স সার্ভিস থেকে বিদায় দে'য়া হল। এই-সব বিরোধী নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইয়াতজাক শমীর।

যেসব লোক 'আমানে' অর্থাৎ মিলিটারী ইনটেলিজেন্সে কাজ করতেন তাদের অনেক সুবিধা দে'য়া হল। তাদের কাজের দায়িত্ব এবং সম্মান বাড়ান হল। সৈন্যবাহিনীর অনেককে বিভিন্ন মোসাদ স্টেশনের চীফ্ করা হল। অমিটের বক্তব্য ছিল মোসাদ শুধু মাত্র খবর সংগ্রহ করবে এবং কোন অপারেশনের কাজের সঙ্গে জড়াবেনা।

অমিটের বিরোধী এবং তার নীতির সমালোচক ছিল অগ্নুনীতি। তাদের বক্তব্য ছিল অমিট অনর্থক পয়সা খরচ করছেন এবং তার মোসাহেবদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

অমিট এইসব সমালোচনায় কান দিলেন না।

অমিট এরপর ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে নিয়োগের নিয়ম-কানুন পরিবর্তন করলেন। তিনি সুপারিশের পরিবর্তে যেসব লোকদের টেক্‌নোলজিক্যাল জ্ঞান ছিল তাদের 'মোসাদে' চাকরী দিলেন। এই প্রসঙ্গে একজনের নাম করা যেতে পারে। লোকটির নাম ছিল চার্লি মেকোরাস, জন্ম ইস্তানবুলে কিন্তু তিনি সুইজারল্যাণ্ডে মানুষ হয়েছিলেন। কলেজে পড়াশুনা করবার সময় মেকোরাস মোসাদের নজরে পড়লেন। কিন্তু মোসাদে যোগ দেবার পর জানা গেল তিনি হলেন 'হমোসেক্সুয়াল'। অতএব তাকে 'মোসাদ' থেকে তাড়িয়ে দেয়া হল। পরে মেকোরাস অভিযোগ করেছিলেনঃ "আমি সব ধরনের বিপজ্জনক কাজ করতে তৈরী ছিলাম কিন্তু আমাকে কোন প্রকার কাজ করার সুযোগ-সুবিধা দেয়া হল না।"

অমিট "সেক্স-পাই" কিংবা সেক্স ভাঙ্গিয়ে খবর বার করা একেবারে পছন্দ করতেন না। মেকোরাসের পরিবারের সমাজে যথেষ্ট সুনাম ছিল। এই কারণেই মেকোরাসকে স্পাই'র কাজের জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তার কাছে মেকোরাসের "সেক্স" বিকৃত বলে মনে হয়েছিল।

স্পাই'র কাজের জন্য মেয়েদের বেশি নিয়োগ করা হত না। আরব দেশে মেয়ে স্পাই প্রায় অচল ছিল। কারণ, আরব দেশে মেয়ে স্পাই-র সাহায্যে কিংবা তাদের ব্যবহার করে খবর সংগ্রহ করা প্রায় কঠিন কাজ ছিল। প্রধান কারণ, আরবদেশের মেয়েরা পর্দানশীন হয়ে থাকে। এই কারণে, মোসাদে সাধারণতঃ মেয়েরা এড্‌মিনিষ্ট্রেশনে কাজ করে থাকে কিংবা এ্যাকাউন্টস বিভাগে। তবু দেখা যাবে দুচারজন ইস্রাইলি মেয়ে গোপন খবর সংগ্রহে পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। একজন দক্ষ ইস্রাইলি মেয়ে স্পাই-র নাম হল "লিলি ক্যাসেল"। লিলি ক্যাসেলের বুদ্ধি এবং তার দেহ সৌন্দর্য সবাইকে আকর্ষণ করত। মেয়ার অমিটের স্পাই'র কাজে মেয়েদের ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তবু দরকার হলে তিনি মেয়েদেরও এই কাজে ব্যবহার করতেন।

'মোসাদ' দপ্তরকে আটটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। কয়েকটি বিভাগের

নাম হল অপারেশনাল, প্ল্যানিং, কোঅর্ডিনেশন, রিসার্চ, পলিটিক্যাল এ্যাকশন এবং জনসংযোগ। এছাড়া আরও কয়েকটি অরিরিক্ত বিভাগের নাম হল ঃ ট্রেনিং, ফিনান্স মানবশক্তি, এবং টেক্‌নোলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

খবর সংগ্রহ করার জন্য দেশ এবং এলাকা হিসাবে বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টকে ভাগ করা হ'য়েছিল। সাধারণতঃ দেশের বাইরে থেকে একমাত্র সামরিক খবর ছাড়া—সব খবরই মোসাদ সংগ্রহ করত। সামরিক খবর আমান সংগ্রহ করত। অবশ্যি অনেক সময়ে সামরিক খবর সংগ্রহ করা মোসাদ ও আমান একসঙ্গে করত। ইসার-হেরেল মেশিনের চাইতে মানুষকে বেশি বিশ্বাস করতেন। খবর সংগ্রহের জন্য মানুষের সাহায্য নিতেন। ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সে একজন এজেণ্ট ছিলেন যার স্মরণশক্তি ছিল কম্প্যুটারের মতো। এই এজেণ্টের নাম ছিল শালতিয়াল বেন ইয়ার। তিনি মোসাদে কাজ করতেন।

শালতিয়ালের জন্ম হয়েছিল লেবাননের এক প্রান্তে, এক ছোট গ্রামে। ছেলেবেলা থেকে তিনি নিজেকে আরব বলে পরিচয় দিতেন। তার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ। পরে শালতিয়াল এক ফরাসি মহিলার প্রেমে পড়েন। কিছুদিন ঐ মহিলার সঙ্গে কাটাবার পর শালতিয়াল নিখুঁত ফরাসি ভাষা বলতে শুরু করলেন। পরে তিনি প্যালেষ্টাইনে ফিরে এসে ইংরাজি ভাষা শিখলেন। তিনি নিখুঁত ইংরাজিও বলতে পারতেন।

শালতিয়াল, ১৯৪৮ সালে ইস্রাইলের স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে তিনি 'ষ্টার্ণ গ্যাংগে' যোগ দিয়েছিলেন। ঐ সময়ে তিনি 'ফ্রান্সোয়া ব্রাঁকো' ছদ্মনাম ব্যবহার করে গড়িলা যুদ্ধ করতেন। যুদ্ধের পরে তিনি কৃষি-কাজ শুরু করেছিলেন। ঐ কাজের অজুহাত দিয়ে তিনি ইস্রাইল ও প্যালেস্টাইনের রাস্তাঘাটের খুব পরিস্কার ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। পুরো ইজিপ্টের ম্যাপও তিনি এঁকেছিলেন। ১৯৫৬ সালে আরব ইস্রাইল যুদ্ধের সময় এই সব ম্যাপগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল।

মেয়ার অমিট আমলের অনেক দক্ষ ইস্রাইলি স্পাই-এর নাম করা যেতে পারে। এদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য স্পাই-র নাম ছিল লিও টমাস, জাতিতে আর্মেনিয়ান। লিও টমাস কায়রোতে মানুষ হয়েছিলেন। তিনি যখন মোসাদে যোগ দিয়েছিলেন তখন তিনি জানতেন না মোসাদ কী ধরনের কাজ করে থাকে। তবে মোসাদ একটি বৃহৎ স্পাই প্রতিষ্ঠান লিও টমাসের বুঝতে কোন অসুবিধা হয় নি।

লিও টমাস ভাগ্যের খোঁজে বেরুতে এসেছিলেন। সেখান থেকে তিনি পশ্চিম জর্মানীতে গিয়েছিলেন। এইখানে এমিল জোলা নামে এক ক্রিশ্চিয়ান লেবানীজের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হয়। এমিলের হাতে প্রচুর কাচা পয়সা ছিল। এমিল পয়সা খরচ করতে কোন কার্পণ্য করতেন না। একদিন আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে লিও টমাস বললেন ঃ তিনি ইজিপ্টের প্রেসিডেণ্ট নাসরকে ঘৃণা করেন এবং তিনি তার পতন চান।

এমিল একদিন এক থলি টাকা লি'ও টমাসকে দিয়ে বললেন ঃ এই টাকা আপনার কাছে রাখুন। আপনি ইজিপ্টে ফিরে যান এবং ওখানে গিয়ে নাসরের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করুন। তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। এর জন্যে ষড়যন্ত্র করুন। তারপর লি'ও টমাসকে বলা হল ঃ এই খবরগুলি নাটো দেশ-গুলির জন্যে দরকার। তাকে নাটোর কাজের জন্যে নিয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু ঘুণাক্ষরে মোসাদ কিংবা ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সের নাম তার কাছে উল্লেখ করা হল না। এই ধরণের স্পাই নিয়োগকে বলা হয়" flag recruting.

পরে কলোনের এক ছোট বাড়ীতে লি'ও টমাসকে স্পাই-র ট্রেনিং দেয়া হল।

১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে লি'ও টমাসকে কায়রোতে পাঠান হল। ইজিপ্টের রাজনৈতিক, সামরিক খবর সংগ্রহ করার জন্যে ইনফরমার হিসাবে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তার কেস অফিসারের সঙ্গে কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করার জন্য লিও' টমাস প্রায়ই য়ুরোপে যেতেন। য়ুরোপে থাকাকালীন তিনি ক্যাথি বেডহফ্ নামে এক জর্মান মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন।

একদিন টমাসের কেস অফিসার তাকে বললেন ঃ যে লি'ও টমাস ইস্রাইলি স্পাই অর্গানাইজেশনের জন্য কাজ করছেন। অবশ্যি কেস অফিসারের কথা শুনে লি'ও টমাস অবাক হলেন না। তার মুখের ভাব দেখে মনে হল তিনি এইরকম একটা জবাব আশা করেছিলেন। এবার থেকে দুজন দুজনকে চিনতে পারলেন। কারণ, লি'ও টমাস বেশ কিছুদিন কাজ করার পর বুঝতে পেরেছিলেন তার মনিব কে? ইস্রাইল। ইস্রাইলের জন্যে কাজ করতে তার মনে একটুও দ্বিধা ছিল না। কারণ টমাসের নাসর বিদ্বেষী মনোভাব বেশ তীব্র ছিল। ক্রমে ক্রমে লি'ও টমাসের স্পাই নেটওয়ার্ক অর্থাৎ বেড়াজাল বড় এবং শক্তিশালী হল। দলের সদস্য সংখ্যা বাড়ল। দুজন আরমেনিয়ান এবং নাইট ক্লাবের একজন নর্তকীকে দলে টানা হল। এদের সবাইকে শেখানো হল কী করে রেডিওতে খবর পাঠাতে হয়। কোড বুই হিসাবে পার্ল বার্কের 'গুড আর্থ" বইটি ব্যবহার করা হল। এক বেলজিয়াম ব্যাঙ্কে তাদের খরচ এবং জমার হিসেব রাখা হত। এছাড়া টমাসের বাড়ীতে স্পাই-র কাজ করার জন্যে প্রচুর যন্ত্রপাতি ছিল। পাঁচটি স্পাই ক্যামেরা, স্পাই ইলেকট্রিক শেভার, যার ভিতর মাইক্রোফিল্ম লুকিয়ে রাখা সম্ভব হত এবং বাথরুমে লুকানো রেডিও ছিল। এখান থেকে নিয়মিতভাবে তেল আভিভে খবর পাঠান হত।

১৯৬০ সালের মে মাসে টমাস এবং তার স্ত্রী ক্যাথিকে আমেরিকাতে ডেকে পাঠান হল। তাদের বলা হল শিগ্‌গিরই ইজিপ্টে এক বড় রকমের চক্রান্ত, এবং নাসরের শাসনযন্ত্রকে বানচাল করার চেষ্টা করা হবে। একাজের জন্য একজন ইজিপশিয়ান আর্মির সৈন্যকে দলে ঢোকানো দরকার। একাজ করতে একটু সময় লাগবে। এবার তাদের পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে বলা হল। কিন্তু টমাস দম্পতির আত্মবিশ্বাস এত বেশী হয়েছিল যে তারা সৈন্যবাহিনীর একজনকে দলে টানবার জন্যে আর দেরী করতে চাইলেন না।

যে সৈন্যটিকে দলে টানবার চেষ্টা করা হয়েছিল তার নাম ছিল আদিত হান্না কার্লোস, জাতে ক্রিশ্চিয়ান।

লিও টমাস বড় ভুল করেছিলেন কারণ, আদিত হান্না এই ঘটনার বিবরণী তার কম্যাণ্ডিং অফিসারকে দিলেন। এবার ইজিপশিয়ান সরকার লিও টমাসকে ধরবার জন্য এক বিরাট জাল বিস্তার করল। প্রথমে তারা টমাসের কাছে এক মিথ্যা খবর দিলেন। টমাস এই মিথ্যা খবরগুলিকে বিশ্বাস করে সেই খবরগুলি তেল আভিভে পাঠালেন। কিন্তু কিছুদিনের পর লিও টমাসের মনে সন্দেহ জাগল। তিনিও সন্দেহ করলেন, পুলিশ তাকে ধরার চেষ্টা করছে। যে কোন মুহূর্তে তিনি ইজিপশিয়ান পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পারেন। অতএব ইজিপ্ট থেকে পালিয়ে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। স্বামী-স্ত্রী কায়রো থেকে পালিয়ে যাবার জন্য দুটি জাল পাশপোর্ট তৈরী করলেন। কিছুদিন পরে টমাসের জর্মান স্ত্রী এবং নাইট ক্লাবের ড্যান্সার কায়রো থেকে পালিয়ে গেলেন। টমাস ধরা পড়লেন।

কোর্টে টমাস তার দোষ স্বীকার করলেন। তিনি বললেন যে, নাসরকে ঘৃণা করেন এবং নাসর সরকারের নীতির বিরোধী। তাই তিনি ইস্রাইলের স্পাই হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি আরো বললেন যে, নাসর ইজিপ্টের আর্মেনিয়ানদের উপর অত্যাচার করছেন।

বিচারে টমাসের ফাঁসি হল।

* * *

অবশ্যি লিও টমাসের মৃত্যুদণ্ডের খবর ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে কোন আলোড়ন সৃষ্টি করল না। কারণ ইস্রাইল এই সময়ে ইজিপ্ট থেকে একটি রাশিয়ান তৈরী "মিগ ২১ প্লেন" চুরি কববার চেষ্টা করছিল। সি-আই-এই মিগ ২১ প্লেন পাবার জন্য উৎসাহী ছিল। মিগ ২১ প্লেনটি ছিল সর্বাপেক্ষা আধুনিক রাশিয়ান ফাইটার প্লেন। তাদের জিজ্ঞাসা ছিল এই প্লেন কী আমেরিকান ফাইটার প্লেন এফ্ ১৬-র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোন আক্রমণ করতে পারবে?

মিগ ২১ প্লেন চুরি করার জন্য বিভিন্ন উপায়ে এবং কৌশলের কথা ভাবা হল। এমনকী প্ল্যান করা হল একজনকে জাল ইজিপশিয়ান পাইলটের মুখোষ পড়িয়ে এই প্লেন চুরি করা হবে।

একদিন আব্বাস হিলমি নামে এক ইজিপশিয়ান পাইলটকে বশ করা হল। ঠিক হল তার সাহায্যে একটি প্লেন চুরি করা হবে। পরে প্লেন নিয়ে আব্বাস হিলমি তেল আভিভে গেলেন। কিন্তু ঐ প্লেন দেখে ইস্রাইলিরা খুব খুশি হল না। কারণ, তাদের প্রয়োজন ছিল একটি মিগ ২১ ফাইটার প্লেন। ক্যাপ্টেন হিলমি নাসরকে বিষদৃষ্টিতে দেখতেন। বিশেষ করে তিনি নাসরের ইয়েমেনের যুদ্ধের নীতির বিরোধী ছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন নাসর ইয়েমেনের যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করছেন।

অবশ্য ইস্রাইলিরা হিলমিকে আশ্রয় দিল। কিন্তু ইস্রাইলে হিলমির মন বসল না। তিনি স্থির করলেন যে আরজেনটিনায় যাবেন এবং ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হবেন।

বুয়েনস আয়ার্সে পেঁছে তিনি এক মারাত্মক ভুল করলেন। এই ভুলের জন্যে তাকে প্রাণ দিতে হল। হিলমি একটি পোষ্টকার্ডে ইজিপ্টে তার বাবা-মা'র কাছে চিঠি লিখলেন। সেই চিঠি ইজিপশিয়ান ইনটেলিজেন্সের হাতে পড়ল।

কিছুদিন পরে হিলমির সঙ্গে একটি মেয়ের পরিচয় হল। মেয়েটি ছিল একজন ইজিপশিয়ান স্পাই। হিলমি তা বুঝতে পারলেন না। একদিন মেয়েটি হিলমিকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। [স্পাই'র ভাষায় মেয়ের দ্বারা পুরুষকে প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়াকে "ইনট্রাপ" বলে।] ঐ সময়ে মেয়েটির বাড়িতে দু-তিনজন ইজিপশিয়ান জলহাদও উপস্থিত ছিল। তারা ঔষধ দিয়ে হিলমিকে অজ্ঞান করে ফেলল। পরে একটি কাঠের বাক্সে ভরে তাকে ইজিপ্টে নিয়ে যাওয়া হল।

কায়রোতে হিলমির বিচার হল।

বিচারে তার সাজা হল মৃত্যুদণ্ড।

* * *

হিলমির এই ঘটনার সঙ্গে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল না। তবু বাজারে মেয়ার অমিট এবং মোসাদ যথেষ্ট দুর্নাম অর্জন করল। ইস্রাইল যে আশা নিয়ে এই ষড়যন্ত্র করেছিল সেই আশা পূরণ হল না। মিগ ২১ পাওয়া গেল না।

অতএব মিগ-২১ চুরি করার জন্যে আর একটি নতুন প্লান করা হল। এক ইরাকী পাইলটকে লোভ দেখান হল। পাইলটটির নাম ছিল মুনির রেডফা, ক্রিশ্চিয়ান, ইরাকের নাগরিক। রেডফার অতীত জীবন ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সের জানা ছিল। অতএব তাকে বশ কবতে বেশী সময় লাগল না।

য়ুরোপে থাকাকালীন এক ইস্রাইলি এজেণ্ট গিয়ে মুনির রেডফার সঙ্গে দেখা করল। এই ইস্রাইলি এজেণ্ট ছিলেন এক সুন্দরী আমেরিকান মহিলা।

এই সুন্দরী নারী ধনী ট্যুরিষ্টের মুখোষ পড়ে ইরাকে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রেডফারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে তার বেশী সময় লাগল না। রেডফা মেয়েটির সঙ্গে সেক্সের সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করল। মেয়েটি তার কথায় রাজি হল না। বলল ইরাকে থাকাকালীন একাজ সম্ভব নয়। অতএব রেডফা এবং মেয়েটি য়ুরোপে এল। ঠিক হল প্যারিসে তারা প্রেমলীলা আরো জমজমাট করে তুলবে। প্যারিস থেকে রেডফা তার বান্ধবীকে নিয়ে তেল আভিভে গেল। মেয়েটি বলল, "তেল আভিভে আমার অনেক পুরানো বন্ধু বান্ধব আছে। চলুন ওদের সঙ্গে আপনারআলাপ-পরিচয় করিয়ে দেব।" রেডফার মনে সন্দেহ জাগল। তবে তিনি বিষয়টি নিয়ে খুব গভীর ভাবে চিন্তা করলেন না। ইস্রাইলে যাবার জন্যে রেডফাকে এক জাল পাশপোর্ট দে'য়া হয়েছিল।

ইস্রাইলে রেডফাকে 'লাল-কার্পেট' সম্মান দেওয়া হল। তাকে ইস্রাইলি বিমান ঘাটিতে নিয়ে যাওয়া হল। সেইখানে তিনি ইস্রাইলি বিমান বাহিনীর কর্তা মরডেকাই হুডের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করলেন। এখানে এসে রেডফা বুঝতে পারলেন ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স তাদের সম্বন্ধে এবং ইরাকী বিমানবাহিনী সম্বন্ধে অনেক খোঁজ-খবর রাখে। বাগদাদের রানওয়ের লেংথ কত, কন্ট্রোল টাওয়ারের বিস্তৃত খবর, অপারেশন রুম কোথায়, তার সব খবরই ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সের খাতায় লেখা ছিল।

ইস্রাইলি বিমানবাহিনীর কর্তাদের কাছে সব খবরই ছিল। নতুন খবর দেবার দরকার ছিল না।

একদিন কথাবার্তার পর ঠিক হল রেডফা তার মিগ-২১ প্লেন নিয়ে বাগদাদ থেকে তেল আভিভে চলে যাবেন। বিমানবাহিনীর কর্তা মরডেকাই হুড তাকে একটি 'ফ্ল্যাইট প্ল্যান'ও দিলেন। এই আলোচনার পর রেডফা এবং তার বান্ধবী আবার প্যারিসে ফিরে এলেন। সেখান থেকে বাগদাদে। ইতিমধ্যে একদিন রেডফার পরিবার বাগদাদ থেকে ইরানে চলে গেল।'

রেডফার মিগ প্লেন নিয়ে পালাবার প্ল্যান অতি নিখুঁত ছিল। রেডফার জন্যে বেশ মোটা টাকা প্যারিসের ব্যাঙ্কে জমা রাখা ছিল। ১৫ই আগষ্ট রেডফা একটি মিগ্ প্লেন নিয়ে ইস্রাইলে চলে গেলেন।

এই প্লেন, চুরি করে আনবার পর ইস্রাইল বড় কর্তাদের কাছে রেডফার আদর ও সম্মান আরো বাড়ল।

*   *   *

তারপর এল ১৯৫৬ সালের ছয়দিনের আরব-ইস্রাইলি যুদ্ধ। এই ছয়দিনের যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। বিভিন্ন কারণে এই ছয়-দিনের যুদ্ধকে উল্লেখযোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়। কারণ, ১৯৫৬ সালের এই যুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র পাল্টে গেল এবং বিশ্বের রাজনীতির পরিবর্তন হল। ঐ সময় থেকে সন্ত্রাসবাদ কাজটি শুরু হল। বলা যায় আজকের এই সন্ত্রাসবাদের জনক হল ইস্রাইল এবং আরব। এই সন্ত্রাসবাদের বিবরণী পরে দেয়া হবে।

পঞ্চাশ দশকে নাসর বিদেশী শক্তির হাত থেকে ইজিপ্টকে মুক্ত করে মধ্যপ্রাচ্যে এক রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। বিশেষ করে নাসরের রাজনীতির ময়দানে আগমনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্কুলে-কলেজে এক নতুন উদ্দীপনা দেখা দিল। ঐ সময়ে প্রায় প্রতি আরব ঘরে আর-একটি ধ্বনি শোনা যেতো "ফিলিস্তিন আল্ ওয়াতানি", প্যালেষ্টাইন আমার দেশ। য়ুরোপ, আমেরিকায় বহু প্যালেষ্টাইনি ছাত্র-ছাত্রী ছিল যারা নাসরের ডাকে রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্যালেষ্টাইনের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এদের মধ্যে দুজন উল্লেখযোগ্য নেতার নাম ছিল ইয়াসির আরাফত এবং জর্জ হাব্বাস। এইসব ছাত্র নেতাদের চেষ্টায় এবং নাসরের আদর্শে গড়ে উঠল কয়েকটি প্যালেষ্টাইন গড়িলা সন্ত্রাসবাদীদের দল।

এরা আরব দেশ থেকে ইস্রাইলের অভ্যন্তরে গিয়ে হানা দিত। ইস্রাইল এদের পাল্টা জবাব দিত। এইসব গড়িলাদের কাজকর্মের পয়সা যোগাত 'গ্র্যাণ্ড মুফতি অব্ জেরুজালেম' হজ আমিন আল হুসেনি।... হুসেনির অধীনে প্রায় পঞ্চাশটি ছোট ছোট গড়িলা দল ছিল। পরে সব দল মিলিয়ে দুটি বড় দল হল: প্যালেষ্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন, যার নেতার নাম ছিল আহমুদ সুকেরী। দ্বিতীয় দলটির নাম হল 'আল্ ফতাহ,' এবং প্যালেষ্টাইন লিবারেশন ফ্রন্ট। এই দলের নেতার নাম হল ইয়াসির আরাফত।

সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সালে ইজিপ্টের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে বিভিন্ন আরব নেতা এবং সম্রাটদের এক বড় বৈঠক হল। এই বৈঠকে সরকারীভাবে জন্ম নিল "প্যালেষ্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন"। এই দলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হল এরা প্যালেষ্টাইনের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করবে। প্রতিটি আরব দেশ এই লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে অর্থ, জনবল বুদ্ধিপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে।

এই সময়ে প্যালেষ্টাইনের শরণার্থীরা বিভিন্ন আরব দেশের শিবিরে অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। বিভিন্ন ক্যাম্পে গড়ে উঠেছিল বারুদখানা, একেবারে "ডিনামাইট"। এখানে শুধুমাত্র দেশলাইর কাঠি জ্বালালেই হল। আরব দেশগুলি এবং বিভিন্ন সরকার এই শরণার্থীদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত হয়েছিল। তারা জানত এইসব শরণার্থীদের যদি ক্যাম্পে আটক করে রাখা হয় তাহলে একদিন এরা দেশের সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করবে। অতএব এদের সবাইকে একটি বটবৃক্ষের নিচে এনে দাঁড় করান হল। আরব নেতারা স্থির করেছিলেন ভবিষ্যত আরব-ইস্রাইলি যুদ্ধে প্যালেষ্টাইন গড়িলা বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করা হবে। অতএব শরণার্থী ক্যাম্পের অনেক প্যালেষ্টাইনিদের সামরিক ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল।

পি. এল. ও. গঠন করা হল বটে তবে পি. এল. ও.-র কাজকর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি আরব দেশের বিশেষ আপত্তি ছিল। এদের মধ্যে জর্ডন ছিল একটি দেশ। জর্ডন ছিল ইস্রাইলের প্রতিবেশী দেশ। জর্ডনেই বেশি প্যালেষ্টানিয়ান শরনার্থীরা বসবাস করত।

জর্ডনের সম্রাট হুসেন "প্যালেষ্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে' স্বীকার করে নেবার আগে একটি শর্ত আরোপ করলেন। জর্ডনে শরণার্থী ক্যাম্পের প্যালেষ্টানিয়ানদের কাছ থেকে কোন প্রকার চাঁদা আদায় করতে দে'য়া হবে না। এছাড়া জর্ডনে প্যালেষ্টাইন গড়িলা বাহিনী কোন সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে পারবে না। কারণ সম্রাট হুসেনের বক্তব্য ছিল যদি প্যালেষ্টাইনিদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে দে'য়া হয়, তাহলে প্যালেষ্টাইনিরা ভবিষ্যত হবে 'রাষ্ট্রের ভিতর রাষ্ট্র'। (পরে জর্ডনে অবশ্য তাই হয়েছিল)।

শুধু ইজিপ্ট এবং সিরিয়া প্যালেষ্টাইনিদের খোলাখুলি ভাবে কাজ করবার অনুমতি দিল। এই সময়ে ১৯৫৫-৬৬ সালে সিরিয়ার শাসনের গদিতে বসেছিল বামপন্থী বাথ' পার্টির সদস্যরা। তারা পি. এল. ও.-কে স্বীকৃতি

দিয়েছিল এবং পরে তাদের সাহায্যেই ইয়াসির আরাফত তার দলকে নিয়ে এক বড় সংস্থা গঠন করতে পেরেছিলেন।

অপরদিকে বিভিন্ন আরব দেশগুলিতে নাসেরের আদর্শে গঠিত "আরব ন্যাশনালিষ্ট মুভমেণ্ট" [হারাকত আল্ কোমিয়া আল্ আরবিয়া] সমস্ত দেশে শক্ত ভিত গড়ে তুলেছিল। এই পার্টির সদস্য ছিলেন জর্জ হাব্বাস, ডঃ হুসনি মাসজুব, গাসান গানাফানি ইত্যাদি। এদের মধ্যে একমাত্র হাব্বাসই ছিলেন খৃষ্টান। পরে ১৯৫৫ সালের যুদ্ধের পর আরব ন্যাশনালিষ্ট মুভমেণ্ট তাদের নাম পরিবর্তন করে রাখল "পপুলার ফ্রণ্ট ফর্ লিবারেশন অব্ প্যালেষ্টাইন" (পি. এফ্. এল্. পি)। এই দলের নেতা হলেন জর্জ হাব্বাস। অনেকে বলেন জর্জ হাব্বাস যদি তার নাম পাল্টে আহ্মদ হাব্বাস রাখতেন তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির ছবি পাল্টে যেত। পি. এফ. এল. পি. কম্যাণ্ডো গ্রুপের নাম ছিল "আবতল আল্ আউদা"। [Heroes of the Return.]

এইসব দল বহু বাধা-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও জর্ডন ও লেবানন থেকে গড়িলা-বাহিনী হানা দেবার জন্যে ইস্রাইলের অভ্যন্তরে পাঠাত।

ইয়াসির আরাফতের নাম আগেই বলা হয়েছে। তিনি পশ্চিম জর্মানীতে তার পাঠ্য অবস্থায় কিছু প্যালেষ্টাইনি ছাত্রদের নিয়ে "প্যালেষ্টাইনি মুক্তি সংগ্রাম" নামে এক গড়িলা দল গঠন করেছিলেন। এই দলের নাম ছিল "আল ফতাহ", 'হারকত আল্ তাহারির আল্ ফিলিস্থিনি' এই নামটি উল্টো করে পড়লেই আল্ ফতাহ'-র নাম পাওয়া যাবে।

আল্ ফতাহ দলের শাখা এবং প্রভাব সংক্রামক ব্যাধির মত আরব দেশগুলির চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শুধু প্যালেস্টাইনি যুব এবং ছাত্র সমাজে নয়, আরব ছাত্ররা আল্ ফতাহ'-র আদর্শে আকৃষ্ট হল। আরাফত এবং জর্জ হাব্বাস কোনদিনই বিশ্বাস করতে পারেননি, (বোধ হয় আজও করেন না) যে আরব নেতারা প্যালেষ্টাইনের মুক্তি সংগ্রামের জন্যে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক বা প্রস্তুত। অতএব প্যালেষ্টাইনি নেতারা স্বাধীনভাবে কাজ করতেন। অর্থাৎ লেবানন, জর্ডন এবং সিরিয়াতে এরা গড়িলা সৈন্যবাহিনীর ক্যাম্প তৈরী করেছিলেন এবং এই সব ক্যাম্প থেকে গড়িলা বাহিনী গিয়ে প্যালেষ্টাইনে হানা দিত।

এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। ১৯৫৫ সালে আরব দেশগুলি ইস্রাইলের প্রতি কী নীতি গ্রহণ করবে সেই নিয়ে সিরিয়া এবং ইজিপ্টের মধ্যে মতভেদ ছিল। অবশ্য এই মতবিরোধের আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। সেটি হল জর্ডন নদীর জলের সমস্যা। জর্ডন নদীর উৎপত্তি হয়েছিল লেক তাইবেরিয়াসে। লেক তাইবেরিয়াস ইস্রাইলের একটি অংশ ছিল। ইস্রাইল জর্ডন নদীর জলের প্রবাহ ভিন্ন মুখী করার চেষ্টা করল। ফলে আরব দেশ-গুলির মধ্যে আন্দোলন শুরু হল। সিরিয়া এবং ইজিপ্টের একটি বড় চিন্তা ছিল কী করে ইস্রাইলিদের এই চেষ্টাকে পণ্ড করা যায়। এই জর্ডন নদীর জলপ্রবাহ নিয়ে কোন আরব দেশেরই কোন সুস্পষ্ট নীতি ছিল না। আর একটি ঘটনা

সিরিয়াকে বিশেষ চিন্তিত করেছিল। প্রতিদিন ইস্রাইলি গড়িলা বাহিনী সিরিয়ার সীমা অতিক্রম করে আরব গড়িলা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করছিল।

৩১শে মে, ১৯৫৫ সালে নাসর কায়রোতে প্যালেস্টিনিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিলের এক বক্তৃতায় তিউনেসিয়ার রাষ্ট্রপতি বরগুইবার একটি মন্তব্যর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। এর আগে বরগুইবা আরব-ইস্রাইলিদের মধ্যে মীমাংসার প্রস্তাব করেছিলেন। আর ঐ সময়ে নাসর বাথ পার্টির নেতাদেরও নীতির এবং কর্মপন্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কারণ সিরিয়ার নেতারা দাবি করেছিলেন আরব ইস্রাইলি সীমান্তে রাষ্ট্রপুঞ্জের যে সব সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে তাদের অবিলম্বে উঠিয়ে নিতে হবে। সিরিয়ার বাথ পার্টির এই নীতির বিরোধিতা করে নাসর জিজ্ঞেস করলেন এই সব দাবির বিকল্প প্ল্যান কি ? যদি ইস্রাইল সিরিয়াকে আক্রমণ করে তাহলে 'আমি কি ইস্রাইলকে আক্রমণ করব' ? প্রশ্ন হল আরব-ইস্রাইল যুদ্ধের নীতি কে ঠিক করবে ? নাসরের এই বক্তৃতা দেবার পেছনে আর একটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ নাসর ঐ সময়ে ইস্রাইলের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। ইয়েমেনের লড়াইতে তার সৈন্যবল এবং রসদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। পরে আরব নেতাদের বৈঠকে তিনি আলজেরিয়ান নেতা বুমিদিয়ানের প্রস্তাব "ইস্রাইলকে আক্রমণ করা হ'ক"—বাতিল করে দিয়েছিলেন।

১৯৫৫ সালে নাসর স্বীকার করেছিলেন ইস্রাইলকে ধ্বংস করবার বিষয়টি নিয়ে আরব দেশগুলির মধ্যে মতভেদ আছে। নাসরের প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কাউন্সিলের এই বক্তৃতা বামপন্থী এবং চরমপন্থীদের নিরাশ করল। কিন্তু নাসরের অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইজিপ্ট ১৯৫৫ সালের ছয়দিনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। পরে ইজিপ্টকে এই যুদ্ধের জন্যে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল।

আরব দেশগুলির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ চলছিল অর্থাৎ কী করে ইস্রাইলিদের সঙ্গে মোকাবিলা করা যায়। এক আরব নেতা অন্য আরব নেতাকে দেখতে পারতেন না। আরব শীর্ষক বৈঠকে আরব নেতাদের নেতিবাচক প্রস্তাব গ্রহণের পর নাসর 'আরব একতা' সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। এই 'আরব একতা' তার কাছে ছিল আকাশ কুসুম।

ইয়েমেনের যুদ্ধের পর ইজিপ্ট এবং সৌদি-আরবিয়ার মধ্যে সম্পর্ক বিষাক্ত হয়েছিল। সৌদি আরবিয়ার সম্রাট ফৈসাল নাসরের আরব নীতির তীব্র সমালোচক ছিলেন। ফৈসাল শুধু ইয়েমেনের যুদ্ধে ইজিপ্টের নীতির বিরোধিতা করেননি। তিনি নাসরকে বেইজ্জতি করার জন্যে ১৯৫৫ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন ইসলামিক দেশগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সম্মেলন করলেন। এই সম্মেলন হয়েছিল মক্কায়। ফৈসাল নিজেও ইসলামিক দেশগুলি ঘুরে বেড়ালেন। ঐসব দেশের নেতাদের সঙ্গে একটা ভাল সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করলেন। তিনি সবার কাছে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন। তার বক্তৃতার মূল অংশ ছিল ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামিক দেশগুলি তাঁদের সংবিধানের কাঠামো

রচনা করবে। বর্তমানে আমরা যাকে বলি 'মৌলবাদ'।

ফৈসালের এই সম্মেলন এবং পরবর্তী কালে ইসলামিক আদর্শের কাঠামোয় রচিতপ্রস্তাবগুলি নাসরকে বিশেষ চিন্তিত করে তুলল। তিনি বুঝতে পারলেন এই ধর্মের কাঠামোয় ইসলামিক দেশগুলিকে ভাগ করা হচ্ছে। এই ভাগ বাটোয়ারার পেছনে রয়েছে পশ্চিম জগতের দেশগুলি।

নাসর শুধু ইসলামিক দেশগুলির সম্মেলনকে সমালোচনা করলেন না। তিনি এই সম্মেলনের প্রস্তাবগুলিরও সমালোচনা করলেন। এবার থেকে তিনি তার পাল্টা জবাবে তার দেশের রাজনীতির কাঠামো পাল্টাতে লাগলেন। মস্কোর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হল। কয়েকটি বক্তৃতায় তিনি বললেন যে, প্রতিক্রিয়াশীল, সামন্ততান্ত্রিক আরব দেশগুলির মধ্যে বড় কিছু পরিবর্তন না হলে প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন করা যাবে না।

এ কাজ করতে হলে আরব সৈন্যবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। সিরিয়া নাসরের এই নীতির সঙ্গে একমত হতে পারল না। তাদের বক্তব্য ছিল প্রথমে গড়িলা আক্রমণ এবং সন্ত্রাসবাদীর কাজ করে ইস্রাইলের শাসনের কাঠামোকে দুর্বল করতে হবে। ইস্রাইলকে যদি এইভাবে দুর্বল করা যায় তাহলেই তাকে লড়াই-এর ময়দানে পরাজিত করা যাবে। এছাড়া সিরিয়া আরো বলল: একমাত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রেই 'আরব একতা' দেখা যাবে। কোন বৈঠক আলোচনা তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে 'আরব একতা' পাওয়া সম্ভব নয়।

১৯৫৫ সালে সিরিয়ান সরকার আল ফতাহ-র পরিচালনার দায়িত্ব সিরিয়ান ইনটেলিজেন্সের হাতে তুলে দিল। এবার থেকে সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স ব্যুরো আল ফতাহ'র গড়িলা আক্রমণ পরিচালনা করতে লাগল। আল ফতাহ সিরিয়ান সরকারের নীতিকে সমর্থন করে বলল: যদি একজোট হয়ে ইস্রাইলের অভ্যন্তরে আক্রমণ করা যায় তাহলে আরব-ইস্রাইলি যুদ্ধ হবেই হবে। এই সময়ে ইস্রাইল আল ফতাহ'র প্রতিটি গড়িলা আক্রমণের পাল্টা জবাব দিচ্ছিল।

ইস্রাইলের এই পাল্টা আক্রমণ ইজিপ্ট এবং সিরিয়ান সরকারকে বিশেষ বিচলিত করে তুলেছিল। কী করে ইজিপ্টে, সিরিয়া এবং জর্ডন এই ছয়দিনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার আগে আমাদের জানা দরকার এই যুদ্ধ শুরু হবার আগে ইস্রাইলের আভ্যন্তরীণ আর্থিক, রাজনৈতিক অবস্থা এবং যুদ্ধের ব্যাপারে ইস্রাইলের ভূমিকা এবং নীতি কি ছিল?

* * *

ইস্রাইলের রাজনৈতিক দৃশ্যপট আলোচনা করা যাক।

বেনগুইরণের শাসন শেষ হবার পর ইস্রাইল তার পূর্বের আদর্শ থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে পড়ল। এই আদর্শচ্যুত হবার প্রধান কারণ ছিল ইস্রাইলে যেসব নতুন শরণার্থীরা এসেছিল তারা ইস্রাইলের অতীত ইতিহাসের পটভূমিকা এবং নেতারা কী সাহস করে সংগ্রাম করেছিলেন সেই সম্বন্ধে তাদের খুব বেশি জ্ঞান ছিল না। ১৯৫৫ সালের পর ইস্রাইলে যেসব শরণার্থীরা এসেছিল তাদের "আবরা"

বলা হত। এই যুদ্ধে এবং যুদ্ধের পর 'আবরা'-র ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। ইস্রাইল গঠন হবার আগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে বহু ইহুদি প্যালেস্টাইনে চলে এসেছিল। কিছু সংখ্যক ইহুদি নাৎসী জর্মানীর শাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে প্যালেস্টাইনে চলে এসেছিল। এই ধরনের নতুন ইহুদিদের আনাগোনায় ইস্রাইলে এক নতুন সমাজ গড়ে উঠল। পুরানো দিনের সংগ্রামীদের মধ্যে প্রথমেই বেন গুইরণের নাম করতে হয়। বেন গুইরণ পরে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তারপর এলেন লেভী এশকল। বেন গুইরণের সময় লেভী এশকল ছিলেন দেশের অর্থমন্ত্রী। এছাড়া তিনি বাণিজ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন।

বেন গুইরণ এবং লেভী এশকলের মধ্যে দেশ শাসনের রীতিনীতি, নিয়ম-কানুন নিয়ে স্পষ্ট মতভেদ ছিল। অবশ্যি এই ঝগড়া-বিবাদ থেকে লেভী এশকলই লাভবান হলেন। কারণ, এশকল আমেরিকাতে গিয়ে প্রেসিডেণ্ট জনসনের সঙ্গে দেখা করলেন। পরে জনসনের কাছ থেকে অস্ত্র সাপ্লাইর একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন। কারণ, ইস্রাইলি নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে আরব দেশগুলির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হলে আমেরিকার সাহায্য দরকার হবে। এশকলের চেষ্টায় আমেরিকার কাছ থেকে এই অস্ত্র পাবার আশ্বাস ইস্রাইলের জনগণকে খুশি করল। এশকল জনপ্রিয় হলেন।

বিদেশ নীতি নিয়ে বেন গুইরণ এবং লেভী এশকলের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য ছিল। লেভী এশকল আরব দেশগুলির সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার বৈঠকে বসতে রাজি ছিলেন। বেনগুইরণ এই নীতির বিরোধী ছিলেন।

এশকলের আমলে সাধারণ সরকারী কর্মচারীরা খুশি হয়েছিলেন। কারণ, তাদের মাইনে বাড়ান হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। কিন্তু তখনও বোঝা যায়নি যে দেশের এই আর্থিক উন্নতি ছিল জলের বুদবুদের মত ক্ষণস্থায়ী।

কিছুদিন পরে লেভী এশকল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। তার কাজের দক্ষতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করা হল। অনেকে সন্দেহ করলেন তিনি আদৌ শাসনকাজ চালাতে পারবেন কিনা?

তারপর দেশের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল পাওয়া গেল। নির্বাচনে 'মাপাই' দল জিতল। তবে নির্বাচনের পর দেখা গেল দেশের আর্থিক পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। কারণ, নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্যে 'মাপাই'-কে ক্ষণস্থায়ী জনহিতকর অর্থনীতি গ্রহণ করতে হয়েছিল। এই অর্থনীতি সাময়িক কালের জন্যে দেশের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি করলেও দীর্ঘকালের জন্য এই অর্থনীতি সুবিধাজনক এবং লাভজনক ছিল না। এই সময়ে দেশের শাসকদের কাছে আর একটি সমস্যা গুরুতর হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেই সমস্যাটি হল 'বেকার সমস্যা'।

এই দুর্বল আর্থিক রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের জনগণের

কাছে একটি প্রশ্ন বড় হয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ লেভী এশকলের শারীরিক অসুস্থতা এবং সমস্যা। বলা হল এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর পদ কে গ্রহণ করবেন। এই নিয়ে তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হল।

'মাপাই' দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। অপর দলগুলি 'মাপাই' দলগুলির দেশ শাসনের অক্ষমতা কিংবা ব্যর্থতা, আরব গড়িলা বাহিনীর আক্রমণ ইত্যাদি নিয়ে সমালোচনা করতে শুরু করল। সবার মনে একটা ধারণা পরিস্কার হল যদি আরব দেশগুলির সঙ্গে লড়াই শুরু করা যায় তাহলে হয়ত এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে। এবং সব ইস্রাইলিদের একত্র করা যাবে।

* * *

এবার আরব দেশের রাজনৈতিক ছবির দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। আল্ ফতাহ'র যুক্তি ছিল ইস্রাইলে সন্ত্রাসবাদের বাতাবরণ সৃষ্টি করলে এবং গড়িলা আক্রমণ করলে হয়ত আরব দেশগুলি লড়াই করতে পারে। কিন্তু তবু যুদ্ধের আশু সম্ভাবনা দেখা গেল না। সন্ত্রাসবাদ দমন করার জন্য ইস্রাইলিরা নিয়মিত ভাবে সিরিয়াতে তাদের গড়িলা বাহিনী পাঠাচ্ছিল। কারণ, ইস্রাইলিদের যুক্তি ছিল "রক্তের বদলে রক্ত"।

ইতিমধ্যে সিরিয়ান এবং রাশিয়ানদের মধ্যে বন্ধুত্ব বেশ দৃঢ় হল। সিরিয়া, রাশিয়া থেকে অতি আধুনিক অস্ত্র কিনেছিল। একদিন সিরিয়া ইস্রাইলি গড়িলা বাহিনীর ঘনঘন আক্রমণ নিয়ে আলোচনা করার জন্য কায়রোতে এক ডেলিগেশন পাঠাল।

আরব রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি হবার পর ইজিপ্টের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পথ ছিল না।

৪ঠা নভেম্বর, ১৯৫৫ সালে দীর্ঘ আলোচনার পর ইজিপ্ট এবং সিরিয়ার মধ্যে একটা ডিফেন্স চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তির শর্ত ছিল যদি কেউ সিরিয়াকে আক্রমণ করে তাহলে ইজিপ্ট সিরিয়াকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করবে। এই ডিফেন্স চুক্তি ইস্রাইলের উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করল না। কারণ, আল্ ফতাহ গড়িলা আক্রমণ ইস্রাইলের জনগণকে বিশেষ উত্তেজিত করে তুলেছিল। কিন্তু লেভী এশকল যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন।

প্রথমতঃ ইস্রাইলিরা জর্ডন সীমান্তে 'সামু' নামে একটা শহরকে আক্রমণ করল। 'সামুর' আক্রমণ আরব দেশের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

'সামুর' আক্রমণের পর জর্ডন সম্রাট হুসেন প্যালেস্টেনিয়ানদের আর অবিশ্বাস করতে পারলেন না। কারন, জর্ডন সম্রাট দেশ রক্ষার কাজে তাদের প্রয়োজন আছে বুঝতে পারলেন। প্যালেস্টাইনিদের উপর থেকে অনেক কিছু বাধা-নিষেধ তুলে নে'য়া হল বটে তবে তাদের উপর কড়া নজর রাখবার নির্দেশ দেয়া হল।

* * *

ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে একটা 'সামরিক সংঘর্ষে'র সম্ভাবনা রাশিয়াকে বিচলিত করে তুলেছিল। তারা ইস্রাইলকে সাবধান করে বলল: যদি ইস্রাইল কোন

আরবদেশকে আক্রমণ করে তবে তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না। রাশিয়ানরা আল্ ফতাহ'কে বলল: আপনারা গড়িলা আক্রমণ বন্ধ করুন। কিন্তু এর ফলে জল ঘোলাটে হল।

কিছুদিন পরে ইস্রাইলে অবস্থিত রাশিয়ান এম্বাসী মস্কোতে খবর পাঠাল যে ইস্রাইল ইজিপ্ট এবং সিরিয়া আক্রমণ করার জন্য সীমান্তে সৈন্যবাহিনী জড়ো করছে। এই খবরের প্রতিক্রিয়া হল তীব্র।

প্রেসিডেণ্ট নাসর রাশিয়ার এই কথা বিশ্বাস করলেন। নাসর ইস্রাইল আক্রমণ এবং যুদ্ধ করার স্বপক্ষে ছিলেন না বটে তবে চারদিকের ঘটনায় এমন একটি জাল সৃষ্টি হল নাসর ঐ যুদ্ধের পাঁক থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেন না। নাসর ইস্রাইলের তৈরী জালে পা দিলেন। নাসর রাষ্ট্রপুঞ্জের কম্যাণ্ডার জেনারেল রিখিকে বললেন: ইস্রাইল সিরিয়া আক্রমণের প্ল্যান করছে। যদি লড়াই শুরু হয় তাহলে রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী বিপদে পড়বে। এই খবরটি রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ থানটের কাছে পাঠান হল। তিনি নাসরের এই হুমকির কাছে মাথা নত করলেন। নাসর তার সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন যেসব স্থানে রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী মোতায়েন আছে সেই স্থানগুলি ইজিপ্ট দখল করে নেবে। তারপর নাসরের আদেশে সুয়েজ ক্যানাল এবং রেড্ সী দিয়ে ইস্রাইলি জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হল।

এবার যুদ্ধ শুরু করার জন্য শুধু দেশলাই জ্বালাবার প্রয়োজন ছিল।

বোঝা গেল যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

*   *   *

যুদ্ধের দিন এগিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস তাদের দক্ষতার পরিচয় দিতে লাগলো। কারণ, আক্রমণের প্রথমেই খুঁটিনাটি খবরের দরকার ছিল। অপরদিকে বলা যায়, ইজিপ্শিয়ান-সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স সার্ভিস শুধু তাদের অকর্মন্যতার এবং দুর্বলতার পরিচয় দিল।

তারা ইস্রাইলে কিংবা ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনীতে তাদের কোন এজেণ্ট ঢোকাতে পারল না। তাদের এজেণ্ট নিয়োগ করবার নিয়ম কানুন ছিল অতি সাধারণ এবং পুরাতন পদ্ধতি। আরব এজেণ্টরা ইস্রাইলি 'শরণার্থীদের' মুখোষ পড়ে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করত। উদাহরণস্বরূপ, কোবরুক ইয়োকোভিয়ানের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ছিলেন আর্মেনিয়ান এবং ইজিপশিয়ান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে কাজ করতেন। তার নাম পাল্টে ইয়াতজাক কৌসুক করা হল। তিনি ব্রেজিল থেকে ইস্রাইলে গেলেন। ব্রেজিলের ইস্রাইলি দূতাবাস তাকে ভিসা দিতে কোন আপত্তি করল না।

কোন এক সময়ে ইয়োকিভিয়ান ছিলেন.এক ছিচকে চোর। তিনি ইজিপ্টের হাজতে ছিলেন। পরে সেখানে তাকে ট্রেনিং দিয়ে ইস্রাইলে পাঠান হল। ইস্রাইলে পৌঁছে তিনি কিছুদিনের জন্য ইস্রাইলের এগ্রিকালচারাল-ফার্মে কাজ করেছিলেন। এখানে কাজ করবার সময় অনেক 'গুরুত্বপূর্ণ খবর সংগ্রহ করে-

ছিলেন এবং ঐ খবর কায়রোতে পাঠিয়েছিলেন। অবশ্যি তিনি ঐ কাজ বেশিদিন করতে পারেন নি। এই কারণেই ইস্রাইলি কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স তাকে ধরতে পারে নি।

আর একজন ইজিপশিয়ান স্পাই জ্যাক বিটন ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সের চোখে ধুলো দিয়ে বেশ কয়েক বছর তেল আভিভে স্পাইং-র কাজ করেছিলেন। ইস্রাইলিরা তাকেও ধরতে পারে নি। পরে তিনি স্পাই'র কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে বাকী জীবন পশ্চিম জর্মানীতে কাটিয়েছিলেন।

ইস্রাইল প্রথমে অস্বীকার করেছিল যে বিটন তাদের দেশে স্পাইং-র কাজ করেছিল। কিন্তু ১৯৫৫ সালে বিটনের জীবনীকে ভিত্তি করে এক স্পাই-র ছবি তোলা হয়। ঐ সব ছবিতে এমন সব অকাট্য প্রমাণ ছিল যে ইস্রাইল বিটনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগকে অস্বীকার করতে পারল না।

ছয়দিনের যুদ্ধের আগে ইজিপ্ট, সিরিয়া এবং জর্ডন থেকে যেসব অমূল্য সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছিল সেই তথ্যকে ভিত্তি করে ইস্রাইল বিদ্যুৎ বেগে তিনটি আরব দেশকে পরাজিত করেছিল। বলা যায় মেয়ার অমিট দূরদর্শিতা কিংবা কর্মদক্ষতা এবং বিচক্ষণতা না দেখালে ইস্রাইল এই যুদ্ধে জয়ী হতো না।

মেয়ার অমিট আমানের ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহরণ আরিভের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন। এই বন্ধুত্ব বিশেষ উপকারী হয়েছিল। কারণ, এই যুদ্ধে মোসাদ এবং আমান একসঙ্গে কাজ না করলে ছয় দিনের যুদ্ধ এত তাড়াতাড়ি শেষ হতো না।

আহরণ আরিভ আমানের বড় কর্তা ছিলেন। কোন এক সময়ে তিনি হাগানা বাহিনীতে কাজ করেছিলেন। পরে তিনি আমানে যোগ দিয়েছিলেন। ওয়াশিংটনে মিলিটারি এটাচি হয়ে গিয়েছিলেন। সেইখানে থাকাকালীন তাঁর সি-আই-এ-র সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল।

মেয়ার অমিট আহরণ আরিভের সহযোগিতায় আরবদেশের বিভিন্ন ধরনের সামরিক-বেসামরিক খবর সংগ্রহ করেছিলেন। তার এইসব খবর সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিলেন এলিকোহেন এবং উলফগ্যাংগ লটজ, যাদের কাহিনী আগেই বলা হয়েছে।

মোসাদ এবং আমান আরব দেশ থেকে বিভিন্ন উপায়ে খবর সংগ্রহ করত। প্রথমতঃ তারা ১৯৫৬ সালের বন্দী ইজিপশিয়ান সৈন্যদের দীর্ঘ একটানা জেরা করে অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করেছিল। ওই জেরা থেকে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স ইজিপশিয়ানদের যুদ্ধ করবার ইচ্ছা, তাদের মনোবল, দেশপ্রেম সম্বন্ধে মোটা-মুটি একটা ধারণা করতে পেরেছিল। ইজিপশিয়ান সৈন্যদের কাছ থেকে এই সব খবর সংগ্রহের ব্যাপারে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সামরিক সংবাদ জানবার চেষ্টা করেনি। সৈন্যবাহিনীতে তাদের কী ধরণের খাদ্য দেয়া হয়, কতবার তারা ছুটি নিয়ে পরিবারকে দেখতে যেতে পারে ইত্যাদি এই ধরনের ছোট ছোট

প্রশ্ন থেকে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করেছিল। জেরায় এই ধরণের মামুলি প্রশ্ন করবার পথ প্রথম দেখিয়েছিল চীনিরা।

আর একটি ব্যাপারে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স দুনিয়ার অন্য স্পাই প্রতিষ্ঠানদের টেক্কা দিতে পারে। সেই বিষয়টি হল 'স্পীড' এবং কম্যুনিকেশন'। অমিট নীম্যানের নিয়মানুযায়ী খবর সংগ্রহ করে কম্পুটারে ধরে রাখবার পদ্ধতিকে অনুসরণ করেছিলেন।

অমিট বুঝতে পেরেছিলেন খবর সংগ্রহ করবার বহু পথ আছে। তাই ঠিক উপযুক্ত সময়ে মোসাদ পৃথিবীর অনেক স্পাই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। তিনি সি-আই-এ'র ডিরেক্টর রিচার্ড হেমস্‌ এবং আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট জনসনের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেন। আমেরিকাও এই ছয়দিনের যুদ্ধের পর ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে বেশ ভাল মত পোষণ করত। তাই যুদ্ধের সময় সি-আই-এ বিভিন্ন উপায়ে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসকে সাহায্য করতে গিয়ে বেশ বিপদে পড়েছিল। যুদ্ধের সময় সি-আই-এ'র ইলেকট্রনিক যন্ত্রসহ 'লিবার্টি' জাহাজ ভূমধ্যসাগর থেকে বিভিন্ন ধরণের খবর সংগ্রহ করে ইস্রাইলকে দিচ্ছিল। কিন্তু ইস্রাইল ভুল করে এই জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিল। পরে এই জাহাজ ডোবান নিয়ে ইস্রাইলকে অনেক হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছিল। ইস্রাইল বলেছিল জাহাজ ডোবানোর ঘটনাটি ছিল অনিচ্ছাকৃত। এই বিষয়টি নিয়ে আমেরিকান সরকার তদন্ত করেছিল। তারা ইস্রাইল সরকারের এই জবাবকে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। জাহাজের মৃত নাবিকদের আত্মীয়দের অনেক ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল।

ছয় দিনের যুদ্ধের কারন আগেই বলা হয়েছে। কারণ, নাসর 'রেড সী'র মুখ বন্ধ করে দেবার পর ইস্রাইলের কাছে যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না।

৫ই জুন, ১৯৫৫ সালে ইস্রাইল সর্বপ্রথম এই যুদ্ধ শুরু করল। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘাটিগুলিতে ইস্রাইলি বিমানবাহিনী হানা দিয়েছিল। প্রায় ১ ঘণ্টার মধ্যে কায়রোর বিমানবন্দরে ইজিপ্টের প্রায় চারশো বিমান ধ্বংস করা হল।

৫ই জুন, ১৯৫৫ সাল, নটা বাজতে দশ মিনিট জর্ডনের রাজা হুসেন ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছিলেন। এই সময়ে তিনি টেলিফোন পেলেন ইস্রাইল ইজিপ্টকে আক্রমন করেছে। পরে হুসেন এই খবর যাচাই করে জানলেন খবরটি সত্যি। খবরে আরো জানা গেল যে ইজিপশিয়ান বিমান ইস্রাইলে বিমান ঘাটিগুলিকে আক্রমন করেছে। এ ছিল মিথ্যা খবর। পরে ইউনাইটেড কম্যাণ্ডের জেনারেল ফিলড মার্শাল আমের জর্ডনের কম্যাণ্ডার জেনারেল রিয়াদকে ইস্রাইল আক্রমন করবার আদেশ দিলেন। হুসেন কোন আপত্তি করলেন না। কারণ, তিনি স্থির করেছিলেন যে অন্য আরব দেশের সঙ্গে এক হয়ে তিনিও ইস্রাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন জেনারেল রিয়াদ এই বিষয়ে হুসেনের সঙ্গে একমত ছিলেন। কিন্তু সম্রাটের মামা শরীফ নাসর যিনি সম্রাটের বেসরকারী পরামর্শদাতা ছিলেন,

বললেন, ইজিপ্টের লড়াই'র ময়দান থেকে যুদ্ধ পরিস্থিতির কোন খবর না পাওয়া পর্যন্ত জর্ডন যেন এই যুদ্ধে যোগ না দেয়। কিন্তু সম্রাট হুসেন এবং রিয়াদ শরীফ নাসরের উপদেশকে উপেক্ষা করলেন।

জর্ডনের এলাকায় ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনীর কম্যাণ্ডার ছিলেন উজি নারকিস। তার প্রতি নির্দেশ ছিল তিনি যেন প্রথমে জর্ডন আক্রমণ না করেন। ইতিমধ্যে আমান রেডিও থেকে বক্তৃতা শোনা গেল: 'আমরা প্রতিহিংসা চাই, যুদ্ধ চাই' এরপর লেভী এশকল রাষ্ট্রপুঞ্জের জেনারেলের মাধ্যমে এক খবর সম্রাট হুসেনের কাছে পাঠালেন। ইস্রাইলের জর্ডনকে আক্রমণ করবার কোন ইচ্ছাই নেই। 'কিন্তু জর্ডন যদি আমাদের আক্রমণ করে তাহলে আমরা তার পাল্টা জবাব দেবো'।

এর জবাবে হুসেন খবর পাঠালেন যে ইস্রাইল লড়াই শুরু করেছে।

'আমাদের বিমানবাহিনী তার জবাব দিচ্ছে…'

৫ই জুন, ১৯৫৫ রাত সাড়ে এগারটা বারোটার সময় দুই পক্ষে তুমুল লড়াই শুরু হল।

* * *

নাটকের শেষ কাহিনী।

ইতিমধ্যে হুসেন খবর পেয়েছিলেন যে ৫ই জুন সকালে ইস্রাইল পুরো ইজিপশিয়ান বিমান বাহিনীকে ধ্বংস করেছে। ইজিপশিয়ান বিমান ধ্বংসের কাহিনী নাসর, সিরিয়ান এবং আলজেরিয়ানদের কাছে বলেছিলেন কিন্তু জর্ডনকে এই বিষয়ে কোন খবর দিলেন না। কেন জানা যায় নি। সম্রাট হুসেনও এই নিয়ে কোন প্রশ্ন করেননি।

ভোর ৪-৫০, ৬ই জুন, ১৯৫৫, বলা যায় যুদ্ধের ফলাফল কী হবে কারুর তা অজানা ছিল না।

এই সময়ে নাসর হুসেনের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। (Vance and Laner: Hussein, My war with Israel, page 104) তারা আলোচনা করেছিলেন এই যুদ্ধের জন্য কাকে দায়ী করা যায়। আমেরিকা না বৃটেন কে… ?

আলাপ-আলোচনা ছিল এই প্রকার:

নাসর: কী বলব, এর জন্যে আমেরিকাকে দায়ী করব। না, আমেরিকা ইংল্যাণ্ড দুজনকে দোষী করব।

হুসেন: না ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা। দুই দেশই এর জন্যে দায়ী।

নাসর: কিন্তু বৃটেনের কী কিছু এয়ারক্রাফট আছে।

এবার হুসেনের অস্পষ্ট গলা শোনা গেল। তবে অস্পষ্ট জবাব থেকে বোঝা গেল, বৃটেনের এয়ারক্রাফট আছে এবং সাইপ্রাসে তাদের রয়াল এয়ারফোর্সের বিমানবাহিনী আছে]

নাসর: চমৎকার, তাহলে আপনি ঘোষণা করবেন—এবং আমিও এই কথা

বলব···

হুসেন : ধন্যবাদ।

নাসর : আপনি লাইন কেটে দেবেন না।

হুসেন : ব্রাদার নাসর, ভয় পাবার কিছু নেই। আপনি শক্ত হন।

নাসর : আমি শুনতে পাচ্ছিনা।

হুসেন : মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনার যদি কিছু বলবার থাকে···

নাসরঃ আমরা সব শক্তি দিয়ে লড়াই করে চলেছি। রাতদিন লড়াই হচ্ছে···

প্রথমে আমাদের যদি কোন সমস্যা কিংবা অসুবিধা থাকে তাহলে ভয় পাবার কিংবা চিন্তা করবার কোন কারণ নেই। আল্লার দয়ায় আমরা সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পাব। আমরা শিগ্গিরই ঘোষণা করব···আপনিও ঘোষণা করবেন, সিরিয়ানরা ঘোষণা করবে যে আমেরিকান এবং বৃটিশ বিমানবাহিনী তাদের এয়ারক্রাফট নিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করছে। আমরা একথা জোর দিয়ে বলব।

: হুসেন : চমৎকার।

নাসর : আপনার কী মত বলুন তো ? আপনি এই প্রস্তাবে রাজি।

হুসেন : (অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর)

নাসর : ধন্যবাদ, সহস্র ধন্যবাদ। হাল ছাড়বেন না। আজ আমাদের প্লেন ইস্রাইল বিমান বন্দর আক্রমন করছে।

হুসেন : অশেষ ধন্যবাদ।

* * *

সম্রাট হুসেন অবশ্যি তখন জানতেন না যুদ্ধের ময়দান কী হচ্ছে। পরে জেনারেল রিয়াদ কায়রোতে এক টেলিগ্রাম পাঠালেন। এই টেলিগ্রামে তিনটি প্রস্তাব করা হল। প্রথম যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব. দুই 'পশ্চিম পার' থেকে চলে আসা নতুবা আরো কিছুদিনের জন্যে লড়াই করা।

কায়রো থেকে এই টেলিগ্রামের কোন জবাব পাওয়া গেল না। সম্রাট হুসেন স্থির করলেন যতক্ষণ সম্ভব তার সৈন্যবাহিনী লড়াই করে যাবে।

কিন্তু ছয়দিন পরেই লড়াই শেষ হয়ে গেল।

* * *

লড়াই শুরু হবার আগে মেয়ার অমিট বুঝতে পেরেছিলেন, আরব দেশগুলির সঙ্গে বিশেষ করে ইজিপ্টের সঙ্গে লড়াই করতে হলে, ইস্রাইলকে অন্য দেশগুলির সাহায্য এবং সহানুভূতির দরকার হবে। তাই তিনি মোসাদের বিভিন্ন বিদেশ শাখাকে শক্তিশালী বিভাগ হিসাবে গঠন করেছিলেন। বিদেশের শাখাগুলি এত সুষ্ঠু ভাবে গঠিত হয়েছিল যে ঐ শাখাগুলি বিদেশ মন্ত্রনালয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত। প্রয়োজন হলে টেক্কাও দিতে পারত। মোসাদের এই বিদেশ দপ্তর পৃথিবী অন্য দেশের ব্যবসায়ী এবং জনকল্যাণ সমাজের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। এই সব বিদেশি ব্যবসায়ীদের সাহায্য নিয়ে মোসাদ বিদেশি সরকারগুলির উপর চাপ এবং প্রভাব সৃষ্টি করবার চেষ্টা করল যেন ঐ দেশ-

গ্লুলি ইস্রাইলকে স্বীকৃতি দেয়। মোসাদ এই সব দেশে সরকারকে সাহায্য করবার জন্যে ইস্রাইলি পরামর্শদাতাদের পাঠিয়েছিল। বিশেষ করে, আফ্রিকার দেশ-গুলিতে। এই সময়ে ইস্রাইল ত্রিশটি আফ্রিকান দেশের সঙ্গে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। ঐ দেশগুলিতে ইস্রাইলি এম্বাসী খোলা হয়েছিল। এই সব এম্বাসীতে মোসাদের এজেন্টরা ডিপ্লোম্যাটের মুখোষ পড়ে কাজ করত। আমেরিকার সি. আই.-এ খবর সংগ্রহের জন্যে মোসাদের উপর নির্ভর করত। এই জন্যে সি. আই.-এ মোসাদকে নিয়মিত ভাবে কয়েক মিলিয়ন ডলার টাকা দিয়ে সাহায্য করত। ইস্রাইল ইরাকের কুর্দিশদের বাগদাদ সরকারের বিরোধী 'বিদ্রোহ' করবার উস্কানি দিয়েছিল। এবং তাদের নিয়মিতভাবে অস্ত্র সাপ্লাই করে সাহায্য করত। দক্ষিণ ইয়েমেন ছিল ইজিপ্টের ঘোরতর বিরোধী। ইস্রাইল এদের টাকা দিয়ে সাহায্য করত।

ইজিপ্টের আর একটি গোপন খবর ইস্রাইলে ইনটেলিজেন্স জানতে পেরেছিল। খবরটি ছিল ইজিপ্টের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সারওয়ে গোমা মস্কোর সাহায্য নিয়ে নাসর বিরোধী এক কুদ্য আঁতাত করবার চেষ্টা করছেন। পরে ঐ সময়ে কোন কুদ্য আঁতাত করা হয় নি। আনোয়ার সাদাতের আমলে ঐ ধরনের কুদ্য আঁতাত করবার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

*

১৯৫৫ সালের যুদ্ধের আগে শেনবেত ও মোসাদ পৃথিবীর চারদিকে তাদের স্পাই এজেন্সী খুলেছিল।

আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে ইস্রাইলের ভাল সম্পর্ক ছিল। এই সময়ে মোসাদের আফ্রিকা ডিভিশনের কর্তা ছিলেন ডেভিড কিমুখে। কিমুখে ১৯৫৬ সালে মোসাদে যোগ দিয়েছিলেন। অল্পকালের মধ্যে তিনি ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে যথেষ্ট সুনাম কিনেছিলেন। কিমুখে 'ডেভিড শারোণ' ছদ্মনাম ব্যবহার করে আফ্রিকা মহাদেশগুলি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। কিমুখে খুব ভাল গল্প বলতে পারতেন। এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে কিমখে আফ্রিকার নেতাদের বিশেষ প্রিয়জন হয়েছিলেন।

একদিন ডেভিড কিমুখে জাঞ্জিবার দ্বীপে গিয়ে হাজির হলেন। জাঞ্জিবারের সুলতান এবং তার আত্মীয় স্বজনেরা ছিলেন আরব কিন্তু দেশের নাগরিকরা ছিল আফ্রিকান। অল্পকয়েক দিন পর জাঞ্জিবারে এক বিপ্লব হল। সেই বিপ্লবে সুলতান এবং তার আত্মীয়েরা প্রাণ হারালেন। সম্রাট বিরোধী এই বিপ্লবের একজন প্রধান নেতা ছিলেন ডেভিড কিমুখে।

আফ্রিকা ছাড়া দূর প্রাচ্যেও মোসাদ তাদের ঘাঁটি তৈরি করবার চেষ্টা করল। প্রথমে সিঙ্গাপুরে মোসাদ তাদের ঘাঁটি করল। সিঙ্গাপুরের অধিকাংশ নাগরিক হল চীনা। তাদের মালেশিয়ার নাগরিকদের সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক ছিল না। সিঙ্গাপুরের নাগরিকেরা মোসাদকে অভ্যর্থনা জানাল।

পরে মোসাদ সিঙ্গাপুরে একটি স্থায়ী দপ্তর খুলল। এই দপ্তরের কর্তা

হলেন বিনিয়ামিন বেন আলিজার। বেন আলিজার সিঙ্গাপুরের পুলিশ বাহিনীকে সন্ত্রাস দমনের কাজকর্মের জন্যে বিশেষ ট্রেনিং দিয়েছিলেন।

সিঙ্গাপুরের পর মোসাদ ইন্দোনেশিয়ায় তাদের ঘাঁটি করল।

ইন্দোনেশিয়ার আঠার কোটি নাগরিকদের মধ্যে নব্বুই পার্সেন্ট হল মুসলমান। ঐ সময়ে ইন্দোনেশিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন সুকার্ণো। তিনি ছিলেন জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের একজন বড় স্তম্ভ। সুকার্ণোর সরকার ছিল বামপন্থী এবং তারা সাম্যবাদ নীতি অনুসরণ করত। পরে সৈন্যবাহিনীর জেনারেল সুহার্তো এক গৃহবিপ্লব, কুদ্য আতাত, করে সুকার্ণোকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে হটিয়ে দিলেন। সুহার্তো তার সরকারকে আরো শক্ত মজবুত করবার জন্যে মোসাদের সাহায্য নিলেন। মোসাদ এ কাজ করবার জন্যে সিঙ্গাপুর থেকে তাদের কিছু গড়িলা দমনের বিশেষজ্ঞ নিয়ে এল।

জাকার্তায় এসে ইস্রাইলি বিশেষজ্ঞরা ইন্দোনেশিয়ার সৈন্যবাহিনী এবং ইনটেলিজেন্স সার্ভিসকে ট্রেনিং দিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার ইন্দোনেশিয়ার নাগরিকেরা এবং সরকার সি. আই এ। কিংবা অন্য কোন ইনটেলিজেন্স বাহিনীকে আদৌ বিশ্বাস করত না কিংবা পছন্দ করত না। অবশ্যি সেই তুলনায় মোসাদের উপর তাদের বেশি বিশ্বাস ছিল।

এত বন্ধুভাব থাকা সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়া ইস্রাইলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে অস্বীকার করল। কারণ ইন্দোনেশিয়া হল মুসলমান প্রধান দেশ এবং আরব মুসলমানদের প্রতি এদের সহানুভূতি ছিল। এই কারণে সুহার্তো জনগণের মনে কোন প্রকার আঘাত দিতে চাইলেন না। তবু ইন্দোনেশিয়া এবং ইস্রাইলের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে সম্পর্ক ছিন্ন করবার ইচ্ছা সুহার্তোর ছিল না। মোসাদ ইন্দোনেশিয়াকে কম্যুনিস্ট আন্দোলন দমন করতে বিশেষ সাহায্য করেছিল।

১৯৫৫ সালে মোসাদ ইন্দোনেশিয়ার কাছে প্রচুর অস্ত্র বিক্রী করল। 'স্কাই হক' বোমারু বিমানও বিক্রী করা হল। পরে মোসাদ ইন্দোনেশিয়াতে আরব এবং প্যালেস্টানিয়ানদেব কাজকর্মে বাধা দেবার জন্যে তাদের একটি বড় ঘাঁটি স্থাপন করল। ইন্দোনেশিয়ান সরকার মোসাদের এই ঘাঁটি স্থাপনে কোন বাধা দিল না।

নিউদিল্লী পাকিস্তানের এটম বোমা তৈরি করবার প্ল্যানকে ব্যর্থ করবার জন্যে ইস্রাইলের সাহায্য নিয়েছিল যদিও সেই সাহায্য ছিল নাম মাত্র। নিউদিল্লী ইস্রাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছিল তবে ঐ সময়ে উভয় দেশের মধ্যে কোন দূতাবাস ছিল না। প্রথমে বোম্বাইতে একটি কন্সুলেট ছিল। পরে সেই কন্সুলেট তুলে নেওয়া হয়েছিল।

মোসাদ আরব দেশগুলির মধ্যেও তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ মরক্কোর নাম করা যায়। মরোক্কো ইসলামিক দেশগুলির মধ্যে একটি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও ইস্রাইল মরোক্কোর মধ্যে এক গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক

গড়ে উঠেছিল। একদিকে মরোক্কো ছিল প্যালেস্টেনিয়ানদের বিশেষ বন্ধু। বহু প্যালেস্টেনিয়ান মরোক্কোতে বসবাস করত। আবার মরোক্কোর সম্রাট হাসান ছিলেন আমেরিকা-ইংল্যাণ্ডের বিশেষ বন্ধু। ১৯৬০ সালে মরোক্কোর সরকার বিরোধী নেতারা সরকার এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বিদ্রোহী-দের এই আন্দোলনে সাহায্য করেছিল ইজিপ্ট এবং আলজেরিয়া। এবার মরোক্কোর ইনটেলিজেন্স সার্ভিস মোসাদের কাছে সাহায্য চাইল। মোসাদ মরোক্কোর ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের বাহিনীকে বিদ্রোহ দমনের কাজে ট্রেনিং দিল কিন্তু মোসাদ এই বিদ্রোহ, বিপ্লব দমনের ট্রেনিং দিতে গিয়ে বিপদে পড়ল। কারণ এই বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে একজন বড় মাপের নেতা ছিলেন যার আরব দেশে বেশ সুনাম, সুখ্যাতি ছিল। এই নেতার নাম ছিল বেন বারাক্কা এবং তার অনুপস্থিতিতেই সম্রাট হাসান তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। মরোক্কোর ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তা মুহম্মদ উফকির ঠিক করেছিলেন বেন বারাক্কাকে সরাতে হবে অর্থাৎ তাকে খুন করা আবশ্যক। এই কাজ করবার জন্যে মুহম্মদ উফকির মোসাদের কাছে সাহায্য চাইলেন। মোসাদ এই অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারল না। মোসাদের কর্তা মেয়ার আমিট এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিলেন। মেয়ার অমিটের এই অনুরোধ রক্ষা করবার একটি নেপথ্য কারণও ছিল। মরোক্কোতে বহু সংখ্যক ইহুদি ছিল এবং ইস্রাইল সরকার এদের মরোক্কো থেকে বের করে আনবার চেষ্টা করছিল। মেয়ার আমিট আশংকা, ভয় করেছিলেন মরোক্কোর ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের এই অনুরোধ উপেক্ষা করলে মরোক্কোর ইহুদিরা বিপদে পড়বে। হয়তো তাদের মরোক্কো থেকে বেরিয়ে আসবার কোন সুযোগ দেওয়া হবে না।

এই সময়ে বেন বারাক্কা সুইজারল্যাণ্ডে ছিলেন। মেয়ার আমিট ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুহম্মদ উফকিরের সঙ্গে দেখা করলেন। দুজনে মিলে ঠিক করলেন যে বেন বারাক্কাকে হত্যা করবার জন্যে এক বড় জাল পাতা হবে।

২৯শে অক্টোবর, ১৯৫৫ সাল। মোসাদের একজন এজেন্ট জেনিভাতে গিয়ে বেন বারাক্কার সঙ্গে দেখা করল। বেন বারাক্কাকে বলা হল আপনার রঙ্গীন জীবন। আপনার কৌতূহলদ্দীপক জীবনীকে ভিত্তি করে আমরা একটি ছবি তুলতে চাই। এই ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। বেন বারাক্কা যদি পারীতে গিয়ে ফিল্ম প্রডিউসারের সঙ্গে দেখা করেন তাহলে ঐ ফিল্ম তুলবার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হবে। বেন বারাক্কা এই প্রস্তাবে রাজি হলেন।

বেন বারাক্কা জেনিভা থেকে পারীতে এলেন। ইতিমধ্যে মরোক্কোর এবং ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস গিয়ে ফরাসি সিকিউরিটি সার্ভিসের কাছে বেন বারাক্কাকে খুন করবার জন্যে সাহায্য চাইল। ফরাসি সিকিউরিটি সার্ভিসের মরোক্কো এবং ইস্রাইলিদের আশ্বাস দিল তারা এই খুনের কাজে সাহায্য করবে। অতএব বেন বারাক্কা পারীতে পৌঁছুবামাত্র ফরাসি সিকিউরিটি সার্ভিস তাকে

গ্রেপ্তার করল। এই ছিল বেন বারাক্কাকে খুন করবার প্রথম ধাপ। পরে মোসাদের সাহায্য নিয়ে মরোক্কোর সিকিউরিটি সার্ভিস বেন বারাক্কাকে হত্যা করল। এরপর তাকে কবর দেওয়া হল। সমস্ত ঘটনা খুবই দ্রুতলয়ে ঘটে গেল। তবে মোসাদ বেন বারাক্কার হত্যাকাণ্ড নিয়ে এত হইহল্লা হবে আশা করেনি। প্যারীতে বেন বারাক্কার হত্যা প্রেসিডেণ্ট দ্যগলকেও বিস্মিত, অবাক করেছিল। তিনি এই খুনের তদন্ত করবার আদেশ দিলেন। এই তদন্ত থেকে জানা গেল এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ফরাসি সিকিউরিটি এবং ইনটেলিজেন্স সার্ভিস জড়িয়ে আছে।

এই ঘটনার পর দ্যগল ফরাসি সিকিউরিটি সার্ভিসকে সন্দেহ করতে লাগলেন। তিনি আশংকা করলেন হয়ত একদিন ফরাসি সিকিউরিটি সার্ভিস তাকে প্রেসিডেণ্টের পদ থেকে হটাবার চেষ্টা করবে। কারণ ইতিমধ্যে দ্যগল আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তার এই সিদ্ধান্ত দেশের ডানপন্থীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। দ্যগল নির্দেশ দিলেন ফরাসি সিকিউরিটি সার্ভিস এবং ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মধ্যে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। দ্যগলের এই কঠোর সিদ্ধান্ত ইস্রাইলে তীব্র দ্যগল বিরোধী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। ইস্রাইলেও বেন বারাক্কার হত্যাকাণ্ডে মোসাদের ভূমিকা নিয়ে সবার মনে মোসাদ বিরোধী এক বাতাবরণ সৃষ্টি করল।

সময়টা উল্লেখযোগ্য। ইস্রাইলের রাজনৈতিক মাঠে ময়দানে এক বড় ঝড়, ঘূর্ণি হাওয়া চলছিল। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ঝগড়া বিবাদ ক্রমেই বাড়ছিল। বেনগুরিয়ণের রফিদল, লেভী এশকল এবং গোলডা মায়ারের 'মাপাই' দলের মধ্যে মতবিরোধ তীব্র হচ্ছিল।

'লাভোন য়্যাফেয়াসের' পর বাজারে ইস্রাইলের যথেষ্ট দুর্নাম হয়েছিল। বেন বারাক্কাকে খুন এবং ঐ হত্যাকাণ্ডে মোসাদের কাজকর্মে ইস্রাইলের দুর্ণাম বাড়ল। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বেন বারাক্কার হত্যাকাণ্ডে মোসাদের আপত্তিকর ভূমিকা নিয়ে এক তদন্ত কমিশন দাবি করল।

একদিন তেল আভিভে এক 'সেক্স ম্যাগাজিন'—তার নাম ছিল 'বুল'—বেন বারাক্কার হত্যাকাণ্ডে মোসাদের বিভিন্ন পদক্ষেপের এক বিস্তৃত আলোচনা করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করল। এই ম্যাগাজিন অভিযোগ করল বেন বারাক্কার হত্যাকাণ্ডে মোসাদও খুব বড় অংশ গ্রহণ করেছে। 'বুল' পত্রিকা বাজারের ষ্ট্যাণ্ডে পেঁছুবামাত্র ইস্রাইলি কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স' 'শেনবেত' ঐ ম্যাগাজিনের সমস্ত সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করল। মাত্র পাঁচ কপি 'বুল' বাজারে বিক্রী করা হয়েছিল।

এরপর রাজনৈতিক এবং সাংবাদিক মহলে এক প্রশ্ন শোনা গেল মোসাদ কার নির্দেশে বেন বারাক্কার হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল। মেয়ার অমিট বললেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেই বেন বারাক্কার হত্যায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। লেভী এশকল এর উত্তরে বললেন, তিনি বেন বারাক্কার হত্যাকাণ্ডের বিন্দু বিসর্গও জানতেন না। মেয়ার অমিটের কথা সত্যি নয়।

এইসব ঘটনার সময় ইস্রাইলের প্রাক্তন ইনটেলিজেন্স চীফ ইসার হেরেল নিশ্চুপ হয়ে বসেছিলেন না। তিনি সমস্ত ব্যাপারটি তলিয়ে দেখবার জন্যে এক গোপন কমিশন দাবি করলেন। প্রশ্ন করলেন এই তর্ক বিতর্কে কে সত্যি কথা বলছে? মেয়ার অমিট না লেভী এশকল?

ইসার হেরেল বেন বারাক্কার হত্যাকাণ্ড হবার একমাস আগে থেকেই ইস্রাইলের রাজনীতিতে ফিরে এসেছিলেন এবং এক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। তিনি লেভী এশকলের ইনটেলিজেন্সের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করছিলেন। মেয়ার অমিট ইসার হেরেলের পুনর্নিয়োগে আপত্তি করেছিলেন। লেভী এশকল মেয়ার অমিটের প্রতিবাদে কোন কান দেননি। এর পরে ইসার হেরেলের সঙ্গে মেয়ার অমিটের আবার ঝগড়া বিবাদ শুরু হল। মেয়ার অমিট ইসার হেরেলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করলেন। এর পর ইসার হেরেল অমিটকে ডিঙ্গিয়ে কাজ করতে শুরু করলেন।

ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সের মধ্যে ইসার হেরেলের তার নিজস্ব লোক অর্থাৎ প্রচুর মোসাদের কর্মচারি ছিল। ইসার এদের সাহায্য নিয়ে মোসাদের দপ্তর থেকে ফাইল চুরি করতে লাগলেন। হেরেল প্রায়ই প্রধানমন্ত্রীর কাছে মেয়ার অমিটের বিরুদ্ধে নালিশ করতেন। এছাড়া অমিট যে সব প্রস্তাব করতেন সেই প্রস্তাবগুলি প্রধানমন্ত্রীর কাছে এলে তিনি সেই প্রস্তাবগুলি নাকচ করে দিতেন। এইভাবে ইসার হেরেল এবং মেয়ার অমিটের ঝগড়া বিবাদ দিনে দিনে বাড়তে লাগল। ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধ শুরু হবার আগে অমিট লেভী এশকলের কাছে এক অভিনব দুঃসাহসী প্রস্তাব করেছিলেন। প্রস্তাবটি ছিল অমিট ছদ্মবেশে কায়রোতে গিয়ে নাসরের সহকারি ফিল্ড মার্শাল আমেরের সঙ্গে দেখা করবেন। সবাই জানতেন নাসর ইস্রাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে খুব বেশি ইচ্ছুক ছিলেন না। অতএব ঐখানে গিয়ে মেয়ার অমিট ইজিপশিয়ান নেতাদের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারবেন। লেভী এশকলের কাছে মেয়ার অমিট তার এই দুঃসাহসী প্রস্তাবটি রাখলেন। তিনি বললেন তার এক ব্যবসায়ী 'বন্ধু', যিনি ফিল্ডমার্শাল আমেরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তিনিই দুজনের মধ্যে দালালের কাজ করবেন। ইসার হেরেল অমিটের এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করলেন। বললেন এই প্রস্তাবের মধ্যে নিশ্চয় কোন ফাঁদ আছে। ঐ ফাদে পা দেওয়া উচিৎ হবে না। 'আমার মনে হয় ইজিপশিয়ান ইনটেলিজেন্স অর্থাৎ "মুখাবরাত" মেয়ার অমিটের কাছ থেকে অনেক গোপন খবর বার করে নেবে।

লেভী এশকল ইসার হেরেলের এই যুক্তিকে সমর্থন করলেন। তিনিও আশংকা করলেন মেয়ার অমিট যদি লুকিয়ে ইজিপ্টে যান তাহলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। আবার আর একদলের বক্তব্য ছিল মেয়ার অমিট যদি ১৯৫৫ সালে ছয় দিনের যুদ্ধের আগে কায়রোতে যেতেন তাহলে হয়ত ঐ যুদ্ধ বন্ধ করা যেত।

ইসার হেরেল এবং মেয়ার অমিটের এই ঝগড়া শুরু হবার পর সবাই প্রশ্ন করতে লাগল ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের আসল কর্তা কে? ইসার হেরেল না মেয়ার অমিট? বাজারে একটি গুজব রটে গিয়েছিল ইয়াগল সালোন ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সের বড়কর্তা হবেন। সালোন ১৯৪৮ আরব ইস্রাইলি যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়নি।

বেন বারাক্কার হত্যাকাণ্ডের পরে মোসাদ এবং মেয়ার অমিটের এই নাটকে ভূমিকা নিয়ে আলোচনা, তর্ক বিতর্ক শুরু হল। ইসার হেরেল সমস্ত বিষয় নিয়ে তদন্তের জন্যে এক কমিশন দাবি করেছিলেন। ইসার হেরেলের দাবিকে স্বীকার করে নেয়া হলনা। অতএব ১৯৫৫ সালের জুন মাসে ইসার হেরেল এর প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন। মেয়ার অমিটের এক বড় দুশ্চিন্তা দূর হল।

ইসার হেরেল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে কাজ নেবার পর থেকে মেয়ার অমিট প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশংকা করতেন। এ সময়ে অমিটের ভবিষ্যৎ ছিল 'অনিশ্চিত'।

ছয়দিনের যুদ্ধের পর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জিসকার দ্য এস্তাংগ আরবদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছিলেন। তবে মোসাদ এবং ফরাসি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। এই বন্ধুত্ব ছিল বহু পুরাতন। ফরাসি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন সময়ে মোসাদ এবং ইস্রাইলিদের সাহায্য করেছিল।

কিন্তু ঐ সময়ে ফরাসি ইনটেলিজেন্স এবং ইস্রাইলিদের মধ্যে বন্ধুত্বের সোপান তৈরি করেছিলেন বিগ্রেডিয়ার চাইম [ভিভিয়ান] হেরযোগ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হেরযোগ বৃটিশ সৈন্যবাহিনীতে ইনটেলিজেন্স অফিসার হিসাবে কাজ করেছিলেন। ওখানে তিনি সুনামও অর্জন করেছিলেন। যুদ্ধের পর হেরযোগ প্যালেস্টাইনে চলে এলেন এবং ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে 'আমানে' যোগ দিয়েছিলেন। আমানের বড় কর্তা হিসাবে তিনি ফ্রান্স এবং ইস্রাইলির ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।

হেরযোগের চেষ্টায় ছয়দিনের যুদ্ধে ফরাসি নৌবাহিনী ইস্রাইলি নৌ-বাহিনীকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিল। এছাড়া হেরযোগ সি. আই.-এর সঙ্গে গোপন আঁতাত করেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট কেনেডী আরবদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছিলেন কিন্তু তার উত্তরমুখী প্রেসিডেন্ট জনসনের সময় ঐ মনোভাব কার্যকরী ছিলনা। জনসনের পরামর্শদাতাদের বক্তব্য ছিল আমেরিকা, ইস্রাইলের বন্ধুত্ব মধ্যপ্রাচ্যে মস্কোর প্রভাবকে দুর্বল করবে। তবে আমেরিকার এই ইস্রাইলি প্রীতির একটি শর্ত ছিল। ইস্রাইল আমেরিকার বাধ্য হয়ে থাকবে।

এবার ইস্রাইলি কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স দপ্তর 'শেনবেত' সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এর বিস্তৃত বিবরণী দেবার আগে একটি কৌতূহলদ্দীপক কাহিনী বলব।

ঘটনার স্থান 'ওয়েষ্ট ব্যাঙ্ক', (জর্ডন নদীর পশ্চিম পারকে 'ওয়েষ্ট ব্যাঙ্ক' কিংবা 'পশ্চিম পার' বলা হয়) রামাল্লা শহর, সময় ডিসেম্বর ১৯৫৫।

এই শহর জেরুজালেমের কাছে। একটি তিন তলার বাড়ি। ছোট ঘরে বসে চা বানাচ্ছিলেন আবু আমর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর চা বানান হলনা। কারণ হঠাৎ চা বানাতে বানাতে আবু আমর ঘরের বাইরে ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনীর পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। আবু আমরের মনে কোন সন্দেহ রইল না তিনি ইস্রাইলি কাউণ্টার ইনটেলিজেন্সের শিকার হয়েছেন। আবু আমর আর দেরি করলেন না। তিনি পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন।

আবু আমর হল ইয়াসির আরাফতের আর একটি নাম। আরাফত হলেন বর্তমান প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজেশনের চেয়ারম্যান।

এই ঘটনার সময় ছিল ঠিক ছয় দিনের যুদ্ধের পরেই। ঐ দিন আবু আমর অর্থাৎ ইয়াসির আরাফতকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করছিলেন শেনবেতের ডিরেক্টর ইউসুফ হারমেলিন।

এই ঘটনার পর ইয়াসির আরাফত আর কখনও 'ওয়েষ্ট ব্যাঙ্ক' কিংবা পশ্চিমে পারে যাননি।

ইউসুফ হারমেলিনের নিরাশ হবার অনেক কারণ ছিল। তিনি বহুবার ইয়াসির আরাফতকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু প্রতিবারই আরাফত ইস্রাইলি কাউণ্টার ইনটেলিজেন্সের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছেন। এবারও পালিয়ে গেলেন।

ইস্রাইলি কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স 'শেনবেত' আরাফতকে ধরতে পারেনি বটে তবে শেনবেত ষাট-সত্তর, আশী দশকে, ঠিক যুদ্ধের পরে, 'পশ্চিম পারের', ওয়েষ্ট ব্যাঙ্কের অধিকৃত এলাকার উপরে শকুনির দৃষ্টি রেখেছিল এবং বহু প্যালেস্টেনিয়ান সংগঠনের উপর ছড়ি চালিয়েছিল। পশ্চিম পারে শাসন করা খুব সহজ কাজ ছিলনা। ঐ সময়ে ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনী সিরিয়ার 'গোলান হাইটস' দখল করেছিল। যুদ্ধের আগে "গোলান হাইটস" ছিল সিরিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য সীমান্ত। প্রথমতঃ ঐ এলাকার সামরিক গুরুত্ব ছিল। দুই ঐ এলাকায় অনেক সিরিয়ান দ্রুজের বসবাস ছিল। তারা 'গোলান হাইটস' অঞ্চল থেকে সিরিয়ার অন্য এলাকায় চলে গিয়েছিল।

'গোলান হাইটসে' প্রচুর হাঙ্গামা উপদ্রব ছিল। ইজিপ্টের সিনাই ছিল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। সেখান থেকে প্রচুর ইজিপশিয়ান নাগরিকেরা পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গাজা এবং ওয়েষ্ট ব্যাঙ্ক অর্থাৎ 'পশ্চিম পার', শাসন করা ছিল ইস্রাইলিদের চিন্তার প্রধান কারণ শুধু পশ্চিম পারে প্রায় ছ'শো হাজার প্যালেস্টেনিয়ান বসবাস করত। গাজা এলাকায় প্রায় চারশো হাজার

প্যালেস্টোনিয়নাদের নিবাস ছিল। 'পশ্চিম পার', গাজা এবং অন্যান্য ইস্রাইলি অধিকৃত এলাকায় প্যালেস্টোনিয়ানরা এক হয়ে ইস্রাইলি শাসনের বিরুদ্ধে তাদের শাসনের প্রতিবাদ করত এবং গড়িলা যুদ্ধ করত।

ছয়দিনের যুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজশন একটি ইস্রাইলের শাসন বিরোধী ইস্তাহার বিলি করেছিল। সেই ইস্তাহারে বলা হয়েছিল : আমরা প্রতি রাস্তায়, ঘাটে ও গ্রামে, ইস্রাইলি সরকারের শাসনের তীব্র বিরোধিতা এবং লড়াই করব। প্রতি প্যালেস্টোনিয়ানদের এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে হবে। রাস্তায়, পাহাড়ে, শত্রুর যানবাহনকে রুখতে হবে। গাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে। এমনি করে আমরা ইস্রাইলিদের অন্নে মারব।

এই ইস্তাহারের নিচে মলোটোভ ককটেল কী করে তৈরী করতে হয় তার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

আজ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের আগুন জ্বলে উঠেছে। এই সন্ত্রাসবাদের প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখা গিয়েছিল প্যালেস্টাইন ইস্রাইলি যুদ্ধে। এই সন্ত্রাসবাদের 'গুরু' হল ইস্রাইল এবং প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা সংস্থা। পরবর্তীকালে যারা এই ধরণের সন্ত্রাসবাদের কাজ করেছে কিংবা করছে তারা এদের তুলনায় সামান্য ছাত্র বলা চলে. যেমন ইতালিতে, আয়ারল্যাণ্ডে, পশ্চিম জর্মানী ইত্যাদি। প্যালেস্টে-নিয়ান গড়িলা সেনাবাহিনীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মাও সেতুং এবং ফিডেল কাস্ট্রোর গড়িলা যুদ্ধকে অনুকরণ করে ইস্রাইলি সরকার এবং সৈন্যবাহিনীকে বিব্রত, নাজেহাল করা। এই গড়িলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যাপারে সিরিয়ার কাউণ্টার ইনটেলিজেন্সের কর্তা আহমদ সুয়েদানী একটি বড় অংশ গ্রহন করেছিলেন। তিনি পরে বিখ্যাত ইস্রাইলি স্পাই এলি কাহেনকে গ্রেপ্তার করেছিলেন।

এই সন্ত্রাসবাদ শুরু হবার আসল কারণ কী? এই কারণ ব্যাখ্যা করতে হলে কয়েকটি ঘটনার বিবরণী দেয়া দরকার।

সন্ত্রাসবাদ শুরু হবার বহু কারণ ছিল। দুইটি বড় প্রধান কারণ হল ইস্রাইলি অধিকৃত এলাকায় প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা বাহিনী এবং ইস্রাইলি কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স শেনবেতের সঙ্গে দৈনিক সংঘর্ষ এবং পরবর্তীকালে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' বাহিনীর অভ্যুদয়।

১৯৫৫ সালের আরব ইস্রাইলি যুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যর ভূগোল এবং ইতিহাস পাল্টে গিয়েছিল। এরপর প্যালেস্টোনিয়ান গাড়লা বাহিনী [এখানে প্যালেস্টে-নিয়ানদের শুধু প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা বাহিনী বলব] ইস্রাইলি অধিকৃত এলাকায় তাদের গড়িলা সংগ্রামের জন্যে ক্যাম্প খুলল। এখানে ইস্রাইলিদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে প্রচুর বন্দুক. গুলি, গোলা মজুত রাখা হত। শুধু অধিকৃত এলাকায় নয়, এই গড়িলা বাহিনী ক্রমে ক্রমে এত শক্তিশালী হল যে তারা জর্ডনে এক সমান্তরাল সরকার গঠন করেছিল।. এছাড়া লেবাননেও তাদের প্রভাবের উত্তাপ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্যালেস্টোনিয়ান নেতারা ইয়াসির আরাফত, জর্জ হাব্বাস, আহমদ জিব্রিল, নায়েফ হাওতামে আবু নিদাল সবাই ভিন্ন ভিন্ন

সন্ত্রাসবাদী দল পরিচালনা করতেন। এদের সবার উদ্দেশ্য ছিল প্যালেস্টাইনকে উদ্ধার করতে হবে। তবে এদের সবার নীতি ভিন্ন ছিল। এই সব গড়িলা সৈন্যবাহিনীর প্রধান কাজ ছিল ইস্রাইলি অধিকৃত এলাকায় নিয়মিত হানা দিয়ে ইস্রাইল সরকারকে বিব্রত, নাজেহাল এবং দুর্বল করা। বিভিন্ন উপায়ে এ কাজ করা হত। বোমা বিস্ফোরণ, প্লেন এবং বাস হাইজ্যাকিং, খুন করা। ইস্রাইলি সরকারি অফিস আক্রমণ করা ছিল এই কাজের আর একটি নমুনা।

এই সব সন্ত্রাসবাদের কাজ বেড়ে যাবার পর ইস্রাইল সরকার অধিকৃত এলাকাকে শান্ত রাখবার দায়িত্ব শেনবেত এবং তার ডিরেক্টরকে ইউসুফ হারমেলিনকে দিল। কিন্তু সবার বক্তব্য ছিল হারমেলিন এ কাজের জন্যে অনুপযুক্ত।

এই আশংকা একেবারে ভুল ছিল না। কারণ ১৯৫৫ সালে সারা দুনিয়ায় সন্ত্রাসবাদদের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। য়ুনাইটেড স্টেটস, কানাডা, গ্রেট বৃটেন, পশ্চিম জর্মানী, ইতালি, সুইডেন, তুর্কী, জাপান সর্বত্রই এই সন্ত্রাসবাদের কাজ শুরু হয়েছিল। ইতালিতে 'রেড ব্রিগেড' স্থির করেছিল কবে কোথায় এবং কখন কাকে আক্রমণ করতে হবে। এই নিয়ে তারা একটি তালিকা তৈরি করেছিল। গড়িলারা মাও সেতুং এবং চে গুয়েভারার নীতিকে অনুসরণ করত। উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, এ আই আর এবং তুর্কীর পিপলস আর্মি' এবং প্যালেস্টাইনের জর্জ হাব্বাসের 'ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন' (পি এফ এল পি) নাম উল্লেখযোগ্য। এদের সন্ত্রাসবাদের কাহিনী পরে বিস্তারিত করে বলা হবে।

শেনবেত [ইস্রাইলিদের কউণ্টার ইনটেলিজেন্স অর্থাৎ আমাদের আই বী,] প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলাদের সন্ত্রাসবাদ দমন করবার জন্যে একটি সময়সূচি তৈরি করে রেখেছিল। প্রথমে, ৬৭ সালের যুদ্ধের আগে জনসাধারণের কাছে শেন বেতের নাম প্রায় অজানা ছিল। 'মোসাদ' এবং 'আমানের' বেশি নাম ছিল। কিন্তু আরব ইস্রাইলি যুদ্ধের পর শেন বেতের নাম আরো বেশি করে শোনা গেল।

শেনবেতের বহু কাজের মধ্যে একটি কাজ ছিল আরব প্যালেস্টেনিয়ান জনগণের উপর কড়া পুলিশি নজর রাখা। এ কাজ করবার জন্যে তাদের বহু স্পাই, ইনফরমার নিয়োগ করতে হয়েছিল। এর জন্যে তারা বহু অর্থলোভী আরবদের তাদের ইনফরমার হিসাবে নিয়োগ করেছিল। অনেক সময়ে এই প্রলোভনের কাজ সফল হত না। শেনবেতের একটি প্রস্তাব ছিল যদি অধিকৃত এলাকা থেকে ইস্রাইলি সামরিক বাহিনী তুলে নে'য়া হয়, তাহলে অধিকৃত এলাকার প্যালেস্টেনিয়ান জনগন ইস্রাইলি সমাজের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করবার সুযোগ পাবে। অবশ্যি শেনবেতের এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। শেনবেতের কর্তা হারমেলিন নতুন উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে অধিকৃত এলাকায় পুলিশি শাসন করতে শুরু করলেন। লেভী এশকলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিয়মাফিক। অবশ্যি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে লেভী এশকল ছিলেন শেনবেত এবং মোসাদের মনিব। তিনি হারমেলিনের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন

করবার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ এশকলের সঙ্গে মোসাদের কর্তা মেয়ার অমিটের খুব বেশি সদ্ভাব ছিল না। হারমেলিন খুব সৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু লেভী এশকল ছিলেন ধূর্ত, বলা যায় শয়তান প্রকৃতির রাজনীতিবিদ। তিনি একজন শয়তান লোকের সন্ধানে ছিলেন যিনি তাকে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র করবার পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন। শুধু তাই নয়। তিনি চেয়েছিলেন তার মনোনীত ব্যক্তিটি তার সঙ্গে বসে হাসি ঠাট্টায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। সোজা কথায় লেভী এশকল একজন মোসাহেব চেয়েছিলেন।

একদিন শেনবেতের কাছে একটি উড়ো খবর এল প্রধানমন্ত্রী লেভী এশকলকে হত্যা করবার প্ল্যান, চক্রান্ত করা হচ্ছে। এই ধরণের উড়ো খবর লেভী এশকলের দপ্তরে অসংখ্য আসত। এই সব উড়ো খবর নিয়ে বড়ো বেশি কেউ মাথা ঘামাতেন না। অবশ্যি এবার চিন্তা হবার কারণ ছিল। কারণ কিছুদিন আগে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট কেনেডীকে হত্যা করা হয়েছিল। তাই সবাই সাবধান হয়েছিল। হারমেলিনও ঐ উড়ো চিঠিকে তুচ্ছ, অবহেলা করতে পারলেন না। এশকলের সিকিউরিটি আরো কড়া করা হল। এশকল এই কড়া নিয়ম কানুনের প্রতিবাদ করেছিলেন।

হারমেলিন এর জবাবে বললেন ঃ এ নিয়ে আপনি কোন চিন্তা ভাবনা করবেন না। শুধু আপনি আপনার সিকিউরিটি গার্ডকে বলবেন না, আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন, কিংবা কার সঙ্গে দেখা করবেন কিংবা কী করবেন?

লেভী এশকল-এর জবাবে বলেছিলেন এসব কথা বললেও ওরা আমার ক্ষতি করতে পারবে না।

এই সময়ে ইস্রাইলের বিভিন্ন ইনটেলিজেন্স দপ্তরগুলি পরিচালনা করবার জন্যে একটি কমিটি গঠন করা হল। এই কমিটির নাম হল 'বরষ'। বলা যায় এই কমিটি ছিল 'সুপার ইনটেলিজেন্স কমিটি'। এই কমিটি কিছুদিন পরে স্থির করল অধিকৃত এলাকার আইনশৃংখলা এবং প্রশাসন করবার দায়িত্ব শেনবেতকে দেয়া হবে। কারণ 'বরষ' কমিটি বুঝতে পেয়েছিল এই ধরণের কাজের জন্য শেনবেত হল সব চাইতে উপযুক্ত। শেনবেতও জানে কখন ছড়ি চালাতে হবে, কখন মিষ্টি-মুখ করতে হবে। 'বরষ' কমিটির আর একটি সিদ্ধান্ত ছিল অধিকৃত এলাকায় আইন কানুনের কিংবা প্রশাসনের কোন অদলবদল কিংবা পরিবর্তন করা চলবে না। এই সিদ্ধান্ত খাতাপত্রে আজও বলবৎ আছে। যদিও কখনও ঐ নিয়ম কার্যকরী করা হয়নি 'বরষ' কমিটির আর একটি সিদ্ধান্ত ছিল প্যালেস্টেনিয়ানদের দুইটি দল কিংবা দুই অংশে ভাগ করতে হবে। একদল যাদের সাহায্য নিয়ে অধিকৃত এলাকা প্রশাসন করতে হবে। দ্বিতীয় দল, যারা ইস্রাইলি প্রশাসনের বিরোধিতা করবে তাদের উপর ছড়ি চালাতে হবে। আরো সহজে বলা যায় ইস্রাইল সরকার অধিকৃত এলাকায় প্রশাসনের জন্যে যে নিয়ম চালু করেছিল এবং যা এখনও কার্যকরী আছে, সেই নীতি হল 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল'।

তবে এই 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' নীতি অনুসরণ করে অধিকৃত এলাকা প্রশাসন করা খুব সহজ কাজ ছিল না। এই অধিকৃত এলাকার অধিকাংশ জনগন ছিল বিক্ষুব্ধ জনতা। তারা সহজে ইস্রাইলি শাসনকে স্বীকার করে নিল না। ভবিষ্যৎ নেবে কিনা এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। এছাড়া দেখা গেল এই নিয়ম চালু করতে গিয়ে শেনবেত অনেক ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে।

প্রথমতঃ অধিকৃত এলাকা সম্বন্ধে শেনবেতের কোন জ্ঞান ছিল না বললেই চলে। এই এলাকার জনসাধারণের সমাজ, জীবনযাত্রা, সব কিছু শেনবেতের কাছে ছিল অজানা, অজ্ঞাত।

অধিকৃত এলাকায় শেনবেত তাদের প্রশাসন শুরু করার আগে বাজারে একটি গুজব রটে গিয়েছিল শেনবেত এই এলাকায় কাউকে আইন শৃংখলা ভাঙ্গতে দেবে না। যারা ইস্রাইলি প্রশাসনের কোন আইন কানুনের বিরোধিতা করবে তাদের কঠোর সাজা দে'য়া হবে। মোট কথা শেনবেত অধিকৃত এলাকার বাসিন্দাদের স্পষ্ট করে বলল ঃ ইস্রাইল অধিকৃত এলাকা থেকে চলে যাবে না। এই এলাকা শাসন করবার জন্যে শেনবেত, ইস্রাইলি কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স বাহিনীকে নিয়োগ করা হয়েছে। শেনবেতের কাছে অপরাধের কোন ক্ষমা নেই।

কঠোর হাতে সর্বপ্রকার সন্ত্রাসবাদকে দমন করা হবে।

অধিকৃত এলাকার সন্ত্রাসবাদকে দমন করবার দায়িত্ব আব্রাহাম আহিতুবকে দে'য়া হল। কোন এক সময়ে তিনি শেনবেতের 'আরব এ্যাফেরাস' বাহিনীর বড় কর্তা ছিলেন। কাজে যোগ দেবার পর আহিতুবের প্রথম এবং প্রধান চেষ্টা হল অধিকৃত এলাকায় যেন প্যালেস্টেনিয়ানরা কোন প্রকারে ইস্রাইল সরকারের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে না পারে।

আহিতুব পেশায় ছিলেন আইনজীবি। তিনি প্রতিটি বিষয় আইনের চোখে খুটিয়ে দেখতেন এবং চুলচেরা বিচারও করতেন। সি-আই-এ আহিতুব সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন···উজ্জ্বল, কঠোর পরিশ্রমী, উচ্চাকাঙ্খী কিন্তু তার মাথা গরম।

১৯৫৬ সালে কিছুকালের জন্যে ইস্রাইল গাজা এলাকায় তাদের শাসন চালু রেখেছিল। ঐ সময়ে তারা গাজার প্যালেস্টেনিয়ান নাগরিকদের উপর ছড়ি চালিয়েছিল। একাজ করেছিলেন আহিতুব। অতএব প্যালেস্টিনিয়ানদের কাছে তার যথেষ্ট দুর্নাম ছিল।

আহিতুবের সহকারীর নাম ছিল ইহুদ আরবেল। ১৯৫৫ সালে তিনি ছিলেন সামান্য একজন পুলিশ কর্মচারি। ১৯৫৫ সালের লড়াইর পর পশ্চিম পারকে আরবেলের হাতে তুলে দে'য়া হল। ঐ সময়ে, প্রথমে আরবেলের বেশি কাজ ছিল না। তার প্রধান কাজ ছিল বিদেশিদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে তিনি স্থির করেছিলেন যে শেনবেত থেকে পদত্যাগ করবেন। কিন্তু '৬৭ সালের লড়াই'র পর যখন স্থির হল আরবেল হবেন অধিকৃত এলাকার দুই নম্বর শাসনকর্তা তখন তার ইচ্ছার পরিবর্তন হল।

আরবেল তার কাজ সুষ্ঠু-নিপুণভাবে করবার জন্যে অধিকৃত এলাকার গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ালেন এবং এইসব এলাকার বিভিন্ন ধরণের খবর সংগ্রহ করলেন। এই এলাকা সম্বন্ধে তার জ্ঞান বাড়ল। এই গ্রামে ঘুরে বেড়াবার পেছনে আর একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল। তিনি সব এলাকার প্যালেস্টেনিয়ানদের মধ্যে কিছু বিভীষণ অর্থাৎ যাকে বলা যায় 'মীরজাফর' ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। কিছুদিনের মধ্যে কিছু বিভীষণ পাওয়া গেল। তারা নিয়মিত ভাবে খবর এনে শেনবেতের কাছে দিত। এই সব খবর শেনবেতের খাতায় টুকে রাখা হত। এই খবরগুলি প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা দমনের কাজের জন্যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

আহিতুব এবং আরবেল 'পশ্চিম পারে' প্রচুর বিভীষণ রিক্রুট করেছিলেন। এদের কাছ থেকে প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলাদের গতিবিধির খবর সংগ্রহ করা হত। অধিকংশ ইনফরমারেরা ছিল আরব, প্যালেস্টেনিয়ান নয়। আবার অনেক সময়ে ইস্রাইলিরা আরবের ছদ্মবেশ পরে খবর সংগ্রহ করত। কিছু আরবদের ভয় দেখিয়ে কিংবা ব্ল্যাকমেল করে তাদের কাছ থেকে খবর আদায় করা হত।

এইসব ইস্রাইলি ইনফরমারেরা নিখুঁত আরবীক ভাষা বলতে পারত। বিভিন্ন ধরনের পাওয়া সংবাদ থেকে একদিন জানা গিয়েছিল ইয়াসির আরাফত রামাল্লার একটি বাড়িতে আছেন। হারমেলিন এই সংবাদ পেয়ে ওখানে গিয়ে দেখলেন খাঁচা খালি, আরাফত পালিয়ে গেছেন।

এই রকম বহু সংবাদকে ভিত্তি করে শেনবেত বহু আরব গড়িলা বাহিনীর শিবিরে হানা দিয়েছিল। এই ধরনের হানা দেওয়াকে বলা হয় Preventive Intelligence অর্থাৎ কোথাও কোন গোলমাল হাঙ্গামা শুরু হবার আগেই সেই হাঙ্গামা বন্ধ করে দেবার আয়োজন, বন্দোবস্ত।

'৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে শেনবেত প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা শিবিরে হানা দিয়ে অনেক প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলাকে গ্রেপ্তার করে নিয়েছিল। এই গ্রেপ্তারের সংখ্যা ছিল প্রায় কয়েক হাজার।

একটা কৌতুহল কিংবা প্রশ্ন সবার মনে জাগতে পারে। অধিকৃত এলাকার প্যালেস্টেনিয়ানরা কেন ইস্রাইলিদের কাছে মাথা নত করেছিল। এই কাহিনীকে ব্যাখ্যা করে বলবার আগে বলা প্রয়োজন কী কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার ইহুদী শরণার্থীরা ইস্রাইলে এসে তাদের ঘর স্থাপন করেছে। এখানে পুরানো ইহুদী ইতিহাস ঝালিয়ে নে'য়া দরকার।

[যারা এই কাহিনী বিস্তৃত বিবরণী জানতে চান তাদের আমার লেখা 'মরুভূমির ঝড়' পড়তে অনুরোধ করব।]

"এই কাহিনী শুরু করতে হবে বাইবেলের যুগ থেকে। বাইবেলের কাহিনী অনুযায়ী ঈশ্বর প্যালেস্টাইনকে আব্রাহামের বংশধরদের দিয়েছিলেন।

আব্রাহামের দুই ছেলে ছিল, ইসাক এবং ইসমায়েল। এদের বংশধর হল ইস্রাইল এবং আরব।

ইস্রাইলিদের ধর্মগ্রন্থ হল 'তোরা', মুসলিমদের 'কোরাণ'। দুইটি ধর্ম গ্রন্থে ঈশ্বর আদেশ দিয়েছিলেন কী করে ধর্ম এবং সাধারণ জীবন যাত্রা পালন করতে হবে।

বাইবেলের দিন থেকে ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে তাদের স্বদেশ ভূমি করবার স্বপ্ন দেখেছিল। তাদের বহু আন্দোলন এবং সংগ্রামের পর বৃটিশ বিদেশমন্ত্রী জেমস বালফুর, ২রা নভেম্বর, ১৯১৭ সালে এক ঐতিহাসিক চিঠি লিখে ইহুদিদের প্রতিশ্রুতি দিলেন প্যালেস্টাইনে তাদের একটি 'জাতীয় বাসস্থান' করবার সুযোগ দেয়া হবে।

বর্তমান আরব-ইস্রাইলি ঝগড়া সেইদিন থেকে নতুন করে শুরু হয়েছে।

'বালফুরের ঘোষণার পরে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৬ সালে এক লাখ ইহুদিদের বিদেশ থেকে প্যালেস্টাইনে আগমনে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পরে ১৪ই মে, ১৯৪৮ নতুন ইস্রাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাশিয়া ইস্রাইলকে স্বীকৃতি দিল। শুধু তাই নয়। ইস্রাইলকে বাঁচাবার জন্যে প্রচুর পরিমানে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করল রাশিয়ার উপগ্রহ দেশগুলি।

এরপর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে ইহুদি আগমনের জোয়ার শুরু হল।

এখানে এসে যারা নিজেদের স্বদেশভক্ত, জাতীয়তাবাদী অর্থাৎ 'ঘোর ন্যাশনালিষ্ট' বলে পরিচয় দিলেন তাদের বলা হল 'জিওনিষ্ট'। একমাত্র ধর্মগ্রন্থ 'তোরার' আদর্শে গঠিত অর্থাৎ ইস্রাইলকে যারা ভালবাসবে তাদেরই এই গোষ্ঠিতে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

সব ইহুদিই 'জিওনিষ্ট' নয় এবং যারা ইহুদি ন'ন কিন্তু যারা ইস্রাইলের আদর্শকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসেন, তাদের 'জিওনিষ্ট' বলা চলে। [এখানে উল্লেখযোগ্য, প্রাচীন জেরুজালেমের আধ মাইলের মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর তিনটি প্রধান প্রধান ধর্মের পীঠস্থান। ইসলাম ধর্মের আল আকসা মসজিদ 'ডোম অব দি রকস্'। বলা হয় এখান থেকে মুহম্মদ স্বর্গে গিয়েছিলেন। দুই, আলআকসা মসজিদের দেয়াল হল ইহুদিদের 'কান্নার দে'য়াল'। এখানে ইহুদিরা এসে তাদের 'ত্রান কর্তার' জন্যে প্রার্থনা করেন, এবং প্রায় দুশো গজ দূরে হল যীশুর কবরস্থান, 'দি হোলি সেপালকার', ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের গির্জা।]

বর্তমানে ইস্রাইল কীভাবে শাসন করতে হবে এ নিয়ে নতুন ইহুদিদের মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ রয়েছে। এই মতবিরোধের উদাহরণ স্বরূপ একটি কাহিনী বলা প্রয়োজন।

এই কাহিনী হল ১৯৩০ সালের একটি ঘটনা। তেল আভিভে ম্যাগরাবি স্কোয়ারে একটি ঘড়ি ছিল। ঐ ঘড়ি কোন কাঁচ দিয়ে ঢাকা ছিল না। একদিন তেল আভিভের মেয়র ঐ স্থান থেকে ঘড়িটি সরিয়ে নিলেন। কেন? এর জবাবে মেয়র বললেন: যখনই কোন ইহুদি ঐ ঘড়ির সামনে দিয়ে হেটে যান তিনি ঐ ঘড়ির কাটা বিভিন্ন সময়ের জন্যে ঘুরিয়ে রাখেন। কারণ কোন ইহুদিই মন

স্থির করে বলতে পারেন না ঘড়ির সময় কী হবে? তেমনি বর্তমান কোন ইস্রাইলি মন স্থির করে বলতে পারেন না তাদের নতুন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক নীতির কাঠামো কী হবে কিংবা কী হওয়া উচিৎ?

আজ ইস্রাইলের জনগণের কাছে চারটি রাজনৈতিক মতবাদ চালু আছে। প্রথম একটি দল চায় ইস্রাইল হবে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এই মতবাদের সমর্থক হল শীমন পেরেস, ইয়াতজাক শমীর। এরা ইস্রাইলকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ করে গড়ে তুলতে চান। এদের ইচ্ছা হল ইস্রাইলি সমাজ হবে আধুনিক, সৈন্যবাহিনী হবে আধুনিক, ইহুদি ধর্মের দিন ছুটি হিসেবে পালন করতে এরা ইচ্ছুক। অতএব উপসনার জন্যে ধর্মীয় মন্দিরে যাবার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে এরা মনে করেন না। এরা বলেন যদি ইস্রাইলের সব কিছু গাছ, পাথর, আকাশ বাতাস 'তোরার' আদর্শে গঠিত হয়, তাহলে পৃথক করে ধর্মকে অনুসরণ করবার কোন প্রয়োজন নেই। ইস্রাইলের পঞ্চাশ ভাগ লোক এই নীতিকে সমর্থন করে। এরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের ধর্ম নিরপেক্ষ স্কুলে পাঠিয়ে থাকেন।

ইস্রাইলের আর একটি দল আছে, যারা সংখ্যায় ত্রিশ পার্সেণ্ট। তাদের বলা হয় ধর্মীয় 'জিওনিষ্ট', Religious Zionists.

এরাও ধর্ম নিরপেক্ষ জিওনিষ্টদের অনেক নীতি, চিন্তাধারা সমর্থন করেন। তবে এরা মন্দিরে উপাসনা করা কিংবা ধর্মীয় গ্রন্থ "তোরাতে" বিশ্বাস করেন। তৃতীয় দলটি সংখ্যায় পাঁচ পার্সেণ্ট। এরা বিশ্বাস করেন যে ইহুদি রাষ্ট্র, ইস্রাইল গঠন করা হল ত্রানকর্তা, "মেসিয়ার" আগমনের প্রথম পদক্ষেপ। এদেরও ধর্মীয় জিওনিষ্ট বলা হয়! এরা অধিকাংশই 'পশ্চিম পারে' বাস করছেন এবং তাদের ইচ্ছা ওখানেই তারা থাকবেন এবং ঐ জমি ছেড়ে দেবার কোন ইচ্ছাই তাদের নেই।

চারনম্বর দলটি অত্যাধিক গোড়াপন্থী এবং হিব্রু ভাষায় এদের 'হারডিম' বলা হয়ে থাকে। এদের কাছে নতুন ইহুদী রাষ্ট্রগঠন ধর্মের কোন ব্যাপারই নয়। এদের ভাষা হিব্রু নয়, 'ইদিস' যে ভাষা কোন এক সময়ে মধ্য য়ুরোপে চালু ছিল।

গত চল্লিশ বছর ধরে এই চারটি মতধারা, এবং নীতি ইস্রাইলের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির উপর প্রভাব সৃষ্টি করেছে। সরকারে ক্ষমতা এবং আসন পাবার জন্যে এরা প্রতিযোগিতা করছে। ১৯৫৫ সালের জাতীয় নির্বাচনে একশো কুড়িটি পার্লামেণ্টের আসনের জন্যে সাতাশটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনের ময়দানে নেমেছিল। এই সব নির্বাচনে ধর্মের নাম ব্যবহার করা হয়েছিল।

প্রশ্ন হতে পারে কেন এই সব ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলি 'ওয়েষ্ট ব্যাংকে' অর্থাৎ 'পশ্চিম পারে' তাদের বাড়ি তৈরি ঘর করবার চেষ্টা করছে। এখানে এক উগ্রপন্থী ধর্মীয় নেতার যুক্তি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

তার বক্তব্য হল 'ঈশ্বরের ইচ্ছায়, বলা যায় তাঁরই নির্দেশে, এই নতুন ইস্রাইলি রাষ্ট্রগঠন করা হয়েছে। ভগবানের আশীর্বাদেই আমরা ছয় দিনের যুদ্ধে জয়লাভ

করেছি। আমাদের কাছে এই যুদ্ধ হল মুক্তিযুদ্ধ। পুরাতন যুগ থেকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা নতুন ইস্রাইলি রাষ্ট্র এবং তার সীমান্ত কী হবে এই নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং স্বপ্ন দেখেছেন ? আজ সেই স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। মোসেস তার স্পাইদের ইস্রাইলে (ঐ সময়ে ইস্রাইলের নাম ছিল "কানান") পাঠিয়েছিলেন, জানবার জন্যে কী করে ঐ দেশের ভেতরে ঢোকা যায় ?

স্পাইদের জবাবে নিরাশার সুর ছিল।...এরপর ঈশ্বর আমাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন।

......তবে ঈশ্বর বলেছিলেন ইস্রাইলের বংশধরেরা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবে।... আজ ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে......(From Beirut to Jerusalem, Thomas Friedman (পৃষ্ঠা ৩১১-৩১২)

এই মতের পক্ষপাতি ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা আজ ওয়েষ্ট ব্যাঙ্ক অর্থাৎ 'পশ্চিম পারে' শেকর গেড়েছেন এবং এখান থেকে চলে যাবার কোন ইচ্ছাই এদের নেই। তাদের উচ্ছেদ করা একেবারেই অসম্ভব। বর্তমান ইস্রাইল প্যালেস্টাইন চুক্তি কার্যকরী করা সম্ভব হবে কিনা স্পষ্ট করে এখনও কিছু বলা যায় না।

* * *

অনেকের মনে কৌতূহল জাগতে পারে ৬৭ সালের যুদ্ধের পর 'ওয়েষ্ট ব্যাঙ্ক' অর্থাৎ 'পশ্চিম পারের' প্যালেস্টেনিয়ানরা কেন ইস্রাইলিদের শাসন স্বীকার করে নিয়েছিল এবং বর্তমানে কেনই বা তারা আন্দোলন করছে।

কারণ তলিয়ে দেখা যাবে ঠিক যুদ্ধের পরেই 'পশ্চিম পারের' প্যালেস্টেনিয়ান নাগরিকেরা ইস্রাইলি সরকারের কোন আদেশ লংঙন কিংবা অমান্য করেনি। তারা ইস্রাইলি শাসনের বেশ কিছু নিয়ম কানুনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল।

এর একটি প্রধান কারণ ছিল দৈনিক রুটী রোজগারের সমস্যা। কারণ 'পশ্চিম পারের' নাগরিকদের কাছে জীবিকা অর্জনের জন্যে ইস্রাইলিদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য দৈনিক জিনিস পত্রের বিক্রী, কেনাকাটি একান্ত আবশ্যক ছিল। এই সব প্যালেস্টেনিয়ানদের জবাব ছিল স্পষ্ট, এবং পরিস্কার। তারা বলল, 'পশ্চিম পারকে' ইস্রাইলিদের হাত থেকে মুক্ত করবার দায়িত্ব হল পি. এল. ও'র, যারা দেশের বাইরে থেকে কাজ করছেন। ইয়াসির আরাফাত এবং তিউনেশিয়াতে অবস্থিত প্যালেস্টেনিয়ান লিবারেশন অর্গানিজশন এই কাজ করবে। আর একটি কারণ হল বর্তমানে প্যালেস্টেনিয়ানদের মধ্যে একতার অভাব, ঝগড়া বিবাদ, কলহ প্যালেস্টেনিয়ান মুক্তিযুদ্ধকে দুর্বল করে রেখেছে। প্যালেস্টেনিয়ান ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায় প্যালেস্টেনিয়ান মুসলিমদের সন্দেহ করে থাকে। মুসলিম মৌলীবাদীরা প্যালেস্টেনিয়ান কম্যুনিষ্টদের সন্দেহ করে। একদল প্যালেস্টেনিয়ান অপর দলকে অবিশ্বাস করে। এছাড়া গাজা এবং 'পশ্চিম পারের' প্যালেস্টেনিয়ানদের বক্তব্য হল বর্তমানে অধিকৃত এলাকায় ইস্রাইলি প্রশাসন আপত্তিকর হলেও আবশ্যক।

*   *   *

প্যালেস্টোনিয়ান কিংবা আরব ইনটেলিজেন্স ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সের তুলনায় ছেলেখেলা ছিল। কী করে লুকিয়ে গোপনে সন্ত্রাসবাদীর কাজ করতে হয় এ কাজে তারা বিশেষ অনভিজ্ঞ ছিল। এছাড়া আরব ইনটেলিজেন্স একটি মারাত্মক ভুল করেছিল। এক গড়িলা বাহিনী অপর গড়িলা বাহিনীকে ভাল করে চিনত। ইনটেলিজেন্সের কাজে এই চেনা পরিচয় মারাত্মক ভুল। প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলারা আন্দাজ অনুমান করেছিল স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের গতিবিধির কোন খবর রাখেনা কিংবা শেনবেতের কাছে তাদের গতিবিধির কোন খবর দেবেনা। স্থানীয় প্যালেস্টোনিয়ান বাসিন্দারা গড়িলাদের এড়াতে চাইত। তারা চাইত শান্তি। গড়িলাদের সাহায্য করে নিজেদের জীবন বিপন্ন করবার ইচ্ছা তাদের ছিলনা।

অধিকৃত এলাকায়, মিছিল প্রসেসান করা নিষেধ ছিল। শেনবেত কঠোর হাতে এই সব মিছিল, প্রসেসান বন্ধ করে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বাহবা পেল। আহিতুবের কেস অফিসারেরা স্থানীয় ইস্রাইলি নাগরিকদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। কেস অফিসারদের স্পষ্ট নির্দেশ দে'য়া হয়েছিল, যেন তারা তাদের চিহ্নিত এলাকার প্রতিটি প্যালেস্টোনিয়ান নাগরিকের গতিবিধির এবং তাদের সামাজিক জীবন যাত্রার খবরাখবর রাখে। শুধু তাই নয়, প্রতিটি গ্রামের, মহল্লার মাতব্বরদের সঙ্গে তারা যেন অবাধে মেলামেশা করে এবং তাদের ঘরের খবর রাখে।

গ্রামে, কী ঘটছে এ খবর শেনবেতের কেস অফিসার রাখত এবং রাখে।

শেনবেতের প্রতি ইনফরমারদের জন্যে কোড নাম ব্যবহার করে থাকে।

কোন প্যালেস্টোনিয়ান যদি কোন বড় বাড়ি বানাবার অনুমতি চাইত তাহলে শেনবেতের ছাড়পত্র পেলেই বাড়ি বানাবার সবুজ সংকেত দে'য়া হত। অলিভ তেল কিংবা ফল দেশের বাইরে রপ্তানী করবার জন্যে শেনবেতের অনুমতির দরকার হত। শেনবেতের কেস অফিসারেরা জানত অধিকৃত এলাকার কোথায় কী ঘটছে। কোন আরব কিংবা প্যালেস্টোনিয়ান শেনবেতের চোখের আড়ালে কোন কিছুই করতে পারতনা।

যে সব আরব কিংবা প্যালেস্টোনিয়ান শেনবেতের কাছে কোন খবর বিক্রী করত তাহলে খবরের মূল্যের পরিবর্তে তাদের বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করা হত।

শেনবেতের এই নীতি কিংবা বলা যায় এই রাজনীতি অনুসরণ করবার জন্যে ইস্রাইলকে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। বিশ্বের কাছে ইস্রাইলি সরকার অত্যাচারী, 'নিষ্ঠুর', বলে দুর্নাম কিনেছিল। দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রে নিরপরাধ ব্যক্তিদের উপর কঠোর, নির্মম, অত্যাচার করা হয়েছিল। শেনবেতের জেরা এবং খবর বার করবার পদ্ধতি, আইন কানুন, কে. জি. বি'র চাইতে অনেক কঠোর ছিল।

অধিকৃত এলাকায় প্যালেস্টোনিয়ান আন্দোলনকে শেনবেত কিংবা ইস্রাইলি

সরকার বন্ধ করতে পারেনি, এবং পারবে কিনা এই বিষয়ে অনেকের মনে ঘোর সন্দেহ আছে। [সম্প্রতি আরাফত এবং ইস্রাইলের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে, সেই চুক্তি আদৌ কার্যকরী করা সম্ভব হবে কিনা এই বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে। অধিকৃত এলাকার বিভিন্ন ঘটনা থেকে বোঝা যাবে যেসব ইস্রাইলি এই এলাকায় তাদের বাড়ি ঘর তৈরি করেছে তারা কখনই ওখান থেকে চলে আসবে না কিংবা প্যালেস্টাইনিয়ানদের আসতে দেবে না।]

আজকাল অধিকৃত এলাকায় প্যালেস্টাইনিয়ান গড়িলাদের সঙ্গে ইসলামিক জিহাদ দল একত্র এবং বেশ সজাগ এবং কর্মতৎপর হয়েছে। এই সব গড়িলা বাহিনীর, সন্ত্রাসবাদীদের কাজ বন্ধ করতে গিয়ে শেনবেতকে যথেষ্ট দুর্নাম কিনতে হয়েছে। বলা হয় '৬৭ সালের যুদ্ধের আগে শেনবেতের কর্মচারীরা ছিল এক সুখী পরিবার। শেনবেতের অনেক কর্মচারি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীতে সাহস দেখিয়েছিল। অনেকে দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে হাগানা, স্টার্ন গ্যাংগের সন্ত্রাসবাদের কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল। ১৯৫৫ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পর শেনবেতের চেহারা, চরিত্র যেন পালটে গেল। শেনবেত হল এক 'নিষ্ঠুর জল্লাদ' কিংবা 'নিষ্ঠুর হৃদয়হীণ দানব'। তাদের বিরোধী কোন আন্দোলনকে দমন করতে তারা কোন অবৈধ, নোংরা কাজ করতে কুণ্ঠা কিংবা দ্বিধা বোধ করত না। বলা যায়, শেনবেত ছিল প্যালেস্টাইনিয়ান গড়িলা বাহিনীকে দমন করবার জন্যে এক ধারাল তরবারি।

সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্যে শেনবেতের প্রচুর ইনফরমার, স্পাই-র প্রয়োজন ছিল। এইসব কাজের জন্যে তেল আভিভে শেনবেতের একটি দপ্তর খোলা হয়েছিল। এই দপ্তরে স্পাই, ইনফরমার নিয়োগ করা হত। এই কাজে লোক নিয়োগ করবার জন্যে কাজের যোগ্যতা, নিয়মকানুন অনেক শিথিল, নরম করা হয়েছিল। সব কিছু এত তাড়াহুড়োয় করা হয়েছিল যে শেনবেতের আচার ব্যবহার কাজের পদ্ধতি তাদের কাঠামো পরিবর্তন করল।

শেনবেতের কাজের আইনকানুন পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে কাজের ধারাও পাল্টে গেল। শেনবেতের প্রধান কাজ ছিল খবর সংগ্রহ করা। অতএব শেনবেতের পক্ষে মূল্যবান সময় নষ্ট করা সম্ভব ছিল না। শেনবেতের কর্মচারিরা জানত কঠোর, নির্দ্দয় না হলে তারা খবর সংগ্রহ করতে পারবেনা। [এখানে উল্লেখযোগ্য ত্রিশ দশকে হিটলার নাৎসী জর্মানীতে গেষ্টাপার সাহায্য নিয়ে ইহুদিদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিল এবং জর্মানী থেকে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। বর্তমানে শেনবেত ঐ নিয়ম অনুসারে অধিকৃত এলাকা অর্থাৎ 'পশ্চিম পার' থেকে প্যালেস্টাইনিয়ানদের বিতাড়িত করছে।]

তবে মাঝে মধ্যিখানে শেনবেতের কর্তারা কোন অন্যায় দেখতে পেলে সেই অন্যায় বন্ধ করবার চেষ্টা করতেন। তবে সব সময়ে নয়। একবার শেনবেতের কর্তা ইউসুফ হারমেলিন দেখতে পেয়েছিলেন শেনবেতের এক এজেন্ট এক প্যালেস্টাইনিয়ানের উপর অন্যায় ভাবে মারধোর করে খবর বার করবার চেষ্টা

করছে। হারমেলিন মারধোর করে খবর বার করবার বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে ঐ প্যালেস্টোনিয়ানকে উদ্ধার করলেন? শেনবেতের এজেণ্টরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে গড়িলাদের মুখ থেকে কী উপায়ে কথা বার করতে হবে শিখে নিয়েছিল। শেনবেতের বক্তব্য ছিল মারধোর না করলে অধিকৃত এলাকায় সরকার বিরোধী আন্দোলন সহজে দমন করা যাবে না।

অধিকৃত এলাকায় দুই রকম আইনকানুন এবং বিচার বলবৎ ছিল। এক শ্রেনীর আইন কানুন ইস্রাইলি সন্ত্রাসবাদীদের জন্যে ব্যবহার করা হত। প্যালেস্টে-নিয়ানদের বিচার করবার জন্যে আর শ্রেণীর আইন কানুন ব্যবহার করা হত।

আর একটা মজার ব্যাপার ছিল সব অভিযোগই শেনবেত করত। শেনবেত ছিল বিচারক এবং বাদীপক্ষ। প্যালেস্টোনিয়ানদের অভিযোগের কোন জবাব দে'য়ার সুযোগ দে'য়া হত না।

আর একটি ঘটনা।

লিবিয়ার সম্রাট ইদ্রিস।

মোসাদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু সম্রাট ইদ্রিস বেশিদিন রাজত্ব করতে পারলেন না। এক সামরিক বিপ্লবে ইদ্রিস তার সিংহাসন হারালেন। লিবিয়ার নতুন শাসনকর্তা হলেন কর্নেল গাদাফী—ইস্রাইলের ঘোর শত্রু। শেনবেত / মোসাদ খবর পেয়েছিল লিবিয়ার সৈন্যবাহিনী এক বিপ্লব, আঁতাত করবার প্ল্যান করছে। মোসাদ এই গোপন খবর ইদ্রিসকে দিয়েছিল। আমেরিকা ও বৃটেনকে এই খবর দেয়া হয়েছিল।

শেনবেত / মোসাদের এই খবর সম্রাট ইদ্রিসকে দেবার একটি নেপথ্য কারণ ছিল। কারণ ইস্রাইল প্ল্যান করেছিল যে 'পশ্চিম পার' এবং গাজা এলাকার প্যালেস্টোনিয়ানদের লিবিয়াতে নিয়ে গিয়ে ওখানে থাকবার, বসবাসের জায়গা করে দিতে হবে। কিন্তু সামরিক বিপ্লব, আতাঁতের জন্যে এই প্ল্যান ব্যর্থ হল। অবশ্যি এই প্ল্যান ব্যর্থ হবার আরো কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। সেই ঘটনার কিছুটা এখানে উল্লেখ করা দরকার। কারণ ৪ঠা মে ১৯৫৫ সালে প্যারাগুয়ের রাজধানী আসানসিওতে এক প্যালেস্টোনিয়ান আরব গিয়ে ঐ দেশের ইস্রাইলি এম্বাসীতে হানা দিল। লোকটি বলল, সে এম্বাসডারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। কিন্তু সিকিউরিটি গার্ড তাকে বলল, যে তার এম্বাসডারের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। তখন লোকটি এক রিভলবার বের করে ইস্রাইলি সিকিউরিটি গার্ডকে গুলি করে পালিয়ে গেল। খুনীর সঙ্গে আরো দুজন লোক ছিল। পরে তারা ধরা পড়েছিল।

এই হত্যাকাণ্ডের কারণ বলতে গিয়ে ইস্রাইলি এম্বাসী এক বিবৃতিতে বলল: এই হত্যাকাণ্ড হল আরব সন্ত্রাসবাদের একটি বড় প্রমাণ। একে বলা যায় এক ঢেউ। কিন্তু ইস্রাইলি এম্বাসী আসল কথা গোপন করল।

এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে আরো তিনজন প্যালেস্টোনিয়ান আরব ছিল। ইস্রাইলি সরকার এদের পুনর্বাসনের জন্যে প্যারাগুয়েতে পাঠিয়েছিল, কিন্তু পরে ইস্রাইলি সরকার ঐ তিন আরবদের আশা আকাংখা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

এই তিন যুবকের অভিযোগ ছিল ইস্রাইলি সরকার তাদের পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি।

হত্যাকারীর নাম ছিল তালাল ইবন দিমাসি। তার জন্ম হয়েছিল গাজাতে। অনেকদিন থেকে সে গাজার 'জারালিয়া' শরণার্থী শিবিরে ছিল। পরে গাজার গভর্ণরের আমন্ত্রণে তালাল ইবণ এবং তার দুই বন্ধু গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করতে গেল। ইস্রাইলি গভর্ণর এদের বললেন তাদের প্যারাগুয়েতে বসবাস করবার সুযোগ করে দে'য়া হবে। তারা এই প্রস্তাবে উৎসাহিত বোধ করল। কিন্তু প্যারাগুয়েতে এসে তারা নিরাশ হল।

'৬৭ সালের যুদ্ধের পর শেনবেত এবং ইস্রাইলি সরকার প্যালেস্টেনিয়ান আরবদের আশ্বাস দিয়েছিল তাদের অন্য দেশে থাকবার স্থান করে দে'য়া হবে। বেশ কয়েক হাজার প্যালেস্টেনিয়ান ইস্রাইলি সরকারের এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছিল এবং বিদেশেও যাত্রা করেছিল। ইস্রাইলি সরকার যাবার খরচপত্রও দিয়েছিল। ইস্রাইলি সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, 'পশ্চিম পার' এবং গাজা থেকে প্যালেস্টেনিয়ানদের উঠিয়ে নিয়ে বিদেশে কোথাও তাদের থাকবার স্থান করে দে'য়া হবে। শুধু তাই নয়, নতুন দেশে তাদের চাকুরীও দে'য়া হবে। ইস্রাইলি সরকার এ কাজ করতে পারেনি।

বেশ কয়েক হাজার প্যালেস্টেনিয়ান নতুন দেশে আস্তানা করবার জন্যে দক্ষিণ এবং উত্তর আমেরিকাতে গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু সেখানে গিয়ে বুঝতে পারল ইস্রাইলি সরকারের এই আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়।

দিমাসি এবং তার বন্ধু ১৯৫৫ সালে এপ্রিল মাসে প্যারাগুয়েতে গিয়ে হাজির হয়েছিল, কিন্তু তারা সেখানে থাকবার কোন স্থান পেল না, চাকুরিও পেল না। তাদের, ভবিষ্যৎ কী হবে সেইটে জানবার জন্যে তারা প্যারাগুয়ের ইস্রাইলি এম্বাসীতে গিয়ে হাজির হল। এইখানেই দিমাসি ইস্রাইলি এম্বাসীর সিকিউরিটি গার্ডকে গুলি করেছিল।

তালাল ইবন দিমাসির এই ঘটনা তেল আভিভে আলোড়ন সৃষ্টি করল। ইস্রাইলি ক্যাবিনেট বুঝতে পারল এই ঘটনার খবর বাজারে ছড়িয়ে পড়লে ইস্রাইলের সুনামের হানি হবে। অতএব অধিকৃত এলাকা থেকে প্যালেস্টেনিয়ান-দের তুলে নিয়ে অন্যত্র থাকবার স্থান করে দেবার প্রস্তাবটি বাতিল করে দেয়া হল।

পরে জানা গিয়েছিল প্রায় কুড়ি হাজার প্যালেস্টেনিয়ান তাদের ভিটেমাটি ত্যাগ করে বিদেশে যাত্রা করেছিল।

*　　*　　*　　*

১৯৫৫ সালের 'যুদ্ধে ইজিপশিয়ান বিমান বাহিনী ধ্বংস হবার পর নাসর বুঝতে পারলেন যে এই যুদ্ধে আরবদের পরাজয় হয়েছে।

এবার তিনি বিভিন্ন আরব দেশের নেতাদের নিয়ে এক আলোচনার বৈঠকে বসলেন। আলোচনার বিষয় ছিল, যুদ্ধে হার হয়েছে। এবার কে লড়াই করবে

এবং কোথায় ?

নাসর দমবার পাত্র ছিলেন না।

এই পরাজয়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে গড়ে উঠল এক নতুন প্যালেস্টোনিয়ান লিবারেশন অর্গানিজেশন এবং নতুন নেতা ইয়াসির আরাফত।

এই নতুন পি. এল. ও-র জন্মকাহিনী বলতে গেলে পুরানো কিছু কাসুন্দী ঘাটা দরকার।

নাসর যুদ্ধে পরাজয়ের পর স্থির করলেন যে ভবিষ্যৎ ইস্রাইলিদের সঙ্গে লড়াই করবে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজেশন।

প্যালেস্টাইন লিবারেল অর্গানিজশন এবং প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্মি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল জেরজালেমে ২২শে মে ১৯৫৫। ঐ দিন জেরুজালেম শহরে প্রথম প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কংগ্রেসের এক সভায় এই প্রতিষ্ঠান গঠন করা হল। [বর্তমান লেখক ঐ দিন জেরজালেম শহরের ঐ সাধারণ সভায় এবং পি. এল. ও-র জন্মের সময় ওখানে উপস্থিত ছিলেন] যুদ্ধের আগে পি. এল. ও'র প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন আহমদ সুকেরী। কিন্তু যুদ্ধের সময় সুকেরীর ব্যর্থতা স্পষ্ট হল। তিনি সব প্যালেস্টোনিয়ানদের একত্র করতে পারলেন না। কয়েকটি প্যালেস্টোনিয়ান মুক্তি যোদ্ধা সংঘ, সুকেরীর কাছে মাথা নত করতে স্বীকার করল না। ইয়াসির আরাফতের 'আল ফতাহ' ছিল তার মধ্যে একটি প্রধান সংস্থা। এছাড়া আরো কয়েকটি বড় প্যালেস্টোনিয়ান সংগঠনের নাম হল 'দি পপুলার ফ্রণ্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন' [পি. এফ. এল পি] এর নেতার নাম ছিল জর্জ হাব্বাস। তিনি ছিলেন একজন ডাক্তার। '৬৭-র যুদ্ধের আগে জর্জ হাব্বাস ছিলেন নাসরের মন্ত্রে দীক্ষিত 'কৌমিয়া আল আরবেরিয়ার অর্থাৎ "আরব ন্যাশনলিষ্ট মুভমেণ্টের নেতা। যুদ্ধের পর হাব্বাস তার 'কৌমিয়া আল আরবিয়ার' সঙ্গীদের নিয়ে এই নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন। হাব্বাস ক্রমে ক্রমে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ নীতিতে আকৃষ্ট হলেন। তিনি সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে সমস্ত আরব দেশে এক ইস্রাইল বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তার ইচ্ছা ছিল এই সংগ্রামে বিভিন্ন আরব দেশগুলিকে একত্র করে, নতুন সামাজিক চেতনা তৈরি করা সম্ভব হবে। এরপরে পি এফ এল পি হল এক বামপন্থী দল। এবার ঐ দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে নায়েফ হাওতামে "পপুলার ডেমোক্রেটিক ফ্রণ্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন [পি. ডি. এফ. এল. পি] গঠন করলেন। হাব্বাসের দল থেকে আর একজন বেরিয়ে গিয়েছিলেন যার নাম হল আহমুদ জিব্রিল।

এবার এই নেতা আহমদ জিব্রিলের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

আহমদ জিব্রিল একমাত্র আরব গড়িলা নেতা যিনি রাশিয়ার সিক্রেট সার্ভিস, কে. জি. বি.'র সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা কখনই অস্বীকার করেননি। তাকে ক্রেমেলিনের অনুচরকে বলা হত।

জিব্রিল সিরিয়ান সৈন্যবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনি ১৯৫৮

সালে প্যালেস্টাইনি লিবারেশন ফ্রন্ট গঠন করলেন। ১৯৫৫ সালে কে. জি. বি'র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেন। তিনি কয়েকবার রাশিয়াতে গিয়ে গড়িলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছিলেন। পরে তিনি তার ফেদাইন দল গঠন করলেন এবং প্রায়ই তার দল ইস্রাইলের অভ্যন্তরে গিয়ে হানা দিত।

কিন্তু সবচাইতে উল্লেখযোগ্য আরব গড়িলা নেতা এবং যিনি ৬৭ যুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তার নাম হল ইয়াসির আরাফত। ইয়াসির আরাফত কে ?

কোথায় আরাফতের জন্ম ? এ নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ আছে।

সঠিক কেউ বলতে পারবেনা আরাফতের জন্ম কোথায় ?

কেউ বলেন তার জন্ম হয়েছিল গাজায় ? আবার অনেকের মতে তার জন্মের সার্টিফিকেট অনুযায়ী তার জন্ম হয়েছিল কায়রোতে, ২৪শে আগষ্ট ১৯২৯।

আরাফত অবশ্যি বলেন, তার জন্ম হয়েছিল জেরুজালেমে, এবং ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তিনি জেরুজালেমে ছিলেন।

১৯৫১ সালে আরাফত কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিলেন। তিনি পরে প্যালেস্টাইন ষ্টুডেণ্টস ফেডারেশনের (১৯৫২-৫৬) প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন। ঐ সময় থেকে তার 'মুসলিম ব্রাদারহুডের' সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সন্দেহ করা হয় ঐ সময়ে তার মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা হাসান আল বান্নার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়।

কায়রোতে থাকাকালীন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হল তিনি ক্ষমতা-লোভী। তাকে প্যালেস্টাইন ষ্টুডেণ্টস ফেডারেশন থেকে হটান হল। এবার তিনি জেনারেল ষ্টুডেণ্টস অব প্যালেস্টাইনের সভ্য হলেন। পরে যখন প্যালেস্টাইন ষ্টুডেণ্টস ফেডারেশনের অনেক সদস্যকে খুন করা হল তখন অনেকে সন্দেহ করলেন এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আরাফতও জড়িত ছিলেন। আরাফত এই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। আরাফত যাই করুননা কেন, মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে থাকবার জন্যে তাকে কায়রো থেকে বের করে দে'য়া হল। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত আরাফত কায়রোর "কালো তালিকায়" ছিলেন।

কায়রো থেকে আরাফত এবার কুয়েটে এলেন। এখানে এসে তিনি বাড়ি তৈরি করবার কাজ শুরু করেছিলেন। এখানে থাকাকালীন তিনি ইস্লামিক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে পাকিস্তান গিয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি আবু আমর নাম ব্যবহার করতেন।

কুয়েটে থাকাকালীন আরাফত এবং তার বন্ধু আবু জিহাদ স্থির করলেন ইস্রাইলিদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে একটি সংগঠন করা দরকার। ইস্রাইলের বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করতে হবে এই ছিল আরাফতের বক্তব্য। ১০ই অক্টোবর, ১৯৫৯ সালে আরাফত এবং তার বন্ধু আবু জিহাদ আল ফতাহ সংগঠন

স্থাপন তৈরি করেছিলেন। প্রথমে দলের কোন নামাকরণ করা হল না।

এই আল ফতাহ গঠন করা সম্বন্ধে আরাফতের বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরাফত বলেছিলেন '৫৮ সালে আমি দলের নামাকরণ করেছিলাম। প্রথমে আমি আরবীক "হাতাফ [Hataf] নামটি রাখলাম। হাতাফের মানে হল 'মৃত্যু' (death) আমি নিজেই এই নামটি দিয়েছিলাম। নামটি আমি কোরান থেকে নিয়েছিলাম। পরে এই 'হাতাফ' নামটি উল্টো করে দলের নাম ফতাহ রাখা হল। 'ফতাহ' মানে হল কোন ব্যক্তির গৌরব। [কয়েক বছরের মধ্যে আরাফতের চেষ্টায় 'ফতাহ' একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেব গন্য হল। এই সংগঠনে যোগ দিলেন সালা খালাফ [মুসলিম ব্রাদারহুডের পুরানো সদস্য] ফারুক খাদুমি, দীর্ঘকাল আরাফতের ডান হাত ছিলেন এবং খালেদ আল হুসেনি···

এর পর আরাফত য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে ঘুরে প্যালেস্টেনিয়ান আরব ছাত্রদের আল ফতাহ'র দলে টানলেন। তখন আল ফতাহ এবং পি. এল. ও দুইটি সতন্ত্র ভিন্ন দল ছিল।

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শহরে আল ফতাহ'র শাখা খোলা হল।

কিন্তু দীর্ঘকাল আল ফতাহ ছিল ইজিপশিয়ান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কাছে মুসলিম ব্রাদারহুডের একটি শাখা। ইজিপশিয়ান ইনটেলিজেন্সের বক্তব্য ছিল কয়েক বছর আগে মুসলিম ব্রাদারহুড নাসরকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। অতএব ইজিপ্টে দীর্ঘকাল আরাফত ছিলেন অস্পৃশ্য, হরিজন। কিন্তু সালের যুদ্ধের পরাজয়ের পর নাসর প্যালেস্টোনিয়ান লিবারেল অর্গানিজশনের নতুন ভূমিকা কী হবে সেইটে নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন। তিনি হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন যে বিভিন্ন প্যালেস্টোনিয়ান সন্ত্রাসবাদ দলগুলির মধ্যে আল ফতাহ হল সবচাইতে শক্তিশালী। নাসর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আরাফতকে প্যালেস্টোনিয়ানদের নেতা বলে স্বীকার করে নিলেন। এবং ১৯৫৫ সালে আরাফত হলেন প্যালেস্টোনিয়ান লিবারেল অর্গানিজশনের চেয়ারম্যান। এই সময়ে আরাফতের সবচাইতে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন পি. এফ. এল. পি'র জর্জ হাব্বাস···।

জর্জ হাব্বাসের জন্ম ১৯২৫ সালে লিডিয়া শহরে। [বর্তমানে এর নাম হল লড] হাব্বাস ছিলেন গ্রীক অর্থডক্স ক্রিশ্চিয়ান। তিনি বিভিন্ন প্যালেস্টেনিয়ান শরনার্থী শিবিরে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ১৯৫২ সালে হাব্বাস কায়রোতে ছাত্রদের নিয়ে একটি সংগঠন করলেন। এই সংস্থার নাম ছিল 'এসোসিয়েশন ফর ইয়ং আরব মেন' (Association for Young Arab Man) পরে এই দলের নাম পরিবর্তন করে 'আরব ন্যাশনালিষ্ট মুভমেণ্ট' করা হল।

তখন হাব্বাসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ইয়াসির আরাফত। আরাফত ছিলেন জেনারেল অর্গানিজশন অব প্যালেস্টোনিয়ান স্টুডেণ্টসের চেয়ারম্যান।

হাব্বাসের সঙ্গে আরাফতের মতের পার্থক্য ছিল। হাব্বাস বলতেন দেশকে স্বাধীন করতে হলে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের সবচাইতে বড় অস্ত্র হল 'ইনতেফাদা' [জনগণের উত্থান]। আমরা সন্ত্রাসবাদী এবং আমরা হলাম স্বাধীনতা সংগ্রামী।

১৯৫৫ সালের যুদ্ধের পর মধ্য প্রাচ্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল, নাসরের পদত্যাগ। নাসরের এই সিদ্ধান্ত সমস্ত আরব দেশে, বিশেষ করে প্যালেস্টৈনিয়ান সংগ্রামীদের মধ্যে নিরাশা এবং হতাশার ছায়া বিস্তার করল। কিছুদিন পরে অনেকের অনুরোধে নাসর তার পদত্যাগ পত্র তুলে নিলেন। গড়িলারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

যুদ্ধ শেষ হবার পরে একদিন দামাস্কাসের আবু কামাল রেস্তোরায় আরাফত এবং জর্জ হাব্বাস, দুজনে প্যালেস্টাইনের মুক্তি যুদ্ধের বিভিন্ন সংগ্রামী দলের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করলেন। তারিখটা উল্লেখযোগ্য···জুন এগারই ১৯৫৫ সাল।

জর্জ হাব্বাস চিরকালই প্রতিক্রিয়াশীল আরব সম্রাট এবং তাদের সাম্রাজ্য ধ্বংস করার পক্ষপাতি ছিলেন। এই সব প্রতিক্রিয়াশীল সম্রাটদের তালিকার মধ্যে জর্ডনের সম্রাট হুসেনের নাম প্রথম ছিল। আব্বাসের বক্তব্য ছিল ইস্রাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করবার আগে জর্ডনের প্রতিক্রিয়াশীল সম্রাটকে হটাতে হবে। জর্ডনে বিপ্লব শুরু করতে হবে। নইলে আমাদের বিপদ হবে—এই ছিল জর্জ হাব্বাসের বক্তব্য। আমরা দেখতে পাব পরে ১৯৫৫ সালে প্যালেস্টাইনি গড়িলারা সম্রাট হুসেনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এই লড়াই থেকে জন্ম নিয়েছিল 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' সন্ত্রাসবাদী দল। হাব্বাস আরো বলেছিলেন জর্ডন থেকে আমরা ইস্রাইল আক্রমণ করব। ঐ আক্রমণ শুধু ইস্রাইলের বিরুদ্ধে করবনা। ঐ আক্রমণ হবে ইস্রাইলের জনক আমেরিকার বিরুদ্ধে। আরাফত জর্জ হাব্বাসের এই নীতিকে স্বীকার করে নিলেন না।

হাব্বাস অবশ্য ইতিমধ্যে য়ুরোপে তার সন্ত্রাসবাদের কাজ শুরু করেছিলেন।

আরাফত এবার 'পশ্চিম পার' এবং গাজা এলাকায় প্যালেস্টাইনি গড়িলাদের মধ্যে জাল বিস্তার করলেন এবং অনেক গোপন বাহিনী তৈরী করা হল। কিন্তু দেখা গেল শেনবেত বহু সংখ্যক গড়িলা সদস্যদের গ্রেপ্তার করেছিল এবং তাদের শিবিরে হানা দিয়ে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করেছিল।

এই সময়ে 'আল আহরামের' পত্রিকার সম্পাদক হাসনান হাইকেলের সাহায্যে আরাফত নাসরের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন। ১৯৫৫ সালে যুদ্ধের পর নাসরের আরফতকে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। নাসর ইতিমধ্যে স্থির করেছিলেন ভবিষ্যৎ ইস্রাইলের সঙ্গে লড়াই করবে প্যালেস্টৈনিয়ান গড়িলা বাহিনী, আরব সৈন্যবাহিনী নয়। পেছন থেকে আরব দেশগুলি আরাফত এবং পি. এল. ওকে সাহায্য করবে।

এবার নাসর গড়িলা নেতাদের পরামর্শ দিলেন ঃ আরব প্রতিবেশিদের বিরুদ্ধে

...তিয়ার নেবেন না। আপনারা 'পশ্চিমপার' এবং গাজা এলাকা উদ্ধার করবার চেষ্টা করুণ। নাসরের এই পরামর্শ জর্জ হাব্বাসের নীতি বিরোধী ছিল। হাব্বাস চেয়েছিলেন জর্ডনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকে প্রথমে ধ্বংস করতে হবে। আরাফত নাসরের পরামর্শানুযায়ী তাঁর গড়িলা সংগ্রাম শুরু করলেন। গড়িলা আক্রমণে ১৯৫৫ সালে ইস্রাইলের বিরুদ্ধে 'কারামের যুদ্ধে' জয়লাভ করবার পর আরাফতের জনপ্রিয়তা বাড়ল। বহু সংখ্যক প্যালেস্টেনিয়ান এসে আল ফতাহতে যোগ দিল। এই সময়ে আরাফতের আল ফতাহ'র বিরোধী ছিল জর্জ হাব্বাসের দল পি. এফ. এল. পি. এবং আল সাইকা। সিরিয়ার বাথ পার্টির চেষ্টায় 'আল সাইকা' সন্ত্রাসবাদী দলটি গঠিত হয়েছিল। সাইকা এবং আল 'আসিফা' এক সঙ্গে ইস্রাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। এই দুইটি দল ইয়াসির আরাফতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল তিনি 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতি গ্রহণ করেছেন। এক প্যালেস্টেনিয়ান সংগ্রামীকে অন্যর বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছেন এবং প্যালেস্টেনিয়ানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছেন। সিরিয়ার সরকার বিভিন্ন প্যালেস্টেনিয়ান সন্ত্রাসবাদী দলগুলিকে একত্র করে একটি শক্তিশালী গড়িলা সংগঠন করবার চেষ্টা করেছিল। ১৯৫৫ সালে বিভিন্ন আরব দলের নেতাদের নিয়ে একটি বৈঠক করা হল। সিরিয়া সরকারের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। আরাফত, আহমদ জিব্রিল এবং জর্জ হাব্বাস এক হতে পারলেন না। সিরিয়ার অভিযোগ ছিল আরাফত অন্য কারু পরামর্শে কান দেননা। তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করে থাকেন। সিরিয়া সরকার আল ফতাহকে বিনা পয়সায় অস্ত্র দিচ্ছিল। এছাড়া আল ফতাহ প্রতিমাসে খরচ করত প্রায় তিন লাখ আমেরিকান ডলার। এই সব টাকা আরব দেশগুলি দি: থাকে। অতএব আরাফত কোন প্রতিক্রিয়া শীল আরব সম্রাটদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবেন না এই ছিল বিরোধী দলগুলির অভিযোগ।

বিরোধী গড়িলা নেতারা বিশেষ করে হাব্বাস আরাফতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন আরাফত হলেন এক 'বুর্জোয়া নেতা'। তিনি ধনী আরব প্রতিক্রিয়াশালী সম্রাটদের মোসাহেবী করে থাকেন।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে দুইটি আন্দোলন, সংগ্রাম চলছে। একটি সংগ্রাম হল ইস্রাইলের বিরুদ্ধে, অপরটি হল প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা মুক্তি যোদ্ধাদের মধ্যে, অন্তর্কলহ লড়াই। [বিভিন্ন আরব গড়িলা বাহিনীর গঠনের এই ছোট বিবরণী হল সামান্য একটি রূপরেখা। লেখকের 'মরুভূমির ঝড়' বইতে প্যালেস্টাইনি মুক্তি বাহিনীর পুরো বিবরণী দে'য়া হয়েছে।]

* * *

১৯৫৫সালের যুদ্ধে পরাজয়ের পর জর্ডনের সম্রাট তার ঘর আবার নতুন করে বাঁধতে শুরু করলেন। নতুন করে সৈন্যবাহিনী, এয়ার ফোর্স গঠন করতে হল। আর্থিক নীতির পুণর্বিন্যাস করতে হল। সৌদী আরাবিয়া জর্ডনকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করল। হুসেন যখন তার ভাঙ্গা ঘর নতুন করে বাধবার চেষ্টা করছিলেন

তখন আরাফত এবং আল ফতাহ ইস্রাইলের ভেতরে গিয়ে হানা দিয়ে বিভিন্ন স্থান আক্রমণ করবার চেষ্টা করল। আরাফত 'পশ্চিম পারে' লুকিয়ে গিয়ে গড়িলাদের শিবির স্থাপন করলেন। সেখানে শেনবেতের তাকে গ্রেপ্তার করবার ব্যর্থ চেষ্টার কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সময়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে ২৪২ নম্বর গৃহিত প্রস্তাবে বলা হল ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনী অধিকৃত এলাকা থেকে তাদের সৈন্যবাহিনী উঠিয়ে নেবে···একে অন্যর বিরুদ্ধে কোন প্রকার জোর কিংবা শক্তি ব্যবহার করবে না। এই প্রস্তাবে নতুন প্যালেস্টেনিয়ান রাষ্ট্র গঠনের কোন প্রস্তাব ছিলনা। ২৪২ প্রস্তাব প্যালেস্টেনিয়ানদের নিরাশ করল। এছাড়া আর একটি কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হল ইস্রাইলিরা যদি অধিকৃত এলাকা থেকে তাদের সৈন্যবাহিনী তুলে নেয় তাহলেই সেই এলাকা সম্রাট হুসেন পুর্ণদখল করবেন। ঐ এলাকার শাসনভার প্যালেস্টেনিয়ানদের হাত তুলে দেওয়া হবেনা।

সম্রাট হুসেন যখন জর্ডনের শাসনতন্ত্রকে আবার নতুন করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছিলেন তখন জর্ডনের চারদিকে ছড়িয়ে ছিল প্যালেস্টানিয়ান গড়িলাদের শিবির। শুধু শরণার্থীদের শিবির নয়, সশস্ত্র প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা বাহিনীর ক্যাম্প, যেখান থেকে প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা নেতারা নিয়মিত ভাবে ইস্রাইলের ভেতর ঢুকে গিয়ে আক্রমণ করত। শুধু তাই নয়, আরাফতের 'ফেদাইন' বাহিনী ইস্রাইলের বিভিন্ন রাস্তায় মাইন, ডিনামাইট পুঁতে রাখত। বাধ্য হয়ে সম্রাট হুসেন গড়িলা নেতাদের নির্দেশ দিলেন তারা যেন দেশের আইন-শৃংখলা বজায় রাখবার চেষ্টা করেন এবং দেশের আইনকানুন তাদের নিজের হাতে গ্রহণ না করেন? পরে জর্ডনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রসুল কিলানি এক আদেশ জারি করে বললেন প্যালেস্টাইনি গড়িলা বাহিনী লাইসেন্স বিনা কোন অস্ত্র নিয়ে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারবে না। রসুল কিলানির এই আদেশ গড়িলা বাহিনীর কাছে ছিল প্রায় যুদ্ধ ঘোষণা। তারা স্থির করল বিনা প্রতিবাদে এই আদেশকে তারা স্বীকার করে নেবে না। রসুল কিলানি এক গোড়াপন্থী, শক্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। কিলানির এই আদেশের প্রথম বিরোধিতা করলেন জর্জ হাবাস। কারণ হাবাস চিরকালই বিশ্বাস করতেন যে 'প্রতিক্রিয়াশীল" জর্ডন সরকারের পতন না হলে ইস্রাইলির ভেতরে ঢুকে গিয়ে আক্রমণ করা সম্ভব হবে না। আরাফত অবশ্যি বিশ্বাস করতেন ইস্রাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে সম্রাটের উপস্থিতি, সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়, আবশ্যক। তাকে সিংহাসনের গদি থেকে হটান উচিৎ হবে না। এই ছিল দুই নেতার মধ্যে মতভেদ।

ইতিমধ্যে প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলারা আমান এবং জর্ডনের অন্য শহরে বুক ফুলিয়ে বন্দুক এবং অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল। সরকারি পুলিশ কানুনকে অমান্য করতে লাগল। রাস্তার বিভিন্ন স্থানে তারা ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে শুরু করল। এদিকে ইস্রাইলিরা প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা আক্রমণের পাল্টা জবাব দিতে শুরু করল। প্রতিদিন প্যালেস্টানিয়ান গড়িলারা জর্ডন সীমান্ত থেকে পালিয়ে শহরে এসে আস্তানা গাড়ত। আমান শহর হল

প্যালেস্টানিয়ান সৈনিকদের এক বড় ক্যাম্প। বলা যায় এর পর আমান শহর প্রায় ফেদাইনদের হাতে চলে গেল। অন্য শহরও তারা শাসন করত। এই নাটকের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন ইয়াসির আরাফত। তিনিই সম্রাটের সঙ্গে কিংবা সরকারি কর্মচারিদের সঙ্গে দেখাশোনা এবং আইন-শৃংখলার বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। জর্ডনিয়ান সৈন্যবাহিনীতে অনেক প্যালেস্টানিয়ান কাজ করত। গড়িলা সন্ত্রাসবাহিনীদের প্রতি তাদের বিশেষ দুর্বলতা ছিল। বাজারে গুজব ছিল আবু আমর [ইয়াসির আরাফত] হলেন জর্ডনের রাজা। বলা হত প্যালেস্টে-নিয়ান গড়িলারা 'রাষ্ট্রের ভেতর রাষ্ট্র' গঠন করেছে। দেশ ওদের হাতে চলে গিয়েছে। এমন কি জর্ডনের প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি রাস্তায় আটক করে দেখা হত। সম্রাটও গড়িলাদের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেলেন না।

যদিও এই লড়াইতে বিশেষ এবং বড় অংশ নিয়েছিলেন জর্জ হাব্বাস এবং তার দল পি. এফ. এল. পি কিন্তু দেখা গেল এই লড়াইর জন্যে কৃতিত্ব নিচ্ছেন ইয়াসির আরাফত। হাব্বাসের গড়িলাদের উপর ইয়াসির আরাফতের কোন কন্ট্রোল ছিল না।

১৪ই সেপ্টেম্বর। শহরের অবস্থার প্রতিদিন অবনতি হচ্ছিল এবং বলা হতো দেশের শাসক হয়েছে প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা বাহিনী এবং সবাই সম্রাটকে পরামর্শ দিলেন আর দেরি করলে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না।

আর একটি ঘটনা সম্রাটকে বিচলিত করল। ২৯শে আগষ্ট, ১৯৫৫ সাল হাব্বাসের দল একটি "ট্রানস ওয়ার্লড এয়ার লাইন" আমেরিকান প্লেনকে হাইজ্যাক করল। ৬ই সেপ্টেম্বর লায়লা খালেদ এবং তার পি এফ. এল. পি. দুই সহকর্মী একটি 'এল আল' প্লেনকে হাইজ্যাক করবার চেষ্টা করল। কিন্তু প্লেনটি হাইজ্যাকারদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে প্লেনের গন্তব্যস্থলে চলে গেল। পরে পি. এফ. এল. পি'র হাইজ্যাকাররা 'ট্রান্স ওয়ার্লডের' প্লেন ছাড়া আর একটি সুইস প্লেনকে হাইজ্যাক করে জর্ডনের 'ড'সন' বিমানবন্দরে নামাল। এরপর সম্রাটের বিচলিত হবার কারণ ছিল বৈকী।

তারপর পি. এফ. এল. পি'র গড়িলারা একটি 'প্যান আমেরিকান' প্লেনকে ছিনতাই করে কায়রোর বিমান বন্দরে নিয়ে গেল। এই সব প্লেন হাইজ্যাকদের পেছনে ছিলেন হাব্বাসের তিন ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা, ওয়াদি আল হাদাদ, গাসান কানাফানি এবং বাসাম আবু শরীফ।

পরে এদের এবং আলফতাহ'র হাসান সালমার চেষ্টায় 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' গঠিত হল।

প্লেন হইজ্যাকিংর ঘটনা বিশ্বের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হাব্বাস তাই চেয়েছিলেন।

সম্রাট হুসেন প্লেন হাইজ্যাকিং বন্ধ করতে ব্যর্থ হলেন। আরাফতের কাছে আবেদন অনুরোধ করে তিনি কোন ফল পেলেন না। হাব্বাস আরাফত একে অন্যর বিরোধী ছিলেন।

এবার সম্রাট হুসেন গড়িলাদের দমন করবার জন্যে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে শুরু করলেন। এক সরকারি ঘোষণা থেকে জানা গেল প্রায় ৫২ বিভিন্ন গড়িলা বাহিনী চুয়াল্লিশ হাজার সরকারি আইন কানুন ভেঙেছিল। ১৭ই সেপ্টেম্বর জর্ডনের বেদুইন সৈন্যবাহিনীদের আমানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করা হল। আমান শহরের সাধারণ নাগরিক ভয়ে ঘরের ভেতর বসে রইল। গড়িলা সৈন্যবাহিনীও জর্ডনের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে তৈরি হল। আরাফত এক সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করলেন। তিনি সম্রাটকে তার সৈন্য-বাহিনীকে তুলে নেবার জন্যে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিলেন। কিন্তু এর জবাবে সম্রাট হুসেন তার সৈন্যবাহিনীদের গড়িলাদের আক্রমণ করবার নির্দেশ দিলেন। দুপক্ষ থেকে তুমুল গুলিগোলা চলল। শহরের অবস্থার অবনতি হল। গড়িলারা জর্ডন হোটেলকে তাদের শিবির করল।

টেলিফোন লাইন অকেজো হল। বাজার বন্ধ হল। জর্ডনিয়ান সৈন্যবাহিনীর গড়িলাদের উপর আক্রমণ এত তীব্র হয়েছিল আরাফত পালিয়ে সিরিয়াতে গেলেন। সিরিয়া জর্ডন আক্রমণ করল। সৌদী 'আরবিয়া জর্ডনের সম্রাটকে কোন প্রকার সাহায্য করল না। ইজিপ্ট হুসেনকে তার আক্রমণ বন্ধ করবার জন্যে আবেদন করল। লিবিয়ান এবং কুয়েটিরা জর্ডনের সঙ্গে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করল। ইতিমধ্যে বাজারে গুজব রটল সম্রাট ইস্রাইলিদের কাছে সাহায্য চেয়েছেন।

এরপর নাসরের অনুরোধে সুদানের প্রেসিডেন্ট নুমেরী মীমাংসার জন্যে এক ডেলিগেশন নিয়ে আমানে এলেন। সম্রাট হুসেনের সঙ্গে এক বৈঠক হল। ঐ বৈঠকে আরাফত উপস্থিত ছিলেন। মীমাংসা হল। কিন্তু মীমাংসা খুব ফলপ্রসু হল না।

এরপর সম্রাট হুসেন নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন ওয়াসফি তাল। তিনি ছিলেন গোড়াপন্থী, রক্ষণশীল। তিনি আইন শৃঙ্খলা লাগু করতে একটুও দ্বিধা বোধ করতেন না ওয়াসফি তাল স্থির করে-ছিলেন, ছয় মাসের মধ্যে প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা বাহিনীকে আমান থেকে বের করে দিতে হবে।

গড়িলা বাহিনী এবং সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হল। জর্ডন সৈন্যবাহিনী গড়িলাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিল।

নুমেরী আবার যুদ্ধ থামাবার প্রস্তাব নিয়ে আমানে আলোচনা করতে এলেন। ইতিমধ্যে আরাফত বুঝতে পেরেছিলেন ঐ পরিস্থিতিতে আরব গড়িলা-দের আর যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। অতএব সম্রাট হুসেনের শর্তগুলি স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া তার আর কোন বিকল্প ছিল না। নুমেরী এবং আরাফত সম্রাট হুসেনের শর্তগুলি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে কায়রোতে গেলেন। নাসর ইতিমধ্যে আরব নেতাদের এক বৈঠকের আহ্বান করলেন। সম্রাট হুসেনকেও এই শীর্ষক সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হল।

সম্মেলনে প্যালেস্টাইনি গড়িলা বাহিনী এবং জর্ডনিয়ান সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হল। আপোষ মীমাংসার শর্তগুলি ছিল, গড়িলা সৈন্যরা শুধু সীমান্তে মোতায়েন থাকবে। আমান শহর থেকে তারা চলে যাবে। জর্ডন শুধু নামমাত্র 'প্যালেস্টেনিয়ান লিবারেশন অর্গানিজশনকে' স্বীকৃতি দেবে এবং গড়িলা বাহিনী জর্ডন সরকারের নির্দেশ মেনে চলবে। শরণার্থী ক্যাম্পে চাঁদা সংগ্রহ করা চলবে না।

ইয়াসির আরাফত সন্ধির শর্তগুলি স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করলেন। আলোচনার দিন সভায় ইয়াসির আরাফত উপস্থিত ছিলেন না। শোনা গেল তিনি দামাস্কাসে চলে গেছেন।

পরে তিনি দামাস্কাস থেকে টেলিফোন করে বললেন—আমার আমানে পলাতক আসামীর মত যাবার কোন ইচ্ছা নেই। যদি আমাকে রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে সম্মান দে'য়া হয় তাহলে আমি আমানে ফিরে যাব।

বেশ কয়েক মাস পরে আরাফত সিরিয়া থেকে লেবাননে চলে গেলেন।

তারপর পি এল ও বহুবার জর্ডনে ফিরে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। ফিরে যেতে পারেনি।

এরপর ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের নেতা হলেন আবু আইয়াদ। ১৯৫৫ নভেম্বর মাসে কায়রোর শেরাটন হোটেলে জর্ডনের প্রধানমন্ত্রী ওয়াসফি তালকে হত্যা করা হল। এই হত্যার পেছনে আবু আইয়াদের হাত ছিল।

এই হল 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' বাহিনীর জন্ম কাহিনী।

*　　　*　　　*

জর্ডনে ব্যর্থ হবার পর 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' বাহিনী য়ুরোপে চলে এল।

ইতিমধ্যে নাসরের মৃত্যু হয়েছিল। ইজিপ্টের নতুন রাষ্ট্রপতি হলেন আনোয়ার আল সাদাত। নাসরের মৃত্যু ইয়াসির আরাফতকে কিছুটা দুর্বল করল। সিরিয়াতেও রাজনৈতিক ছবি পাল্টে গিয়েছিল। আসাদ হয়েছিলেন দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি। এবার থেকে আরাফতকে বলা হল সিরিয়াতে সরকারের বিনানুমতিতে তার দলকে কোন সামরিক কাজকর্ম করতে দে'য়া হবেনা।

এই পরিস্থিতিতে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' কর্মতৎপরতা বাড়ল। এরপর দুই বছরের মধ্যে হাব্বাস এবং 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' প্রায় ডজনখানেক বিদেশি প্লেন ছিনতাই করল। য়ুরোপে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদ কাজবৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে ইস্রাইলি কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স 'শেনবেত' অধিকৃত এলাকায় তাদের শাসন আরো শক্ত করবার চেষ্টা করল।

এদিকে পি. এফ. এল. পি 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' য়ুরোপের বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করল। এই সঙ্গে সঙ্গে পি. এফ. এল. পি তাদের দলের সদস্য সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করল। রিক্রুটমেণ্ট করবার উদ্দেশ্য নিয়ে জর্জ হাব্বাস সমস্ত য়ুরোপ ঘুরে বেড়ালেন। দলের এই রিক্রুটমেণ্টের কাহিনী 'শেন বেত' জানতে পারলনা। এই সময়ে জার্মানী, ইতালিতে একদল তরুণ যুবক

ছিলেন যারা অর্থের পরিবর্তে 'জিওনিজমের' বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিলেন। যখন পি. এফ. এল. পি. এ খবর জানতে পারল তখন তারা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করল। এদের মধ্যে কিছু য়ুরোপীয় তরুণ 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' সদস্যদের সামরিক ট্রেনিং দেবার জন্যে লেবাননে এল। 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' জর্ডন থেকে চলে আসবার পর লেবাননে এসে তাদের আস্তানা গেড়েছিল।

তারপর আবার শুরু হল প্লেন ছিনতাই'র পালা। এই কাহিনীর সারাংশ আগেই দে'য়া হয়েছে। প্লেন ছিনতাই ইস্রাইল সরকার কিংবা ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স বাহিনীকে কাবু করতে পারলনা। তারা ঠিক করে নিয়েছিল প্যালেস্টিনিয়ান গড়িলা বাহিনীর কাছে তারা মাথা নত করবেনা। যেখানেই সন্ত্রাসবাদীরা তৎপর হচ্ছিল সেইখানেই 'শেনবেতের' সৈন্যবাহিনী এবং এজেন্টরা গিয়ে হাজির হত। যদিও বিদেশে ইস্রাইলের বিরোধী গড়িলা আন্দোলনের দমনের দায়িত্ব মোসাদের হাতে ছিল তবে কিন্তু এবার মোসাদ এই সন্ত্রাসবাদ দমন করবার দায়িত্ব শেনবেতকে দিল।

*   *   *

১৯৫৫ সালে জি জমিরকে মোসাদের নতুন ডিরেক্টর করা হল। মেয়ার অমিটের চাকুরীর মেয়াদ ছিল পাঁচবছর। মেয়ার অমিট আশা করেছিলেন তার চাকুরির মেয়াদ বাড়িয়ে দে'য়া হবে কিন্তু লেভী এশকল মেয়ার অমিটের চাকুরীর মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে রাজি হলেন না। এর প্রধান কারণ ছিল বেন বারাক্কার হত্যাকাণ্ডে মেয়ার অমিটের ভূমিকার কথা লেভী এশকল ভুলতে পারেননি।

আর একটি কারণে মেয়ার অমিট লেভী এশকলের বিষ নজরে পড়েছিলেন। তিনি ছিলেন ডিফেন্স মিনিষ্টার মোশে দায়ানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মার্চ, ১৯৫৫ সালে অমিটের সাহায্য নিয়ে দায়ান ইরানের শা'র সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই খবর এশকলের কানে পৌঁছে গেল। খবরটি শুনে তিনি রেগে আগুন হলেন এবং মেয়ারের কাছ থেকে কৈফিয়ৎ দাবি করলেন।

এ কী করে সম্ভব? লেভী এশকল অমিটকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি আমার অধীনে কাজ কর। আমার বিনানুমতিতে কোন সাহসে তুমি দায়ানকে ইরানে পাঠাবার চেষ্টা করছ?

অমিট এই কৈফিয়তের কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলেন না।

এই ঘটনার পর মেয়ার অমিট আরো পাঁচ বছরের জন্যে তার চাকুরীর মেয়াদ বাড়াবার আবেদন করলেন। লেভী এশকল এই আবেদন 'না মঞ্জুর' করলেন। বলা হল আপনার পরে জি জমির হবেন মোসাদের ডিরেক্টর।

জি জমিরের নিয়োগ সবাইকে বিস্মিত করল। এমন কী অমিটকেও। কারণ জি জমিরের ইনটেলিজেন্সের কাজে কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা। তবু কেন জি জমিরকে মোসাদের নতন ডিরেক্টর করা হল? শ্রমিক দল এর জবাবে বলল জি জমির আমাদের লোক।

জি জমির ১৯২৫ সালে পোল্যাণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। [বলা দরকার যে

শ্রমিক দলের অধিকাংশ সদস্য পোল্যাণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন) মাত্র সাত বছর বয়েসে তিনি প্যালেস্টাইনে চলে এসেছিলেন। প্রথমে তিনি 'পালমাকে' যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি সৈন্যবাহিনীতে মেজর জেনারেল হয়েছিলেন।

জি জমির দুর্বল চরিত্রের লোক ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ কিংবা আদেশ অমান্য করবার সাহস তার ছিলনা।

জমির শেনবেতের ডিরেক্টর হারমেলিনের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করছিলেন।

* * *

পি. এল. ও, বিশেষ করে আল ফতাহ, 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' সন্ত্রাসবাদ কাজ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শেনবেত তাদের সিকিউরিটিকে আরো কড়া এবং উন্নত করল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইস্রাইলি এম্বাসীকে একটি দুর্গ করা হল। তাদের মত ছিল শুধু এম্বাসী গুলিকে সুরক্ষিত করলে চলবেনা। গড়িলাদের বিরুদ্ধে আরো শক্ত কঠিন পদক্ষেপ নিতে হবে। কিছুদিন আগে এথেন্স বিমান বন্দর থেকে 'এল আল' প্লেনটি ছিনতাই হবার পর ইস্রাইলের জনসাধারণের মধ্যে এক প্রতিবাদের ঢেউ উঠল। এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবার জন্যে এশকল ইস্রাইল সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারি এবং ইনটেলিজেন্স বাহিনীর ডিরেক্টরদের নিয়ে এক আলোচনা বৈঠক করলেন।

এই বৈঠকে স্থির করা হল সন্ত্রাসবাদীদের শিক্ষা দেবার জন্যে শেনবেতের কিছু লোককে বেরুতে পাঠাতে হবে। কারণ ঐ সময়ে প্যালেস্টাইনি গড়িলাদের প্রধান শিবির বেরুতে ছিল।

২৮শে নভেম্বর বেরুত, রাত ন'টা এক ঝাঁক ইস্রাইলি প্লেন তাদের বিশেষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে বেরুত ইণ্টারন্যাশনাল বিমান বন্দরে নামল। এই বিশেষ সৈন্যবাহিনী "মিডল ইষ্ট এয়ার লাইনের" তেরোটি যাত্রী বিমানকে ধ্বংস করল। লেবানীজ সৈন্যবাহিনী তাদের বাধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। পরে সারা বিশ্বে ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনীর বেরুত ইণ্টারন্যাশনাল বিমানবন্দর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করা হল।

তদন্ত শুরু হল। তদন্তে জানা গেল এই আক্রমণের খবর ইস্রাইলের প্রধানমন্ত্রী জানতেন না। তিনি অস্বীকার করলেন তার অনুমতি নিয়ে এই আক্রমণ করা হয়েছে। আক্রমণের পরেও মোশে দায়ান প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন মাত্র চারটি প্লেন ধ্বংস করা হয়েছে। আদৌ কয়টা প্লেন ধ্বংস করা হয়েছে, একথা প্রধানমন্ত্রীকে বলা হল না।

বেরুত ইণ্টারন্যাশনাল বিমানবন্দর আক্রমণের পর দুনিয়ার কাছে একটি কথা সত্যি বলে প্রমাণিত হল। ইস্রাইল প্রতিদিন এক শক্তিশালী দানব হচ্ছে— ইংরাজি বলা যায় 'ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন'। এবার সবার প্রশ্ন হল এর পর কী করা যায় ?

বেরুত ইণ্টারন্যাশনাল বিমানবন্দর আক্রমণের দায়িত্ব প্যারাট্রুপ বাহিনীর

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রাফায়েল আইটানকে দে'য়া হয়েছিল। এই অভিযানের পর এই প্যারাট্রুপ বাহিনীকে শক্তিশালী এবং আধুনিক করা হল। এই বাহিনীর নাম দে'য়া হল "সায়ারাত"। হিব্রু ভাষা থেকে নে'য়া এবং এই শব্দের অর্থ হল "অনুসন্ধান" কিংবা বলা যায় 'সার্চপার্টি'। সাধারণতঃ যারা গড়িলা যুদ্ধে খুব দক্ষ তাদেরই এই "সায়ারাত" বাহিনীতে রিক্রুট করা হয়েছিল।

ইস্রাইলের সৈন্যবাহিনীর প্রতি ডিভিশনে একটি 'সায়ারাতের' শাখা করা হল। পরে এই সায়ারাতের আর একটি নতুন শাখা খোলা হল। এই নতুন শাখার নাম হল 'সায়ারাত মাটকাল'। 'মাটকাল' শব্দের অর্থ হল 'জেনারেল ষ্টাফ অব দি আর্মি'-কিংবা 'কমানডো বাহিনী'। 'সায়ারত মার্টকালকে' সাধারণ সায়ারাতের গুরু বলে গণ্য করা হত। ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনীর চীফ অব দি ষ্টাফ ছিলেন 'সায়ারাত মাটকালের' বড়ো কর্তা।

'সায়ারাত মাটকাল', চীফ অব দি ষ্টাফ এবং আমানের ডিরেক্টরের নির্দেশানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের অপারেশনের কাজ করত। 'সায়ারাত মাটকালের' নামটি দীর্ঘকাল গোপন রাখা হয়েছিল। আজকালও মাটকালের নাম এবং তাদের কাজকর্ম নিয়ে সংবাদপত্রে কোন আলাপ আলোচনা করা হয় না।'

সাধারণ 'সায়ারাত' এবং সায়ারাত 'মাটকালের প্রতিষ্ঠাতার' নাম হল জেনারেল আব্রাহাম আরনাম। সৈন্যবাহিনীর কিছু দক্ষ কর্মচারিদের নিয়ে এবং পরে তাদের বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে এই 'সায়ারাত মাটকাল' বাহিনী খোলা হয়েছিল। প্রতিটি সায়ারাত বাহিনীতে চার-পাঁচ জন দক্ষ গড়িলা সৈন্য থাকত।

এই ধরনের একটি দক্ষ কমানডো বাহিনী ১৯৬৯-৭০ সালে গালফ অব সুয়েজ থেকে রাশিয়ার তৈরি একটি 'রাডার স্টেশন' তুলে এনেছিল। এই কাজের জন্যে দুটি হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছিল। পরে এই রাডার স্টেশনের যন্ত্রপাতি 'আমানের' বৈজ্ঞানিক শাখায় নিয়ে পরীক্ষা করা হল।

'সায়ারাত মাটকাল' এক মাত্র কমানডো বাহিনী যারা সীমান্ত অতিক্রম করবার জন্যে 'হেলিকপ্টার' ব্যবহার করেছিল।

এই "সায়ারাত" কমানডো বাহিনীকে অন্য কাজেও ব্যবহার করা হল। 'প্লেন হাইজ্যাক' হবার পর পাইলট যাত্রীদের উদ্ধার করবার জন্যে 'সায়ারাত মাটকালের' দরকার হল। 'সায়ারাত মাটকালের' অনুকরণে পৃথিবীর অন্যত্রও এই ধরনের 'কমানডো বাহিনী' গঠন করা হয়েছিল।

৩০শে মে ১৯৪৮, জাপানীজ 'রেড আর্মি'র' তিন জন সন্ত্রাসবাদী লড বিমানবন্দরে সাতাশ জন ক্রিশ্চিয়ান যাত্রীকে নিহত করেছিল। তিন জন সন্ত্রাস-বাদীর মধ্যে দুজন সন্ত্রাসবাদী নিহত হল এবং তৃতীয় জাপানীজ সন্ত্রাসবাদী কোজো ওকামাটোকে গ্রেপ্তার করা হল। পরে জানা গেল লড বিমানবন্দরে এই হত্যাকাণ্ড ছিল প্যালেস্টানিয়ান গড়িলা বাহিনীর প্রতিহিংসার চিহ্ন। কারণ কিছুদিন আগে কিছু জাপানীজ সন্ত্রাসবাদী লড বিমানবন্দরে একটি 'বেলজিয়ান' বিমান সাবিনাকে' ছিনতাই করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল।

এই সব ঘটনার পর শেনবেত প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলাদের সন্ত্রাসবাদের জবাব দিতে শুরু করল। ১৯৪৮ সালে ইস্রাইলি সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করল। এ হল 'লেটার বম্ব' সন্ত্রাসবাদ। ইস্রাইলিরা বিভিন্ন ঠিকানায় এই সব 'লেটার বম্ব' পাঠাতে শুরু করল। জুলাই ৮, ১৯৪৮ সালে ইস্রাইলি সন্ত্রাসবাদীরা বিখ্যাত প্যালেস্টোনিয়ান আরব ঔপন্যাসিক এবং জর্জ হাব্বাসের ডান হাত, সাংবাদিক গাসান কানাফানিকে বোমা দিয়ে হত্যা করল। গাসান কানাফানির গাড়ির ভেতর একটি বোমা রেখে দে'য়া হয়েছিল। গাড়ি চালাবার সঙ্গে সঙ্গে বোমা বিস্ফোরণ করে উঠল। কানাফানি এবং তার সঙ্গী তার ভাইঝি ঘটনাস্থলে মারা গিয়েছিলেন।

[গাসান কানাফানি ছিলেন ভারতের একজন 'প্রকৃত বন্ধু'। তিনি বহু ব্যাপারে ভারতকে সাহায্য করেছিলেন তার পুরো হিসেব এখানে দে'য়া তার সম্ভব নয়।'] পরে হাব্বাসের মুখপাত্র হলেন বাসাম আবু শরীফ। তাকেও লেটার বম্ব দিয়ে জখম করা হল। বর্তমানে আবু শরীফ আরাফতের দলের সঙ্গে কাজ করছেন।

এর পর দুই পক্ষের সন্ত্রাসবাদের কাজ আরো তীব্র হল। প্যালেস্টাইনি গড়িলা বাহিনী শেনবেতের এই সব হত্যাকাণ্ডের পাল্টা জবাব দিতে শুরু করল। প্রথম জবাব পাওয়া গেল মিউনিক শহরে 'আলিম্পিক গেমসে'। ইস্রাইলি খেলোয়ারদের হত্যাকাণ্ড সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ এই হত্যাকাণ্ডের পর সারা বিশ্বব্যাপী শুরু হল সন্ত্রাসবাদের তাণ্ডব নৃত্য।

এখানে পাঠকদের কাছে আর একটি রঙ্গীন চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া দরকার। তার নাম হল লিবিয়ার কর্ণেল গাদাফী। তিনি ছিলেন প্যালেস্টোনিয়ান সন্ত্রাসবাদীদের টাকার কুবের।

১৯৪৮ সালে সম্রাট ইদ্রিসকে লিবিয়ার সিংহাসনের গদী থেকে সরিয়ে গাদাফী হলেন দেশের শাসনকর্তা। গাদাফী ছিলেন লিবিয়ার সৈন্যবাহিনীর একজন সামান্য কর্ণেল। লিবিয়ার প্রধান সম্পদ হল পেট্রোল। গাদাফী এই পেট্রোলের টাকা দিয়ে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদীদের পুষতে শুরু করলেন। প্যালেস্টাইনি গড়িলারা লিবিয়ার তেলের টাকা থেকে বঞ্চিত হল না।

গাদাফী সন্ত্রাসবাদীদের বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করতেন। এই সাহায্য করবার একটি পথ ছিল গড়িলাদের আর্মস সাপ্লাই করা। গাদাফী ফরাসি মিরাজ প্লেন, পশ্চিম জর্মানীর 'লিওপার্ড ট্যাঙ্ক' এবং পরে তিনি রাশিয়া থেকে প্রচুর টাকার, প্রায় বারো বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কিনেছিলেন। গাদাফী পাকিস্তানকে ইস্লামিক এটম বোমা বানাবার জন্যে একশো মিলিয়ন ডলার দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের 'চাসমা' শহরে এই এটম বোমা বানাবার জন্যে এই টাকা ব্যবহার করা হয়েছিল। আরব নেতাদের মধ্যে গাদাফীর বন্ধু কেউ ছিল না। সাদাত, নুমেরী সবাই গাদাফীকে অপছন্দ করতেন। এই

সব নেতাদের কাছে গাদাফীর নাম ছিল 'পাপা গাদাফী'। পাপা গাদাফী বিভিন্ন দেশের সন্ত্রাসবাদীদের টাকা, অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতেন। তারা কী কাজ করবে এ নিয়ে কোন প্রশ্ন তিনি করতেন না।

প্রথমে অবশ্যি তিনি 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরদের' সাহায্য করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ইস্রাইলি অলিম্পিক খেলোয়ারদের হত্যা করবার টাকা এবং অস্ত্র দিয়েছিলেন 'পাপা' গাদাফী। গাদাফী পৃথিবীর প্রায় সব সন্ত্রাসবাদীদের টাকা, অস্ত্র এবং ট্রেনিং দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। প্যালেস্টোনিয়ান মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে তার মনোমালিন্য হবার পর তিনি পি. এল. ও'র বার্ষিক অনুদান চল্লিশ মিলিয়ন ডলার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে গাদাফী সন্ত্রাসবাদের কাজের জন্যে প্রায় ৫৮০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছিলেন। এর মধ্যে অধিকাংশ টাকাই তিনি আরাফতের পি. এল. ও এবং 'রিজেকশন ফ্রন্ট' অর্থাৎ হাব্বাস, আবু নিদাল এদের দিয়েছিলেন। তিনি বহু আরব নেতাদের হত্যা করবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। আনোয়ার সাদাতকে খুন করবার জন্যে এক মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। তিউনিসিয়ার হাবিব বরগুইবাকে গদি থেকে সরাবার জন্যে চার-পাচবার চেষ্টা করেছিলেন।

গাদাফী ষাট জনকে নিয়ে বিপ্লবের কাজের জন্য একটি সন্ত্রাসবাদের দলকে তিউনেসিয়ার গাফসা শহর দখল করতে পাঠিয়েছিলেন। গাফসাতে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান ধাতু ইত্যাদি পাওয়া যায়। গাদাফীর এই শহর দখল করবার চেষ্টা ব্যর্থ হল। চল্লিশ জন আক্রমণকারী ধরা পড়ল। এবং পরে বিচারে তাদের ফাঁসি দেওয়া হ'ল। আক্রমণকারীরা পালিয়ে আসবার সময় প্রায় এক মিলিয়ন ডলারের মূল্যের অস্ত্র ফেলে রেখে এসেছিল।

গাফসা আক্রমণ শুরু হয়েছিল রাত দুটোর সময়। আক্রমণকারীরা একদিনের জন্যে গাফসাও দখল করে নিয়েছিল। গাদাফী আশা করেছিলেন গাফসা আক্রমণ করা হলে তিউনেসিয়ার জনগণ বিদ্রোহ করবে। কিন্তু গাদাফীর আশা পূরণ হল না।

গাদাফীর গঠিত এই দলের নেতা ছিলেন আহমুদ মেরগানি। তিনি প্রায় পনের বছর গোপনে তিউনেসিয়ান সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলেন।

গাদাফী মিউনিক অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিদের হত্যাকাণ্ডের জন্যে শুধু অর্থ নয়, অস্ত্রও দিয়েছিলেন।

য়ুরোপে আসবার আগে এবং পরে প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা নেতারা সন্ত্রাসবাদের কাজকে বেশ উন্নত এবং সুষ্ঠু করেছিলেন। লেবাননে আল ফতাহ'র একটি গড়িলা ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল। ঐ সময়ে বহু আরব দেশে প্যালেস্টোনিয়ানরা ছড়িয়ে ছিল। এই সব প্যালেস্টোনিয়ানরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করত এবং প্যালেস্টাইনি সন্ত্রাসবাদীদের জন্যে এদের প্রচুর সহানুভূতি ছিল। এরা প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলাদের অর্থ দিয়ে এবং বিভিন্ন ধরনের গড়িলা কাজে ট্রেনিং দিয়ে সাহায্য করত। উল্লেখ করা দরকার প্যালেস্টোনিয়ানদের মধ্যে অনেকে

আরব দেশের সৈন্যবাহিনীতে কাজ করত। তারা এইসব গড়িলাদের উপযুক্ত সামরিক ট্রেনিং দিত।

ট্রেনিং ক্যাম্পে বিভিন্ন ধরনের গড়িলা আক্রমণের প্রশিক্ষণ দে'য়া হতো। রকেট ব্যবহার করা, বন্দুক চালান, ইত্যাদি শেখান হত। ট্রেনিংর পর এই সব প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলাদের ইস্রাইলের ভেতরে 'কিবুতজ' অর্থাৎ ইস্রাইলি এগ্রিকালচারাল ফার্ম আক্রমণ করবার জন্যে পাঠান হত। প্রায়ই এই সব আক্রমণ ব্যর্থ হত। কারণ এই সব গড়িলারা ছিল অনভিজ্ঞ। গড়িলা আক্রমণ করবার কোন অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। অতএব শেনবেত অতি সহজেই এদের মোকাবিলা এবং কাবু করতে পারত। গড়িলা কাজকর্ম করবার জন্যে অল্প বয়সী মেয়েদেরও ব্যবহার করা হত।

ফতেমা বারনাউ ছিল 'পশ্চিম পারের' এক হাসপাতালের নার্স। পরে তিনি জেরুজালেমের 'জিওন' সিনেমা হল আক্রমণ করতে গিয়ে ধরা পড়ল। মিরিয়াম শার্থাসর বয়স ১১-হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাফেটেরিয়া বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। তিন বোন, রাসমিয়া (২৩), লায়লা (২১) এবং আছিয়া (১৮), জেরুজালেমের সুপার মার্কেট বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল।

১৯৪৪-১৯৪৮ সাল পর্যন্ত প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা বাহিনী চে গুয়েভারা, মাও সেতুং, গিয়াপোর গড়িলা আক্রমণের নীতি অনুসরণ করেছিল। এই নীতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশ আক্রমণই ব্যর্থ হয়েছিল। এই সব বিভিন্ন আক্রমণে প্রায় তিনশো গড়িলা সৈন্য মারা গিয়েছিল এবং আহতের সংখ্যা ছিল বেশ কয়েক হাজার। (এই সংখ্যা ১৯৪৪ সালের গণনানুযায়ী)

য়ুরোপে প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলারা এসে পৌঁছুবার পর য়ুরোপের একটি উল্লেখযোগ্য গড়িলা সংস্থা 'ব্ল্যাক ইণ্টারন্যাশনাল,' জর্জ হাব্বাস এবং ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করল। এই ব্ল্যাক ইণ্টারন্যাশনালের সদস্যরা ছিল অধিকাংশ জর্মান এবং ইহুদি বিদ্বেষী। এরা ছিল ডানপন্থী এবং পরে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের সঙ্গে যখন রাশিয়ার বন্ধুত্ব হল তখন ব্ল্যাক ইণ্টারন্যাশনাল এবং ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের মধ্যে যে হৃদ্যতা হয়েছিল সেই বন্ধুত্ব ভেঙ্গে গেল।

ব্ল্যাক ইণ্টারন্যাশনাল ১৯৪৪ ২রা এপ্রিল স্পেনের বারসেলোনা শহরে এক বৈঠক করল। এই সম্মেলনকে জেনারেল ফ্রাঙ্কোও শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে 'আল ফতাহ' তাদের এক প্রতিনিধি পাঠাল। (এই সম্মেলনে জর্জ হাব্বাস যোগ দিয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি) 'ব্ল্যাক ইণ্টারন্যাশনাল 'প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজশন' এবং আলফতাহ'র প্রতিনিধিদের সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আর্মস ক্রয়-বিক্রয়, পি. এল. ও'র জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করা ছিল ব্ল্যাক ইণ্টারন্যাশনালের প্রতিশ্রুতি। কিছু প্রাক্তন নাৎসী নেতা পি. এল. ও'র গড়িলাদের সামরিক ট্রেনিং দেবার আশ্বাস দিল। এই সময়ে কর্ণেল গাদাফী ব্ল্যাক ইণ্টারন্যাশনালের সম্মেলনে তার

প্রতিনিধি পাঠাতেন।

এইভাবে প্যালেস্টাইনি গড়িলারা সন্ত্রাসবাদের কাজে পাকাপোক্ত হল।

* * * *

এবার জর্মানীর মিউনিক শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতি-যোগিতায় ইস্রাইলি খেলোয়ারদের হত্যার কাহিনী বলতে হবে। ইস্রাইল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার জন্যে কিছু খেলোয়ার পাঠিয়েছিল। 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' গড়িলারা স্থির করল এই সব ইস্রাইলি খেলোয়ারদের হত্যা করতে হবে। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইস্রাইলি খেলোয়ারদের হত্যাকাণ্ড এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। কারণ এই হত্যাকাণ্ডের পর য়ুরোপে এক রক্তগঙ্গার স্রোত বইতে শুরু করে দিল।

এ হত্যাকাণ্ডের তারিখ ছিল, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪। সময় ভোর পাঁচটা। মিউনিকের অলিম্পিক নগরী ঘুমিয়ে আছে। এই ঘুমন্ত নগরীতে ইস্রাইলী ক্যাম্পে আট জন ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের গড়িলা সেনা অতি সন্তর্পনে ঢুকল। তাদের সঙ্গে ছিল অতি শক্তিশালী জোরাল এ কে ৪৭ বন্দুক। (এ-কে ৪৭ বন্দুকের আসল নাম হল কালাসনিকভ। তৈরি করেছিলেন, রাশিয়ান মিখাইল কালাসনিকভ। একসঙ্গে ত্রিশ রাউণ্ড গুলি চালান যায়। এই গুলির স্পীড হল ঘণ্টায় ১৬০০ মাইল।)

আট জন প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা প্রথমে যে কামরায় গিয়েছিল সেই কামরায় থাকতেন ইস্রাইলি কুস্তীর রেফারি। তার নাম ছিল ইয়োসোফ গটফ্রয়েড। তার রুমমেট ছিলেন মোশে ওয়াইন বারজার, কুস্তীর কোচ। তিনি গড়িলা সৈন্যদের দেখতে পেয়েছিলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তিনি আঁচ করে নিয়েছিলেন আঁততায়ীরা কী উদ্দেশ্য নিয়ে ক্যাম্পে এসেছেন। তিনি তাদের দেখে চিৎকার করে উঠেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকবার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। গড়িলারা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করল। ইয়োসোফ গটফ্রয়েডের বন্ধু তুভিয়া সকোলভস্কি পালিয়ে গেলেন। কিন্তু গটফ্রয়েড গড়িলাদের হাতে ধরা পড়লেন। পাশের ঘরে চারজন খেলোয়ার ছিল। তারা পালাতে পারলেন না। প্রথমে তাদের বলা হল দরজা খুলে দেবার জন্যে। এবার খেলোয়ার এবং প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলাদের মধ্যে লড়াই শুরু হল। এই লড়াইতে দুইজন ইস্রাইলী খেলোয়ার নিহত হল। আরো নয়জনকে পাকড়াও করা হল।

সন্ত্রাসবাদীরা এরপর তাদের দাবি পেশ করল। বলা হল ইস্রাইলের জেলখানায় ২৩৪ জন প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলাদের আটক করে রাখা হয়েছে। অবিলম্বে তাদের মুক্তি দিতে হবে। এইসব বন্দীদের তালিকায় জর্মান সন্ত্রাস-বাদী দল 'বাদার মাইনফের' দুই নেতা, উলরিখ মাইনফ এবং আন্দ্রিয়াস বাদার ছিলেন। এই দাবিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল পরের দিন ভোর নটার মধ্যে এই দাবিকে স্বীকার করে নিতে হবে। নইলে খেলোয়ারদের হত্যা করা হবে।

এবার জর্মান এবং ইস্রাইলি কর্তৃপক্ষ আলোচনা শুরু করলেন সন্ত্রাসবাদীদের

ই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। আলোচনার পর ইস্রাইলি কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসবাদীদের দাবি স্বীকার করে নিতে রাজি হল না। তারা বলল ইস্রাইলি জেলখানা থেকে তারা কোন প্যালেস্টেনিয়ান কিংবা জর্মান বন্দীদের ছেড়ে দেবে না। এদিকে জর্মান কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসবাদীদের বলল ইস্রাইলি বন্দী খেলোয়ারদের অবিলম্বে যেন মুক্তি দে'য়া হয়। গড়িলা সন্ত্রাসবাদীরা এর জবাবে বলল তারা মিউনিক শহর থেকে চলে যাবে। এই শহর থেকে তাদের চলে যাবার অনুমতি এবং সুবিধা দে'য়া হক। জর্মান সরকার এই দাবি স্বীকার করে নিল। গড়িলা বাহিনী এবং ইস্রাইলি বন্দীদের নিয়ে যাবার জন্যে একটি হেলিকপ্টার এবং বোয়িং ৭০৭ প্লেন প্রস্তুত রাখা হল। সন্ত্রাসবাদীরা যখন তাদের বন্দীদের নিয়ে প্লেনে উঠতে যাচ্ছিল তখন জর্মান পুলিশ এবং মোসাদের এজেন্টরা তাদের আক্রমণ করল। দুই পক্ষের মধ্যে লড়াই শুরু হল। এই লড়াইতে বেশ কিছু গড়িলা নিহত হল। অনেক ইস্রাইলি খেলোয়ারেরাও মারা গেল।

* * * *

মিউনিক অলিম্পিক খেলার এই ঘটনার পর ইস্রাইলি বিমানবাহিনী সিরিয়ার প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা ক্যাম্পের উপর আক্রমণ করল। প্রায় পঁচাত্তরটি প্লেন এই বোমা বর্ষণে অংশগ্রহণ করেছিল। এই আক্রমণে দুইটি ইস্রাইলি প্লেন ধ্বংস করা হয়েছিল।

এই হত্যাকাণ্ডের সময় ইস্রাইলে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন গোল্ডা মেয়ার। এবার তিনি একটি জনসভায় এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবার শপথ গ্রহণ করলেন। শুধু তাই নয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করবার জন্যে তিনি মোসদের নতুন কর্তা জি. জমিরকে মিউনিক শহরে পাঠালেন। জর্মান কর্তৃপক্ষ জি. জমিরকে এই তদন্ত করবার কোন অনুমতি দিল না।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইস্রাইলি খেলোয়ারদের হত্যা এবং পরে জর্মান কর্তৃপক্ষের ঐ ঘটনার তদন্তে অস্বীকৃতি দেবার পর ইস্রাইলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। একটি সাধারণ তদন্ত থেকে জানা গেল শেনবেতের বডিগার্ডের গাফিলতির জন্যে ইস্রাইলি খেলোয়ারেরা প্রাণ হারিয়েছিল। দাবি করা হল তাকে অবিলম্বে বরখাস্ত করা হক। শেনবেতের ডিরেক্টর হারমেলিন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। এমন কী তিনি পদত্যাগের হুমকিও দিলেন। পরে অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে হারমেলিন এই বডিগার্ডকে বরখাস্ত করলেন।

মিউনিকের ঘটনা নিয়ে যখন তদন্ত, অনুসন্ধান হচ্ছিল তখন একদিন ব্রাসেলসের ইস্রাইলি এম্বাসীতে শেনবেতের একজন এজেন্ট জডোক ওফির এক টেলিফোন পেলেন। ব্রাসেলসে ইস্রাইলি এম্বাসী ছিল মোসাদ, শেনবেতের একটি বড় ঘাঁটি।

জাডোক ওফিরকে এক কাফেটেরিয়াতে দেখা করতে বলা হল? কোন সময়ে দেখা করতে হবে সে কথাও বলা হল। জাডোক ওফির কাফেটেরিয়াতে পৌছুবার

সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে হত্যা করবার চেষ্টা করা হল। সেই যাত্রায় অবশ্য ওফির বেঁচে গেলেন। পরে জানা গেল যে লোকটি ওফিরকে গুলি করে হত্যা করবার চেষ্টা করছিল সেই লোকটি ছিল একজন ডবল এজেন্ট। ওফির ছিলেন তার কেস অফিসার।

ওফিরকে হত্যা করবার চেষ্টা ইস্রাইলের সরকারি রাজনৈতিক মহলে কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল না। কারণ ঐ সময়ে ইস্রাইলে আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল, অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইস্রাইলি খেলোয়াড়দের হত্যাকাণ্ড।

জর্মানী থেকে ফিরে এসে জি জমির প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ারের কাছে এক রিপোর্ট পেশ করলেন। এই রিপোর্ট পড়বার পর প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ার ঘোষণা করলেন ঃ ইস্রাইলের হাত থেকে কোন হত্যাকারীই রেহাই পাবে না। সব দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দে'য়া হবে। গোল্ডা মায়ার পয়ত্রিশজন 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' গড়িলা সৈন্যদের মৃত্যুদণ্ড দিলেন। এদের মধ্যে এগারজন আর গড়িলা নেতাদের হত্যা করবার নির্দেশ দে'য়া হল। বলা হল এই হত্যাকাণ্ডে এরা প্ররোচনার কাজ করেছিল। এই এগারজন গড়িলা নেতার নাম ছিল ঃ আলি হাসান সালমা, প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা, বয়স পয়ত্রিশ। বলা হল মিউনিকের অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইস্রাইলি খেলোয়ারদের হত্যার আয়োজন হাসান সালমা করেছিলেন। মোসাদের কাছে সালমার আর একটি ছদ্মনাম ছিল ঃ 'রেডপ্রিন্স'। সালমা মেয়ে মানুষের সঙ্গ, নাইট ক্লাব ভালবাসতেন। তিনি এক লেবানীজ সুন্দরী 'মিস লেবাননকে' বিয়ে করেছিলেন। আবার আমরা পরে দেখতে পাব সালমা সি. আই-এর সঙ্গেও সহযোগিতা করেছিল।

তালিকার দুই নম্বরে ছিলেন আবু দাউদ। তিনি ছিলেন 'বিস্ফোরক' বিশেষজ্ঞ। তিন নম্বরে ছিলেন মামুদ হামশারি, প্যালেস্টেনিয়ান বুদ্ধিজীবি। প্যালেস্টেনিয়ান সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক ছিল একথা দীর্ঘকাল জানা যায় নি। চার নম্বর ছিলেন ওয়াল জাইটার—কবি, বুদ্ধিজীবি। পাঁচ নম্বর—কামাল নাসর—কবি, আলফতাহ্'র পাব্লিক রিলেশন্স অফিসার ছিলেন। কামাল নাসর প্রকাশ্যই স্বীকার করতেন তার প্যালেস্টেনিয়ার সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ছয়, অধ্যাপক ডাঃ বেসিল আলকুবাইসি। তিনি জর্জ হাব্বাসের দলের জন্য অস্ত্র ক্রয় করতেন।

সাত নম্বর নিকার ছিলেন কামেল আদোয়ান। ইস্রাইলি অধিকৃত এলাকায় সাবোটাজ সন্ত্রাসবাদের কাজ তিনিই পরিচালনা করতেন। আট নম্বর নিশানা ছিল ঃ মুহম্মদ ইউসুফ নাজার ওরফে আবু ইউসুফ। তিনি প্যালেস্টাইনি গড়িলা মুভমেন্টের একজন গণ্যমান্য সদস্য ছিলেন। তিনি আলফতাহ এবং 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। নয় নম্বর শিকার ছিলেন ঃ আলজেরিয়ান নেতা মুহম্মদ বৌদিয়া। তিনি ছিলেন অভিনেতা, রঙ্গমঞ্চের পরিচালক। তাকে 'লেডীজ ম্যান' বলা হত।

এবং তালিকার সবশেষে ছিলেন ওয়াদি হাদাদ। হাদাদ ছিলেন প্যালেস্টানিয়ান

গড়িলা বাহিনীর গুরু এবং জর্জ হাব্বাসের ডান হাত। এই লিস্টে আর দুজন দুর্দ্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদীর নাম ছিল না, যেমনঃ ডন কার্লোস এবং আবু নিদাল।

ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর এবং প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলাদের হত্যা করবার জন্যে মোসাদ, শেনবেত যে সন্ত্রাসবাদীকে নিযুক্ত করেছিল তার নাম ছিল 'আভেনর'।

এ হল একটি ছদ্মনাম।

আভেনর চাকুরির খোঁজ করছিলেন। এমন সময়ে একদিন তিনি একটি চিঠি পেলেন। সেই চিঠিতে বলা হয়েছিল আপনার যদি চাকুরীর প্রয়োজন থাকে, তাহলে অমুক দিন অমুক সময়ে, তেল আভিভের দিজেনগফ স্ট্রীটের মোড়ে ····· অমুকের সঙ্গে দেখা করবেন। চিঠিতে বলা হল না কার সঙ্গে দেখা করতে হবে। কোন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে হবে তারও কোন ইঙ্গিত চিঠিতে দেয়া হল না।

ঐ সময় আভেনরের বয়স ছিল ছাব্বিশ। তাকে এক ইস্রাইলি 'কমানডো বাহিনী'তে নিয়োগ করা হল। পরে তাকে ট্রেনিং দেবার জন্যে তেল আভিভে নিয়ে যাওয়া হল।

এবার একদিন কুরিয়ারের কাজ দিয়ে আভেনরকে ন্যু ইয়র্কে পাঠান হল। সেখান থেকে ফিরে আসবার পর তাকে মোসাদের ডিরেক্টর জি জমিরের সঙ্গে দেখা করবার নির্দেশ দেয়া হল। জি জমিরের সঙ্গে তার ইন্টারভিউ বেশ ভালই হল। তারপর তাকে প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ারের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যাওয়া হল। সেইদিন গোল্ডা মায়ারের সঙ্গে আর একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বসেছিলেন। তার নাম ছিল জেনারেল আরিয়েল শারোন।

আভেনরের কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করবার পর গোল্ডা মায়ার বললেনঃ

ঃ আমরা শত্রুর হাত থেকে ইস্রাইলি রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে চাই। এই কাজ করবার জন্যে আমি সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। এই সিদ্ধান্ত কী এ নিয়ে তুমি আমার কর্মচারিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে পার।

গোল্ডা মায়ারের এই কথার পর সবাই বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন। খানিক বাদে ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলেন আরিয়েল শারোন। তিনি আভেনরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ হালে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। যদি এসব ঘটনা না ঘটতো তাইলে আজ আমরা তোমাকে ডেকে পাঠাতাম না। যাক এবার শোন তোমার কাজ কী হবে। তোমাকে এক গুরুত্বপূর্ণ বিপজ্জনক মিশনের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে···। এ কাজ করতে গিয়ে তোমাকে অনেক বিপদের মুখোমুখি হতে হবে। তোমার স্বাভাবিক রুটীন জীবনের বিঘ্ন ঘটবে, এমন কী মৃত্যুর ভয়ও থাকবে।

ঃ কাজটি কী ? আভেনর জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ না কাজের বিস্তৃত আলোচনা আমরা এখন করব না। শুধু আমরা তোমার জবাব শুনতে চাই। তুমি এ কাজ করতে পারবে ?

ঃ আমাকে ভাববার, চিন্তা করবার কিছু সময় দিন। ধরুন এক সপ্তাহ…

আভেনর তার মনের দ্বিধা সংকোচের কারণ স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না।

না অতটা সময় তোমাকে আমরা দিতে পারব না। তোমাকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিতে পারি। আরিয়েল শারোনের এই জবাবে দৃঢ়তা এবং কিছুটা আদেশের সুর ছিল ঃ তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। তোমার সিদ্ধান্ত কী তুমি আমাদের জানিও।

আভেনর চিন্তা করবার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর ঘরের বাইরে এলেন। বাইরে এসে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে আবার গোল্ডা মায়ারের ঘরে ফিরে এলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ কী সিদ্ধান্ত নিয়েছ?

আমি একাজ করব—আভেনর জবাব দিলেন।

চমৎকার। আমরা তোমার কাছ থেকে এ জবাব আশা করেছিলাম……। যাক তোমার সঙ্গে এ কাজ করবার জন্যে তোমার কিছু সঙ্গী থাকবে। তুমি ওদের সঙ্গে একত্র হয়ে কাজ করবে।

এই বলে জি জমির আভেনবের হাতে একটি তালিকা দিয়ে বললেন, এই তালিকায় এগারজন প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলার নাম ও ঠিকানা আছে। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইস্রাইলি খেলোয়ারদের হত্যা করবার জন্যে এরাই দায়ী। তোমাদের এই তালিকায় যেসব লোকের নাম আছে, তাদের হত্যা করতে হবে। আমরা প্রতিশোধ চাই।

* * *

এই খুন হত্যা অপারেশন পরিচালনার জন্যে মোসাদ মাইক হারারি নামে এক এজেন্টকে নিয়োগ করল। আসলে মাইক হারারি ছিলেন পারীতে ইস্রাইলি এম্বাসীর প্রথম সেক্রেটারি। এই খুন হত্যাকাণ্ডের অপারেশনকে দেখাশোনা করবার জন্যে এক কমিটি গঠন করা হল। এই কমিটির নাম হল ঃ কমিটি 'এক্স'। হারারিকে বলা হল প্রতিটি খুন করবার আগে প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে।

* * *

আভেনরের সঙ্গে ছিলেন আন্দ্রিয়াস। আর ছিলেন কার্ল, তিনি ছিলেন রোমে মোসাদের এজেন্ট, পারীর এজেন্ট ছিলেন হান্স, আমষ্টারডাম ছিলেন ষ্টিভ।

জেনিভাতে এরা সবাই মিলে আলোচনা করলেন এই খুনের কাজ করবার জন্যে তাদের কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে।

* * *

কিন্তু আভেনর এবং তার সঙ্গীরা তাদের সন্ত্রাসবাদের কাজ শুরু করবার আগেই ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের গড়িলারা বিপদের গন্ধ পেলেন। তারা যেন বুঝতে পারলেন একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

প্রথমে শোনা গেল মাদ্রিদে খাদের কানো নামে এক সিরিয়ান সাংবাদিককে

খুন করা হয়েছে। পরে আরো জানা গেল খাদের কানো ছিলেন এক ইস্রাইলি এজেণ্ট। ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৪ সালে, ইস্রাইলি ব্যবসায়ী হানান ইয়াসাইকে খুন করা হল। পরে জানা গেল তার আসল নাম ছিল বারুক কোহেন, এক বিভীষণ। তিনি মেনহাইম বেগিনের 'লিকুইদ' পার্টির সদস্য ছিলেন। প্রথমে তিনি কৃষিকাজ করতেন। পরে তিনি শেনবেতের 'আরব' বিভাগে কাজ শুরু করেছিলেন। কারণ বারুক কোহেন অনর্গল ভাল আরবী বলতে পারতেন। মোসাদ তাকে 'পশ্চিম পারে' ইনফরমারের কাজের জন্যে নিয়োগ করেছিল। তাকে ঐ কাজে বহাল করবার জন্যে 'ক্যাপ্টেনের' পদ দে'য়া হল। তাকে বলা হয়েছিল তিনি নাবলুসের গভর্ণর হিসেবে কাজ করবেন।

নাবলুসে বারুক কোহেনের প্রধান কাজ ছিল সন্ত্রাসবাদ দমন করা। একবার তিনি রামাল্লার এক বাড়িতে হানা দিয়ে ইয়াসির আরাফতকে প্রায় গ্রেপ্তার করেছিলেন।

বারুক কোহেনের মৃত্যুর পর বলা হল শেনবেত ইচ্ছা করলে তাঁকে বাঁচাতে পারত। কারণ বারুক কোহেনের মৃত্যুর আগে স্থানীয় একটি আরবীক পত্রিকায় এক ছোট সংবাদে বলা হয়েছিল যে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের এজেণ্টরা এক ইস্রাইলি এজেণ্টকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছে। এই এজেণ্ট যে হানান ইয়াসাই অর্থাৎ বারুক কোহেন একথা অবশ্যি সংবাদে উল্লেখ করা হয়নি। সংবাদ প্রকাশিত হবার পর শেনবেতের সাবধান হওয়া উচিৎ ছিল। শেনবেত এই কাজে গাফিলতি দিয়েছিল।

* * *

এবার ইস্রাইলি সন্ত্রাসবাদীরা মোসাদ এবং শেনবেতের সাহায্য নিয়ে য়ুরোপের বহু দেশে এক হত্যাকাণ্ডের তাণ্ডব নৃত্য শুরু করল।

প্রথম হত্যা করা হল আবদুল ওয়াইল জাইটারকে। বয়স আটত্রিশ...

খুনীদের নেতা ছিলেন আভেনর। তার সঙ্গী রর্বার্ট, ষ্টিভ এবং হানস।

আবদুল জাইটারকে রোমে তার বাড়িতে খুন করা হল। কিছুদিন আগে থেকে আভেনর এবং তার বন্ধুরা জাইটারের উপর কড়া নজর রাখছিলেন। অর্থাৎ তিনি কোথায় যান, কী করেন এবং তার সঙ্গী কে, সব খবরই আভেনরের দলের কাছে ছিল।

এবার জানবার আগ্রহ থাকতে পারে জাইটারকে কী কারণে হত্যা করা হয়েছিল। মোসাদের বক্তব্য ছিল জাইটার ছিলেন য়ুরোপে প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা বাহিনীর প্রথম সারির নেতা এবং তারই প্ল্যান ও নির্দেশ অনুযায়ী 'এল আলের' প্লেনকে ছিনতাই করা হয়েছিল এবং প্লেনকে রোম থেকে আলজেরিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

জাইটারকে হত্যা করতে বেশি সময় নিল না।

একদিন জাইটার তার হোটেলের লিফটের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।

আপনিই জাইটার? একটি লোক এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল।

এই প্রশ্ন শুনে জাইটারের মনে সন্দেহ জাগল। তিনি ছোট জবাব দিলেন। কিন্তু তার ছোট জবাব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অপরিচিত লোকটি রর্বাট জাইটারের উপর গুলি চালাল। পরে আততায়ী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেল।

জাইটারের মৃত্যু হল।

*   *   *

এর পরের শিকার হলেন মামুদ হামসাড়ি। তিনি পারীতে পি-এল-ওর সরকারি প্রতিনিধি ছিলেন। বলা যায় পি-এল-ওর এম্বাসডার ছিলেন। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার হত্যাকাণ্ডে তিনি অংশ গ্রহণ করেন নি।

মামুদ হামসাড়ি ফরাসি সাংবাদিকদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি প্রায়ই পারীর বিভিন্ন সংবাদপত্রের দপ্তরে যেতেন। একদিন তাব স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে আভেনর এবং তার বন্ধুরা হামসাড়ির টেলিফোনের কাছেই একটি বোমা রেখে দিলেন! একটু বাদে হামসাড়ি তার বাড়িতে ফিরে এলেন। টেলিফোন বাজল। হামসাড়ি টেলিফোন ধরলেন।

হ্যালো···হামসাড়ি জিজ্ঞেস করলেন।

হামসাড়ি 'হ্যালো' করবার পরের মুহূর্তেই কার্ল তার ব্যাটারির সুইচ টিপে দিলেন। কার্ল এবং আভেনর ছিলেন টেলিফোনের অপর প্রান্তে। টেলিফোনের সুইচ টিপবার সঙ্গে সঙ্গে বোমা তীব্র আওয়াজ করে ফেটে গেল। হামসাড়ি গুরুতররূপে জখম হলেন। হাসপাতালে তার মৃত্যু হল।

পরের শিকার হলেন হুসেন আল বসির। তিনি নিকোসিয়ার অলিম্পিক হোটেলে থাকতেন। তিনি ছিলেন সাইপ্রাসে আল ফতাহ'র সরকারি প্রতিনিধি।

একদিন আল বসির রাত্রে কাজ শেষ করে ঘুমুতে গেলেন। বসির জানতেন না যে তার বিছানার নিচে একটি বড় বোমা আছে। যেই বসির বিছানায় গিয়ে বসলেন অমনি নিচে থেকে বোমা ফেটে উঠল। হুসেন আল বসিরের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল।

বসিরের মৃত্যুর পর ইয়াসির আরাফত প্যালেস্টোনিয়ানদের আশ্বাস দিলেন যে তিনি এই হত্যার প্রতিশোধ নেবেন। তবে কবে এবং কীভাবে এই প্রতিশোধ নে'য়া হবে সেইটে ব্যাখ্যা করে বলা হল না। তবে এই সব হত্যাকাণ্ডের পর এবং আরাফতের হত্যার প্রতিশোধ নেবার ঘোষণা করবার পর সবাই বুঝতে পারল এক বড় উঁচু আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের লড়াই শুরু হয়েছে।

অভেনর এবং তার বন্ধুরা স্থির করলেন তালিকার একজন শিকার, আবদ আল শিরকে খুন করতে হবে।

আবদ আল শিরকে হত্যা করা খুব সহজ কাজ ছিল না। তিনি দামাস্কাসে থাকতেন এবং ঐ শহরে তার উপর নজর রাখা কিংবা তাকে হত্যা করা খুব কঠিন কাজ ছিল। আবদ আল শির ছিলেন কে. জি. বি-র দপ্তরে পি. এল. ও-র প্রতিনিধি।

একদিন আভেনর এবং তার বন্ধুরা খবর পেলেন পি. এল. ও-র গড়িলারা একটি অস্ত্র বোঝাই গ্রীক মাল জাহাজ লুট করবার প্ল্যান করছে। আর্মস লুট করবার পর ঐ সব অস্ত্র হাইফা শহরে নিয়ে যাওয়া হবে। সেইখানে এই অস্ত্র প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

খবরটি সত্যি মিথ্যে যাচাই করবার জন্যে আভেনর নিজে এথেন্সে গেলেন' কারণ তার কাছে খবর ছিল ঐখানে আবদ আল শিরও যাচ্ছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ঐ জাহাজটি লুট করা।

আবদ আল শির নিকোসিয়া গিয়ে পেঁছুলেন। এখানে আভেনরের বন্ধুরা আবদ আল শিরের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগলেন। শিরের চলা-ফেরা গতিবিধির উপর নজর রাখা একান্ত আবশ্যক ছিল। তার গতিবিধির প্রতিটি খবর আভেনরকে দেওয়া হত।

একদিন খবর পাওয়া গেল আবদ্ আল শির নিকোসিয়া থেকে উধাও হয়ে গেছেন। অনেক খোজখবর করে জানা গেল আবদ আল শির আবার নিকোসিয়াতে ফিরে এসেছেন। এখনে তিনি অলিম্পিয়া হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন। আভেনর এবং তার বন্ধুরা স্থির করলেন আবদ আল শিরকে হত্যা করবার জন্যে "প্রেসার বমব" ব্যবহার করতে হবে। "প্রেসার বম্ব" বিছানার নিচে রেখে দে'য়া হবে। শির·যেই ঐ বিছানায় ঘুমুতে যাবেন অমনি বিছানার চাপ গিয়ে বোমার উপর পড়বে এবং বোমা ফেটে উঠবে।

আভেনরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল না। একদিন রাত দশটার সময় আবদ আল শির হোটেলের ঘরে ঢুকে যেই ঘুমাতে গেলেন অমনি বোমা ফেটে উঠল···

'বুম।'

এর পরের কাহিনী বলবার দরকার নেই!

*　　　*　　　*

তালিকার পরের শিকার ছিলেন বেসিল আল কুবাইসি। এছাড়া আভেনর এবং তার বন্ধুরা জানতে পারলেন বর্তমানে বেরুতে তাদের আরো তিন শিকার, কামাল নাসর, মুহম্মদ ইউসুফ নাজর এবং কামাল আদোয়ান আছেন। ঠিক হল·বেসিল আল কুবাইসিকে হত্যা করবার পর আভেনর এবং তার বন্ধুরা বেরুতের শিকার ধরতে বেরুতে যাবেন। প্যারীতে একদিন, বেসিল আল কুবাইসি রাস্তা দিয়ে হাটছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন তিনজন অপরিচিত লোক তার পেছনে পেছনে জোরে হাটছে। এরা তিনজনে ছিলেন আভেনর, হানস, রবার্ট। আল কুবাইসি অতি সাবধানী লোক ছিলেন। এরা কে বুঝতে তার কোন অসুবিধা হল না। ইস্রাইলি সন্ত্রাসবাদী। কুবাইসি তার হোটেলে ফিরে যাচ্ছিলেন। এবার তিনি তাড়াতাড়ি হাটতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি হোটেলে পেঁছে যাবেন। এবার আততায়ীরা আরো জোরে হাটতে লাগল। কুবাইসিও তার হাটবার গতি বাড়ালেন। কিন্তু রাস্তা পার হবার জন্যে তিনি একটি 'রেড লাইটের' সামনে এসে দাড়ালেন। ঐ সময়ে রাস্তায় কোন

গাড়ি ছিল না। ঐ সময়ে হানস লাফিয়ে কুবাইসির সামনে এলেন। তারপর সোজা গুলি চলল। কুবাইসির মৃতদেহ রাস্তায় গড়িয়ে পড়ল। আততায়ী তিনজন পালিয়ে গেলেন।

* * *

তারপর শুরু হল বেরুতে অবস্থিত প্যালেস্টেনিয়ান নেতাদের উপর আক্রমণ। আভেনর প্রথমে বেরুতে গেলেন। তখনও বেরুতে কোন গোলমাল হাঙ্গামা শুরু হয়নি। বেরুত তখন ছিল 'প্যারী অব দি ইষ্ট'।

আভেনর এবং তার বন্ধুরা জানতেন বেরুত শহরের কোথায়, কোন মহল্লায় তাদের তিন শিকার কামাল নাসর, মুহম্মদ ইউসুফ নাজর এবং কামাল আদোয়ানকে পাওয়া যাবে। ঐ মহল্লার নাম ছিল রামলেল বাইদা। সমুদ্রতট, বিলাসীদের এলাকা। জায়গাটা বেশ নির্জন। শিকার ধরবার জন্যে আভেনর এবং তার বন্ধুরা আটটি গাড়ি ভাড়া করে নিয়েছিলেন। যেসব বাড়িতে শিকাররা থাকত সেইগুলিও আভেনর চিনে নিয়েছিলেন। শিকারকে হত্যা করবার সময় আভেনর এবং মোসাদের স্থানীয় এজেন্টরা, মোট চল্লিশ জন, দুইটি অংশে ভাগ হল। এছাড়া স্থির করা হল কার্ল এবং রর্বাট পি.এল.ও-র বেরুতের হেডকোয়ার্টারে গিয়ে হানা দেবে। আভেনর, ষ্টিভ এবং হানস যাবে প্যালেস্টেনিয়া গড়িলা সন্ত্রাসবাদীদের বাড়িতে। এই আক্রমণ শেষ হবার পর তারা ঐ এলাকার আরো চারটি বাড়িতে হানা দেবে। বলা যায় একটা গোটা যুদ্ধের আয়োজন, বন্দোবস্ত করা হল।

প্রথমে পি-এল-ও'র মুখপাত্র, বুদ্ধিজীবি কামাল নাসরের বাড়িতে আক্রমণ করা হল। অবিবাহিত কামাল নাসরের প্রেমিকা ছিল অসংখ্য। যে সময়ে আভেনরের কমানডো বাহিনী ওখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন নাসর ডাইনিং রুমে ছিলেন। ওখানে কামাল নাসরকে হত্যা করতে বেশি সময় নিল না।

ঐ দালানের তিন তলায় থাকতেন কামাল আদোয়ান। আদোয়ান ছিলেন কুয়েটি তাকে আল ফতাহর প্রতিষ্ঠাতা বলা হত। তিনি ছিলেন সাবোটাজের কাজ-কর্মের প্রধান পরামর্শদাতা। আদোয়ান বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক ছিলেন।

কমানডো বাহিনী যখন আদোয়ানকে আক্রমন করল তখন আদোয়ানের হাতে ছিল একটি এ কে ৪৭ মেশিনগান। তিনি কমানডো বাহিনীকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুড়তে লাগলেন। কিন্তু কমানডো বাহিনী সংখ্যায় আরো বেশি ছিল। অতএব কামাল আদোয়ানকে খুন করতে তাদের বেশি সময় নিল না।

এরপর কমানডো বাহিনীর ইউসুফ নাজরের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হল। তিনি ঐ দালানের আর একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। বাজারে তিনি আবু ইউসুফ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি আলফতাহ'র 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের শাখার অধিকর্তা ছিলেন। নাজরকে যখন খুন করা হল তখন তার স্ত্রী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাকেও এবার খুন করা হল।

এর পরে কমানডো বাহিনী বেরুতের পি-এল-ও'র হেড কোয়ার্টার আক্রমণ করল। ইস্রাইলি কমানডো বাহিনী এবং প্যালেস্টোনিয়ানদের মধ্যে অনেকক্ষণ গোলাগুলি চলল। এই আক্রমণে বেশ কিছু প্যালেস্টোনিয়ান প্রাণ হারাল। কমানডো বাহিনীরও দু একজন প্রাণ হারিয়েছিল। আর একজন ইস্রাইলি গুরুতর রূপে আহত হয়েছিল। লেবানীজ পুলিশ এই গোলাগুলি চলবার সময় ছিল নীরব দর্শক।

প্রায় শেষ রাত্রে বেরুতের আক্রমণের পালা শেষ হল। আভেনর এবং তার বন্ধুরা মাছের ডিঙ্গি করে ইস্রাইলে ফিরে গেলেন।

* * *

এবার প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলারা নিকোসিয়াতে ইস্রাইলি এম্বাসডার এবং একটি 'এল আল' প্লেনকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের সেই আক্রমণ ব্যর্থ হল।

এরপর আভেনর এবং তার সঙ্গীরা ঠিক করল এথেন্সে প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা নেতা জাইদ মুকাসিকে খুন করতে হবে। যদিও তার নাম খুনের তালিকায় ছিল না তবুও আভেনর নিজের দায়িত্বে এই সিদ্ধান্ত নিলেন। তাদের সেই চেষ্টা সফল হয়েছিল।

১৯৪৪ সালে ইস্রাইলি সন্ত্রাসবাদীদের এই খুন, হত্যা, এবং সন্ত্রাসবাদের কাজ সারা দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সর্বত্রই, সব দেশে, ইস্রাইলের এই কঠোর সন্ত্রাসবাদ নীতি, দুর্নাম সৃষ্টি করেছিল। এই দুর্নামের হাত থেকে বেড়িয়ে আসা ইস্রাইলের একান্ত আবশ্যক ছিল। এ ছাড়া ছয়দিনের যুদ্ধের পরে ইস্রাইল সবার কাছে প্রায় অস্পৃশ্য হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে গোল্ডা মায়ার স্থির করলেন তিনি ভ্যাটিকানে গিয়ে পোপের সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু গোল্ডা মায়ার শুধু মাত্র ভ্যাটিকানে যাবার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি স্থির করলেন পারীতে এক সমাজবাদীর সম্মেলনে যোগ দিতে যাবেন। পারী থেকে ইস্রাইলে ফিরে যাবার পথে তিনি ভ্যাটিকানে যাবেন এবং পোপের সঙ্গে দেখা করবেন।

ভ্যাটিকান গোল্ডা মায়ারকে আমন্ত্রণ করল বটে তবে সেই আমন্ত্রণের খবর প্রকাশ করা হল না। এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। ইস্রাইলের তিন পার্সেণ্ট জনগণ হল ক্রিশ্চিয়ান নাগরিক। এদিকে পি. এল. ওর. ভ্যাটিকানে একজন প্রতিনিধি ছিল। এই প্রতিনিধির নাম ছিল আবু ইয়ুসুফ। আবু ইয়ুসুফ খবর পেল গোল্ডা মায়ার ভ্যাটিকানে আসছেন। খবর পাওয়া মাত্র ইয়ুসুফ সেই খবর য়ুরোপের 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' নেতা সালমাকে দিলেন।

বিচিত্র চরিত্র এই আবুল হাসান। সালমা একদিকে তিনি ছিলেন 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর এবং প্যালেস্টাইন গড়িলাদের নেতা। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইস্রাইলি খেলোয়ারদের হত্যা করবার প্ল্যান, চক্রান্ত তিনি করেছিলেন। আবার অপরদিকে তিনি ছিলেন নাইট ক্লাবের 'রেড প্রিন্স', এবং বহু কিশোরী এবং

বিবাহিতা নারীর প্রাণেশ্বর। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন সি. আই. এ এবং পি. এল. ও., বলা যায়, ইয়াসির আরাফতের মিডলম্যান। আভেনরের তালিকায় সালমার নাম প্রথমে ছিল। বেশ কিছুটা কাল আরাফত সালমার মাধ্যমে আমেরিকানদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার আলোচনা চালিয়েছিলেন।

আভেনরের দল সালমাকে হত্যা করতে গিয়ে যে সব মারাত্মক ভুল করেছিল সেই কাহিনী ছিল কৌতূহলদ্দীপক। কিন্তু বর্তমানে গোল্ডা মায়ারকে হত্যা করবার জন্যে সালমা যে প্ল্যান করেছিল সেই নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং জানতে হবে কেন সেই প্ল্যান ব্যর্থ হয়েছিল।

প্যালেস্টাইনি গড়িলা বাহিনীর কাছে সবচাইতে বড় শত্রু ছিলেন এই গোল্ডা মায়ার। অতএব গোল্ডা মায়ারকে হত্যা করবার দায়িত্ব সালমাকে দে'য়া হল। আবু ইয়ুসুফ গোল্ডা মায়ারের ভ্যাটিকানে আগমণের খবর দিয়ে বলেছিলেন, আমরা যদি গোল্ডা মায়ারকে হত্যা করতে পারি তাহ'লে সবাই বুঝতে পারবে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' মরে যায়নি—এখনও জীবিত আছে।

কিন্তু প্যালেস্টাইনি গড়িলাদের এই আক্রমণ কেন ব্যর্থ হল সেই ঘটনা জানতে হলে আমরা দেখতে পাব এর পেছনে রয়েছে এক মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা।

* * * *

লণ্ডন ১৯৪৪ সাল, নভেম্বর .....

মোসাদের দপ্তর।

দপ্তরের টেলিফোন বেজে উঠল

টেলিফোনের অপর প্রান্তে ছিল এক প্যালেস্টানিয়ান ছাত্রের কণ্ঠস্বর...

নাম আকবর।

আকবর মোসাদের কাছে নিয়মিত ভাবে প্যালেস্টানিয়ান গড়িলা বাহিনীর কাজকর্মের এবং তারা ভবিষ্যৎ কী করবে সেই খবর বিক্রী করত।

অনেক দিন আকবর লণ্ডনে মোসাদের কাছে কোন খবর বিক্রী করতে আসেনি। মোসাদ তার অনুপস্থিতিতে বেশ চিন্তিত এবং অবাক হয়েছিল।

আকবর বলল, আপনাদের সঙ্গে আমার অবিলম্বে দেখা হওয়া দরকার। অনেকদিন আপনাদের দপ্তরে যাইনি।

আকবর নিয়মিত খবর বিক্রী করত না বলে তার জন্যে কোন নির্দিষ্ট 'কেস অফিসার' ছিল না।

আকবর আরো বলল, একটা টেলিফোন নম্বর দিচ্ছি। ঐ নম্বরে টেলিফোন করে রবার্ট'সকে চাইবেন। ওকে বলবেন ইসার টেলিফোন করেছিল। আর শুনুন, পি. এল. ও'র পারীর দপ্তর একটা বড় জরুরী মিটিং হচ্ছে। আমাকে ঐ মিটিংয়ে যেতে বলা হয়েছে।'

আকবরের কাছ থেকে এই টেলিফোন পাবার পর মোসাদের কর্তারা কম্পুটারে আকবরের পরিচয় জানবার চেষ্টা করল।

কম্পুটার বলল, আকবর এক প্যালেস্টোনিয়ান ছাত্র। বেশ কিছুদিন তিনি

'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' সঙ্গে জড়িত ছিল। আকবর আগে নিয়মিত ভাবে মোসাদের কাছে খবর বিক্রী করত। তবে কিছুদিন হল আকবর মোসাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি।

এবার মোসাদ আকবরের ফাইল খুলল। ফাইলে আকবরের ছবি পাওয়া গেল। ফাইলে তার দুইটি ফটো ছিল। একটি ছবিতে দাড়ি ছিল। আর একটি ছবিতে কোন দাড়ি ছিল না।

প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজেশন সম্বন্ধে কোন খবর জানতে হলে মোসাদ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করত। কম্পুটার থেকে আকবরের বিরোধী কোন খবর পাওয়া গেল না। মোসাদ স্থির করল আকবরের সঙ্গে যোগাযোগ করা আবশ্যক। হয়ত তার কাছে বেশ কিছু মূল্যবান খবর পাওয়া যেতে পারে।

আকবরের দেয়া নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে তারা গিয়ে আকবরের সঙ্গে দেখা করল।

আকবরের প্রথম কথাটি ছিল টাকা চাই। সেদিন আকবর বেশ উত্তেজিত ছিল। কী ব্যাপার? আকবর বলল ঃ আমি এসব নোংরা কাজে জড়িয়ে থাকতে চাইনি। কিন্তু আমার অন্য কোন পথ ছিল না। কারণ পি. এল. ও. জানে আমি কোথায় এবং কার সঙ্গে ঘোরাফেরা করছি।

কেস অফিসার আর কোন প্রশ্ন করলেন না। আকবরকে কিছু টাকা দিলেন এবং পারীর একটি টেলিফোন নম্বর দিলেন।

পি. এল. ও. খবর সংগ্রহ করার জন্যে আরব ছাত্রদের সাহায্য নিতো। অবশ্যি যে কোন আরবকে খবর সংগ্রহ করবার কাজে ব্যবহার করা বেশ কঠিন কাজ ছিল। অনেক সময় খবর সংগ্রহ করবার জন্যে পি. এল. ও. কিংবা পি. এফ. এল. পি. য়ুরোপীয়ান সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য নিতো। তবে য়ুরোপীয়ানদের পুরোপুরি বিশ্বাস করত না।

এবার আকবর পারীতে ফিরে এল।

পারীতে এসে পি. এল. ও'র প্রতিনিধিদের সঙ্গে 'পিরামিড' মেট্রো স্টেশনে দেখা করল। ইতিমধ্যে মোসাদের এজেন্টরা আকবরের পেছু নিয়েছিল কিন্তু 'পিরামিড স্টেশনে' এসে দেখল আকবর এবং তার বন্ধুরা ওখান থেকে চলে গেছে। যদি ঐ মিটিংর কোন ছবি নেয়া সম্ভব হত তাহলে অনেক কিছু গোপন তথ্য জানা যেতো।

সাধারণতঃ সাবধানী প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলারা কখনও একা হাটে না। দুজনে একসঙ্গে হাটা হল তাদের নিয়ম। কিন্তু আকবর বন্ধুদের চোখে ধুলো দিয়ে মোসাদের কাছে টেলিফোন করেছিল। ঐ সময়ে আকবরের সঙ্গী বন্ধুটি বাথরুমে গিয়েছিল।

আকবর টেলিফোনে তার কোড নাম বলবার পর মোসাদ তাকে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার?

ঃ আর একটা জরুরী মিটিং হবে—

ঃ এবার প্ল্যান কী ?

ঃ আপনাদের একজন ভি. আই. পি'কে হত্যা করা হবে। এর বেশি কিছু আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমি আর কিছু বলতে পারব না।

আকবরের এই টুকরো খবর ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে উত্তেজনা সৃষ্টি করল। আলোড়ন শুরু হল। ভি. আই. পি. লোকটি কে? এই ছিল ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সের বিভিন্ন শাখার প্রশ্ন। এই ভি. আই. পি. যে গোল্ডা মায়ার একথা কারু মনেই জাগল না।

পরের দিন আকবর আবার টেলিফোন করল। বলল সেদিন বিকেলে সে রোমে চলে যাবে। তার কিছু টাকার প্রয়োজন ছিল। মোসাদের সঙ্গে তার দেখা করবার ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু তার হাতে কোন সময় নেই। কারণ এক্ষুণি তাকে বিমানবন্দরে রওনা হতে হবে।

আকবর আরো বলল ঃ সে রুজভেল্ট 'মেট্রো স্টেশন' থেকে কথা বলছে। এবার তাকে প্লাস দ্য লা কংকর্দে যেতে হবে।

মোসাদ বলল ঃ আমরা কোন হোটেলে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কিন্তু হোটেলের ঘরে দেখা করবার অনেক অসুবিধা ছিল। পাশাপাশি ঘর না হলে এজেন্টের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়। কারণ পাশের ঘর থেকে ছবি তোলা, টেপ রেকর্ড করা আবশ্যক ছিল।

আকবর রোমের প্লেন ধরবার জন্যে এয়ারপোর্টে যাচ্ছিল। তার হাতে কম সময় ছিল। কিন্তু যাবার তাড়া ছিল। অতএব হোটেলে রুম ভাড়া করবার প্রস্তাব বাতিল করা হল। ঠিক হল আকবর যখন রাস্তা দিয়ে হেটে যাবে, তখন একজন 'কেস অফিসার' পাশাপাশি তার সঙ্গে হাটবে। ঐ ফাঁকে তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। কেউ যেন তাদের কথাবার্তার সময় দেখতে না পায়। শুধু তাই নয়। মোসাদ স্থির করল আকবরের সঙ্গে একজন কেস অফিসার বিমানবন্দরে পাঠাতে হবে। প্রয়োজন হলে কেস অফিসার আকবরকে সাহায্য করবে।

বিমানবন্দরে পেঁছুবার পর মোসাদের একজন কেস অফিসার তার সঙ্গে দেখা করল এবং তার ব্যাগেজ ইত্যাদি বুক করল। কারণ মোসাদ নিশ্চিন্ত হতে চায় যে আকবর রোমের প্লেনে চলে গেছে। প্রথমে মোসাদ ভেবেছিল রোমের ঐ প্লেনে আকবরই একমাত্র প্যালেস্টেনিয়ান যাত্রী। কিন্তু তারা এখানে এক মারাত্মক ভুল করেছিল। কারণ পি. এল. ও'র একজন লোক দেখতে পেল আকবর একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। পরে কাফেটেরিয়াতে অপরিচিত লোকটিকে আর একজন অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেল। ওরা দুজনে হিব্রু ভাষায় কথা বলছিল। এবার পি. এল. ও'র সদস্য রোমের পি এল. ও'র দপ্তরে টেলিফোন করে বলল ঃ আকবরের ইজ এ 'সাসপেক্ট'। নিশ্চয় ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক আছে। আকবর হল একজন বিভীষণ।

রোম থেকে এই খবরটি বেরুতে চলে গেল। 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' গড়িলা নেতা আবু ইয়ুসুফের কাছে এ খবর গেল। আবু ইয়ুসুফ এই খবর পাবার পর স্থির করলেন আকবরকে বর্তমানে খুন করা সম্ভব কিন্তু খুন করা উচিত হবে না। কারণ এই খবরের সাহায্যে ইস্রাইলিদের চোখে ধুলো দিতে হবে। আকবর হয়ত জানে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' একজন ভি. আই. পি. কে খুন করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু ভি. আই. পি.-কে এবং কোন সময়ে তাকে খুন করা হবে একথা তার জানা নেই। কারণ এই চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের পুরো প্ল্যান আকবর জানত না। ইয়ুসুফ স্থির করলেন এবার তারা এমন কিছু করবেন যেন ইস্রাইলিরা তাজ্জব বনে যায়।

১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৪ সালে গোল্ডা মেয়ারের রোমে যাবার কথা ছিল। ২৮শে ডিসেম্বর, 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' ব্যাংককে ইস্রাইলি এম্বাসী আক্রমণ করল। ঐ দিনে ব্যাংককের পার্লামেন্টে থাইল্যাণ্ডের প্রিন্স ভাজিরোলিংসক্রমের অভিষেক হবার কথা ছিল। স্থির হয়েছিল ভাজিরোলিংসক্রম হবেন থাইল্যাণ্ডের পরবর্তী রাজা। ঐ অভিষেক উৎসবে ইস্রাইলি এম্বাসডারও উপস্থিত ছিলেন।

এবার প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলারা ইস্রাইলি এম্বাসী দখল করবার চেষ্টা করল।

দুপুর প্রায় বারোটা'। দুজন লোক, পরনে লেদার জ্যাকেট, দেয়ালের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। একটু বাদে তারা ইস্রাইলি এম্বাসীর ভেতর ঢুকে গেল। সিকিউরিটি গার্ড চিৎকার করে উঠবার আগেই লোক দুটি মেশিন গান নিয়ে এই আক্রমণ শুরু করল। কিছুক্ষণের জন্যে এম্বাসীর কণ্ট্রোল 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' হাতে চলে গেল। এম্বাসীর থাই কর্মচারিদের মুক্তি দে'য়া হল এবং ছয়জন ইস্রাইলি কর্মচারিদের আটক করা হল। ঐ ছয়জন ইস্রাইলিদের মধ্যে কাম্বোডিয়ার ইস্রাইলের এম্বাসডার শিমন আভিনোরও ছিলেন। একটু বাদে প্রায় পাচশো থাই পুলিশ ইস্রাইল এম্বাসীকে ঘিরে ফেলল। 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' দাবি করল ইস্রাইলের জেলখানায় ছত্রিশজন ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর বন্দীদের আটক করে রাখা হয়েছে তাদের আগামী কুড়ি ঘণ্টার মধ্যে মুক্তি দিতে হবে।

থাইল্যাণ্ডের বিদেশমন্ত্রী শারটি চাইচুন হাভেন, এয়ারমার্শাল দাওয়ে চুলা থাপাই এবং ইজিপ্টের এম্বাসডার মুস্তাফা এল এসওয়ে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' গড়িলাদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করলেন। ইস্রাইলি এম্বাসডার অবশ্যি এম্বাসীর ভেতর ঢুকলেন না। তবে তিনি গোল্ডা মায়ারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। আলাপ আলোচনার পর স্থির হল 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' গড়িলাদের ব্যাংকক থেকে নিরাপদে দেশের বাইরে চলে যাবার অনুমতি দে'য়া হবে। পরে সবাই এক হয়ে লাঞ্চ খেলেন।

বিদেশি সংবাদদাতাদের বক্তব্য ছিলঃ এই সর্বপ্রথম 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' গড়িলারা মাথা নত করল।

এই ঘটনার অপর আর একটি বিবরণী ছিল অন্যপ্রকার।

ইস্রাইলের সবাই মোসাদ, শেনবেত বিশ্বাস করল আকবর যে আসন্ন হামলার কথা উল্লেখ করেছে ব্যাংককে ইস্রাইলি এম্বাসীর উপর আক্রমণ হল ঐ ঘটনা। কিন্তু মিলানের মোসাদের এজেণ্ট শাই কোলি অন্য সবার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না।

ইতিমধ্যে মোসাদকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' গড়িলারা আর একটি মিথ্যা খবর আকবরকে দিল। অবশ্যি ব্যাংককের ইস্রাইলি এম্বাসীর উপর হামলা হতে পারে তার আভাষ, ইঙ্গিত আগেই দে'য়া হয়েছিল। আকবরকে বলা হল 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' শিগ্গির য়ুরোপের বাইরে আর একটি অপারেশন করবে। আকবর যথা সময়ে এই খবরের আভাষ, ইঙ্গিত মোসাদকে দিয়েছিল। পরে ব্যাংককের ইস্রাইলি এম্বাসীর ঘটনার পর সবাই বিশ্বাস করল আকবর তাদের ব্যাংকক এম্বাসীর উপর হামলার কথাই বলেছিল।

ব্যাংককের অপারেশন শেষ হবার পর আকবর মোসাদের কাছে তার প্রাপ্য টাকা দাবি করল। বলল ঃ এই টাকা পাবার পর সে লণ্ডনে চলে যাবে। কিন্তু মোসাদ তাকে বলল ঃ লণ্ডনে চলে যাবার আগে পি-এল-ও'র দপ্তর থেকে তাকে কিছু ফাইল চুরি করে এনে দিতে হবে। ঠিক হল এই সব কাগজ নিয়ে আকবর রোমে মোসাদের একটি নতুন 'সেফ হাউসে' গিয়ে দেখা করবে।

এই সব আলাপ আলোচনার পর আকবর এবং কেস অফিসার যখন গাড়িতে বসতে গেল এবং গাড়ির দরজা খোলা হল তখন এক বিরাট বিস্ফোরণ হল। সেই বিস্ফোরণে আকবর মারা গেল এবং 'কেস অফিসার', ড্রাইভার গুরুতর রূপে আহত হল।

পেছনের গাড়িতে মোসাদের তিনজন এজেণ্ট বসেছিল, তাদের মধ্যে একজন বলল ঃ যে সে এক রেডিও সিগন্যালের শব্দ শুনতে পেয়েছিল।'

এবার আহত ও মৃত ব্যক্তিদের এম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। আকবরের মৃত দেহ ঐ গড়িতেই রেখে দে'য়া হল। পরে পুলিশ এসে আকবরের মৃতদেহ নিয়ে গেল।

আকবরের মৃত্যুর পর পি-এল-ও-র সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে আলোচনা, সমালোচনা শুরু হল। অনেকের বক্তব্য ছিল গোল্ডা মায়ারের ভ্যাটিকানে যাবার আগে আকবরকে খুন করা উচিৎ হয়নি।

*   *   *

রোমের মোসাদ দপ্তরের কর্তা, মার্ক হেসনার বিশ্বাস করেছিল আকবর যে খবরটি তাদের কাছে দিয়েছিল সেই খবরটি হল ব্যাংককের ইস্রাইলি এম্বাসী আক্রমণ করা। কিন্তু মিলান শহরের মোসাদের এজেণ্ট শাই কোলি মার্ক হেসনারের যুক্তির সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। কৌলির মনে হল কোথায় জানি একটা বড় ফাঁক রয়ে গেছে। বারবার আকবরের ফাইল এবং তার মোসাদের কাছে দে'য়া বিবৃতি পড়বার পর তিনি ভিন্ন মত পোষন করতে

লাগলেন। তার প্রশ্ন হল কেন আকবরকে হত্যা করা হল। 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' নিশ্চয় জানতে পেরেছিল আকবর হল ইস্রাইলি এজেণ্ট। তাহলে তারা নিশ্চয় কোন গোপন কারণে আকবরকে খুন করেছে। ব্যাংককে ইস্রাইলি এম্বাসী আক্রমনই আকবরের হত্যার একমাত্র কারণ নয়। কিন্তু তার যুক্তিকে সত্যি বলে প্রমান করবার মতো কোন প্রামাণিক তথ্য তার কাছে ছিল না। এদিকে লণ্ডনে ইস্রাইলি এম্বাসীর মোসাদের এজেণ্টকে বলে দেওয়া হলঃ আকবরকে পি-এল-ও'র একটি ডকুমেণ্ট চুরি করে আনতে বলা হয়েছে কিন্তু সেই নির্দিষ্ট স্পষ্ট ছিল না।

এছাড়া হেসনার এবং কৌলির মধ্যে কোন সদ্ভাব ছিল না। কোন এক সময়ে তেল আভিভে স্পাই'র একাডেমীতে কৌলি শিক্ষক ছিলেন, এবং তার ছাত্র ছিলেন হেসনার। কৌলি একবার হেসনারকে মিথ্যা কথা বলবার জন্যে অভিযোগ করেছিলেন। 'মিথ্যাবাদী' বলে হেসনারের দুর্নাম ছিল। ইতিমধ্যে গোল্ডা মেয়ারের ভ্যাটিকানে যাবার দিন ঘনিয়ে আসছিল। অপরদিকে কৌলি তার যুক্তি সত্যি একথা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছিলেন। তারপরে হঠাৎ একদিন আকস্মিক ভাবে কৌলি তার প্রামাণিক তথ্য সংগ্রহ করলেন।

* * *

'ব্রাসেলস'।

ঐ শহরে বহু ভাষাভাষী এক সুন্দরী গনিকা, প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলাদের জন্যে একটি এ্যাপার্টমেণ্ট ভাড়া করেছিল। গড়িলারা বিপদে পড়লেই ঐ এ্যাপার্টমেণ্টে এসে আশ্রয় নিত। অবসর সময়ে গড়িলারা ঐ গনিকার সঙ্গে প্রেমালাপও করত। মোসাদ এই গনিকার টেলিফোন লাইন ট্যাপ করে টেলিফোনের কথাবার্তা শুনত।

গোল্ডা মায়ারের ভ্যাটিকানে যাবার আগে গনিকার টেলিফোন লাইন ট্যাপ করে মোসাদ জানতে পারল যে গড়িলারা রোমে একটি টেলিফোন করবে। কার কাছে? পরে ঐ টেলিফোনের আলাপ আলোচনা থেকে জানা গেল যে গড়িলারা অনুরোধ করছে রোমের এ্যাপার্টমেণ্ট যেন পরিস্কার রাখা হয় এবং চোদ্দটি "কেক" যেন উদ্ধার করা হয়। "কেক" ছিল একটি সাঙ্কেতিক ভাষা। অর্থাৎ চোদ্দটি মিসাইল অস্ত্র। কৌলির ব্রাসেলসের এই টেলিফোনে আলাপ আলোচনা শুনবার পর তার মনের সন্দেহ বাড়ল। তিনি এবার রোমের ইনটেলিজেন্সের দপ্তরে তার এক বন্ধু 'ভিটো মিশেলকে' টেলিফোন করলেন।

ঃ আমরা জানতে চাই রোমের এই ঠিকানায় কে থাকে? কৌলি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

ঃ এ খবর আমার কর্তার বিনা অনুমতিকে তোমাকে দিতে পারব না—ভিটো মিশেল এর জবাব দিলেন। কিছুক্ষণ পরে ভিটো মিশেল খবর দিলেন ঐ এ্যাপার্টমেণ্ট খালি। ওখানে কেউ থাকে না। বাড়িতে কে থাকেন একথা আমরা জানি না। একথা বলা কঠিন বাড়ির মালিকের সঙ্গে পি-এল-ও'র কোন সম্পর্ক

আছে ? আবার একটু বাদে ইতালিয়ান সিক্রেট সার্ভিস মোসাদকে ঐ বাড়ির সম্বন্ধে পুরো খবর দিল। কিন্তু খবরটা দেওয়া হল ইস্রাইলি এম্বাসীর রোমের মোসাদের দপ্তরের কাছে। কারণ ইতালিয়ান সিক্রেট সার্ভিস কৌলি এবং হেসনারের মধ্যে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা ছিল একথা জানত না। পরে কৌলিই নিজেই ঐ বাড়িটি খুঁজে বার করলেন। ঘরের ভেতরে ঢুকে খুঁজতে গিয়ে তিনি রাশিয়ান ভাষায় লেখা একটি চিরকুট পেলেন। ঐ চিরকুটে 'স্ট্রেলা', নামে লেখা একটি রাশিয়ান মিসাইলের বিস্তারিত খবর পেলেন। এই চিরকুট পড়বার পর কৌলির মুখে ব্যস্ততা এবং চিন্তার রেশ ফুটে উঠল। কারণ এ পর্যন্ত তদন্ত করে কৌলি জানতে পেরেছিলেন যে প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলারা গোল্ডা মায়ারকে হত্যা করবার চেষ্টা করছে।

এবার গোল্ডা মায়ার কে এই খবর দেওয়া হল। 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' আপনাকে হত্যা করবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু গোল্ডা মায়ার সিকিউরিটি সার্ভিসের কর্তাদের সাবধান বানীকে কান দিলেন না। তার জবাব ছিল স্পষ্ট এবং পরিস্কার। আমি পোপের সঙ্গে দেখা করবই। আমাকে সুরক্ষা করা ইস্রাইলি সিকিউরিটি সার্ভিসের কাজ।

আবার কৌলি এবং হেসনারের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ শুরু হল। কৌলি বললেন ইতালিয়ান পুলিশের সাহায্য নিয়ে আমরা প্রধানমন্ত্রীর সিকিউরিটিকে আরো শক্ত মজবুত করব।

হেসনার কৌলির এই যুক্তিকে স্বীকার করে নিতে পারলেন না। তর্ক শুরু হল। আপনি মিলানে কাজ করেন। রোম আপনার 'এক্তিয়ার' নয়। প্রধানমন্ত্রীর সিকিউরিটি নিয়ে আপনি কোন চিন্তা ভাবনা করবেন না।

কৌলি অবশ্যি ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। তিনি হেসনারকে স্পষ্ট, পরিস্কার ভাষায় বললেনঃ রোম আমার এলাকা হ'ক বা না হক আমি এই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করব। এবার হেসনার তেল আভিতে বড় কর্তাদের কাছে নালিশ করলেন। হেড কোয়াটার কৌলিকে নির্দেশ দিলেন আপনি মিলানে ফিরে যান। কিন্তু কৌলি হেড কোয়ার্টারের আদেশকে অমান্য করলেন। তিনি মিলানে ফিরে গেলেন না। পরে তিনি হেসনারকে বললেনঃ আমি রোমে আত্মগোপন করে থাকব। এখানে লুকিয়ে আমার তদন্তের কাজ করব।

ঐ সময়ে কৌলির সঙ্গে তার দপ্তরের অর্থাৎ মিলানের মোসাদের দুইজন কেস অফিসারও ছিলেন। হেসনার কৌলির এই সিদ্ধান্তে খুব বেশি খুশি হলেন না। তিনি অবশ্যি রোম বিমান বন্দরের আশে পাশে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরও' জানত বিমান বন্দরের চারপাশে পুলিশ তাদের খোঁজ করবে। তাই তারা সাবধান ছিল। তারা ঐ বিমানবন্দর থেকে দূরে রইল। গোল্ডা মায়ার রোমে পৌঁছুবার আগের রাত্রে সমুদ্রের বীচের কাছে রাত কাটাল। অতএব মোসাদ যখন বিমান বন্দরের আশেপাশে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' গড়িলাদের

খ‍ুঁজে বেড়াল তখন তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল।

মোসাদের কাছে খবর ছিল রাশিয়ান 'স্ট্রেলার' মিসাইলের দূরত্ব কত দূর। গোল্ডা মায়ার বিমানবন্দরে পেঁছুবার আগে মোসাদ ঐ 'স্ট্রেলা' মিসাইলের চৌহদ্দি পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় তন্নতন্ন করে খুজল। এখানে উল্লেখ করা দরকার হেসনার স্থানীয় পুলিশকে গোল্ডা মায়ারের জন্যে কোন সিকিউরিটির আয়োজন করতে বলেন নি।

'স্ট্রেলা' মিসাইল অনেকদূর থেকে ছোড়া যেত। এর জন্যে সামান্য একটি ইলেকট্রনিক সুইচের দরকার হত। যখন লক্ষ্যবস্তু সীমানার মধ্যে আসতো তখন সামান্য ইলেকট্রনিক সুইচ টিপলে মিসাইলটি গিয়ে ঐ বস্তুর গায়ে লাগত। গড়িলা বাহিনী আগে থেকে স্থির করে নিয়েছিল মিসাইল কখন ছুড়তে হবে।

রোমের ফিউমিচিনো এক বিরাট বিমান বন্দর। অসম্ভব ভীড়, চিৎকার, হৈ হল্লা। প্লেন আসছে, যাচ্ছে—উড়ছে, নামছে। এই ভীড় হট্টোগোলের মধ্যে মোসাদের এজেন্টরা প্যালেস্টানিয়ান গড়িলাদের খুঁজে বার করার চেষ্টা করল।

কৌলিও বেসরকারিভাবে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের', গড়িলাদের খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছিলেন। এই অনুসন্ধান করতে গিয়ে কৌলি জানতে পারলেন যে স্থানীয় পুলিশের কাছে গোল্ডা মায়ারের সিকিউরিটির জন্যে কোন সাহায্য চাওয়া হয়নি। খবরটি শুনে কৌলি অবাক, বিস্মিত হলেন। কারণ দেশ থেকে কোন ভি আই পি বিদেশে বেড়াতে এলে এম্বাসীর প্রথম এবং প্রধান কাজ হল ভি আই পি'র জন্যে স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর সাহায্য চাওয়া।

কৌলি এবার অন্য উপায় না দেখে মিলানে ইতালিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের কর্তা ভিভানিকে তার সমস্যা কিংবা বিপদের কথা খুলে বললেন। ভিভানি এই খবর শুনে অবাক হলেন।

আপনাকে কিছু একটা কর‍্‍‍ই হবে। কৌলির কণ্ঠে ব্যাকুলতার, অনুরোধের সুর ছিল।

কিছুক্ষণ পর কৌলির সঙ্গে এক সি‍িয়র পুলিশ অফিসার আন্দালিও মালতী এসে যোগ দিল।

মালতী অবশ্য জানতে পারেনি এয়ারপোর্টে এত মোসাদ অফিসার কেন জড়ো হয়েছে। শুধু মালতীর কাছে একটি ছোট খবর ছিল : ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের গড়িলারা রাশিয়ান মিসাইল দিয়ে গোল্ডা মায়ারকে খ‍ুন করবার চেষ্টা করছে।

* * *

এদিকে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর বাহিনী পাথরের মতো নিশ্চুপ হয়ে বসে ছিল না। তাদের একটি দল চারটি মিসাইল অস্ত্র নিয়ে বিমান বন্দরের দক্ষিণে গিয়েছিল। আর একটি দল আটটি মিসাইল নিয়ে বিমান বন্দরের উত্তরে গিয়েছিল।

কিন্তু বাকী দুটি মিসাইলের কোন খবর পাওয়া গেল না।

ঐ দুটি অস্ত্র কোথায় গেল ?

ব্রাসেলস থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী চোদ্দটি মিসাইল অস্ত্র গড়িলাদের হাতে থাকবার কথা ছিল। আটটি মিসাইল নিয়ে বিমান বন্দরের উত্তরে একটি

ঘাটি করা হয়েছিল। এরা মোসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এদের দেখবার সঙ্গে সঙ্গে মোসাদের এজেন্টরা চিৎকার করে উঠল। কৌলি নিজের দায়িত্বে পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন। পুলিশ এবার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হল। এই গোলমাল হাঙ্গামা শুনে একজন গড়িলা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। পারল না —ধরা পড়ল। পরে লোকটিকে এয়ারপোর্টের ঘরে নিয়ে তার উপর অকথ্য অত্যাচার করা হল? এবার গড়িলা স্বীকার করল তারা ইস্রাইলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ারকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল।

তুমি বলছ কী? মোসাদের এজেন্টরা প্রায় একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল। 'যাক তুমি আমাদের বন্দী···

ইতিমধ্যে কৌলি খবর পেয়েছিল মোসাদ ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের একজন গড়িলাকে গ্রেপ্তার করেছে।

কৌলি দৌড়ে ওখানে গেল।

ওখানে একটি মিসাইল পাওয়া গেল। সেই মিসাইলটির উপরে নাম লেখা ছিল: 'গোল্ডামায়ার'।

যখন 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' গড়িলারা ধরা পড়েছিল তখন তাদের হাতে আর একটি অস্ত্র ছিল যার নাম ছিল 'বাউন্সিংবোট'। জিনিসটি দেখতে একটি 'মাইনের' মত। ঐ অস্ত্রের মুখের কাছে একটি সুতো আছে, সেই সুতো ধরে টানলে মাইন বিস্ফোরণ হয় এবং ঘটনাস্থলে যারা থাকেন তারা মারা যান। অনেক সময়ে এই "বাউন্সিং বোট" কোন বড় দালানের সামনে রেখে মাইনের মুখে একটি লম্বা সুতো রাখা হয়। যে কোন সময়ে ঐ সুতোটি ধরে টানলে ঐ বৃহৎ দালান ভেঙ্গে পড়ে।

ইতালিয়ান পুলিশ এবার গড়িলার হাতে ঐরকম একটি লম্বা সুতো দেখতে পেল। তাদের মনের দুশ্চিন্তা আরও বাড়ল।

কৌলি বিপদের আশংকা করে হেসনারকে একটি টেলিফোন করে বললেন: আপনি প্রধানমন্ত্রীর প্লেনের পাইলটকে বলুন, উনি যেন প্লেন নিয়ে রানওয়েতে না নামেন। হেসনার গোল্ডামায়ারের প্লেনের পাইলটকে এ খবর দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় নি।

এদিকে মোসাদের আর একজন এজেন্ট দেখতে পেলেন এয়ারপোর্টের কাছে একটি ঠেলাগাড়ি রয়েছে। ঐ গাড়িতে আরো দুটি 'স্ট্রেলা' মিসাইল ছিল। কথা ছিল গড়িলারা এখান থেকে মিসাইল ছুড়বে। কিন্তু মিসাইল ছুড়বার আগে গড়িলারা ধরা পড়ল। অতএব 'স্ট্রেলা' মিসাইল ব্যবহার করা সম্ভব হল না। ইতালিয়ান পুলিশ ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের বাকি সদস্যদের গ্রেপ্তার করে লিবিয়াতে পাঠিয়ে দিল।

ইতালিয়ান সরকারের এই সিদ্ধান্তে ইস্রাইলি সরকার খুশি হল না।

* * *

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পর প্রতিহিংসার যে ঝড় মধ্যপ্রাচ্যে

এবং য়ুরোপে বইতে শুরু করেছিল সেই কাহিনী আবার বলা যাক।

আভেনর এবং তার বন্ধুরা হিসাব করে দেখল যে তাদের তালিকায় আরো অনেকের নাম আছে যাদের প্রাণনাশ করা হয়নি! এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আলি হোসেন সালমা, আবু নিদাল, ডন কার্লোস...আরো কয়েকজন।

'১৯৭৪ সালে আবার আরব-ইস্রাইলি যুদ্ধ শুরু হল। এর নাম হল 'ইয়োম কাপুর' লড়াই। ঐ যুদ্ধটি ইস্রাইলি পর্ব 'ইয়োম কাপুরের' দিনে শুরু করা হয়েছিল।

এখানে বলা প্রয়োজন এই যুদ্ধে ইজিপ্টের রাষ্ট্রপতি সাদাত আসাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিলেন। আসাদ যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন কারণ তিনি ইস্রাইলি-দের কাছ থেকে সিরিয়ার কিছু জমি পুনর্দখল করতে চেয়েছিলেন। সাদাতের যুদ্ধ করবার প্রধান কারণ ছিল তার রাজনীতির খেলা ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯৭৪ সালে নাসরের মৃত্যুর পর ইজিপ্টে, বলা যায় সারা আরব দেশে, এক শোকের ছায়া পড়ল। সবাই বুঝতে পারল আরব দেশের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। পরে নিজের অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের প্রতারিত করে সাদাত ইজিপ্টের শাসনকর্তা হলেন। গদিতে বসেই সাদাত ওয়াশিংটনের কাছে গোপন খবর পাঠালেন: 'আমি যুদ্ধের বিরতি চাই, শান্তি চাই'। (Asad: The Struggle for the Middle East—By Patrick Seale পৃষ্ঠা ১৯৫)

১৯৭৪ সালে ১৪ই ফেব্রুয়ারী সাদাত সুয়েজ ক্যানাল দিয়ে ইস্রাইলি জাহাজ চলাচলের অনুমতি দিলেন। পরে তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধির মাধ্যমে ওয়াশিংটনের গেছে খবর পাঠালেন: ইজিপ্ট ইস্রাইলের সঙ্গে এক শান্তির, সন্ধি করতে ইচ্ছুক, যদি ইস্রাইল সিনাই এলাকা থেকে চলে যায়। ইস্রাইল এই প্রস্তাব স্বীকার করে নিল না। সাদাত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে তার শান্তির প্রস্তাবকে সমর্থন করতে অনুরোধ করলেন।

সাদাত, কিসিংগার, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এডভাইজারকে, আবার শান্তির এবং সুয়েজ ক্যানাল খুলে দেবার প্রস্তাবটি জানালেন। আমেরিকা কিংবা বলা যায়, কিসিংগার এর জবাবে বললেন যতদিন রাশিয়ান বিশেষজ্ঞ এবং টেকনিশিয়ানরা কায়রোতে থাকবে আমেরিকা, আরব-ইস্রাইলি যুদ্ধে কোন মধ্যস্থতা করতে পারবে না। অতএব ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে সাদাত ইজিপ্ট থেকে সমস্ত রাশিয়ান 'এক্সপার্টদের' বের করে দিলেন। কিন্তু তারপরও সাদাতের যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব বেশি দূর এগোল না। কারণ কিসিংগার ইচ্ছা করে এই যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে বাধা দিতে চেয়েছিলেন। (Assad—The Struggle for the Middle East—Patrick Seale. পৃষ্ঠা ১৯৫)

এরপর সাদাত যুদ্ধ করবার প্রস্তুতি শুরু করলেন। ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে সাদাত-আসাদের এক গোপন বৈঠক হল। এই বৈঠকে স্থির করা হল ৬ই অক্টোবর ইজিপ্ট সিরিয়া যৌথ ভাবে ইস্রাইল আক্রমণ করবে।

কিন্তু এই যুদ্ধের ফলাফল আরব দেশে এক নিরাশার ছায়া পড়ল। প্রথমে দু একদিন যুদ্ধে জয়লাভ করবার পর ঘড়ির কাটা ঘুরে গেল। ইস্রাইলিরা 'রেড সী' অতিক্রম করল। সাদাত আতংকিত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব করলেন।

এই সন্ধির প্রস্তাব অবশ্যি সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি আসাদকে না জিজ্ঞেস করেই করা হয়েছিল। [এই যুদ্ধের বিস্তারিত কাহিনী পরে বলা হবে]

* * * *

লড়াই'র সুযোগ নিয়ে তেলের দাম বাড়ান হল। এই লড়াই শুরু হবার সময় সাদাত জানতেন তিনি আরব দেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। যুদ্ধ শুরু হবার সময় তিনি শুধু সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট আসাদের সঙ্গে যুদ্ধের প্ল্যান, পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এবার সাদাত সৌদী আরবিয়ার ফৈসলের সঙ্গে এই লড়াইতে কী করে তেল কে করে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় এই নিয়ে দু একবার আলোচনা করেছিলেন। প্রস্তাব করা হয়েছিল তেলের দাম বাড়াও। ফৈসাল ঐ প্রস্তাবে কান দেননি। কারণ ছিল।

ঐ সময়ে সৌদী আরবিয়ার পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি তেল উৎপাদন হত। ১৬৭৩ সালে সৌদী আরবিয়ার তেল উৎপাদন ছিল প্রতিদিন ৮৪ মিলিয়ন ব্যারেল। বাজারে প্রচুর তেলের চাহিদা ছিল। তবে সৌদী আরবিয়া তেলের দাম বাড়াতে অনিচ্ছুক ছিল। তেলের দাম বাড়ালে ইস্রাইলের যুদ্ধ করতে অসুবিধা হবে সাদাত এই কথাটা ফৈসালের মনে ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। আমি শিগ্‌গিরই ইস্রাইলকে আক্রমন করব। আক্রমন করবার একটি বড় অস্ত্র হল তেলের দাম বাড়ান।

ফৈসাল আপত্তি করলেন। আমরা দুতিনদিন যুদ্ধের জন্যে তেলের দাম বাড়াতে রাজি নই। সৌদী আরবিয়ার সম্রাটের হাতে তেলের দাম বাড়াবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল।

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর ও'পেক অর্থাৎ তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি এক সভায় তেলের দাম বাড়াবার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করল।

হিসেব করে দেখা গেল ১৯৪৪ সালে তেলের দাম ১/৮০ ডলার থেকে ২/১৮ ডলারে বাড়ান হয়েছিল। পরে ১৯৪৪ সালে তেলের দাম হল ২।৯০ ডলার। ১৯৪৪ সালে অক্টোবর মাসে তেলের দাম ৫/১২ থেকে ১১/৬৫ ডলারে বেঁধে দে'য়া হল।

তারপর থেকে প্রতি বছরই তেলের দাম বাড়ছে কমছে।

এই তেলের দাম বৃদ্ধির পুরো দায়িত্ব ছিল ইজিপ্টের আনোয়ার সাদাতের।

* * *

ইজিপ্ট ইস্রাইলের সন্ধির প্রস্তাবের কোথাও 'প্যালেস্টাইন' শব্দটি উল্লেখ করা হল না। প্যালেস্টাইনি গড়িলা নেতারা জর্জ হাব্বাস, নায়েক হাওতামে, আহমেদ জিব্রিল, আবু নিদাল এবং অন্যান্য প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা নেতারা এই সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন এবং সাদাতের বিরুদ্ধে একটি জনমত গড়ে তুলবার চেষ্টা

করলেন। এরা ইস্রাইলের সঙ্গে কোন প্রকার আপোষ মীমাংসার বিরোধী ছিলেন। এদের বলা হল 'রিজেকশন ফ্রন্ট' (Rejection Front)। জর্জ হাব্বাস এই 'রিজেকশন ফ্রন্টের' নেতা এবং মুখপাত্র হলেন।

*   *   *

১৯৪৪ সালে হাব্বাস এবং ওয়াদি হাদাদ পারীতে গড়িলা প্যালেস্টোনিয়ান সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে একটি 'ক্যাম্প' তৈরি করেছিলেন। এই ক্যাম্প গড়িলাদের কাছে 'দি প্যালেস' নামে পরিচিত ছিল। এই ক্যাম্পে বিভিন্ন দেশের গড়িলারা, তুর্কীর পিপলস লিবারেশন ফ্রন্ট, দি ইরানিয়ান লিবারেশন ফ্রন্ট, দি জাপানীজ রেড আর্মির সদস্যরা এসে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতো। পরে একদিন ফরাসি সিকিউরিটি পুলিশ এসে এদের ক্যাম্প থেকে প্রচুর বোমা, গড়িলা যুদ্ধের সরঞ্জাম, প্ল্যান, জাল ডকুমেণ্ট, উদ্ধার করেছিল।

১৯৪৪ সালে হাব্বাস ও হাদাদ তাদের গড়িলা সংগঠনকে আরো শক্তিশালী, এবং দক্ষ করে তুলবার চেষ্টা করলেন।

এই সব প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা নেতাদের রঙ্গীন জীবনী নিয়ে আলোচনা করবার আগে আরো দুজন গড়িলা নেতা, ডন কার্লোস এবং আবু নিদালের নাম করা দরকার।

এরাও ইস্রাইলি সন্ত্রাসবাদীদের নেতা আভেনরের নামের তালিকায় ছিল।

*   *   *   *

সত্তর দশকে য়ুরোপের বিভিন্ন শহরে আভেনর তার তালিকায় লিখিত বিভিন্ন প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলাদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তার তালিকার প্রথম নম্বরে ছিলেন হাসান সালমা। আর একজন সন্ত্রাসবাদীর নেতার নাম ছিল ডন কার্লোস। তেল আভিভ যে তালিকা আভেনরকে দিয়েছিল তার মধ্যে ডন কার্লোসের নাম ছিল না। কিন্তু ডন কার্লোস ছিলেন পাপা গাদাফীর একজন পোষ্যপুত্র। আমরা এখানে ডন কার্লোসের জীবনী এবং তার বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথমতঃ ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের নেতারা হাসান সালমার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত হয়েছিলেন। কারণ বাজারে গুজব শোনা গিয়েছিল শেনবেত সালমা'কে খুন করার চেষ্টা করছেন। অতএব হাসান সালমা'কে কিছুদিনের জন্যে ছুটি দে'য়া হল। সালমা'র বদলে য়ুরোপে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের নেতা হলেন মুহম্মদ বৌদিয়া। মুহম্মদ বৌদিয়ার জন্ম হয়েছিল আলজেরিয়াতে এবং পারীর ফ্যাসানবেল সমাজে বৌদিয়া বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন।

মুহম্মদ বৌদিয়ার উদ্দেশ্য ছিল য়ুরোপের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী দলগুলিকে একত্র করে একটি প্যালেস্টোনিয়ান সৈন্যবাহিনী গঠন করা। তার দলের অধিকাংশ সদস্যকে লেবাননে ট্রেনিং দে'য়া হয়েছিল। পরে তারই চেষ্টায় য়ুরোপে একটি সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে উঠল। এই সব গড়িলা দল গুলির মধ্যে অনেক ভাগ, বিভিন্ন মতাবলম্বীর সদস্য ছিল। পি. এল. ও. মানে আলফতাহ' ছিল

ন্যাশনালিষ্ট, পি. এফ. এল. পি. ছিল মার্ক্সবাদী। এই ধরণের বিভিন্ন মতাবলম্বীর জন্যে দলের মধ্যে একতার অভাব ছিল।

বৌদিয়ার একজন সহযোগীর নাম ছিল মুখহারবেল। তিনি পারীর বৌদিয়ার ক্যাম্পের সঙ্গে লেবাননের গড়িলা শিবিরের যোগাযোগ রাখতেন। পরে ইস্রাইলি কমানডো বাহিনী মুখহারবেলের ছবি এবং তার জীবনীর ফাইল চুরি করে তেল আভিভে নিয়ে গেল।

এবার মোসাদের 'কেস অফিসার' ওরেন রিফকে নির্দেশ দে'য়া হল যেন অবিলম্বে মুখহারবেলকে 'ডবল এজেণ্ট' হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

মুখহারবেল লণ্ডনের এক সৌখীন হোটেলে থাকতেন। ওরেন রিফ কিছুদিন মুরহারবেলকে অনুসরণ করে তার হোটেল এবং তার রুম নম্বর বের করে নিলো। ওরেন রিফ কোন ভনিতা না করে সোজা গিয়ে মুরহারবেলকে বলল : 'আমি ইস্রাইলের সিক্রেট সার্ভিসের লোক। আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। ভাল মাইনে দেবো।

এই প্রস্তাবের জবাব দিতে মুখহারবেল একটুও দেরি করলেন না। বললেন এত দেরি করে আমার কাছে এলেন কেন? আমি তো ভেবেছিলাম আপনারা এর আগেই আমার কাছে আসবেন।

তারপর দুজনে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হল। এই আলোচনায় স্থির হল এরপর তারা কবে, কোথায় দেখা করবে।

মুখহারবেল ভিন্ন কারণে 'ডবল এজেণ্ট' হিসাবে কাজ করতে রাজি হয়েছিলেন। প্রথমতঃ তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ একদলের পরাজয় হলেও, মুখহারবেলের জীবনের কোন আশংকা থাকবে না। তারপর উপুরি যদি কিছু টাকা পাওয়া যায় তাহলে মন্দো কী?

একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে মুখহারবেল ওরেন রিফকে বৌদিয়ার বিভিন্ন স্থানে থাকবার ঠিকানা দিলেন।

বৌদিয়ার মেয়েদের প্রতি তীব্র আশক্তি ছিল। এদিকে বৌদিয়াও জানতেন মোসাদ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অথচ তার প্রতি রাত্রে বিভিন্ন নারীর প্রয়োজন হত। যে সব রমণীর বাড়িতে তিনি রাত কাটাতেন সেইগুলি ছিল তার 'সেফ হাউস'। তবে প্রশ্ন হল বৌদিয়া কবে কোন রমণীর বাড়িতে রাত্রি কাটাবেন এ খবর শুধু মুখহারবেলই জানতেন। এই কারণে মুখহারবেলের বৌদিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হত। মোসাদের এজেণ্টরা মুখহারবেলের কাছ থেকে বৌদিয়ার বিভিন্ন বান্ধবীদের ঠিকানা পাবার পর তারা বৌদিয়ার পেছনে ছায়ার মতো ঘুরতো। মোসাদ আর একটি খবর পেল বৌদিয়া শিগ্গিরই ইলিয়াচ রামিরিজ সানুচের (ডন কার্লোস) কাছ থেকে কিছু টাকা সংগ্রহ করবার চেষ্টায় আছেন। রামিরিজ ছিলেন এক বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী। সন্ত্রাস জগতে তার নাম ছিল ডন কার্লোস এবং কোন এক সময়ে তিনি ছিলেন 'পাপা গাদাফীর' শিষ্য।

মোসাদ বৌদিয়ার পেছনে ঘুরে বুঝতে পারল বৌদিয়া অতি সাবধানী। এছাড়া তার গতিবিধি ছিল এলোমেলো। তাকে অনুসরণ করা বেশ কঠিন কাজ ছিল। অতএব বৌদিয়াকে হত্যা করবার জন্যে অনেক সাবধাণী হবার প্রয়োজন ছিল।

বৌদিয়া একটি নীল গাড়িতে চড়তেন। সাধারণতঃ গাড়িতে চড়ার আগে তিনি ভাল করে গাড়ি সার্চ করতেন। বিশেষ করে যে পাইপ দিয়ে মোটরের ধুয়ো বেরুতো সেই পাইপটি ভাল করে চেক করা হত। তাই মোসাদের এজেণ্টরা স্থির করল সিটের নিচে একটি প্রেসার বোমা বসাতে হবে। 'অর্থাৎ একটু চাপ পড়লেই গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু এমন কোন বোমা কিংবা প্রেসার বম্ব বসাতে হবে যেন ফরাসি পুলিশের মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি না হয়। অতএব এই কাজের জন্যে একটি স্থানীয় দিশী বোমা তৈরি করা হল।

২৮শে জুন, ১৯৪৪ সালে বৌদিয়া তার গাড়িতে উঠবার আগে গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্র চেক করলেন। কিন্তু পরে যেই সিটে বসতে গেলেন অমনি এক তীব্র বিস্ফোরণ হল। সেই বিস্ফোরণে বৌদিয়া মারা গেলেন।

ফরাসি পুলিশ বৌদিয়ার কাজকর্মের খবরাখবর রাখত। প্রথমে তারা সন্দেহ করেছিল বৌদিয়া তার নিজের তৈরি বোমায় প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু পরে তদন্ত করে জানা গেল এ হল মোসাদের কাজ।

বৌদিয়ার মৃত্যুর পর য়ুরোপে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' কাজকর্মের দায়িত্ব রামরিজ সানচে'কে দে'য়া হল।

* * *

বিশ্বের সন্ত্রাসবাদ জগতে কার্লোস রামরিজ সানচের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার আর একটি নাম ছিল। তিনি সবার কাছে দুদ্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদী 'ডন কার্লোস' নামে পরিচিত ছিলেন।

সন্ত্রাস জগতে দুঃসাহস এবং কর্মদক্ষতার জন্যে ডন কার্লোসকে আমেরিকার আলকাপুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সবাই বলেন তার জুড়িদার পাওয়া ভার। তবে ইণ্টারপোল ডন কার্লোসকে আলকাপুন বলে স্বীকার করে নিতে চায়নি।

সন্ত্রাসবাদ জগতে ডন কার্লোস 'দি জ্যাকাল' নামে পরিচিত ছিলেন। তবে সবাই বলতেন ডন কার্লোস ছিলেন সুবিধাবাদী। প্রথম জীবনে তিনি বহু সুন্দরী, অপসরাদের সঙ্গে রাত্রি কাটিয়েছিলেন। তার জীবন ছিল আয়েষী।

মস্কোতে প্যাট্রিস লুমুমবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় তার বৌদিয়ার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। পরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হল। ক্রমে ক্রমে ডন কার্লোস হলেন 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' একজন নেতা।

এই সন্ত্রাসবাদ কাজ করবার আগে ডন কার্লোস গোটা য়ুরোপ এবং পূর্ব জর্মানী ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ঐ সময়ে পশ্চিম জর্মানী ছিল সন্ত্রাসবাদীর দল বাদার মাইনফের মক্কা। পূর্ব-পশ্চিম জর্মানী ভ্রমণকালে ডন কার্লোসের বাদার মাইনফ দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন হয়। পরে ১৯৪৪ সালে তিনি 'ব্ল্যাক

সেপ্টেম্বরের' একজন গড়িলা সেনা হিসেবী সম্রাট হুসেনের বেদুইন সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরে'র একজন সক্রিয় সদস্য হলেন। তিনি 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরে'র হয়ে অনেক সন্ত্রাসবাদের কাজ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে বিভীষণ মুখহারবেল নিয়মিতভাবে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' কাজকর্মের এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্ল্যান পরিকল্পনার খবর মোসাদকে দিচ্ছিলেন। কিন্তু কয়েকটি ঘটনার পর ডন কার্লোস চুপ করে গেলেন। এদিকে মোসাদ কোন এক বিশেষ কারণে রিফের হাত থেকে ডন কার্লোসের তদন্তের দায়িত্ব তুলে নিলেন। স্থির হল ভবিষ্যৎ ডন কার্লোস হবেন ফরাসি সিকিউরিটি সার্ভিসের শিকার। ওকে নিয়ে কী করতে হবে সেইটে দেখবার দায়িত্ব ফরাসি ইনটেলিজেন্সের হাতে তুলে দিতে হবে। কিন্তু পরে মত পরিবর্তন হয়েছিল।

১০ই জুন, ১৯৫৫ কার্লোস মুখহারবেলের কাছে টেলিফোন করলেন। মুখহারবেল বললেন তিনি অবিলম্বে পারী থেকে চলে যাচ্ছেন। কারণ তিনি তার জীবন সম্বন্ধে আতংকিত হয়েছেন। কার্লোস মুখহারবেলকে তার বাড়িতে ড্রিংকসের নেমন্তন্ন করলেন। বাড়িতে ঢুকবার এবং বেরুবার একটি রাস্তাই ছিল।

এবার মোসাদ পুলিশকে কার্লোসের বাড়ি দেখিয়ে বলল ঐ বাড়িতে একজন আর্মস ডিলার আছেন। তার সঙ্গে এক সহকারি আছেন এবং তিনি পুলিশের কাছে তার মুখ খুলতে ইচ্ছুক। অবশ্যি মোসাদ কার্লোসের আসল পরিচয় কী এবং মুখহারবেল যে মোসাদের এজেন্ট এ কথা জানাল না।

রিফ মুখহারবেলকে বলল ফরাসি পুলিশ তোমাকে সাহায্য করবে। কোন ভয় নেই। ফরাসি পুলিশের সাহায্য নিয়ে তুমি তিউনিসে পালিয়ে যেতে পারবে। যতোদিন কার্লোস চারদিকে ঘুরে বেড়াবে ততোদিন তোমার ভয়ের, চিন্তার কোন কারণ নেই। পুলিশ তোমাকে কার্লোসের এবং তোমার একটি ছবি দেখাবে। তোমার কাজ হবে কার্লোসের ছবিটিকে শনাক্ত করা।

ইতিমধ্যে রিফ কার্লোসের ফাইল ফরাসি সরকারের হাতে তুলে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কার্লোসের পুরো জীবনী আমরা জানিনে। তবে লোকটি বিপজ্জনক এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তেল আভিভ রিফের প্রস্তাবে রাজি হল না। যদি ফরাসিরা কার্লোসের সম্বন্ধে কোন খবর চায় তাহলে সেই খবরের জন্যে উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে। পরে রিফ আবার যখন কার্লোসের জীবনীর ফাইল ফরাসী পুলিশকে দিতে চাইল তখন মোসাদ আবার আপত্তি করল।

লণ্ডনের দুএকটি ইহুদি দোকানে বোমা ছোড়া এবং আগুন দে'য়া ছিল কার্লোসের দৈনিক কাজ। পুলিশ কার্লোসের আস্তার স্থানে হানা দিয়ে অনেক আপত্তিকর জিনিষ উদ্ধার করল। ঐ সময়ে কার্লোস লণ্ডনে ছিলেন। তিনি মুখহারবেলকে টেলিফোন করে বললেন ঃ আমি কাল পারীতে আসছি। কাল কিংবা পরশু তোমার সঙ্গে একটি জরুরী কাজ আছে।

মোসাদ এই টেলিফোনের খবর পেল। তারা ভাবল কার্লোস হয়ত বাজিয়ে

দেখতে চায় মুখহারবেল তাদের অনুগত কিনা ?

২৪শে জানুয়ারী লণ্ডনের এক ইস্রাইলি ব্যাঙ্কে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি বোমা ফেলল। এই বোমায় চারজন ইহুদি মহিলা গুরুতর রূপে আহত হল। পারীতে থাকাকালীন কার্লোস মুখহারবেলকে বললেন ঃ তার জাপানীজ রেড আর্মির সঙ্গে কিছু কাজ আছে। দেনা-পাওনার হিসেব করতে হবে। এ কাজ শেষ করবার পর তিনি পি. এল. ও.-র কাজ শুরু করবেন।

মুখহারবেলের কাছ থেকে এই খবর পাবার পর মোসাদ কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করল। ডন কার্লোস কখন কী করবেন একথা ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ছিল না। ঐ বছর আগষ্ট মাসে ডন কার্লোস পারীর দুই সংবাদপত্র অফিসকে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। একদিন ইস্রাইলিরা মুখহারবেলের কাছ থেকে জানতে পারল রাশিয়ানরা প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলাদের কাছে ৭ নম্বর রকেট সাপ্লাই করছে। এই রকেটের সাহায্যে গড়িলারা যে কোন চলতি নিশানা আক্রমণ করতে পারত।

১৩ই জানুয়ারী, কার্লোস এবং তার জর্মান বন্ধু [বাদার মাইনফের বন্ধু] উইলফ্রেড বোস বিমানবন্দরে বিমান আক্রমন করবার জন্যে অরলি বিমানবন্দরে গেলেন। [পরবর্তীকালে উইলফ্রেড বোস উগাণ্ডার বিমানবন্দরে এয়ার ফ্রান্সের প্লেন ছিনতাইর ব্যাপারে এক বিশেষ বড় অংশ গ্রহণ করেছিলেন] রাস্তায় তার চিহ্ন রাখবার জন্যে কার্লোস এক বোতল দুধ রেখে দিলেন। কথা ছিল এক নির্দিষ্ট সময়ে উইলফ্রেড বোস ঐখানে গিয়ে উপস্থিত হবেন। ওখানে পেঁছুবার পর ওরা দুটি আর. পি. জি. ৭ নম্বর মিসাইল ইস্রাইলি প্লেনকে লক্ষ্য করে ছুড়লেন। একটি মিসাইল গিয়ে যুগোশ্লোভকিয়ার প্লেনে আর অপরটি বিমানবন্দরের গায়ে লাগল। এরপর কার্লোস এবং বোস তাদের এ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলেন।

এ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে ডন কার্লোস মুখহারবেলকে মিসাইল দিয়ে আক্রমণের কথা বললেন। মুখহারবেল এর জবাবে বললেন ঃ আজকের রেডিওতে এই কথা বলা হয়েছে। তবে আপনাদের লক্ষভ্রষ্ট হয়েছে, কারণ মিসাইলের একটি যুগোশ্লোভকিয়ার প্লেনের গায়ে লেগেছে, অপরটি বিমানবন্দরের দেয়ালে।

কার্লোস এবার একটু চিন্তা করে বললেন ঃ স্বীকার করি, আমাদের মিসাইল ঠিক জায়গায় লাগেনি। আমরা আবার তিনদিন পরে এল আল প্লেনকে লক্ষ্য করে মিসাইল ছুড়ব।

মুখহারবেল এই খবরটা ইস্রাইলিদের দিলেন।

তিনদিন পরে কার্লোস আবার মিসাইল ছুড়ে ইস্রাইলি প্লেন ধ্বংস করবার চেষ্টা করলেন। এবারও নিশানা ব্যর্থ হল।

কারণ মোসাদ আগে থেকে খবর পেয়ে প্লেনগুলি সুরক্ষিত জায়গায় রেখে দিয়েছিল।

এরপর ডন কার্লোস গা ঢাকা দিলেন। তিনি যে পালিয়ে গেছেন মুখহারবেল জানতেন না।

প্রায় পাঁচ মাস ডন কার্লোস গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে মুখহারবেল মোসাদকে প্যালেস্টোনিয়ানদের কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান খবর দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তার চারপাশে সন্দেহের আবহাওয়া দেখবার পর মুখহারবেল নিজের জীবন সম্বন্ধে শঙ্কিত হলেন। কারণ মুখহারবেল সন্দেহ করলেন, যে হয়ত বেরুত এবং ডন কার্লোস তার বিভীষণের কাজকর্ম সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ-অনুমান করেছে।

মুখহারবেল স্থির করলেন তিনি একটি নতুন পরিচয় দিয়ে ঐ বিপজ্জনক জায়গা থেকে বেরিয়ে পড়বেন। পরে মোসাদও স্থির করেছিল ডন কার্লোসের ফাইল ফরাসি সিকিউরিটির হাতে দেবে না। কারণ কার্লোসকে হত্যা করে হাত নোংরা করবার কোন ইচ্ছাই মোসাদের ছিল না।

দশই জুন, ১৯৫৫ সাল। মুখহারবেল কার্লোসকে বললেন, তিনি পারী থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে চান। কার্লোস এর জবাবে মুখহারবেলকে তার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। কোথায় দেখা করতে হবে তার ঠিকানাও দিলেন।

মুখহারবেলের মনের সন্দেহ বাড়ল। কারণ ঐ বাড়িতে ঢুকবার এবং বেরুবার একটি রাস্তাই ছিল। ঐ রাস্তাটি ডন কার্লোসের হাতের মুঠোয় ছিল একথাও মুখহারবেল জানতেন। এবার মুখহারবেলের কেস অফিসার ওরেন রিফ একটি বাড়ি ভাড়া করলেন। ঐ বাড়ি থেকে তিনি ডন কার্লোসের উপর তীক্ষ্ন নজর রাখবেন। দেখবেন ডন কার্লোস কি করছেন না করছেন?

এবার রিফ পুলিশের কাছে গিয়ে ডন কার্লোসের খবর দিল।

পুলিশ এলো। ডন কার্লোস পুলিশ বাহিনীকে তার বাড়ির যাবার ভেতর জন্যে আমন্ত্রণ করলেন। মিষ্টি কথা, অতি অমায়িক ব্যবহার। অবশ্যি ফরাসি পুলিশ ডন কার্লোসের বাড়িতে অপাত্তজনক কোন ফাইল কিংবা কাগজ পেলো না।

অপর বাড়ির ভেতর ওরেন রিফ সব কিছুই লক্ষ্য করছিলেন। অনেকক্ষণ তিনি বেশ উত্তেজিত হয়েছিলেন। কিছুটা ভয়ও পেয়েছিলেন। কিছুক্ষণ বাদে পুলিশ ডন কার্লোসকে বলল: আমাদের সঙ্গে একজন লোক আছেন। আপনি নিশ্চয় তাকে চেনেন। আপনি কী তার সঙ্গে দু চারটে কথা বলবেন।

পুলিশের সঙ্গে মুখহারবেলকে দেখবার পর ডন কার্লোস সমস্ত ঘটনা আন্দাজ, অনুমান করে নিলেন। বুঝতে পারলেন পুলিশ জানে ডন কার্লোস কে? মুখহারবেল কার্লোসকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন, ভয় পাবার কিছুই নেই। পুলিশ আপনার এবং আমার সম্বন্ধে কিছুই জানে না'

ডন কার্লোস এবার শয়তানির খেলা খেললেন। তিনি পুলিশকে বললেন: দেখুন আমি পাশের ঘরে আমার গীটারটি রেখে আসতে চাই।

পুলিশ এই প্রস্তাবে কোন আপত্তি করল না। নিজের ঘরে ঢুকে ডন কার্লোস একটি মেসিন গান নিয়ে এলেন। তারপর মুখহারবেলকে উদ্দেশ্য করে গুলি চালালেন। মুখহারবেল প্রাণ হারালেন।

ওরেন রফিক পাশের বাড়ি থেকে পুরো ঘটনাটি দেখলেন। তারপর সেই

পুলিশ এবং ডন কার্লোসের মধ্যে লড়াই গুলির আওয়াজ শুনতে পেলেন তখন তিনি নিজেকে নিতান্ত অসহায় বলে মনে করলেন। তবে তার করবার কিছু ছিল না।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ডন কার্লোস বনাম পারীর পুলিশের মধ্যে একখণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেল। ওরেন রিফেরও এক্ষেত্রে করবার কিছুই ছিল না। পরে সেদিন রাত্রে ওরেন রিফ 'এল আলের' প্লেন করে তেল আভিভে চলে গেলেন।

* * *

মোসাদের উদ্দেশ্য পূরণ হল। কারণ ফরাসি পুলিশের খাতায় ডন কার্লোসের নাম লেখা ছিল না। এবার পুলিশের কালো খাতায় ডন কার্লোসের নাম উঠল। কারণ গুলি চালাবার সময় ডন কার্লোস চিৎকার করে বলেছিলেন 'আমি হলাম ডন কার্লোস'।

সেদিনই সবাই ডন কার্লোসের আসল পরিচয় জানতে পারল।

* * *

১৯৫৫ ভিয়েনা শহরে প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলারা 'ওপেকের' সম্মেলন আক্রমণ করতে গিয়েছিল। 'ওপেক' ছিল পেট্রোল উৎপাদনকারী দেশগুলির এক সংস্থা।

প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলারা ভিয়েনা শহরে গিয়ে উপস্থিত হল। সময়টা ছিল ক্রীসমাস। দলের নেতৃত্ব করেছিলেন ডন কার্লোস। তার সঙ্গে ছিল হানস্ জোয়াকম ক্লাইম, গাব্রিয়েল ক্রোয়েভার টিয়েডম্যান এবং দুজন লেবানীজ ও একজন প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা নেতা।

জর্মান বিপ্লবী দল অস্ত্র সাপ্লাই করল। কার্লোস স্থানীয় হিলটন হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। পরে পুরো দল একটি গাড়ি করে 'ওপেক' বিল্ডিং এ গিয়ে হাজির হল। একটি হ্যাণ্ড ব্যাগে প্রচুর হ্যাণ্ড গ্রেনেড বোমা ছিল। ডন কার্লোস এবং তার সঙ্গীরা গিয়ে দোতলায় উঠলেন। যাবার পথে তিনজন সিকিউরিটি গার্ডকে হত্যা করা হল। অক্রমণ ব্যর্থ হল। অস্ট্রিয়ান গভর্ণমেণ্ট অবশ্য কার্লোসের দলের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করল না। বরং অস্ট্রিয়ান সরকার তাদের অস্ট্রিয়া দেশ থেকে বেড়িয়ে যাবার জন্যে একটি বিমান কার্লোসকে দিল।

* * *

ডন কার্লোসের জীবনের আর একটি কাহিনী। 'সোনাউ ক্যাসেল' ছিল ইহুদি শরণার্থীদের ক্যাম্প। সোনাউ ক্যাসেল আক্রমণ করবার জন্যে একটি নিখুঁত প্ল্যান করা হয়েছিল। কার্লোস এই প্ল্যানটি কার্যকরী করবার দায়িত্ব নিজের হাতে নিলেন। অবশ্য কে. জি. বি'র সাহায্য ছাড়া প্ল্যান কার্যকরী করা সম্ভব ছিল না। এর আগেও দু একবার ঐ ক্যাসেল দখল করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি। ডন কার্লোস যখন ঐ ক্যাসেল আক্রমন করে-ছিলেন সেই প্ল্যানে কোন খুৎ ছিল না।· এবারও অক্রমণ ব্যর্থ হল।

এই আক্রমনের পর বার ডন কার্লোস লিবিয়াতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

লিবিয়াতে সমুদ্রের ধারে ডন কার্লোসকে থাকবার জন্যে গাদাফী একটি বাড়ি দিয়েছিলেন।

পরে ডন কার্লোসের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ করা হল যে ওপেক' সম্মেলনের সময় তিনি সৌদী আরবিয়ার এবং ইরানের প্রতিনিধিদের চলে যাবার সুযোগ দিয়েছিলেন। শোনা যায় এর পরিবর্তে দুইটি দেশ তাকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার দিয়েছিল।

অবশ্যি ডন কার্লোস জানতেন এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কী? মৃত্যুদণ্ড। এরপর ডন কার্লোস 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' বাহিনী থেকে পদত্যাগ করলেন।

কিন্তু দলের নেতা ওয়াদি হাদাদ (জর্জ হাব্বাসের সহকারি) এই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করলেন না। তার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ না করবার আর একটি নেপথ্য কারণ ছিল। কারণ ইতিমধ্যে ডন কার্লোস প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলাদের মাথার বোঝা হয়ে দাড়িয়েছিল।

একদিন ডন কার্লোস উধাও হয়ে গেলেন। তিনি কোথায় গেছেন কেউ বলতে পারল না।

* * *

এরপর আর একজন প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলার কথা বলা প্রয়োজন। তার আসল নাম হল সরবি আল বান্না কিন্তু বর্তমানে তিনি দুনিয়ার কাছে 'আবু নিদাল' নামে পরিচিত।

আবু নিদাল নিজের হাতে কোন মানুষ খুন করেন না বটে তবে তারই আদেশে, নির্দেশে কিংবা চক্রান্তে সন্ত্রাসবাদীরা তাদের কাজ করে থাকে। বিভিন্ন ধরণের সন্ত্রাসবাদের কাজ। খুন, ডাকাতি হাইজ্যাকিং, সব ধরণের রাজনৈতিক কাজ তারই প্ল্যান অনুযায়ী করা হত। আবু নিদাল খুবই সাবধানে চলাফেরা করেন। তার সঠিক ঠিকানা জানলে ইস্রাইলিরা যে তাকে খুন করবে একথা সবাই জানত। তিনি অন্য কোথাও জল পান করেন না। ইয়াসির আরাফতের সহকারি আবু জিহাদ বলতেন আবু নিদাল সবাইকে এত অবিশ্বাস করেন, যে তার ধারণা হল তার নিজের "স্ত্রী হলেন সি. আই. এ. এজেন্ট।"

আবু নিদালের জন্ম হয়েছিল ১৯৩৭ সালে জাফা শহরে। তার আসল নাম ছিল সরবি খলিল আল বান্না। বৃটিশ শাসনকালে তার পরিবারের বেশ পয়সা কড়ি ছিল। মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল বান্নার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক ছিল।

১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার যুদ্ধের আগে আবু নিদালের পরিবার জাফা শহর থেকে চলে আসে। কিছুদিন 'রিফিউজী ক্যাম্পে' থাকার পর তারা 'নাবলুস' শহরে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করল। এখানে ব্যবসা করে আবু নিদালের পরিবার দু পয়সা কামিয়েছিল।

ছাত্র হিসেবী আবু নিদাল খুব বেশি মেধাবী ছিলেন না। কায়রোতে পড়াশুনা করেছিলেন তবে বেশিদূর এগোতে পারেন নি। পরে বন্ধুদের প্রভাবে

পড়ে তিনি রাজনীতি করতে শুরু করেন। আল ফতাহ'র একজন গণ্যমান্য সদস্য হলেন। নাবলুস শহরে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স যখন তাদের অভিযান্য শুরু করল তখন আবু নিদাল ওখান থেকে পালিয়ে গেলেন। পরে দলের অন্য সদস্যদের মত তাকে নাম পরিবর্তন করতে বলা হল। আল বান্না হলেন 'আবু নিদাল', সংগ্রামের পিতা, Father of the Struggle."

আল ফতাহ'র নেতা হিসেবে তাকে সুদানে পাঠান হল। কিন্তু ওখানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার বনিবনা হল না। ঐখানকার সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সুদান থেকে তাকে সরিয়ে নে'য়া হল। তারপর তাকে ইরাকে পাঠান হল।

ইরাকে আসবার পর আবু নিদালের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এল। তিনি এখানে এসে আলফতাহ'কে নতুন করে গড়ে তুলতে লাগলেন। এই সময়ে অবশ্যি তিনি ইয়াসির আরাফতের বাধ্য ছিলেন। এরপর তাকে চীন, উত্তর কোরিয়াতে বিশেষ সামরিক ট্রেনিং নেবার জন্যে পাঠান হল। এখানে এসে তিনি গড়িলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিলেন। মাও সেতুং-র আদর্শ ও নীতি তাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। পরে যখন জর্ডন সরকারের নীতির বিরোধিতা করবার জন্যে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' গঠন করা হল তখন আবু নিদাল ঐ দলের একজন বড় মাপের নেতা হলেন।

একদিন আবু নিদাল এবং তার গড়িলা বন্ধুরা পারীতে অবস্থিত সৌদী আরবিয়ার এম্বাসীর উপর আক্রমণ করল। বেশ কয়েকজন ডিপ্লোম্যাট কর্মচারিকে গ্রেপ্তার করা হল।

আবু নিদাল যখন ইরাকে ছিলেন তখন ইরাকী ইনটেলিজেন্স আবু নিদালের দলকে গড়িলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিল। আবু নিদাল পরে বলেছিলেনঃ ১৯৭০ সালে জর্ডনের সম্রাট হুসেন প্যালেস্টেনিয়ানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সিরিয়াও প্যালেস্টেনিয়ানদের প্রতি অবিচার করেছে। একমাত্র ইরাক সরকার আবু নিদালকে 'দি পলিটিকাল কমিটি ফর দি প্যালেস্টেনিয়ান রিভল্যুশন' গঠন করবার অনুমতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়। সাদাম হোসেন আবু নিদালের দলকে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার দিয়ে সাহায্য করেছে।

আবু নিদালের দলের সদস্য সংখ্যা ১৫০-২০০।

১৯৫৫ সালে আবু নিদাল অভিযোগ করলেন আলফতাহ তার আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্যে তিনি এক সভা ডেকেছিলেন। আবু নিদালের এই ডাকে কেউ কান দিল না।

আবু নিদাল আল ফতাহ থেকে পদত্যাগ করলেন। এবার শুরু হল তার সন্ত্রাসবাদের কাজ। ইস্রাইলি নাগরিকদের উপর আক্রমণ শুরু হল।

আবু নিদালের সন্ত্রাসবাদের কাহিনী এবং তার পুরো বিবরণী এখানে দেয়া সম্ভব নয়। তবু আবু নিদালের কিছু পরিচয় এখানে দে'য়া হল কারণ ভবিষ্যৎ আবু নিদালের সন্ত্রাসবাদের কাজকর্মের সঙ্গে আমরা পরিচিত হব।

* * *

ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স অর্থাৎ শেনবেতের য়ুরোপের বিভিন্ন শহরে বহু প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা নেতাদের খুন, কিডন্যাপিংএর কাহিনী সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এমন কী ইস্রাইলেও শেনবেতের কাজ করবার নিয়ে সমালোচনা শুরু হল। সবাই শেনবেতকে 'মানুষ মারবার যন্ত্র' বলতে লাগল। আর একটা অভিযোগ করা হল, এই সব হত্যাকাণ্ড করবার জন্যে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স দেশের অর্থ এবং জনবলের অপচয় করছে। আর এক দল বলল : প্যালেস্টে-নিয়ান গড়িলা বাহিনীকে অনর্থক গুরুত্ব দে'য়া হচ্ছে। প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলাদের দাবি যে তারা ইস্রাইলে প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা বিরোধী এক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। এছাড়া প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলাদের হত্যা করতে গিয়ে শেনবেত প্রচুর ভুল করেছে। প্রমাণ আলি হাসান সালমা।

আলি হাসান সালমা এক বিচিত্র চরিত্র। একদিকে তিনি ছিলেন আলফতাহ এবং 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' উল্লেখযোগ্য নেতা···অপর দিকে তিনি ছিলেন নাইট ক্লাবের বহু নারীর প্রেমিক এবং এর জন্যে তার নামকরণ হয়েছিল 'দি রেড প্রিন্স'। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আর একটি মূল্যবান খবর জানা গেল আলি হাসান সালমা ছিলেন সি. আই. এ. এবং প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা অর্থাৎ আলফতাহর মধ্যে একটি বড়ো "পাইপলাইন"। কারণ দেখা যাবে অনেকদিন ধরে ইয়াসির আরাফত এই পাইপলাইনের সাহায্যে আমেরিকানদের কাছে গড়িলা যুদ্ধ বিরতির এবং ইস্রাইলিদের সঙ্গে মীমাংসার প্রস্তাব পাঠাচ্ছিলেন।

১৯৫৫ সালে আরাফত আলফতাহর ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবার আদেশ দিলেন। আবু আইয়াদ সালমাকে ডেকে বললেন : যে ইরাক এবং লিবিয়ার সঙ্গে যেন ভবিষ্যৎ কোন সম্পর্ক রাখা না হয়।

এই সময়ে এই দুইটি দেশ আল ফতাহকে প্রচুর টাকা দিয়ে সাহায্য করছিলেন।

* * *

রবার্ট এমিস পেশায় ছিলেন ডিপ্লোমার্ট। দাহারান এবং সৌদী আরবেরিয়ার আমেরিকান এম্বাসীতে ডিপ্লোম্যাটের মুখোষ পড়ে কাজ করেছিলেন। আসলে তিনি ছিলেন সি. আই. এ-র লোক। পরে কুয়েট, লেবানন এবং সাউথ ইয়েমেনে কাজ করেছিলেন। হয়ত তার মনে মনে প্যালেস্টোনিয়ানদের দাবির প্রতি কিছু সহানুভূতি ছিল। অপর দিকে এমিস ছিলেন আমেরিকার সেক্রেটারি অব স্টেটস শুলজের ডান হাত এবং সালমা ছিলেন গড়িলা বাহিনীর একজন সৈন্য ও ইয়াসির আরাফতের ডান হাত। বিভিন্ন কারণে এমিস প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা বাহিনী-গুলির মধ্যে আল ফতাহ'র নীতিকে উদার নীতি বলে গণ্য করেছিলেন। আল ফতাহ'র নেতাদের মধ্যে সালমার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হল। এমিস সালমার কাছে বললেন তিনি হলেন কিসিংগারের ডান হাত। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের অতি বিশ্বস্ত লোক এবং কিসিংগার তাকে অনুরোধ করেছেন যেন এই প্যালেস্টাইনি আরব গড়িলা মীমাংসার আলাপ আলোচনা সালমার সঙ্গে করা

হয়। (আরাফত ঃ জেনেট ওয়ালচ / জন ওয়ালেচ পৃঃ ৩৪৪) ঐ সময়ে লেবাননে প্যালেস্টোনিয়ান সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে তিন লাখ। এ ছাড়া লেবননে প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলারা প্রকাশ্যে বন্দুক, রাইফেল নিয়ে বেরুতের রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করত। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকান সরকারের একটি বড় সমস্যা ছিল বেরুতে আমেরিকান নাগরিকদের জীবন কি করে রক্ষা করা যায়। তাই আমেরিকান সরকার এই কাজের জন্য একজন 'মিডলম্যান' খুঁজছিল। সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময়ে সালমাকে হাতের কাছে পাওয়া গেল। সালমা এমিসকে বলেছিলেন ঃ আরাফত 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের' নীতির বিরোধী এবং তাদের সঙ্গে তিনি কোন সম্পর্ক রাখতে চান না। শুধু তাই নয়, ৩রা নভেম্বর ১৯৫৫ সালে আরাফত ইয়োম কাপুরের যুদ্ধের সময় (১০ই অক্টোবর, ১৯৫৫) আমেরিকান সরকারের কাছে খবর পাঠালেন যদি আমেরিকা ইস্রাইলকে অস্ত্র সরবরাহ করা বন্ধ করে তাহলে আরাফত আমেরিকার সঙ্গে আরব-ইস্রাইলি যুদ্ধবিরতি, সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে রাজি আছেন। এই ঘটনার এক মাস পরে মরোক্কোর রাবাট শহরে পি. এল. ওর. প্রতিনিধি এবং সি. আই.এ.-র ডেপুটি ডিরেক্টর ভেরনন ওয়ালটার্সের মধ্যে সর্বপ্রথম এক সরকারি বৈঠক শুরু হল। এই বৈঠকের পর প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলারা বিশেষ করে আরাফতের দল এবং আল ফতাহ' লেবাননে আমেরিকানদের উপর আক্রমণের চাপ কমিয়ে দিল। (আরাফতঃ-জেনেট এবং জন ওয়ালচ পৃষ্ঠা ৩৪৬)

ক্রমে ক্রমে আলি হাসান সালমা প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং কিসিংগারের কাছে প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান হয়ে দাঁড়াল। তিনি সি. আই. এ-র ডেপুটি চীফ ভেরনন ওয়ালটার্সকে খবর দিলেন গড়িলারা কিসিংগারকে হত্যা করবার চেষ্টা করছে কিংবা করবে। (আরাফত-জেনেট এবং জন ওয়ালাচ পৃঃ ৩৪৬)। এই খবর পাবার পর কিসিংগার তার লেবাননের যাত্রা স্থগিত রাখলেন। সালমার যখন কিসিংগার—নিক্সনের সঙ্গে কিছুটা বন্ধুত্ব হয়েছিল তখন ইতালিতে এক আরব ড্রাগ স্মাগলার ধরা পড়ল। স্মাগলার পুলিশের কাছে স্বীকার করল সে হল সালমা'র লোক। পরে জানা গেল এই ড্রাগ স্মাগলারের স্বীকারোক্তির পেছনে 'পাপা গাদাফীর' হাত ছিল। পাপা গাদাফী আরাফতকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছিলেন।

১৯৫৫ সালে বিদেশের এবং আমেরিকার প্রায় সব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল যে আমেরিকা পি. এল. ও র সঙ্গে আপোষ মীমাংসার জন্যে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে। এই সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হবার পর একদিন ভিয়েনার আমেরিকান এম্বাসীতে এক প্যালেস্টাইনি গড়িলা গিয়ে বলল যে অস্ট্রিয়ায় আমেরিকান নাগরিকদের গড়িলারা হত্যা করবে। ঐ লোকটি আরো বলল তিনি আরাফতের লোক এবং আরাফতের নির্দেশে এই খবর দিতে তিনি আমেরিকান দূতাবাসে এসেছেন। প্রমাণ আছে বৈকী? প্রমাণ স্বরূপ তিনি বললেন দামাস্কাস রেডিওর সংবাদ শুনলে এ কথার সত্যি মিথ্যা যাচাই করা যাবে। এমিস এই

বিষয়টি নিয়ে সালমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। পরে ঐ প্যালেস্টোনিয়ানকে জেরা, প্রশ্ন করা হল। ঐ প্যালেস্টোনিয়ান স্বীকার করল সে হল মোসাদের এক এজেণ্ট। ঐ এজেণ্টকে পরে ফাঁসি দে'য়া হয়েছিল। সালমা ঐ প্যালেস্টোনিয়ানের স্বীকারোক্তি সি. আই. এ-কে দেখিয়েছিল।

একদিন লেবানীজ নেতা বসির জেমাইল, সালমাকে সাবধান করে বললেন যে ইস্রাইলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ার তাকে খুন করবার জন্যে এক গড়িলা বাহিনী নিয়োগ করেছেন। আমরা জানি যে ইস্রাইলি সন্ত্রাসবাদী দলের নেতা আভেনর সালেমাকে হত্যা করবার বহু ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল।

৭ই মার্চ, ১৯৫৫ সি. আই. এ.-র ডেপুটি ডিরেক্টর ভেরনন ওয়ালটার্স এবং সালমা ও আরো কিছু পি. এল. ও.-র সদ্যসদের নিয়ে রাবাটে আর একটি বড় বৈঠক করা হল। ঐ সভায় আল ফতাহ'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খালেদ আল হাসান এবং ফতাহ'র প্রধান প্রচার সচিব মজিদ আবু শারও উপস্থিত ছিলেন। ১৯৫৫ সালে খালেদ আল হাসান প্যালেস্টোনিয়ান এক্সিকিউটিভ কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। তার পদত্যাগের প্রধান কারণ ছিল খালেদ আল হাসান প্যালেস্টাইনে দুইটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। খালেদ আল হাসান সি. আই. এ-র ডেপুটি ডিরেক্টরকে অনুরোধ করেছিলেন তার এই প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা; চিন্তা করা হক। ওয়ালটার্স সম্মতি দিলেন। কিন্তু এক শর্তে যদি প্যালেস্টোনিয়ানরা গড়িলা যুদ্ধ বন্ধ করে। 'আলফতাহ' এই জবাবে উৎসাহিত বোধ করল।

১৯৫৫ সালে আরব নেতাদের এবং সম্রাটদের এক বৈঠকে পি. এল. ও. কে একমাত্র প্যালেস্টোনিয়ান সংগঠন বলে স্বীকার করে নে'য়া হল। শুধু তাই নয়। বলা হল আরাফতকে রাষ্ট্রপুঞ্জে বক্তৃতা দেবার সুযোগ দে'য়া হক। ঐ সময়ে নু্য ইয়র্কে ওয়ালডর্ফ এস্টোরিয়া হোটেলে আমেরিকার প্রতিনিধি এবং পি. এল. ও.-র প্রতিনিধির মধ্যে আর একটি বৈঠক হল। এই বৈঠকে সালমা সি. আই. এ. এবং এমিসকে প্রতিশ্রুতি দিল যে ফতাহ' অন্য প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলাদের দমন করবে এবং তাদের গোপন কাজ কারবারের কথা সি. আই. এ.-কে বলবে। (আরাফত- জেনেট ওয়ালচ এবং জন ওয়ালচ, পৃষ্ঠা ৩৪৫)

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পি.এল.ও. এবং আলফতাহ' নিরাশ হল। আমেরিকার কাছ থেকে কোন উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া গেল না। বরং হেনরী কিসিংগার ইস্রাইলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যতদিন প্যালেস্টাইনি গড়িলারা ইস্রাইলিদের স্বীকৃতি না দেয় কিংবা তার অখণ্ডতা স্বীকার না করে ততোদিন আমেরিকা গড়িলাদের স্বীকৃতি দেবে না কিংবা তাদের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপ-আলোচনা করবে না।

পরে সালমা প্রায় আড়াইশো আমেরিকান ডিপ্লোমাট, নাগরিকদের বেরুত থেকে নিরাপদে চলে যেতে সাহায্য করেছিলেন। এই হল সালমার সি. আই. এ-র কাহিনী।

*   *   *   *

ইতিমধ্যে ইস্রাইলি সন্ত্রাসবাদী দল আল হাসান সালমা এবং আবু দাউদকে গোটা য়ুরোপে তল্লাশি করে বেড়াচ্ছিল। একদিন একটা গুজব শোনা গেল জর্ডনের সম্রাট আবু দাউদকে তার জেলখানায় পুরে রেখেছেন। পরে শোনা গেল সম্রাট হুসেন আবু দাউদ এবং তার সহকর্মীদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু পরে তাকে ছেড়ে দে'য়া হল। জর্ডন থেকে আবু দাউদ য়ুরোপে চলে এলেন।

আভেনর একদিন খবর পেল দাউদ এবং আলি হাসান সালমা স্যুইজারল্যাণ্ডের এক শহরের চার্চে দেখা করবেন। ঐ চার্চটি জুরিখ শহর থেকে বেশি দূরে ছিল না। আভেনর, স্টীভ এবং হানস যখন চার্চের ভেতর এসে ঢুকল, তখন ঐ চার্চে সালমা কিংবা আবু দাউদ কাউকে দেখা গেল না।

কিছুদিন পর খবর এল সালেমা নরোওয়েের 'অসলো' শহরে আছেন। ইস্রাইলি আততায়ীরা এবার নরোওয়েের একটি শহর—লিলহামারে গেল। কারণ খবর ছিল সালমা ওখানে আছেন। একটি লোককে তারা সন্দেহ করল। সন্দেহ করা মানেই খুন। তারা লোকটিকে খুন করল। পরে জানা গেল তারা ভুল পাত্রকে খুন করেছে। খুনী ছিলেন লিলহামার শহরের এক রেস্তোরার ওয়েটার, নাম বুচিকে। স্ত্রী নরোওয়েজিয়ান। স্ত্রী নিজের চোখে তার স্বামীকে খুন হতে দেখেছে। প্রথমে স্থানীয় পুলিশ খুনীদের ধরবার কোন চেষ্টা করেনি। কিন্তু ইস্রাইলি এজেণ্টরা এবার প্রতি পদে পদে মারাত্মক ভুল করতে লাগল। প্রথমে তারা পালিয়ে যাবার কোন চেষ্টা করল না। গাড়ি নিয়ে শহরের চারদিকে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

মোসাদের এজেণ্টরা যখন বুচিকেকে গুলি করেছিল তখন রেস্তোরার কিছু লোক গাড়ির নম্বর টুকে নিয়েছিল। পরে দুজন লোককে অসলো বিমানবন্দরে গাড়িশুদ্ধ গ্রেপ্তার করা হল। দুজন আততায়ী, ছদ্মনাম—ডান আরট এবং মারিয়ান ভ্লাডিনস্কি ব্যবহার করেছিল। পরের দিন তারা নরোওয়েের পুলিশের কাছে স্বীকার করল তারা হল ইস্রাইলি এজেণ্ট। বুচিকির খুনের সঙ্গে তারা জড়িয়ে আছে। এদের দুজনকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করা হল। নরোওয়েের পুলিশ প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইল না ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স এত সাধারণ মারাত্মক ভুল করবে কারণ বাজারে সবাই জানত যে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস, মোসাদ এবং শেনবেত, হল দুনিয়ার সেরা স্পাইং প্রতিষ্ঠান। এবার দলের প্রধান বড় নেতা আভেনর নরোওয়ে থেকে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু দলের বাকী সবাই ধরা পড়ল।

এদের জেরা করে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা হল। জানা গেল এরা কী নিয়ম অনুসারে সন্ত্রাসবাদের কাজ করে থাকে। এদের কাছে প্যারীর একটি বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গেল। ঐ বাড়িটি ছিল ইস্রাইলি ইনটেলি-

জেন্সের 'সেফ হাউস'। ঐ বাড়ির চাবিও পাওয়া গেল। পরে ঐ বাড়িটি খানাতল্লাশ করে য়ুরোপের আরো অনেক শহরের 'সেফ হাউসের' ঠিকানা এবং চাবি পাওয়া গেল। শুধু তাই নয়। এই দল যে সব প্যালেস্টেনিয়ানদের খুন করেছিল তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। মোসাদের অনেক এজেন্টদের নাম, ঠিকানা পাওয়া গেল।

এই সব ইস্রাইলি এজেন্টদের মধ্যে সবচাইতে বেশি বাচাল প্রভৃতির লোক ছিলেন আরট। তিনি মোসাদের সদস্য ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক ডেনিশ ব্যবসায়ী। তার আসল নাম ছিল ডান সামবেল। তিনি তেল আভিভে ব্যবসা করতেন। কখনও কখনও তিনি মোসাদকে সাহায্য করতেন। আরটের কাছ থেকে অনেক গোপন খবর পাওয়া গেল। জানা গেল যে তিনি মোসাদের জন্যে 'শিরবাগ" নামে একটি জাহাজ কিনেছিলেন। ঐ জাহাজে ছিল ষাট টন 'ইউরেনিয়াম অক্সাইড'। জাহাজটি আনটওয়ার্প থেকে অন্য আর একটি বন্দরে গিয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল ঐ জাহাজের ইউরেনিয়াম অক্সাইড উধাও হয়ে গেছে।

আর একজন পেশাদারী সন্ত্রাসবাদীর নাম ছিল সিলভিয়া রাফায়েল। তার ছদ্মনাম ছিল পার্ট্রিসিয়া রক্সবরো। তিনি কানাডিয়ান ফটোগ্রাফার ছিলেন। কানাডিয়ান পাশপোর্ট ব্যবহার করে এবং সাংবাদিকের পরিচয় দিয়ে তিনি দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াতেন। মোসাদ তাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় রিক্রুট করেছিল। লিলহামারের হত্যাকাণ্ডের বিচারের সময় রক্সবরো তার উকীলের প্রেমে পড়লেন এবং পরে তাকে বিয়ে করলেন। যদিও বিচারে দোষীদের দীর্ঘদিনের সাজা দেয়া হয়েছিল তবু পরে নরোওয়ে সরকার দোষীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিল। এরা কয়েক মাস জেল খাটবার পর এদের মুক্তি দে'য়া হল।

নরোওয়ে সরকার ইস্রাইল সরকারের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছিল এবং মোসাদকে সাহায্য করেছিল।

ইতিমধ্যে সালমা 'বেরুটের রানী' জর্জিনা রিজকুকে বিয়ে করেছিলেন। বউকে নিয়ে সালমা সি. আই. এ-র আমন্ত্রণে আমেরিকাও গিয়েছিলেন।

১৯৫৫ সালে মেনহাইম বেগিন ইস্রাইলের প্রধানমন্ত্রী হলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হবার পর ইস্রাইলি সন্ত্রাসবাদীরা সালমাকে হত্যা করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। পরে ২২শে জানুয়ারী ১৯৫৫ সালে সালমার গাড়ির ভেতর একটি বোমা রেখে দে'য়া হল। ঐ বোমা বিস্ফোরণে সালমা মারা গেলেন। পরে জানা গেল আমেরিকা এবং পি. এল. ও-র (আরাফত গ্রুপ) মধ্যে যে গোপন আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল সেই কথাবার্তা বানচাল করে দেবার জন্যে সালমাকে হত্যা করা হয়েছিল।

প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলারা সালমার হত্যার প্রতিশোধ নিল। ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে আভেনরকে ঘুমের মধ্যে হত্যা করা হল।

১৯৫৫ সালের ৭ই অক্টোবর মাসে প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলারা 'আকিলো লরো' নামে একটি জাহাজ হাইজ্যাক করল। এই হাইজ্যাক করেছিল গড়িলা নেতা মুহম্মদ জাইদান (আবুল) আব্বাস। আব্বাস ছিলেন আরাফতের সমর্থক।

ঐ জাহাজে অনেক আমেরিকান নাগরিক ছিল। আমেরিকান সরকার এই হাইজ্যাকের জন্যে আরাফতকে দোষী করল। আরাফত এই অভিযোগ অস্বীকার করলেন। তার বক্তব্য ছিল কিছু সিরিয়ান এবং হাব্বাসের দলের লোক পিএলও'তে ঢুকে এই হাইজ্যাকিং করেছিল। কিন্তু ইস্রাইলি সরকার আরাফতকে নির্দোষ বলে স্বীকার করল না।

* * *

মধ্যপ্রাচ্য ও য়ুরোপ বেশ কিছুদিনের জন্যে সন্ত্রাসবাদের কাজকর্মে গরম হয়ে উঠেছিল। একদিন খবর পাওয়া গেল পি. এফ. এল. পি'র নেতা জর্জ হাব্বাস মিডল ইষ্ট এয়ার লাইনের একটি প্লেনে করে লিবিয়া থেকে বেরুতে যাবেন? ঐ প্লেনটিকে ইস্রাইলি সামরিক বাহিনী জোর করে ইস্রাইলি সামরিক বিমান বন্দরে নিয়ে গেল। জর্জ হাব্বাস ঐ প্লেনে ছিলেন না।

জর্জ হাব্বাস মিডল ইষ্ট এয়ার লাইনের প্লেনে বেরুতে যাবেন এই খবর মোসাদকে এক মেয়ে এজেণ্ট দিয়েছিল। মেয়েটির নাম ছিল আমিনা আল মুফাত। মুফাতির জন্ম হয়েছিল ১৯৩৫ সালে সিরকাসিয়ান এক মুসলমান পরিবারে। ১৯৫৫ সালে ভিয়েনা শহরে মোসাদ মুফাতিকে তাদের দলে রিক্রুট করেছিল। ঐ সময়ে মুফাতি এক ইস্রাইলি পাইলটের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল।

মুফাতি পি. এল. ও'কে মনে প্রাণে ঘৃণা করত। পরে ১৯৫৫ সালে মুফাতি বেরুত গিয়ে আস্তানা গাড়ল। ঐখানে তার প্রচুর প্যালেস্টেনিয়ানদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। মুফাতির চিকিৎসাশাস্ত্রে কিছু জ্ঞান ছিল। পরে মুফাতি ইস্রাইলিদের সাহায্য নিয়ে একটি চিকিৎসার ক্লিনিক খুলল। ঐ ক্লিনিকে প্রচুর পি. এল. ও'র সদস্যরা আসত। মুফাতি সারাদিনের ক্লিনিকের ঘটনা লিখে রাখত এবং পরে ঐ সব রিপোর্ট বেরুত শহরের কোন একটি গোপন স্থানে রেখে আসত। মুফাতি বেরুতে থাকাকালীন বেরুতে অবস্থিত কোন মোসাদ এজেণ্টের সঙ্গে দেখা করে নি। খুব প্রয়োজনীয় খবর হলে ঐ সব খবর ওয়্যারলেস মাধ্যমে তেল আভিভে পাঠান হত।

১৯৫৫ সালে মুফাতির কাজে ভাটা পড়ল। কারণ ইতিমধ্যে প্যালেস্টেনিয়ানরা মুফাতির আসল পরিচয় জানতে পেয়েছিল। প্যালেস্টেনিয়ান উগ্রপন্থীরা মুফাতির উপর অত্যাচার করে অনেক খবর বার করে নিয়েছিল।

কে. জি. বি. এবং পূর্ব জর্মানীর সিক্রেট সার্ভিসের এজেণ্টরা মুফাতির উপর এই অত্যাচারের অংশগ্রহণ করেছিল। মুফাতিকে সিডনের কাছে একটি পড়ো বাড়িতে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। পরে তাকে দুইজন গড়িলা সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে 'এক্সচেঞ্জ' করা হল।

ছয়দিনের যুদ্ধের পর ইস্রাইলের প্রধান চিন্তা এবং সমস্যা হল কী করে ইস্রাইলের বিমানবাহিনীকে আরো শক্তিশালী এবং বড় করা যায়। ইতিমধ্যে জি জমির পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোসাদের দপ্তর খুলেছিলেন। এরপর তিনি খবর সংগ্রহ করবার জন্য নিউক্লিয়ার ইনটেলিজেন্সের সাহায্য নিলেন। খবরগুলি বাছাই করে পরে কম্পুটারে ধরে রাখা হত। 'মোসাদ' এবং আমানকে আরো আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত করবার চেষ্টা করা হল। পৃথিবীর কোথায় কোথায় উপযুক্ত নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানের ছাত্র পাওয়া যায় আমান এই সব মেধাবী ছাত্রদের একটি তালিকা তৈরী করল। আমানের রিসার্চ ডিভিশন বিজ্ঞানের ম্যাগাজিন এবং সংবাদপত্র থেকে বিজ্ঞানের, বিশেষ করে, নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানের খবর সংগ্রহ করত।

জি জমির মোসাদের বড় কর্তা হবার পর তার একটি সমস্যা হল ফরাসি সরকার 'মিরাজ' প্লেন বিক্রীর উপর যে বাধা নিষেধ আরোপ করেছিল কী করে সেই বাধা নিষেধকে ডিঙ্গানো যায়। সিরিয়া এবং ইজিপ্ট রাশিয়া থেকে মিগ প্লেন পাচ্ছিল? ইস্রাইল এবার স্থির করল যে একটি 'মিগ' প্লেন চুরি করতে হবে। অবশ্য এই 'মিগ' প্লেন চুরি করবার ব্যাপারে সি. আই. এ ইস্রাইলিদের উৎসাহ দিচ্ছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি খবর ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। শোনা গেল সুইস বিমান বাহিনী মিরাজ প্লেনের চাইতে আরো একটি অতি আধুনিক উন্নততর ইঞ্জিন তৈরি করেছে।

ঐ ইঞ্জিন অতি শক্তিশালী। ইস্রাইলিরা স্থির করল ঐ ইঞ্জিন মিরাজ প্লেনে বসাতে হবে। একবার ঐ কাজ করতে পারলে ইস্রাইল অতি সহজে ফরাসি সরকারের নিষেধাজ্ঞাকে লঙ্ঘন করতে পারবে। এবার প্রধান চিন্তার বিষয় হল কী করে ঐ শক্তিশালী সুইস ইঞ্জিন সংগ্রহ করা যায়।

সুইজারল্যাণ্ডের একটি বড় অংশে অনেক জর্মান নাগরিক বসবাস করত। ওরা অধিকাংশই নাৎসী নীতির বিরোধী ছিল। এদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আলফ্রেড ফ্রাউনেকট। তিনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। তারপর একদিন ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ সালে জেনিভার এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেল 'আমান' নতুন ধরনের জেট ইঞ্জিন তৈরি করবার একটি নক্সা অর্থাৎ প্ল্যান সংগ্রহ করেছে। ইঞ্জিনটি মিরাজ ইঞ্জিনের অনুকরণে করা হয়েছিল এবং ঐ ইঞ্জিন সুইস বিমান বাহিনীর প্লেনগুলিতে ব্যবহার করা হত। এই খবর প্রকাশিত হবার পরে আলফ্রেড ফ্রাউনেকটকে গ্রেপ্তার করা হল। তিনি স্বীকার করলেন ছিয়াশি হাজার বৃটিশ ষ্টার্লিং-এর পরিবর্তে তিনি ঐ প্ল্যান ইস্রাইলিদের কাছে বিক্রী করেছেন।

১৯৫৫ সালে মোসাদ ফ্রাউনেকটের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারপর ফ্রাউনেকট ইস্রাইলিদের কাছে প্লেন তৈরির অনেক নক্সা বিক্রী করেছিল। প্রথমতঃ এই সব নক্সা এক কন্ট্রাক্টরের কাছে বিক্রী করা হত। আর কন্ট্রাক্টর

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্ল্যানের কপি গুলি নষ্ট করা হবে। কিন্তু ইসরাইলি মিলিটারি ইনটেলিজেন্স "আমান" ঐ সব প্ল্যানগুলি চুরি করল। পরে দেখা গিয়েছিল সুইস প্লেনের ইঞ্জিনগুলি সাধারণ "মিরাজ" প্লেনের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং উন্নত ধরনের। ফ্রাউনেকট প্রায় দুই টন "ব্লুপ্রিন্ট" এবং ডকুমেন্ট ইস্রাইলিদের কাছে বিক্রী করেছিল। বিচারে ফ্রাউনেকটের চার বছর জেল হয়েছিল।

*　　　*　　　*

পাপা 'গাদাফী' সম্বন্ধে অনেক কিছু আগেই বলা হয়েছে। 'পাপা' গাদাফী দীর্ঘকাল ইস্রাইল সরকারের বিশেষ চিন্তার কারণ হয়েছিলেন এবং এখনও আছেন।

বিভিন্ন দেশে ক্ষুদ্র আতাত, বিপ্লবে সৃষ্টি করা, কিংবা বিপ্লব করবার জন্যে অস্ত্র সাপ্লাই করা, ছিল পাপা গাদাফীর একটি পেশা-নেশা এবং বলা যায় ধ্যান। বন্দুক, মেশিন গান ছিল তার কাছে ছেলে খেলনার মত। আর এই সব খেলনা তিনি পেট্রোলের টাকা দিয়ে কিনতেন।

ইসরাইল 'পাপা' গাদাফীর প্রতিটি পদক্ষেপের উপর কড়া নজর রাখল এবং আজও রেখে থাকে।

*　　　*　　　*

সি-আই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর জেমস আঙ্গেলটন সি-আই-এ এবং মোসাদের সম্পর্ক মধুর রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। কিছুদিন পরে আঙ্গেলটন অবসর গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যে সি-আই-এ'র নতুন ডিরেক্টর হয়েছিলেন রিচার্ড হেমস।

রিচার্ড হেমস ইসরাইলি ইনটেলিজেন্সকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। এবার পুরানো দিনের একটি কাহিনী এখানে বলতে হবে। ছয়দিনের যুদ্ধের পর মোসাদ এবং আমান ইউরেনিয়াম এবং প্লুটোনিয়ামের সন্ধানে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তন্ন তন্ন করে খুঁজছিল। আর এই দুইটি খনিজ দ্রব্য পাবার জন্যে মোসাদ/'আমান' তাদের 'মাকড়সার জাল' চারিদিকে বিস্তার করেছিল। এই দুইটি খনিজ পদার্থ দিমোনার রিএ্যাক্টরের জন্যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

আমরা জানি ইসরাইল দিমোনায় পারমানবিক শক্তি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করছিল। এদিকে ফরাসি প্রেসিডেন্ট দ্য গল ফ্রান্স থেকে পারমাণবিক শক্তি দিয়ে দিমোনার গবেষণা কেন্দ্রকে কোন প্রকার সাহায্য না করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অতএব মোসাদ এবং আমান ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে প্লুটোনিয়াম, ইউরেনিয়াম এবং "হেভী ওয়াটার" সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছিল। নরওয়ে গোপনে ইস্রাইলের কাছে একুশ টন হেভী ওয়াটার বিক্রী করল। হেভী ওয়াটার সংগ্রহ করবার পর ইসরাইলের প্রয়োজন হল 'ইউরেনিয়ামের'। এবার তারা ইউরেনিয়ামের খোঁজে বেরুল। এই ইউরেনিয়াম সংগ্রহের কাজে ইসরাইলকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল জালমান শাপিরো।'

শাপিরোর জন্ম হয়েছিল ১৯২১ সালে, আমেরিকায়। ১৯৪৮ সালে কেমিষ্ট্রি

শাস্ত্রে পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করবার পর শাপিরো ইস্রাইলে এলেন। এখানে এসে তিনি ইস্রাইলের বিখ্যাত টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট টেকনিকনে যোগ দিয়ে কিছুদিনের জন্যে কাজ করেছিলেন। পরে আমেরিকায় ফিরে গিয়ে ওয়েষ্টিংহাউসে যোগ দিলেন। এরপর শাপিরো "নুমেক" (Nuclear Material and Equipment Corporation) নামে একটি কোম্পানী খুললেন। শাপিরোর কোম্পানী নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টরের জন্যে 'ইউরেনিয়াম' সাপ্লাই করত। এই সময় বিদেশ থেকে তার কোম্পানীতে প্রচুর অতিথি আসত। এই সব কারণে 'নুমেক' আমেরিকার এটমিক এনার্জির কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একদিন এটমিক এনার্জী কমিশন তদন্ত করে জানতে পারল 'নুমেক' কোম্পানীর গুদাম ঘর থেকে একশো দশ পাউণ্ড ইউরেনিয়ামের কোন হিসেব নেই। এই ইউরেনিয়াম কোথায় পাঠান হয়েছে তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। তদন্ত করে জানা গেল, যে গত পনের বছরে কোম্পানীর ষ্টক থেকে ৬৮৭ পাউণ্ড ইউরেনিয়াম উধাও হয়েছে। যারা তদন্ত করেছিলেন তারা বললেন নুমেক কোম্পানী এই ইউরেনিয়াম ইস্রাইলের কাছে বিক্রী করেনি। প্রশ্ন হল তাহলে এই ইউরেনিয়াম কোথায় গেল? এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন শুধু একমাত্র আব্রাহাম হেরমনি, ওয়াশিংটনের ইস্রাইলের সায়েন্টিফিক কাউন্সিলর। আসলে তিনি ছিলেন লাকামের চীফ।

সরজমিনে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করবার জন্যে ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ সালে তিন জনের এক ইস্রাইলি সদস্য আমেরিকাতে গেলেন। এরা ছিলেন আব্রাহাম হেরমনি, মোসাদের রফি আইটান, এবং শেনবেতের আব্রাহাম বেনডর। আইটান এবং বেনডর নিজেদের সাধারণ কেমিষ্ট বলে পরিচয় দিতেন। কিন্তু আসলে আইটান এবং বেনডর লাকামের কর্মচারি হিসেবে কিছুদিনের জন্যে ওয়াশিংটনে কাজ করে ছিলেন। বর্তমানে তাদের এই ডেলিগেশনে যাবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে তারা জানতে চেয়েছিলেন আমেরিকান এটমিক এজেন্সী কী ইস্রাইলকে ইউরেনিয়াম সাপ্লাই করতে কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করবে কিনা? পরে তাদের রিপোর্ট থেকে জানা গেল, আমেরিকান সরকারের মনে সন্দেহ হলেও এমন কোন তথ্য কিংবা খবর পাওয়া যায়নি আমেরিকা ইস্রাইলের কাছে ইউরেনিয়াম বিক্রী করতে কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।

১৯৫৫ সালে মোসাদ এবং ব্লুমবার্গের একজন এজেন্ট নরোওয়ে থেকে দুশো টন ইউরেনিয়াম চুরি করে আনল। যে জাহাজ করে এই ইউরেনিয়াম অক্সাইড নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই জাহাজটির গন্তব্যস্থল ছিল ইতালি। পরে জানা গিয়েছিল জাহাজটি আদৌ ইতালিতে গিয়ে পোঁছায়নি। এর প্রধান কারণ ছিল এই জাহাজের মালিক ছিল মোসাদ।

এইভাবে ইস্রাইল বিভিন্ন দেশ থেকে দিমোনা রিএ্যাক্টরের জন্যে ইউরেনিয়াম ক্রয় করেছিল। এছাড়া দক্ষিন আফ্রিকাও ইস্রাইলকে ইউরেনিয়াম সাপ্লাই করেছিল। ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সের এই কর্মদক্ষতা য়ুরোপের বিভিন্ন দেশগুলিকে বিস্মিত, অবাক করেছিল। এই সব দেশ অবশ্যি এই ইউরেনিয়াম চুরির কাহিনী

বাজারে প্রচার করেনি। কারণ তারা জানত যদি আরব দেশগুলি ইসরাইলের এই ইউরেনিয়াম চুরির কাহিনী জানতে পারে তাহলে তারা প্রতিবাদ করবে।

*　　　*　　　*

১৯৬০ সালের পর আমেরিকার এফ. বী. আই. প্রতিটি ইস্রাইলি বৈজ্ঞানিক কিংবা যারা ইসরাইলের পারমাণবিক শক্তি গবেষণার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাদের উপর কড়া নজর রাখছিল। এদের মধ্যে ইসরাইলি বৈজ্ঞানিক এবং পারমাণবিক শক্তির গবেষক ইউভ্যাল নীম্যান ছিলেন একজন। নীম্যান আমান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি একবার আমেরিকায় গিয়েছিলেন। ঐখানে যাবার পর তিনি একদিন টেলিফোনে এক অপরিচিতের গলার স্বর শুনতে পেলেন।

প্রফেসর নীম্যান আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

আপত্তি নেই—নীম্যান অপরিচিত অজানা গলার স্বর শুনে ভয় পেলেন না। নীম্যান অবশ্য ইতিমধ্যে বুঝে নিয়েছিলেন ঐ অপরিচিত কণ্ঠস্বর কার হতে পারে। নিশ্চয় এফ. বী. আই.

অপরিচিত লোকটি এসে নীম্যানের সঙ্গে দেখা করলেন।

ঃ আপনি স্পাইর কাজ করছেন? অজানা ভদ্রলোকটি স্পষ্ট জিজ্ঞেস করলেন।

নীম্যান বললেনঃ না, আমি হলাম তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক।

ঃ না, আমরা আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছিনা, এফ. বী. আই. এজেণ্ট বললেন। আমরা জানি আপনি স্পাইংর কাজের সঙ্গে জড়িত আছেন। আমাদের অনুরোধ আমেরিকাতে স্পাই'ংর ক[illegible] করবেন না।

নীম্যান প্রতিবাদ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন আমেরিকান সরকারের আসল উদ্দেশ্য হল আমেরিকায় তার কাজে ব[illegible]া বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

এই ঘটনার আরো কিছুদিন পরে আমেরিকার জাষ্টিস ডিপার্টমেণ্টের একজন প্রতিনিধি নীম্যানকে সাবধান করে বললেনঃ আপনি ইসরাইলি সরকারের এজেণ্ট। আপত্তি ঐ পরিচয় দিয়ে আমেরিকান সরকারের খাতায় নামটি রেজিষ্ট্রি করে রাখুন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন আমেরিকান সরকারের কাছে ঐ পরিচয় দিয়ে কাজ করতে গেলে অনেক বাধা অসুবিধা আছে। বিপদে পড়তে পারেন এবং মৃত্যুও হতে পারে। শুধু তাই নয়, ঐ পরিচয় দিয়ে আমেরিকাতে ঘোরাফেরা করতে গেলে বিপদে পড়বেন…

নীম্যান এফ. বী. আই'র বাধা নিষেধকে এড়াবার জন্যে তার আমেরিকান বন্ধুবান্ধবদের শরণাপন্ন হলেন। এমন কী বিখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক টেলারকে বললেনঃ আপনার সাহায্য দরকার?

অধ্যাপক টেলর ছিলেন আমেরিকান সিনেটের একজন সদস্য। তার চেষ্টায় নীম্যানকে অবাধে সর্বত্র যাবার অনুমতি পেলো। অবশ্য এই ব্যাপারে

তাকে বিশেষ সাহায্য করেছিল সি. আই. এ.। নীম্যানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করবার কারণ ছিল। যে সব ইসরাইলিদের সামান্য বিজ্ঞানের জ্ঞান ছিল তারাই আমেরিকার পারমাণবিক গবেষণার খোঁজ খবর নিত। বিশেষ করে মিসাইল অস্ত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে।

দ্য গল ইসরাইলের কাছে অস্ত্র বিক্রীর ব্যাপারে বাধা নিষেধ আরোপ করেছিলেন। দ্য গল ক্ষমতায় আসবার আগে ফ্রান্স যে সব অস্ত্র ইস্রাইলের কাছে বিক্রী করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দ্যগল সেই অস্ত্র ডেলিভারীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। দ্য গলের নিষেধ ছিল স্পষ্ট ঃ "নো আর্মস ডেলিভারী টু ইস্রাইল"।

দ্য গল এই অস্ত্র ডেলিভারীর উপর বাধা নিষেধ ঘোষণা করবার আগে ইস্রাইল ফ্রান্স থেকে পাঁচটি মিসাইল বোট ক্রয় করেছিল! কিন্তু দ্য গলের নিষেধাজ্ঞার দরুণ ঐ পাঁচটি মিসাইল বোট ইস্রাইলকে ডেলিভারী দে'য়া সম্ভব হলনা। বন্দরে বেঁধে রাখা হয়েছিল। বন্দরের উপর দ্যগল সরকারের নিষেধাজ্ঞা ছিল যেন কোন প্রকারেই ঐ বোটগুলি ইস্রাইলকে না দে'য়া হয়।

এই সময়ে ফ্রান্সে ইস্রাইল সরকারের প্রতিনিধি এডমিরাল মেরডেকা লিমন উপস্থিত ছিলেন।

তার কাজ করবার এলাকা ছিল বিস্তৃত, সমস্ত য়ুরোপ। তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ইস্রাইলের জন্যে সামরিক অস্ত্র ক্রয় করতেন। লিমন তার জীবনের বেশি সময় ইস্রাইলে কাটিয়েছিলেন। নৌবাহিনী সম্বন্ধে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। ফ্রান্স অস্ত্র ক্রয় এবং ডেলিভারির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবার পর তিনি পাঁচটি মিসাইল বোটকে চুরি করে চেরবুর্গ বন্দর থেকে ইস্রাইলের নৌ-বন্দরে নিয়ে আসবার একটি প্ল্যান, পরিকল্পনা করলেন। কাজটি কঠিন, বলা যায় দুঃসাধ্যকর ছিল। প্রথমতঃ চেরবুর্গ থেকে হাইফা নৌবন্দর বেশ লম্বা দূরত্বের যাত্রা ছিল। কিন্তু মেরডেকা লিমন এবং মোসাদের কিছু সঙ্গী স্থির করলেন মোটর বোটগুলি ফরাসি সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে ইস্রাইলে নিয়ে যেতে হবে। এই মোটর বোটগুলি চুরি করবার ব্যাপারে কিছু ফরাসি সৈন্যবাহিনীর সাহায্যর দরকার হবে। ফরাসি সেনাবাহিনীতে দ্যগল বিরোধী কিছু সৈন্য ছিল। মেরডেকা লিমন এবং মোসাদ দ্য গল নীতি বিরোধী এইসব সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ফরাসি সরকার মেরডেকা লিমনকে অবাঞ্ছিত বলে ফ্রান্স থেকে বের করে দিয়েছিলেন। মেরডেকা লিমন এই আদেশে দমলেন না। মোসাদ আর একটি খবরে বিশেষ উৎসাহিত বোধ করল। দ্য গলের একজন পরামর্শদাতা মোসাদকে বললেন প্রেসিডেন্ট দ্য গল আর্মস ক্রয় ডেলিভারীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করছেন বটে তবে বেশিদিন এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবেনা। কারণ শিগ্‌গিরই তিনি এই আদেশ নাকচ করবেন। এই পরামর্শদাতা আরো বললেন ঃ আপনারা ফরাসি সরকারকে বলুন এই পাঁচটি

মিসাইল বোটকে আপনারা একটি তৃতীয় দেশের কাছে বিক্রী করেছেন। ঐ তৃতীয় দেশে মিসাইল বোটগুলি নিয়ে যাবার লাইসেন্স সংগ্রহ করুন। পরে মিসাইল বোটগুলি ঐ তৃতীয় দেশে নিয়ে যান…ওখান থেকে হাইফা বন্দরে মিসাইল বোটগুলি নিয়ে গেলে কোন অসুবিধা হবেনা।

এই প্রস্তাবটি মোসাদের মনোঃপুত হল।

মোসাদ স্থির করল মোটর বোটগুলি বৃটেনের একটি নৌবন্দরে নিয়ে যাবে। ঐ সময়ে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হ্যারল্ড উইলসন। ব্যক্তিগতভাবে উইলসনের ইস্রাইলের প্রতি সহানুভূতি ছিল। কিন্তু উইলসন সরকারের উপর তার দলের বামপন্থী নেতাদের বিশেষ প্রভাব ছিল।

বামপন্থী নেতারা ছিলেন প্যালেস্টাইনের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থক। অতএব বৃটেনে মিসাইল বোটগুলি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না।

এবার ইস্রাইল সরকার ঠিক করল যে নরোওয়ে সরকারের কাছে সাময়িক কালের জন্যে মিসাইল বোটগুলি বিক্রী করা হবে। অর্থাৎ মিসাইল বোটগুলি যদি নরোওয়ের পতাকা উড়িয়ে ফরাসি নৌবন্দর থেকে বেড়িয়ে যায় তাহলে কেউ আপত্তি করবে না। তাই করা হল। এর আগে ইস্রাইলি নৌবাহিনীর লোক এবং মোসাদ খুব পুংখানুপুংখ ভাবে চেরবুর্গ বন্দর পরীক্ষা করে দেখেছিল। এই বন্দরে অল্প কয়েকজন সিকিউরিটি গার্ড ছিল এবং এদের চোখে ধুলো দে'য়া খুব কঠিন কাজ ছিলনা।

এডমিরাল লিমন জানতেন ক্রীসমাসের আগের রাত্রে চেরবুর্গ নৌবন্দরের প্রহরীরা মদ পান করে আনন্দ উৎসবে মত্ত হয়ে থাকবে।

ঠিক হল ঐ রাত্রে মিসাইল বোটগুলি নিয়ে পালিয়ে যাওয়া দুঃসাহসিকের কাজ হলেও ঐ সময়েই চলে যাওয়া হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের পরিচয়।

*　　　*　　　*

রাত তিনটের সময়।

ঘুমন্ত চেরবুর্গ বন্দর।

এডমিরাল লিমন [তিনি গোপনে ইস্রাইল থেকে ফ্রান্সে ফিরে এসেছিলেন] গোপনে সবার চোখে ধুলো দিয়ে জাহাজ ঘাটায় পৌঁছুলেন। তিনি এবং তার আরো কয়েকজন সঙ্গী মিসাইল বোটে চড়ে বসলেন। সেখান থেকে তিনি গোপনে বোটগুলি নিয়ে ভূমধ্যসাগরে চলে এলেন। তারপর হাইফা বন্দরে।

ঐ বন্দরে এক উন্মত্ত জনতা লিমন এবং তার সঙ্গীদের সম্বর্ধনা জানাল।

ইস্রাইলের ফরাসি সিকিউরিটি সার্ভিসের চোখে ধুলো দিয়ে চেরবুর্গের বন্দর থেকে মিসাইল বোটগুলি লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া ছিল ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের এক বিস্ময়কর, উত্তেজনামূলক এবং কৌতুহলদ্দীপক পদক্ষেপ। এই বোটগুলি যখন গোপনে চেরবুর্গ থেকে নিয়ে যাওয়া হল তখন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন পম্পিডু। পম্পিডু চেরবুর্গের ঘটনার পর স্বীকার করলেন ইস্রাইলিরা আমাদের বোকা বানিয়েছে। এই সিকিউরিটির কাজে গাফিলতি দেবার

জন্যে পম্পিডু দুইজন ফরাসি কর্মচারিকে বরখাস্ত করলেন।

*   *   *

এই সময়ের আর একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ছিল আমান মোসাদের সহযোগিতায় গালফ অব সুয়েজ এলাকা থেকে রাশিয়ানদের তৈরি একটি 'রাডার' ষ্টেশন মাটি থেকে তুলে নিয়ে আসা। এই রাডার ষ্টেশন থাকবার দরুণ ইস্রাইলের সামরিক বিমান বাহিনীর চলাচলের বিশেষ বিঘ্ন হচ্ছিল। স্থির হল এই রাডার ষ্টেশনকে তুলে আনবার জন্যে ইস্রাইলি কামানডো বাহিনীকে [সায়ারাত] দায়িত্ব দে'য়া হবে। এই রাডার ষ্টেশনের ওজন ছিল প্রায় সাত টন। এই ওজন থাকা সত্ত্বেও ঐ রাডার ষ্টেশনকে তুলে আনা হল। ইস্রাইলিদের এই অপারেশনে বাধা দিতে গিয়ে দুই জন ইজিপশিয়ান সৈন্য মারা গেল। চারজনকে গ্রেপ্তার করা হল।

আধঘণ্টার মধ্যে রাডার ষ্টেশন তুলে আনা হল।

*   *   *

দিনটা ছিল ইয়োম কাপুর। ইস্রাইলের এক ধর্মদিবস···

নিয়মানুযায়ী আমানের এজেণ্টরা সিরিয়ার প্রান্তে "গোলান হাইটসে" উপর শকুনির দৃষ্টি রাখবার কথা ছিল। কিন্তু উৎসবের দিন তারা এই কাজে ঢিল দিয়েছিল।

কিন্তু ৬ই অক্টোবর ১৯৫৫ 'গোলান হাইটস' এলাকা সিরিয়ার বন্দুক, গুলিতে সরগরম হয়ে উঠল। ['ইয়োম কাপুরের' যুদ্ধ শুরু হবার বিবরণী আগেই দেয়া হয়েছে। তবু আরব দেশগুলির মধ্যে ইস্রাইলের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে যে মতভেদ ছিল সেই কাহিনী একটু বিস্তৃত করে বলা দরকার। এছাড়া দেখা যাবে, সাদাতের অধীনে ইজিপ্ট গোপনে আমেরিকা, এবং পরে ইস্রাইলের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার আলাপ-আলোচনা করছিল, অপর দিকে পি-এল-ও'র বলা যায়, আল ফতাহ'র নেতা ইয়াসির আরাফত, তার সহকর্মীদের অজ্ঞাতসারে আমেরিকা ইস্রাইলের সঙ্গে গোপন আপোষ মীমাংসার কথা চালাচ্ছিলেন। আরাফতের প্রতিনিধি আলি হাসান সালমা সি-আই-এর সঙ্গে কথা বলছিলেন। শুধু তাই নয়, সাদাত এবং আরাফত, কিসিংগার এবং আমেরিকার সেক্রেটারী অব স্টেটস সুলজের সঙ্গে গোপন আলাপ আলোচনা চালাচ্ছিলেন। যারা এই বিষয়ে বিস্তৃত পড়তে চান আমি তাদের প্যাট্রীক সীলের 'সাদাত, দি ষ্ট্রাগল ফর দি মিডল ইষ্ট' পড়তে বলব। সীল বর্তমানে মধ্যপ্রাচোর রাজনীতির একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ]

নাসরের পর ইজিপ্টের কর্তা হয়েছিলেন সাদাত। আমেরিকার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার জন্যে সাদাতকে আমেরিকার কিছু শর্ত স্বীকার করে নিতে হল। একটি শর্ত ছিল রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের ইজিপ্ট থেকে তাড়াতে হবে। তাদের তাড়ান হল। যদিও রাশিয়া ইজিপ্ট এবং সিরিয়াকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছিল।

সাদাত বলেছিলেন যে যুদ্ধ না করলে ইস্রাইলের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না। কিন্তু তিনি যে কিসিংগারের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা চালাচ্ছিলেন একথা সিরিয়ার আসাদ জানতেন না। এই কিসিংগার কে ছিলেন ? তার বাবা মা ছিলেন ইহুদী, এবং তার পরিবারের অধিকাংশ নাৎসী কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মারা গিয়েছিলেন। কিসিংগার, সেক্রেটারী অব স্টেটস হিসাবে প্রেসিডেণ্ট নিক্সন এবং তার পরবর্তী প্রেসিডেণ্টদের বলেছিলেন ইস্রাইল হল রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করবার একটি বড় অস্ত্র কিংবা বলা যায় নগরদুর্গ। অতএব সোভিয়েত রাশিয়াকে রুখতে হলে এই নগরদুর্গকে আরো শক্ত, মজবুত করতে হবে। তারই চেষ্টায় আমেরিকা ইস্রাইলকে বেশি অনুদান দিতে শুরু করল। ১৯৫৫ সালে ইস্রাইল পেল ত্রিশ মিলিয়ন ডলার ; ১৯৫৫ সালে অনুদানের মাত্রা বাড়ান হল। [কিসিংগারের চেষ্টায়] সেই সাহায্য হল ৫৪৫ মিলিয়ন ডলার ; ১৯৫৫ সালে মানে ইয়োমকাপুরের যুদ্ধের সময় আমেরিকার অনুদানের অংক ছিল তিন বিলিয়ন ডলার।

অতএব সাদাত কিসিংগারের রাজনীতিতে কিস্তিমাত হলেন। আর এদিকে সিরিয়ার সঙ্গে সাদাত ছলচাতুরী খেলতে লাগলেন। ইয়োম কাপুরের যুদ্ধ সাদাতের কাছে ছিল এক ছল চাতুরীর রাজনৈতিক যুদ্ধ। আসাদের কাছে ছিল এক 'মুক্তি যুদ্ধ'। কারণ আসাদ চাইছিলেন গোলান উপত্যকা ইস্রাইলিদের কাছ থেকে মুক্ত করা।

ইয়োম কাপুরের যুদ্ধের ফলাফল কারুর অজানা নেই।

* * *

ইয়োম কাপুরের যুদ্ধে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। কারণ সাদাত এবং আসাদ হঠাৎ যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। এরকম একটা যুদ্ধ শুরু হতে পারে একথা মোসাদ, আমান, শেনবেত কেউ কল্পনা করে নি।

গোলান উপত্যকার [সিরিয়ার] কম্যাণ্ডার ছিলেন লেঃ আমোস লেভিনবার্গ। প্রথমে যখন তিনি সীমান্ত থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন তখন তিনি বিস্মিত হলেন না। আসলে তিনি এই গোলাগুলিতে প্রথমে কোন কান দেন নি। বরং তিনি আমানের কর্তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন ঃ চিন্তা ভাবনা করবার কোন কারণ নেই।' কিন্তু তিনি ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কারণ ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তিনি সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীর হাতে বন্দী হলেন।

সিরিয়ান সৈন্যবাহিনী হেলিকপ্টারে করে গোলান উপত্যকায় এসে হাজির হল। রাত বারোটার মধ্যে তারা পুরো জায়গাটি দখল করে নিল। ঐ যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা ছিল আঠার জন। ইস্রাইলি সৈন্য নিহত ও জখমও প্রচুর হয়েছিল। বন্দীর সংখ্যা ছিল ত্রিশের উপর। এ ছাড়া সিরিয়ান সৈন্যবাহিনী বেশ কিছু ইস্রাইলি ইলেকট্রনীক যন্ত্র কব্জা করে নিয়েছিল।

গোলান উপত্যকায় ইস্রাইলিদের একটি বড় উল্লেখযোগ্য ঘাটি ছিল মাউণ্ট হেরমন। অল্পক্ষনের মধ্যে এই ঘাটি সিরিয়ানদের হাতে চলে গেল। বলা

হত এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল ইস্রাইলের কান ও চোখ। কারণ মাউণ্ট হেরমনে ইস্রালিদের প্রচুর ইলেকট্রনীক যন্ত্র ছিল। এ ছাড়া মাউণ্ট হেরমন থেকে 'আমান' শত্রুবাহিনীর উপর কড়া নজর রাখত। এখানে আমান অনেক গোপনীয় যন্ত্র, কোড সাইফার বই রেখেছিল। সবই গিয়ে সিরিয়ান সৈন্যবাহিনীর হাতে পড়ল। 'মাউণ্ট হেরমন' শত্রুর হাতে চলে যাবার পর ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনীর প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল।

'ইয়োম কাপুরের' যুদ্ধ ছিল আকস্মিক। ইজিপ্ট এবং সিরিয়ান সৈন্যবাহিনীর এই আক্রমণ বিশ্বের সবাইকে অবাক করে দিল। অনেকে অভিযোগ করল যে আমান-মোসাদের দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। তারা এই আসন্ন আক্রমণের কোন খবরই ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনী দিতে পারে নি। একটা যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে একথা ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সের আঁচ করা উচিৎ ছিল।

ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সের এই ব্যর্থতার বিভিন্ন কারণ ছিল। সেই কারণগুলি ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস প্রথমে বিশ্বাস করতে চায় নি। মোসাদ এবং অন্যান্য ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার হত্যাকাণ্ডের পর য়ুরোপে এবং নরওয়েতে এক হত্যাকাণ্ডের দক্ষযজ্ঞ করেছিল। প্রতিবেশি আরব দেশগুলিতে কী হচ্ছে সেই কথা নিয়ে মোসাদ, আমান, শেনবেত কখনও কিছু ভাবে নি। এদের একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে আরব দেশগুলির লড়াই করবার কোন ক্ষমতা কিংবা শক্তি নেই।

আমান হল 'ইস্রাইলি' সৈন্যবাহিনীর চোখ এবং কান। আমান যা দেখে কিংবা শোনে সেই কথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সৈন্যবাহিনীর বড় কর্তাদের কাছে তুলে ধরা হলো তাদের কাজ। যদিও মোসাদ এবং শেনবেত খুবই দক্ষ, শক্তিশালী ইনটেলিজেন্স বিভাগ, তবু বলা দরকার, সৈন্যবাহিনীর কিংবা সামরিক খবর সংগ্রহ করার প্রাথমিক দায়িত্ব হল আমানের। আবার বলা হয় 'আমান হল সৈন্যবাহিনী বর্ম।' কারণ প্রতিবেশি দেশগুলির সৈন্যবাহিনীর গতিবিধির মনিটর করা হল আমানের কাজ। এ কাজ তারা এয়ারফোর্সের সঙ্গে সহযোগিতা করে থাকে।

এবার আমানের গঠন সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। আমানকে ছয়টি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। প্রধান দুটি শাখার নাম হল ঃ কলেকশন এবং প্রডাকশন।

কলেকশন ডিপাটমেণ্ট দেশের সীমান্তে ইনফরমার এবং এজেণ্টদের কাজের তত্ত্বাবধান করে থাকে। এ ছাড়া প্রতিবেশি দেশগুলির মধ্যে রেডিও টেলিফোনে যে সব আলাপ আলোচনা হয় সেই কথাবার্তা মনিটর করা হল আমানের দায়িত্ব। ১৯৫৫ সালে নাসর এবং সম্রাট হুসেনের মধ্যে টেলিফোনে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল আমান সেই আলাপ আলোচনা মনিটর করেছিল। তারা শুধু কথাবার্তা মনিটর করেনি। কথার মাঝে মধ্যিখানে 'আমান' তাদের বক্তব্য এমনভাবে ঢুকিয়েছিল যে নাসর কিংবা সম্রাট হুসেন কখনই বুঝতে পারেন নি যে আমান তাদের আলোচনা শুনছে এবং 'এডিট' করছে। রাডার এবং অন্যান্য ইলেকট্রনীক

যন্ত্রের সাহায্যে আমান প্রতিবেশি দেশগুলিকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করে থাকে।

প্রডাকশন ডিপার্টমেণ্ট হল খুবই বড়। প্রায় তিন হাজার কর্মচারি প্রডাকশন ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে থাকে। আমানের মোট কর্মচারির সংখ্যা হল প্রায় সাত হাজার।

'প্রডাকশন' ডিপার্টমেণ্টকে বিভিন্ন দেশানুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। প্রডাকশন ডিপার্টমেণ্ট প্রাপ্ত খবরগুলি নিয়ে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করে থাকে। পরে তারা তাদের পরামর্শ দেশের সরকার, এবং সৈন্যবাহিনীকে দেয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন ইস্রাইলি এম্বাসীতে মিলিটারী এটাচী নিয়োগ করা এবং তাদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করা হল আমানের কর্তব্য। এছাড়া সৈন্যবাহিনীতে মিলিটারি সিকিউরিটি এবং সেন্সরশিপের কাজও আমান করে থাকে। খবর ধরে রাখবার জন্যে আমানের একটি কম্প্যুটার বিভাগ আছে।

আমান প্রতিবছর বিভিন্ন প্রতিবেশি দেশগুলির সামরিক বাহিনীর শক্তি, তাদের যুদ্ধ করবার ক্ষমতা, এবং ঐ দেশের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা করে একটি রিপোর্ট তৈরি করে থাকে। বলা হয় ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত আমান তাদের বার্ষিক রিপোর্টে অনেক দেশের বিভিন্ন প্রজেক্ট সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। ১৯৫৯ সালে আমান ইজিপ্ট থেকে একটি খবর পেল যে খবরটি ছিল তাদের চিন্তাশক্তির বাইরে। ঐ খবরে জানা গিয়েছিল ইজিপ্ট তাদের সৈন্য-বাহিনীকে নতুন করে গড়ে তুলছে। আমান এই খবরটি সত্যি বলে স্বীকার করল না। পরে ১৯৫৩ সালে ইয়োম কাপুরের যুদ্ধের সময় ঐ খবর সত্যি বলে বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

১৯৫০ সালে আমান খবর পেল রাশিয়া ইজিপশিয়ান সৈন্যবাহিনীকে নতুন অস্ত্র এবং তাদের নতুন করে গড়ে তুলবার কাজে মদত দিচ্ছে। পরে যাচাই করে দেখা গিয়েছিল, আমান ইয়োম কাপুরের যুদ্ধের আগে আরবদেশের যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্বন্ধে কোন মূল্যবান খবর দেয়নি। ইয়োম কাপুরের যুদ্ধে আমানের ইনটেলিজেন্স সংগ্রহের ব্যর্থতার দরুণ দেশের সবাই আমানের কাজকর্ম নিয়ে এক স্বাধীন তদন্ত দাবি করেছিলেন।

মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের কর্তা জেনারেল আহরণ ইয়ারিভ বুঝতে পেরে-ছিলেন খবর সংগ্রহ এবং খবরগুলি ব্যাখ্যা করবার মধ্যে একটা বড় ফারাক আছে। আমানের বহু ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেননি। ইয়ারিভের তিরস্কার, ধমক আমানের কর্মচারিদের উপর কোন প্রকার প্রভাব সৃষ্টি করল না। আট বছর আমানের ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করবার পর ইয়ারিভ নিরাশ হয়ে আমান থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। পরে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সন্ত্রাসবাদের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন। ইয়ারিভ যখন আমান থেকে বিদায় নিলেন তখন ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স ছিল এক অহংকারি সংস্থা। বাস্তবের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে।

ইয়ারিভের পরে আমানের ডিরেক্টর হলেন মেজর জেনারেল এলি জায়রা।

তিনি ছিলেন অসম্ভব অহংকারি। বাস্তব জগতের সঙ্গে তারও কোন সম্পর্ক ছিল না। ইয়োম কাপুরের যুদ্ধের আগে তিনি ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন ইজিপ্ট কোন যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়নি। এর আগে তিনি একটি মিথ্যা খবরে বিশ্বাস করে, ইসরাইলি সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্যে তৈরি হতে বলেছিলেন। তার প্রাপ্ত খবর মিথ্যা ছিল। এই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে ইসরাইলকে প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন পাউণ্ড খেসারৎ দিতে হয়েছিল।

১৯৫৩ সালের শেষে, সেপ্টেম্বর মাসে, ইজিপ্ট এবং সিরিয়া থেকে বিপদের সংকেত শোনা গেল। আমানের কর্তারা, যারা ইস্রাইলের আত্মরক্ষার বেড়াজালকে লৌহদ্বার বলে মনে করতেন, তারা এই খবরে অবিশ্বাস করলেন। ইসরাইলি ইনটেলিজেন্সের কর্তারা মধুর স্বপ্ন দেখছিলেন। যুদ্ধের কিংবা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। সি. আই. এ. এবং প্রেসিডেণ্ট নিক্সন মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের সম্ভবনাকে 'কল্পনার ফানুস' বলে বর্ণনা করেছিলেন। এর কারণ ছিল মধ্যপ্রাচ্যে সি. আই. এ. খবরের জন্যে পুরোপুরি ইসরাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের উপর নির্ভর করত।

আনোয়ার সাদাত অবশ্যি যুদ্ধের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু আমানের কর্তারা সাদাতের সাবধান বাণীকে 'পাগলের প্রলাপ' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

আমানের চাইতে মোসাদ অনেক সজাগ, সাবধানী ছিল। সিরিয়া-ইজিপ্টের আক্রমণ শুরু হবার আগে মোসাদ তাদের কায়রোর এজেণ্টদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিল দু একদিনের মধ্যে সিরিয়া, ইজিপ্ট ইসরাইলকে আক্রমণ করবে। মোসাদের কর্তা জি জমির সাদাতের সাবধান বাণীকে বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু তিনি বিষয়টি নিয়ে আমানের সঙ্গে বাদানুবাদ সৃষ্টি করা একেবারেই পছন্দ করেননি। যুদ্ধের পরে অনেকে ইসরাইলি ইনটেলিজেন্সের এই শোচনীয় ব্যর্থতার জন্যে জি জমিরকে দায়ী করেছিলেন।

অনেকে ইয়োম কাপুরের, সিরিয়া-ইজিপ্টের এই আক্রমণকে পার্লহারবারের আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর ব্যর্থতার সঙ্গে তুলনা করে থাকেন।

* * * *

১৯৫৩ সালের যুদ্ধের পর ইস্রাইলের জনগণ দেশের তিনটি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে সন্দিহান হল। গোল্ডা মায়ার এক তদন্ত কমিশন গঠন করলেন। এই তদন্ত কমিশন 'আগ্রানট' কমিশন নামে পরিচিত ছিল। কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন ইস্রাইলি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আগ্রানট।

আগ্রানট কমিশন তাদের রিপোর্টে বলল তিনটি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের গঠন, কাঠামোর পরিবর্তন করা আবশ্যক। বিদেশ মন্ত্রণালয়ে 'রিসার্চ এ্যাণ্ড প্ল্যানিং' সেণ্টারকে আবার চালু করা হল। বলা হল এই নতুন বিভাগের প্রধান প্রধান কাজ হবে প্রতিটি ঘটনাকে স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখা এবং তাদের স্বাধীন মতামতকে ব্যক্ত করা। মোসাদের রিসার্চ ডিপার্টমেণ্টকে আরো বড়ো করা হল। এতদিন প্রতি ঘটনার বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার জন্যে মোসাদ আমানের উপর

*   *   *   *

এর পর ইয়াতজাক রবীন হলেন ইস্রাইলের নতুন নেতা এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী। ১৯৫৩ সালের লড়াইর সময় ইয়াতজাক রবীন ছিলেন সৈন্য-বাহিনীর চীফ অব দি আর্মি ষ্টাফ। পরে তিনি ওয়াশিংটনে ইস্রাইলের এম্বাসডার হয়েছিলেন। (এই কাহিনী লিখবার সময় ইয়াতজাক রবীন আবার ইস্রাইলের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন) রবীন ইনটেলিজেন্সের কাজকর্মের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। রবীনের আমলে মোসাদকে আরো নতুন কাজের দায়িত্ব দে'য়া হল।

এই সময় থেকে ইয়াতজাক রবীন এবং জর্ডনের সম্রাট হুসেনের সঙ্গে গোপনে দেখা সাক্ষাৎ শুরু হল। বলা প্রয়োজন ১৯৫৩ সাল থেকে সম্রাট হুসেন এবং ইস্রাইলি নেতাদের মধ্যে গোপনে প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হত। এই দেখা সাক্ষাৎ করবার আয়োজন বন্দোবস্ত করবার দায়িত্ব মোসাদ'কে দে'য়া হল। তবে এই গোপন দেখা সাক্ষাৎ'র খবর জনসাধারণ জানত না।

সম্রাট হুসেন ইস্রাইলের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার পক্ষপাতি ছিলেন। এই গোপন দেখা সাক্ষাৎ' এবং ইস্রাইলের সঙ্গে কোন প্রকার গোপন চুক্তি কিংবা আপোষ মীমাংসা করবার অনেক অসুবিধা ছিল। সম্রাট হুসেন উভয় দেশের মধ্যে শান্তি বজায় রাখবার চেষ্টা করছিলেন। সম্রাট হুসেনের পিতামহ সম্রাট আবদুল্লা ইস্রাইলের সঙ্গে এই ধরনের একটা গোপন চুক্তি করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। সম্রাট হুসেনকে তাই অতি সাবধানে কাজ করতে হয়েছিল।

ক্রমে ক্রমে রবীন এবং সম্রাট হুসেনের মধ্যে দৃঢ় বন্ধুত্ব হল। হুসেন গোপনে তেল আভিভে গিয়ে রবীনের সঙ্গে দেখা করতেন। এই গোপন দেখা সাক্ষাৎ'র খবর আজ অবধি সরকারি ভাবে প্রকাশ করা হয়নি। 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' দমন করবার পর সম্রাট হুসেন তার আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে পেয়েছিলেন। এই সব গোপন আলাপ আলোচনার পর ঠিক করা হল ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস এবং জর্ডন ইনটেলিজেন্সের মধ্যে সহযোগিতা আরো দৃঢ় করা হবে। তারা একের অন্যর সঙ্গে খবর আদানপ্রদান করবে। কারণ উভয় দেশই প্যালেস্টেনিয়ানদের সন্ত্রাসবাদের কাজে বিশেষ আতংকিত হয়েছিল এবং প্যালেস্টেনিয়ানদের দমন করবার জন্যে আগ্রহী ছিল।

মোসাদ সম্রাট হুসেনের বিরোধী যে সব চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র হয়েছিল সেই সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান খবর জর্ডনকে দিয়েছিল।

এর পরিবর্তে জর্ডনের 'মুখাবরাত' (ইনটেলিজেন্স সার্ভিস) ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসকে বিভিন্ন আরব দেশের রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণী দিল। অবশ্য এই সংবাদ আদানপ্রদান কিছুটা সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯৫৩ সালে রবীন এবং সম্রাট হুসেনের মধ্যে আর একটি গোপন শলা পরামর্শের বৈঠক হল। ১৯৫৩ সালে সম্রাট হুসেন ইস্রাইলি হেলিকপ্টারে

করে তেল আভিভে গিয়েছিলেন। তেল আভিভের যে বাড়িতে ওদের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল হয়েছিল সেই বাড়িটি ছিল মোসাদের একটি 'সেফ-হাউস'। এই দুই নেতার মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল মোসাদ সেই আলোচনার কথাবার্তা টেপরেকর্ড করে রেখেছিল।

আর একবার রবীন ছদ্মবেশে মরোক্কোতে গিয়েছিলেন। রবীন মরক্কোর সম্রাট হাসানকে বলেছিলেন তিনি ইজিপ্টের প্রেসিডেন্ট সাদাতের সঙ্গে দেখা করতে এবং কথাবার্তা বলতে ইচ্ছুক। কিন্তু তার সেই ইচ্ছা পূরণ হয়নি। কারণ সাদাত রাবাটে আসেননি।

পরে আমেরিকান সেক্রেটারী অব ষ্টেটস হেনরী কিসিংগারের চেষ্টায় ইস্রাইল এবং সিরিয়ার ও ইজিপ্টের মধ্যে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করা হল। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হলনা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং কিসিংগার ইস্রাইলের প্রতি সদয় ছিলেন। তারা ইস্রাইলকে অস্ত্র, অর্থ এবং বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করলেন।

*　　*　　*　　*

কিছুদিন পরে মোসাদের কর্তা জি জমির অবসর গ্রহণ করলেন। জি জমির মোসাদ সংস্থার উপর তার প্রভাব কিংবা ছাপ রেখে যেতে পারেননি। ইস্রাইলের জনগণের কাছে তিনি ছিলেন এক পাথরের মূর্তি। মোসাদে কাজ করাকালীন তিনি কোন সাড়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেননি। বরং তার ব্যর্থতার ছাপ সংস্থার উপর বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। রবীন এবার তার পুরানো বন্ধু জেনারেল ইয়াতজাক হফিকে মোসাদের ডিরেক্টর করলেন। হফি ছিলেন 'সবরা' —অর্থাৎ ইস্রাইল রাষ্ট্রে তাব জন্ম হয়েছিল। তার জন্ম হয়েছিল ১৯২৭ সালে। হফি 'পালমাকে' যোগ দিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন। ছয় দিনের যুদ্ধে তিনি ছিলেন যুদ্ধের প্ল্যানিং অফিসার।

হফি কঠোর পরিশ্রম করতে পারতেন। এ জন্যে সবাই তাকে সম্মান করত। রবীনের সঙ্গে তার দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব ছিল।

হফি মোসাদের কর্তা হবার পর তিনি লেবাননে একটি 'বন্ধুত্বের' ঘাটি স্থাপন করবার চেষ্টা করলেন। লেবাননের ম্যারোনাইট ক্রিশিয়ানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা খুব সহজ কাজ ছিল। পরবর্তীকালে এই লেবানীজ ম্যারোনাইট সম্প্রদায়ের সঙ্গে একত্র হয়ে ইস্রাইল 'লেবাননকে' এক 'নরককুণ্ড' করে তুলেছিল। এ ছাড়া বেরুতে বন্ধুত্বের ঘাটি স্থাপন করবার পর ইস্রাইল ওখান থেকে পাশের মুসলমান দেশগুলির খবর নিতে শুরু করল।

এবার হফির কর্মদক্ষতার একটি বিশেষ কৌতূহলদ্দীপক কাহিনী বলব। এ হল আফ্রিকার এনটেবি বিমানবন্দর (উগাণ্ডার বিমানবন্দর) থেকে ইস্রাইলি বিমান যাত্রীদের উদ্ধার করা। ঐ সব যাত্রীদের প্লেন হাইজ্যাক করে উগাণ্ডার বিমানবন্দরে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখা হয়েছিল। যাত্রীদের এই উদ্ধার কাহিনী হল একটি থ্রীলার এবং এই কাহিনীকে ভিত্তি করে হলিউডে

দুইটি ছবি তোলা হয়েছিল। ঐ ছবিতে ছিলেন চার্লস ব্রনসন, রবার্ট ল্যাংকস্টার, কিরুক ডগলাস এবং এলিজাবেথ টেলর।

ঘটনার দিন ছিল, ২৭ জুন, ১৯৭৬।

এথেন্স বিমানবন্দর '

এথেন্স থেকে পারীর অভিমুখে একটি এয়ার ফ্রান্সের বিমান রওনা দিল। প্লেনটি তেল আভিভ থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। ঐ প্লেনে প্রচুর ইসরাইলি যাত্রী ছিল।

এথেন্সের বিমানবন্দরে সিকিউরিটির আইনকানুন খুব শক্ত ছিল না। অতএব এথেন্স বিমানবন্দরে যাত্রীদের সিকিউরিটি 'চেক' খুব বেশি করা হল না।

এথেন্স থেকে প্লেন উড়ে যাবার দু ঘণ্টা পরে এথেন্স টাওয়ার কণ্ট্রোল বলল পারী অভিমুখে যে প্লেনটি রওনা দিয়েছিল সেই প্লেনটির কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না

একটু বাদে খবর পাওয়া গেল প্লেন হাইজ্যাক করা হয়েছে।

এবার তেল আভিভে এই হাইজ্যাকিং খবর গেল। সবাই বুঝতে পারল এ সাধারণ হাইজ্যাকিং নয়।

এদিকে প্লেনের প্যাসেঞ্জারদের মাইক্রোফোনে বলা হল আমরা হলাম 'চে গুয়েভারা' প্যালেস্টাইনি কমানডো বাহিনীর সৈন্য।

আমরা প্লেনটিকে হাইজ্যাক করেছি। আপনারা চুপ করে শান্ত হয়ে বসে থাকুন। আপনাদের কোন ক্ষতি হবে না।'

এই হাইজ্যাকারদের মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন। তিনিও ঘোষণা করলেন চে গুয়েভারার কমানডো বাহিনী এই প্লেন হাইজ্যাকিং করেছে। হাইজ্যাকারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বাদার মাইনফের উইলফেড বোস। মেয়েটির নাম ছিল হালিমা। মেয়েটি জর্মান ছিল। প্যালেস্টেনিয়ান হাইজ্যাকারের নাম ছিল জইল এল আরজা।' তিনি ছিলেন ডন কার্লোসের অতি প্রিয় শিষ্য। প্লেনটি প্রথমে সুদানের পানে রওনা দিল। পরে শোনা গেল প্লেনটি উগাণ্ডার রাজধানী এনটেবির পানে রওনা দিয়েছে। আবার কিছুক্ষণ পরে শোনা গেল প্লেন এনটিবিতে অবতরণ করেছে। যাত্রীরা নিরাপদে পৌঁচেছে শুনে সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিন্তু সবার চোখে মুখে ছিল চিন্তার রেশ। কারণ উগাণ্ডার শাসক ইদি আমিনের খামখেয়ালি এবং যথেচ্ছারিতা সম্বন্ধে অনেক গল্প কাহিনী শোনা গিয়েছিল। আজকের এই পরিস্থিতিতে ইদি আমিন যে কী করবেন সঠিক কেউ বলতে পারলনা।

এদিকে তেল আভিভে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স মোসাদ ও আমান বসে গবেষণা করছিল এই হাইজ্যাকিংর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে। তারা সমস্ত ঘটনা যাচাই করে একটা ছবি তুলে ধরল। প্রথমে বোঝা গেল হাইজ্যাকারদের মধ্যে একজন পাইলট ছিল। অর্থাৎ তার প্লেন চালনা সম্বন্ধে খুব ভাল জ্ঞান আছে। এবার সবার প্রশ্ন হল 'হাইজ্যাকদের পরবর্তী দাবি কী

হবে? এছাড়া য়ুরোপে বিভিন্ন দেশে আলোচনার বিষয় ছিল এই হাইজ্যাকিং কে করেছে? কেউ বললেন পি. এফ. এল. পি. জর্জ হাব্বাসের দল অর্থাৎ হাই জ্যাকিং স্পেশালিষ্ট ওয়াদি হাদাদ। এই সময়ে আর একটি খবর শোনা গেল উগাণ্ডার রাষ্ট্রপতি ইদি আমিন এই হাইজ্যাকিংর কাজে বিশেষ সাহায্য করেছেন।

এনটিবি বিমান বন্দরে প্লেন অবতরণ করবার কিছুক্ষণ পরেই দাদা ইদি আমিন এয়ারপোর্টে এসে পেঁাছিলেন।

তারপরে এলেন উগাণ্ডার অবস্থিত ফরাসি এম্বাসডর। কারণ যে প্লেনটিকে হাইজ্যাকিং করা হয়েছিল সেইটি ছিল এয়ার ফ্রান্স ফরাসি সরকারের সম্পত্তি। ফরাসি এম্বাসডার হাইজ্যাকারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে শুরু করলেন। এবার হাইজ্যাকাররা তাদের শর্ত ঘোষণা করল: ফ্রান্সে পঞ্চাশজন প্যালেস্টে-নিয়ান মুক্তি যোদ্ধা বিভিন্ন জেলখানায় আটক ছিল। তাদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। শুধু তাই নয়। ইস্রাইল, পশ্চিম জর্মানী, সুইজারল্যাণ্ড এবং কোরিয়াতে যেসব প্যালেস্টেনিয়ান বন্দী আছে তাদেরও মুক্তি দিতে হবে। এই সব বন্দীদের এয়ার ফ্রান্সের প্লেনে করে এনটিবিতে নিয়ে আসতে হবে।

অন্য যে সব প্যালেস্টেনিয়ান বন্দী বিভিন্ন দেশে আছে তাদের বিভিন্ন প্লেনে করে এনটিবি বিমান বন্দরে পাঠাতে হবে। আর একটি শর্ত ছিল—ফ্রান্স হাইজ্যাকারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার জন্যে একজন বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ করবে। পি. এফ. এল. পি'র প্রতিনিধি হবেন সোমালিয়ার এম্বাসাডার। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ফরাসি-ইস্রাইলি সরকার তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হাইজ্যাকারদের জানাবে।

ইতিমধ্যে তেল আভিভে ইস্রাইলি সরকার উগাণ্ডার এই হাইজ্যাকারদের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে একটি প্ল্যান তৈরি করছিল। এছাড়া মোসাদ এই গুরুতর ঘটনার সম্মুখীন হবার জন্যে আর কয়েকটি বিকল্প প্ল্যান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিল।

দিনটা ছিল প্রচণ্ড গরম। আফ্রিকার প্রচণ্ড রুদ্দুর। এমনকী বাইরের প্রচণ্ড রুদ্দুরে তাকান সম্ভব ছিলনা। এই গরমে যাত্রীরা সবাই প্রায় ক্লান্ত, ঘেমে স্নান করে উঠেছেন।

এদিকে যাত্রীদের দুইটি অংশে ভাগ করা হয়েছিল অর্থাৎ ভাগটিকে জাতি হিসেবে করা হয়েছিল। একদিকে ইস্রাইলি, অপরদিকে বাকী সবাই। কিছুক্ষণ পরে ইদি আমিন এসে হাইজ্যাকারদের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি হাইজ্যাকার-দের পরামর্শ দিলেন, ফ্রান্স-ইস্রাইল আপনাদের শর্ত স্বীকার না করলে আপনারা মাথা নত করবেন না।

সমস্ত ঘটনা পরিস্থিতির প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে ইস্রাইলি ক্যাবিনেটের এক বিশেষ জরুরী বৈঠক শুরু হল। একটি ব্যাপারে সবাই একমত ছিল: হাইজ্যাকারদের শর্ত কোন প্রকারেই স্বীকার করে নে'য়া হবেনা। যদি

এই সব শর্তকে স্বীকার করে নে'য়া হয় তাহলে ভবিষ্যতে আরো বিপদ হবে।

এবার ইদি আমিনের দরবারে গিয়ে হাজির হলেন, যে কর্নেল বার লেভা। তার সঙ্গে কোন এক সময়ে ইদি আমিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তাদের দুজনের আলাপ আলোচনা টেপ রেকর্ড করা হয়েছিল। সেই আলোচনা থেকে জানা গেল যে হাইজ্যাকাররা প্লেনকে ধ্বংস করবার প্ল্যান করেছে। অতএব ইস্রাইলি সরকার যেন অবিলম্বে নতজানু হয় এবং হাইজ্যাকারদের শর্তগুলি স্বীকার করে নেয়। মনে রাখবেন, দুশো জন প্লেনের যাত্রীর জীবন বিপদের মুখে। কারণ হাইজ্যাকাররা স্থির করেছে যে অবিলম্বে তারা ইস্রাইলি যাত্রীদের গুলি করে হত্যা করবে।

শুধু তাই নয়। যদি বাইরের কোন প্লেন যাত্রীদের উদ্ধার করতে আসে তাহলে সেই প্লেন ধ্বংস করা হবে।

ইদি আমিনের এই কথা শুনবার পর যাত্রীদের উদ্ধার করবার প্ল্যানটি স্থগিত রাখা হল। কিন্তু ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস ইস্রাইলি যাত্রীদের উদ্ধার করবার জন্যে আর একটি প্ল্যান তৈরি করেছিল তার কোড নাম ছিল, 'অপারেশন জোনাথান।' এই প্ল্যান অনুযায়ী স্থির করা হয়েছিল যে এক ঝাঁক ইস্রাইলি সৈন্য তেল আভিভ থেকে উগাণ্ডার এনটিবি'র বিমান বন্দরে পাঠান হবে। পরে ঐখানে বন্দী যাত্রীদের উদ্ধার করে ইস্রাইলে নিয়ে আসা হবে।

এই 'অপারেশন জোনাথান' ছিল এক দুঃসাহসী প্ল্যান। ইস্রাইল থেকে উগাণ্ডার দূরত্ব হল প্রায় আড়াই হাজার মাইল। এতটা দূরত্ব প্লেনে করে যাওয়া এবং যাত্রীদের মুক্ত করে আনা দুসাধ্যকর প্ল্যান-পরিকল্পনা ছিল। এবার কী করা যায়?

ইস্রাইল সরকার বন্দী ইস্রাইলিদের উগাণ্ডা থেকে নিয়ে আসতে বদ্ধ পরিকর ছিল।

যে সব সৈন্যদের উগাণ্ডায় পাঠাবার কথা ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই উগাণ্ডাকে বেশ ভাল করে চিনত। কারণ কোন এক সময়ে এরা ইদি আমিনের সৈন্যবাহিনীতে কাজ করেছিল। এছাড়া ঐ সময়ে আর একটি খবর ছিল যে শিগ্গিরই ইদি আমিন দেশের বাইরে মরিশাসে' অর্গানিজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটির' এক সভায় যোগ দেবার জন্যে যাবেন। কেনিয়া থেকে মোসাদের এজেন্ট এক খবর পাঠাল কেনিয়া সরকার 'অপারেশন জোনাথানকে' সফল করতে সাহায্য করবে। ইতিমধ্যে মোসাদের কিছু কিছু এজেন্ট লুকিয়ে লুকিয়ে উগান্ডায় ঢুকতে শুরু করেছিল।

এদিকে ইস্রাইলের এক নির্জন প্রান্তে 'অপারেশন জোনাথানের' মহড়া চলছিল। ইস্রাইলের "সায়ারাত" (কমানডো প্যারাট্রুপরা) এই মহড়ায় অংশ গ্রহণ করেছিল। এবার বাকী ছিল প্ল্যানকে বাস্তবে রূপ দে'য়া। আর একটি প্রস্তাব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হল। যদি এই প্ল্যান কার্যকরী করবার সময় ইদি আমিন মরিশাসে থাকেন, তাহলে দেখান হবে প্লেনে করে ইদি আমিন উগাণ্ডায়

ফিরে আসছেন। ইদি আমিন যে রংয়ের মার্সিডিজ বেনৃজ গাড়ি ব্যবহার করেন হুবহু তার নকল, ঐ রংয়ের একটি মার্সিডিজ গাড়ি কমানডো বাহিনীর জন্যে ব্যবহার করা হবে। পরে অবশ্যি এই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করবার কিছু অসুবিধা দেখা দিল।

যখন 'অপারেশন জোনাথান' নিয়ে ইস্রাইলের সরকারি মহলে আলাপ আলোচনা হচ্ছিল তখন বিভিন্ন সূত্র থেকে আরো অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করা হচ্ছিল। ইস্রাইলি সরকার আরো কিছু সময় হাতে নেবার জন্যে ফরাসী এম্বাসডারের মাধ্যমে হাইজ্যাকারদের কাছে খবর পাঠাল বিষয়টি নিয়ে ইস্রাইল সরকার চিন্তা ভাবনা করছে এবং তারা হাইজ্যাকারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে ইচ্ছুক। পরের দিন হাইজ্যাকররা একশো জন যাত্রীদের মুক্তি দিল। এরা ইস্রাইলি ছিলেন না। অন্য দেশের নাগরিক ছিলেন। মোসাদ এইসব যাত্রী-দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল এবং ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স তাদের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করল। এইসব খবরগুলি 'অপারেশন জোনাথান' কার্যকরী করবার জন্য বিশেষ মূল্যবান ছিল।

হাইজ্যাকারদের সঙ্গে মীমাংসার শর্ত নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু হল। কিন্তু মীমাংসার পথ খুঁজে পাওয়া গেল না। এ ছাড়া কী করে বন্দী ইস্রাইলি যাত্রীদের উদ্ধার করা যায় সেই প্ল্যান নিয়ে ইস্রাইলি ক্যাবিনেটের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল।

এরপর ইদি আমিন মরিশাসে চলে গেলেন। একটা খবরে জানা গেল কর্ণেল গাদাফী হাইজ্যাকারদের জন্যে সাহায্য পাঠাবার প্ল্যান করছেন। এর পাল্টা জবাবে ইস্রাইল তাদের একটি স্পাই জাহাজ ভূমধ্যসাগরে পাঠাল। ঐ জাহাজ গাদাফীর হাইজ্যাকারদের কাছে যে 'সব' খবর পাঠাচ্ছিলেন সেইগুলি মনিটর করতে লাগল।

এদিকে ইস্রাইল সৈন্যবাহিনী এবং ইনটেলিজেন্স সার্ভিস কতো তাড়াতাড়ি বিপদগ্রস্থ, বন্দী ইস্রাইল যাত্রীদের উদ্ধার করা যায় তার চেষ্টা করতে লাগল। ঐ সময়ে প্রতিটি সেকেণ্ড, প্রতি মুহূর্ত, ছিল তাদের কাছে অতি মূল্যবান। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া খবরে জানা গেল ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনী লুকিয়ে অতি সন্তর্পনে উগাণ্ডায় এনটেবি বিমানবন্দরে একটি প্লেন পাঠাবে এবং ঐ প্লেনের সঙ্গে থাকবে এক ঝাঁক কমানডো বাহিনী।

উগাণ্ডার বিমান বাহিনী সম্বন্ধে খবর নিয়ে জানা গেল যে তাদের বিমান বাহিনীতে কিছু রাশিয়ান মিগ ১৭ প্লেন আছে। এদিকে কেনিয়ার সরকার ইস্রাইলি সরকারকে সর্বপ্রকার সাহায্যর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কারণ যদি ইস্রাইল থেকে সৈন্য বোঝাই প্লেন উগাণ্ডায় পাঠান হয় তবে মাঝপথে ঐ প্লেনের জন্যে তেলের প্রয়োজন হবে। আর ঐ মাঝপথটি ছিল কেনিয়া।

এবার আর একটি মূল্যবান খবর পাওয়া গেল। এনটেবি বিমানবন্দরটি তৈরি করেছিল এক ইস্রাইলি ফার্ম। ঐ ফার্ম থেকে এনটেবি বিমানবন্দরের

একটি পুরো প্ল্যান পাওয়া গেল। আর একটি আশাপ্রদ খবর পাওয়া গেল বিমানবন্দরে কোন অস্ত্র কিংবা বিস্ফোরক কিছু নেই।

এদিকে 'অপারেশন জোনাথানে' যে সব সৈন্য অংশগ্রহণ করবে তারা পুরোদমে ঐ আক্রমনের জন্যে মহড়া দিচ্ছিল। ঠিক হল এই উগাণ্ডা অভিযানে যে প্লেনটি ব্যবহার করা হবে, সেই প্লেন ছিল একটি 'হারকিউলিস'। এই অপারেশনের প্রধান কর্তা হলেন কর্নেল জোনাথান নেতানহু। এই অপারেশনে তিনি প্রান হারিয়েছিলেন। তার নামে এই অপারেশনের কোড নাম রাখা হয়েছিল।

আর একটি সংবাদ নিয়ে জানা গেল ইস্রাইলি ক্যাবিনেটে মন্ত্রীদের মধ্যে এই অপারেশন নিয়ে যে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়েছিল সেই ঝগড়া বিবাদ দূর হয়েছে। যদিও হাইজ্যাকারদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার শর্ত নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল ইস্রাইলি কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করে এই শর্তগুলি মেনে নিতে অস্বীকার করল।

আসলে তারা সময় চেয়েছিল।

এই সময়ে উড়ো খবরে জানা গেল ৪ঠা জুলাই প্লেনের বন্দী যাত্রীদের হত্যা করা হবে। এই খবরটি ইস্রাইলি মন্ত্রীমণ্ডলীকে বিশেষ বিচলিত করল। এরপর ঠিক হল ৩রা জুলাই 'অপারেশন জোনাথান'কে' কার্যকরী করতে হবে। নইলে বন্দীদের জীবন বিপন্ন হবে। ঐ রাত্রে তিনটি প্লেন তেল আভিভ থেকে এনটিবি'র উদ্দেশ্যে রওনা দিল। এনটেবি'র রেডিও ও রাডার সিগন্যাল আগেই বন্ধ করে দে'য়া হয়েছিল। তাই এনটেবি'র বিমান বন্দরের কণ্ট্রোল টাওয়ার এই তিনটি ইস্রাইলি প্লেনের আগমনের কোন খবর পেলনা। ৪ঠা জুলাই অতি সন্তর্পণে তিনটি ইস্রাইলি প্লেন এনটেবি'র বিমানবন্দরে নামল। প্লেন থেকে ইস্রাইলি সৈন্যরা নেমে বন্দী যাত্রীদের মুক্ত করল। এদিকে উগাণ্ডার সৈন্য-বাহিনীদের বলা হয়েছিল যে হাইজ্যাকারদের সঙ্গে ইস্রাইলিদের আলাপ আলোচনা চলছে। তাই তারা বিমানবন্দরের ঘটনা নিয়ে কোন মাথা ঘামায়নি। কিছুক্ষণের মধ্যে বন্দীদের মুক্ত করে তাদের প্লেনে করে নিয়ে আসা হল।

এই ইস্রাইলি বন্দী যাত্রীদের কী করে উদ্ধার করা হয়েছিল তার পুরো বিবরণী এখানে দেখা সম্ভব নয়। পৃথিবীর স্পাই ইতিহাসে এই ধরনের উদ্ধার কার্যর নজীর বিরল। মাত্র চারজন ইস্রাইলি সৈন্য এই অপারেশনে প্রাণ হারিয়েছিল।

এদের মধ্যে ছিলেন দলের নেতা লেঃ কর্নেল নেতানহু। মাত্র একজন ছাড়া সব হাইজ্যাকাররা মারা গিয়েছিল।

* * *

'ইয়োম কাপুরের' যুদ্ধে সংবাদ সংগ্রহে মোসাদ, আমান যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে এনটেবি'র রোমাঞ্চকর কাহিনী তাদের হারান গৌরব ফিরিয়ে দিল। ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সের জয়ধ্বজা উড়ল। কিন্তু এই সাফল্যর পরও ইয়াতজাক রবীন বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারলেন না। কারণ "লাভোন য়্যাফেয়ার্সে'র" পর ইস্রাইলে লেবর পার্টি'র প্রচুর দুর্নাম হয়েছিল এবং অনেক দুর্নীতির সঙ্গে তাদের

নাম জড়িয়ে পড়েছিল। অতএব পরবর্তী নির্বাচনে লেবর পার্টিকে হার স্বীকার করতে হল। লেবর পার্টির পরিবর্তে এল 'লিকুইদ পার্টি'। এই দলের নেতা ছিলেন মেনহাইম বেগিন এবং তিনিই হলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। এতদিন ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্মচারিরা একটানা লেবর পার্টির সঙ্গে কাজ করে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এই সব কর্মচারিরা অধিকাংশ ছিলেন লেবর পার্টির সমর্থক। এই কারণে ইনটেলিজেন্স এবং সিকিউরিটি সার্ভিসের কর্মচারিরা 'লিকুইদ' পার্টির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলেননা। লিকুইদ পার্টি নির্বাচনে জয়লাভ করবার পর লিকুইদ পার্টির সদস্যরা ইনটেলিজেন্স সার্ভিস থেকে লেবর পার্টির সমর্থকদের তাড়াবার চেষ্টা করলেন। কারণ লিকুইদ পার্টির নেতাদের বক্তব্য ছিল যে লেবার পার্টির সমর্থকদের ইনটেলিজেন্স সার্ভিস থেকে তাড়ান আবশ্যক। তবে মোসাদের হাকা হফি এবং শেনবেতের প্রধান আব্রাহাম অহিতুব নতুন প্রধান মন্ত্রীকে আশ্বাস দিলেন যে তারা ইনটেলি-জেন্স সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করতে রাজি আছেন। এর জবাবে মেনহাইম বেগিন তাদের অনুরোধ করলেন তাদের পদত্যাগ করবার কোন প্রয়োজন নেই : আপনারা যে যেখানে আছেন সেইখানেই থাকুন। কিছুদিনের মধ্যে বেগিন মোসাদ এবং শেনবেতের কর্তাদের সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুললেন।

বেগিন মোসাদের গোপন কাজকারবার দেখে অবাক এবং বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই রাষ্ট্রের গোপন কাজকারবার নিয়ে হফি এবং অহিতুবের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বেগিন স্পাই এবং ইনটেলিজেন্সের কাজকর্ম ভালবাসতেন এবং এই কাজে প্রচুর উৎসাহ দেখাতেন। আর একটা কারণে বেগিন ইনটেলিজেন্সের কাজে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। সেই কারণটি হল বেগিন মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে চেয়েছিলেন। বেগিনের ইচ্ছা ছিল যে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু তার কাজকর্মের ধারা ছিল এমন যে ফল হল ঠিক উল্টো।

প্রথমে তিনি মোশে দায়ানকে বিদেশমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করলেন। এরপর তিনি মোসাদের কর্তা হফিকে মরোক্কোতে পাঠালেন। এর কারণ ছিল তিনি মরোক্কোর সাহায্য নিয়ে ইজিপ্টের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করবার ইচ্ছুক ছিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন এর আগের বছর ইয়াতজিক রবীন ইজিপ্টের সঙ্গে একটি মীমাংসার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এবার ঠিক হল মরোক্কো শহরে হফি ইজিপ্টের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করবেন এবং চিরস্থায়ী শান্তির সন্ধি নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে ইজিপশিয়ান সরকার তাদের দুই প্রতিনিধি কামাল হাসান আলি এবং হাসান তোহামিকে মরোক্কোতে পাঠাল। কামালহাসান আলি ছিলেন ইজিপ্টের 'মুখাবরাতের' (ইনটেলিজেন্সের) চীফ এবং হাসান তোহামি ছিলেন ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের ডেপুটি প্রাইম মিনিষ্টার। তোহামির নাসরের সঙ্গে বেশি হৃদ্যতা ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন সি. আই. এ-র

প্রিয়পাত্র। এই কারণে সাদাত তোহামিকে পছন্দ করতেন।

ইজিপশিয়ান প্রতিনিধিরা রাবাটে গিয়ে ইস্রাইলের প্রতিনিধি হফি এবং তার সহকর্মী ডেভিড কিমখের সঙ্গে দেখা করলেন। কামাল হাসান আলির কাছে এরা ছিলেন অগন্তুক এবং এদের আসল পরিচয় তার জানা ছিল না। সাদাত কামাল হাসান আলিকে শুধু টেলিফোন করে রাবাটে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। কেন রাবাটে যেতে হবে একথা খুলে বলেননি।

সাদাত ইস্রাইলের সঙ্গে গোপনে আপোষ মীমাংসার আলোচনা করছেন তার কিছু আভাষ মরোক্কোর সম্রাট জানতেন। (সন্ধির প্রস্তাব, কিসিংগার সাদাত-আসাদের আলোচনার পুরো কাহিনী এখানে দে'য়া সম্ভব হলনা।)

রাবাটে প্রাথমিক আলোচনার পর ইজিপ্টের 'মুখাবরাতের' চীফ কামাল হাসান আলি তার রাবাটে আগমণের নেপথ্য কারণ জানতে পারলেন। তিনি বেশ উত্তেজিত হয়েই তোহামিকে জিজ্ঞেস করলেন আমাকে কী উদ্দেশ্যে রাবাটে আসতে বলা হয়েছে। আপনারা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবেন একথা জানলে আমি এখানে আসতাম না।

এর জবাবে তোহামি আপোষ মীমাংসার কথা এড়িয়ে গেলেন। শুধু বললেন, এরা দুজনে ফরাসি আর্মস ডিলার।

আমি একজন সৈন্য। অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে আমি কোন অংশ নিতে চাই না।

পরে কায়রোতে ফিরে এসে হাসান আলি সাদাতের কাছে তোহামির রহস্য-জনক গতিবিধি আলাপ-আলোচনার কথা উল্লেখ করলেন। সাদাত এর জবাবে শুধু হাসলেন।

হফি ইজিপশিয়ান প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় শুধু বলেছিলেনঃ বেগিন ইজিপ্টের সঙ্গে সন্ধি করতে ইচ্ছুক। তার এই ইচ্ছা 'আন্তরিক'। পরে হফি এবং ইজিপ্টের প্রতিনিধি তোহামী স্থির করলেন সন্ধির শর্তগুলি নিয়ে আরো বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩ সালে তোহামি আবার মরোক্কোতে ফিরে এলেন। এই সময়ে ইস্রাইলের প্রতিনিধি ছিলেন মোশে দায়ান। তার সঙ্গে ছিল মোসাদের কর্মচারি ডেভিড কিমখে। দায়ান তোহামীকে বললেন যদি ইজিপ্ট-ইস্রাইলের মধ্যে কোন সন্ধি করা হয় তাহলে ইস্রাইল সন্ধির শর্তনুয়ায়ী সিনাই এলাকা থেকে তাদের সৈন্যবাহিনী তুলে নেবে।'

সিনাই এলাকাতে তেলের কুঁয়ো ছিল। এছাড়া সিনাই ছিল এক গুরুত্ব-পূর্ণ সামরিক ঘাঁটি।

এখানে সাদাতের ইস্রাইলের সঙ্গে সন্ধির শর্ত নিয়ে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল সেই সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দরকার। প্রথমতঃ আমেরিকার নতুন প্রেসিডেণ্ট জিমি কার্টার হোয়াইট হাউসে বসবার পর, উপলব্ধি করেছিলেন যে মধ্যপ্রাচ্যে কোন প্রকার শান্তি ফিরিয়ে আনতে

হলে সিরিয়ার সহযোগিতা আবশ্যক। কারণ আরবীক ভাষায় একটি কথা আছে, 'যার হাতে দামাস্কাসের রাস্তার কণ্ট্রোল থাকবে, তার হাতেই থাকবে মধ্যপ্রাচ্যর শান্তির চাবি।' জিমি কার্টার একথা বুঝেছিলেন।

শুধু কার্টার ন'ন, এর আগে নাসের, মুহম্মদ আলি এবং এমন কী প্রাচীন যুগের ইজিপ্টের সম্রাট 'ফারাও' বুঝেছিলেন মধ্যপ্রাচ্যকে হাতে রাখতে হলে দামাস্কাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব একান্ত আবশ্যক। এই সত্যি কথা উপলব্ধি করেই জিমি কার্টার সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট আসাদের সঙ্গে জেনিভাতে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। ঐ বৈঠকের তারিখ ছিল ৯ই মে, ১৯৫৩ সাল। ঐ বৈঠকে কার্টার প্যালেস্টেনিয়ানদের দাবি, অধিকার এবং অধিকৃত এলাকা থেকে ইস্রাইলিদের সৈন্যবাহিনী তুলে আনা সম্বন্ধে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় কার্টার স্বীকার করেছিলেন প্যালেস্টেনিয়ানদের তাদের বাসভূমি'র উপর অধিকারকে অস্বীকার করা যায় না। আসাদ এই স্বীকৃতিতে খুশি হয়ে দামাস্কাসে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট জিমি কার্টারের এই ইচ্ছায় বাধ সাধলেন ইস্রাইলের প্রধানমন্ত্রী মেনহাইম বেগিন। বেগিন ছিলেন ভ্লাডিমির জাবোটোনস্কির (১৮৮০-১৯৪৪) শিষ্য। জাবোটোনস্কি ছিলেন রাশিয়ান এবং তার নীতি ছিল 'শোধনবাদী জিওনিজম (Revisionist Zionism) এই নীতি ছিল 'সমাজবাদী জিওনিজম' নীতির বিপরীত। জাবোটোনস্কি বিশ্বাস করতেন প্যালেস্টাইন হবে একমাত্র ইহুদিদের বাসভূমি। ওখানে আরবদের থাকতে দে'য়া হবে না। এর জন্যে প্রয়োজন হলে, জোর করে কিংবা যুদ্ধ করে আরবদের প্যালেস্টাইন থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে।'

বেগিন (জন্ম ১৯১৩) জাভোটোনস্কির 'ব্রাউন সার্ট' ইয়ুথ 'মুভমেণ্টের' একজন গণ্যমান্য সদস্য ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়া যখন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করল তখন মেনহাইম বেগিনকে গ্রেপ্তার করে সাইবেরিয়ায় পাঠান হল। ১৯৪১ সালে তাকে মুক্তি দে'য়া হল। ১৯৪২ সালে তিনি ছিলেন প্যালেস্টাইনে সামান্য এক ইংরেজি ভাষার অনুবাদক। ১৯৪৩ সালে তিনি সন্ত্রাসবাদী দল 'ইরগুণ জোয়াই লিউমি'র একজন গণ্যমান্য সদস্য হলেন।

বেগিনের নেতৃত্বে ইরগুন বৃটিশ, আরব, এমন কী হাগানার [হাগানা ছিল লেবর পার্টি) বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের কাজ করেছিল। ইরগুন ১৯৪৬ সালে জেরুজালেমে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী হেডকোয়ার্টার 'কিং 'ডেভিড হোটেল' আক্রমণ করেছিল এবং ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে 'দার ইয়াসিন' গ্রামের আরব বাসিন্দাদের হত্যার জন্যে দায়ি ছিলেন। বেগিন ইস্রাইলের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেনগুইরনের চিরশত্রু ছিলেন। বেগিন পরে 'ফ্রীডম মুভমেণ্ট-হেরুট' স্থাপন করেছিলেন। হেরুটের এবং বেগিনের নীতির তীব্র বিরোধিতা করে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনষ্টাইন' 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় একটি বিখ্যাত চিঠি লিখেছিলেন।

বেগিন বুঝতে পেরেছিলেন কার্টারের নীতি কার্যকরী হলে ঐ পদক্ষেপ হবে জাবোটোনস্কির নীতির বিরোধী। অতএব বেগিন আমেরিকান ইহুদি সম্প্রদায়ের

সাহায্য নিয়ে কার্টার বিরোধী প্রচার কাজ শুরু করলেন। কার্টার বিরোধী প্রচারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে বাধ্য হয়ে কার্টার আসাদের কাছে দে'য়া প্রতিশ্রুতির কথা প্রায় ভুলেই গেলেন।

কার্টার এবার বেগিনকে শান্ত করবার জন্যে এক নতুন নীতি গ্রহণ করলেন।

ইতিমধ্যে কার্টারের আরব নীতিকে বানচাল করবার জন্যে বেগিন সাদাতের সঙ্গে সোজাসুজি আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন। এই মীমাংসার জন্যে তিনি তিন জন বিশ্বনেতার সাহায্য নিয়েছিলেন। এই তিন জন নেতা ছিলেন রুমানিয়ার নিকলাই চাইচিস্কু, মরোক্কোর সম্রাট হাসান এবং ইরানের শা। বেগিন নিজে বুখারেষ্টে গিয়ে চাইচিস্কুর কাছে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি সাদাতের কাছে আপোষ-মীমাংসার কথা নিয়ে আলোচনা করেন এবং সাদাতের সঙ্গে বেগিনের দেখা সাক্ষাৎ'র বন্দোবস্ত করেন। মোশে দায়ান মরোক্কোতে সম্রাট হাসান এবং ইরানের শা'কে অনুরোধ করলেন যেন তারা সাদাতের সঙ্গে বেগিনের রচিত আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন।

সাদাত এই আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে প্রথমে বুখারেষ্টে এবং পরে ইরানে গিয়েছিলেন। এই যাত্রার সময় সাদাত স্থির করেছিলেন যে তিনি নিজেই আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে জেরুজালেমে যাবেন।

কিন্তু সাদাতের ভীতি ছিল সিরিয়া হয়তো তার চেষ্টাকে বানচাল করে দেবে। অতএব তিনি আসাদকে বাদ দিয়ে একাই জেরুজালেমে যাবার কথা ঘোষণা করলেন।

পরে ক্যাম্প ডেভিডে এক চুক্তি সাক্ষরিত হল। এর জন্যে আমেরিকা ইজিপ্টকে বার্ষিক প্রচুর টাকা অনুদান দিল।

*　　　*　　　*

মেনহাইম বেগিন ইস্রাইলের প্রধানমন্ত্রী হবার পর সারা দুনিয়ার ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতা হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই ছিল তার গুরু জাভোটোনস্কির ইচ্ছা। প্যালেস্টাইন হবে ইস্রাইলিদের দেশ। প্রয়োজন হলে আরবদের যুদ্ধে পরাজিত করে প্যালেস্টাইন থেকে তাড়াতে হবে। এবার আমরা দেখব মেনহাইম বেগিন কী করে তার গুরুর পদাঙ্ককে অনুসরণ করেছিলেন। আর সেই বলতে গেলে আমাদের 'অপারেশন মোসেসের কাহিনী বলতে হবে।

*　　　*　　　*

১৯৫৩ সাল জুলাই মাস।

বেগিন তার সেক্রেটারি ইয়াহেল কাদিদ শাইকে স্মরণ করলেন। কাদিদ শাই ছিলেন বেগিনের পরম প্রিয় সেক্রেটারি। তিনি সেক্রেটারিকে বললেন আমি অবিলম্বে হ্যারি হারউইজকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

হ্যারি হারউইজকেঁ ছিলেন বেগিনের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা।

হ্যারি হারউইজক এলেন।

বেগিন তাকে বললেন : আপনি অবিলম্বে ইথোপিয়ার প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল মেনজিতস্থর কাছে চিঠি লিখে বলুন, ইথোপিয়াতে যত ইহুদি আছে তাদের যেন ইথোপিয়া থেকে বাইরে চলে আসতে দেয়া হয়। এর প্রতিদানে ইস্রাইল ইথোপিয়ার কাছে অস্ত্র বিক্রী করতে রাজি আছে।

এর আগে ইথোপিয়া আমেরিকার কাছ থেকে অস্ত্র কিনবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। আমেরিকা ইথোপিয়ার কাছে অস্ত্র বিক্রী করেনি।

ঐ সময়ে ইথোপিয়া-সোমালিয়ার মধ্যে তুমুল লড়াই চলছিল। ইথোপিয়ার অস্ত্রের অভাব ছিল।

১৯৫৩ সালে বেগিন এক সরকারি সফরে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। ঐখানে আলোচনাকালীন বেগিন আমেরিকান-ইহুদি এবং আমেরিকান সরকারকে বললেন : ইথোপিয়াতে অবস্থিত ইহুদিদের দুর্দশার অন্ত নেই। তাদের অবিলম্বে ঐ দেশ থেকে বের করে আনতে হবে।

ইস্রাইলের জনসংযোগ দপ্তরের (লিয়াসোঁ ব্যুরো) কর্তা ছিলেন নেমিয়া লেভানন। এই দপ্তরের একটি প্রধান কাজ ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইহুদিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। পরে ঐ সব ইহুদিদের ইস্রাইলে নিয়ে আসা।

কোন এক সময়ে রাশিয়ান সরকার লেভাননকে রাশিয়া থেকে বের করে দিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি রাশিয়ান ইহুদিদের ঐ দেশ থেকে চলে আসবার জন্যে উস্কানি দিচ্ছেন মস্কো থেকে ফিরে এসে লেভানন লিয়াঁসো ব্যুরোর দায়িত্ব নিলেন। এরপরে তাকে ওয়াশিংটনে পাঠান হয়েছিল। ওয়াশিংটন থাকাকালীন লেভানন আমেরিকান ইহুদি এবং আমেরিকান সিনেটরদের কাছে রাশিয়াতে অবস্থিত ইহুদিদের 'দুঃখ-দুর্দশার' কথা বলেন। লেভানন বললেন এই সব দুঃখী ইহুদিদের রাশিয়া থেকে বের করে আনা আবশ্যক।

ব্রেজনেভ প্রায় পঁচিশ হাজার ইহুদিদের রাশিয়া থেকে বেরিয়ে আসবার অনুমতি দিয়েছিলেন। ব্রেজনেভের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা হবার পর ইস্রাইল তার জনসংযোগ অর্থাৎ লিয়াঁসো ব্যুরোকে আরো বড় করল। এই লিয়াঁসো ব্যুরোর কাজের চাপ বেড়েছিল। কারণ তাদের বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হত। লেভানন রাশিয়াতে থাকাকালীন এই সব রাশিয়ান ইহুদিদের সঙ্গে গোপনে চিঠি লিখে যোগাযোগ রাখতেন। কে. জি. বি. এই গোপন যোগাযোগের খবর রাখত।

এবার ইথোপিয়ার ইহুদিদের সমস্যা এবং তাদের ইথোপিয়া থেকে বের করে আনবার বিষয় নিয়ে কিছু কাহিনী বলা দরকার। দীর্ঘকাল ধরে ইথোপিয়াতে অবস্থিত ইহুদিরা ইস্রাইলে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখছিল। ইথোপিয়াতে যে সব ইহুদিরা থাকত তারা নিজেদের 'বেটা ইস্রাইল' বলে পরিচয় দিত। 'অবশ্য ইস্রাইলিরা এদের ফালসাহা' অর্থাৎ বিদেশি বলে পরিচয় দিত। ইথোপিয়ার ইহুদিদের প্যালেস্টাইনি ইহুদিরা 'জারজ সন্তান' বলে ডাকত।

১৯৫০ সালে কিছু অল্প সংখ্যক ইথোপিয়ান ইহুদি ইস্রাইলে এসে বসবাস

করেছিল। এরা গিয়ে ইস্রাইল সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল যেন অবিলম্বে ইথোপিয়া থেকে ইহুদিদের বের করে আনা হয়? ইথোপিয়ার সম্রাট হেইল সেলাশি তার দেশের ইহুদিদের দেশ ত্যাগ করবার অনুমতি দেননি। এর প্রধান কারণ ছিল সম্রাট কোন নাগরিককে তাড়িয়ে দেবার বিরোধী ছিলেন। যতদিন ইস্রাইলে লেবর পার্টি ক্ষমতায় ছিল ততদিন ইথোপিয়া থেকে ইহুদিদের ইস্রাইলে নিয়ে আসবার কোন চেষ্টা করা হয়নি। ঐ সময়ে আদিম আরবের, মোসাদের লোকাল এজেণ্ট, তেল আভিভে খবর পাঠাল স্থানীয় ইহুদিরা এই দেশ থেকে চলে যাবার জন্যে এম্বাসীর দরজায় ভীড় করছে। কী করব? লেবর মন্ত্রীসভার কাছে এই প্রশ্নটি ছিল "স্পর্শকাতর"। কারণ ইস্রাইলের লেবর গভর্নমেণ্ট আশংকা করছিল যে এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করলে ফল ঠিক উল্টো হতে পারে। ইথোপিয়ান সরকার আরো বেশি কঠোর নীতি অনুসরণ করতে পারে।

এছাড়া ইথোপিয়ার "কালো" ইহুদিদের প্রতি অন্য ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গী-মনোভাব পৃথক ছিল। এদের কাছে ইথোপিয়ার ইহুদিরা ছিল "অবাঞ্ছিত"।

কিন্তু লিকুইদ পার্টি ক্ষমতা আসবার পর ইস্রাইলি সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন হল। ইথোপিয়ান ইহুদিদের আশা সঞ্চারিত হল।

এরপর মেনহাইম বেগিন ইথোপিয়ার ইহুদিদের ঐ দেশ থেকে বের করে আনবার জন্যে আমেরিকার কাছে ধর্না দিলেন। প্রেসিডেণ্ট কার্টারের কাছে আবেদন করা হল।

ইথোপিয়া থেকে ইহুদিদের বের করে আনতে হবে। আর্থিক সাহায্য চাই। প্রেসিডেণ্ট কার্টার এই অনুরোধটি স্বীকার করে নিলেন না। কারণ কার্টার মনে করতেন ইথোপিয়ার মিলিটারি ..াসক হলেন এক নায়ক, ডিক্টেটর। অতএব তিনি বেগিনকে ঐ মর্মে একটি জবাব দিলেন।

বেগিন ছিলেন নাছোরবান্দা। তিনি কার্টারের নেতিবাচক জবাব পেয়ে নিরাশ হলেন না। এবার বেগিন ইথোপিয়াকে বলল: অর্মস বিক্রী করতে রাজি আছি। এই মর্মে এক চুক্তি সাক্ষরিত হল। এর পরিবর্তে ইথোপিয়া তার ইহুদি নাগরিকদের দেশ থেকে চলে যাবার অনুমতি দিল। ইথোপিয়ান সরকার প্রথমে ২২০ জন ইহুদিকে চলে যাবার অনুমতি দিল। কিন্তু এবার ইস্রাইলের বিদেশ মন্ত্রী মোশে দায়ান এক মারাত্মক ভুল করলেন। তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন ইস্রাইল ইথোপিয়াকে নিয়মিতভাবে অস্ত্র সরবরাহ করছে।' অবশ্য এই বিবৃতি দেবার পর দায়ান তার ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি নিজেকে সংশোধন করে বললেন: অস্ত্র মানে মিলিটারি ইউনিফর্ম। কিন্তু দায়ানের এই সংশোধনকে কেউ বিশ্বাস করলনা। দায়ানের এই বিবৃতি দেবার পর ইথোপিয়ার প্রেসিডেণ্ট ইস্রাইলের সঙ্গে সমস্ত প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। ইথোপিয়ার ইহুদিদের দেশের বাইরে যাবার কোন অনুমতি দে'য়া হলনা।

এই শতকের প্রথম ভাগে ইথোপিয়াতে ব... প্রেসিডেন্ট ... । ১৯৫৩ সালের গণনা করে ...াতে যত ইহুদি আছে তাদের যেন ... ২৫,০০০। এদের ... আসতে দেয়া হয়। এর প্রতিদানে ইস্রাইল ...। ১৯৫৩ ... বিক্রী করবে ... জি অ্যা... ...দিয়া ইয়োসোফর ইথো... ইথোপিয়া ... স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অধিকা... ...গল সাহা ... ...দের ধর্মগ্রন্থ] বিশ্বাস ... ধর্মীয় ...য়া ই...সোফের কাছ থেকে এই স্বীকৃতি পাবার পর ইথোপিয়ার ... ...লে ...ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল হল। অপরদিকে লিকুইদ পার্টির প্রধান ... ...হিম বেগিনও এদের ফিরিয়ে নেবার জন্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

ইথোপিয়ার মিলিটারি শাসকেরা কঠোর নীতি অবলম্বন করবার পর বেগিন এক বিবৃতিতে ফালসাহাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন ঃ তিনি ইথোপিয়া থেকে ইহুদিদের বের করে আনবেন

হফিকে এই কাজ করার জন্যে একটি প্ল্যান তৈরি করতে বলা হয়। প্ল্যান তৈরি হল, বেগিন এই প্ল্যানকে গোপন রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। ইতিমধ্যে দেশের চারদিক থেকে সরকারের নীরব নীতির তীব্র সমালোচনা শোনা ... এরা সবাই বললেন ... হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবেনা। ...গিন চুপ করে রইলেন। তিনি কারু কাছে হফির বাহিনীর প্ল্যানের কথা বললেন না।

হফির প্ল্যানকে কার্যকরী করবার জন্যে অনেক আয়োজন সরঞ্জাম করতে হল। বেশ কিছু অল্পবয়সী ইস্রাইলিদের এই কাজে ট্রেনিং দেয়া হল।

এই সব তরুণেরা ছদ্মবেশে আব্দিস আববাবের আস্তায় ফিরে গেল।

ইথোপিয়ার ইহুদিরা ঐ দেশ থেকে বেরুবার জন্যে যে পথ ধরেছিল সেই পথটি ছিল অতি দুর্গম। পথটি সুদানের দিকে গিয়েছিল। এইসব যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই মাঝ রাস্তায় প্রান হারাল। অবশ্যি কিছু কিছু শরণার্থীদের 'রাষ্ট্র-পুঞ্জের শরণার্থী" দপ্তর সাহায্য করল।

এবার ইস্রাইল সুদানের কাছে গোপনে সাহায্য চাইল। সুদানের নুমেরী প্রকাশ্যে ইস্রাইলের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পরে আমেরিকা নুমেরীকে সাহায্যর প্রতিশ্রুতি দেবার পর নুমেরী এই সব ইথোপিয়ান ইহুদিদের এক্সিট ভিসা দিলেন।

অবশ্যি ইস্রাইল নুমেরীর ব্যক্তিগত সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্টে মোটা টাকা জমা দেবার পর ইথোপিয়ান ইহুদিদের সুদান থেকে বেরুবার আর কোন বাধা রইল না!

তবে নুমেরী ইথোপিয়ান ইহুদিদের সুদান থেকে বেরুবার একটি শর্ত বেধে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন সুদান থেকে ইহুদিরা একটি তৃতীয় দেশ যাবে এবং ওখান থেকে তারা ইস্রাইলে যাবে। নুমেরীর অনুরোধে ইজিপ্টের প্রেসিডেন্ট সাদাত ইথোপিয়ান ইহুদিদের ইজিপ্টের ভেতর দিয়ে [তৃতীয় দেশ হিসাবে] যাবার অনুমতি দিলেন।

মোসাদ ইথোপিয়ান ইহুদিদের ইজিপ্ট থেকে বের করে আনবার জন্যে একটি প্ল্যান করেছিল। এই প্ল্যান সফল করবার জন্যে বিদেশি সরকারের সাহায্যর প্রয়োজন ছিল আর ঐ বিদেশি [illegible] সরকারকে হল আমে[illegible] মোসাদ সি. আই. এর শরণাপন্ন হল। সি. আই. [illegible] সাহায্যর প্রতি [illegible] ইথোপি[illegible] প্র[illegible] প্রেসিডেন্ট রেগানের শাসনকালে আমে[illegible] [illegible] সম্পর্ক বে[illegible]

[illegible] এবং সি. আই.-এ একটি ভুয়ো ট্যুরিষ্ট কর্পোরেশন খুলল। [illegible]ই ক[illegible] রেডসীতে ট্যুরিষ্টদের জন্যে একটি গ্রাম তৈরি করল। বলা হল এ[illegible] সব ট্যুরিষ্ট ক্লাবে ডুবুরীরা সাঁতার শিখবে এবং সাঁতার কাটবে। প্রথমে বহু ইথোপিয়ান ইহুদিদের এই ট্যুরিষ্ট ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হল। সেইখানে গভীর রাত্রে সাঁতার শেখাবার অছিলায় বহু ইথোপিয়ান ইহুদিদের নৌকো করে নিয়ে যাওয়া হল।

*   *   *

যে-সব ইহুদিরা পায়ে হেটে সুদানে গিয়েছিল তাদের নিয়ে এক বড় সমস্যা দেখা দিল। কারণ প্রেসিডেন্ট নুমেরী দীর্ঘকাল থেকে ইথোপিয়ান ইহুদিদের সুদানে আগমনের জনস্রোতকে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি যখন তার আপত্তির সুর তুললেন, তখন ইথোপিয়া থেকে বন্যার স্রোতের মত ইহুদিরা সুদানে এসে আশ্রয় নিচ্ছিল। ইতিমধ্যে নুমেরীর কানে একটি খবর গিয়েছিল যে ইথোপিয়ান ইহুদিদের সুদানে নিয়ে আসবার পেছনে সি. আই. এ এবং মোসাদের হাত আছে। সি' আই.-এ নামটি নুমেরীর কাছে জুজুবুড়ির কাজ করল। তিনি স্থির করলেন ইথোপিয়ান ইহুদিদের আর সুদান ঠাঁই দে'য়া হবেনা।

নুমেরীর এই সিদ্ধান্ত'র কথা মোসাদ এবং মোসাদের কর্তা হফি জানতে পারলেন।

এবার প্রধানমন্ত্রী বেগিনের অনুমতি নিয়ে মোসাদ, হফি সুদান থেকে ইথোপিয়ান ইহুদিদের নিয়ে আসবার জন্যে এক[illegible]টি বড় প্ল্যান তৈরি করলেন। স্থির হল সুদান থেকে প্রায় কুড়ি হাজার ইহুদিদের প্লেনে করে নিয়ে আসা হবে। এই হল 'অপারেশন মোসেসের' রূপরেখা। প্রথম ধাপে প্লেনে করে যাত্রীদের নিয়ে আসবার জন্যে একটি এয়ারপোর্ট' তৈরি করা হল। তারপর একদিন গভীর রাত্রে দুটি হারকিউলিস প্লেন ঐ বিমান বন্দরে নামল। পরে ঐ সব প্লেনে করে ইথোপিয়ান ইহুদি অর্থাৎ শরণার্থী'দের তেল আ[illegible]ভে নিয়ে আসা হল। পরে ইস্রাইলের অনুরোধে আমেরিকান সরকার সুদানকে দুশো মিলিয়ন ডলার ধার দিল। এছাড়া সুদানের প্রেসিডেন্ট নুমেরীর সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ক একাউণ্টে প্রায় ষাট মিলিয়ন ডলার জমা দে'য়া হয়েছিল।

*   *   *

২রা জুন ১৯৫৩ সাল।

পর পর তিনটি বোমা বিস্ফোরণে 'পশ্চিম-পারের [ওয়েষ্ট ব্যাঙ্কের] নাবলুস

শহর কেঁপে উঠল।

এই বোমা বিস্ফোরণে তিনজন প্যালেস্টোনিয়ান মেয়র মারা গেলেন। এই তিনজন মেয়র ছিলেন নাবলুস শহরের বাসাম আকা, রামাল্লার করিম খালাফ, এবং এল বীর শহরের মুহম্মদ তাহাইল। এদের গাড়িতে বোমা রেখে দে'য়া হয়েছিল এবং দূর থেকে রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে ঐ বোমা ফাটান হয়েছিল এই নিয়ে আরব দেশে তুমুল আলোড়ন এবং আন্দোলন শুরু হল। সবাই অভিযোগ করল এই তিন মেয়রের মৃত্যুর জন্যে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স পুরোপুরি দায়ী। এমনকী ইস্রাইলেও এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করা হল। প্রশ্ন হল এই হত্যার জন্যে দায়ী কে? প্রধানমন্ত্রী বেগিন এই অভিযোগ অস্বীকার করলেন যে ইস্রাইল এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছে। তার বক্তব্য ছিল এই হত্যাকাণ্ড হল আরবদের অন্তর্কলহ, বলা যায় আরব উপজাতির লড়াই।

কিন্তু শেনবেতের কর্তা, আব্রাহাম আহিতুব বেগিনের এই যুক্তিকে সমর্থন করলেন না। এই খুনের ব্যাপারে তার ভিন্ন মত ছিল। আহিতুবের যুক্তি ছিল এই বোমা বিস্ফোরণের পেছনে ইস্রাইলি সন্ত্রাসবাদীদের হাত রয়েছে। একথা ঠিক যে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এক বিরাট রহস্য জড়িয়ে ছিল। কারণ এই সময়ে বাজারে একটি গুজব প্রচলিত ছিল যে ইস্রাইলি সন্ত্রাসবাদীরা পশ্চিম পারের প্যালেস্টোনিয়ানদের তাড়িয়ে দেবার ভয় দেখাবার এবং জমি কেড়ে নেবার জন্যে এই অধিকৃত এলাকায় গোলমাল, আতংক সৃষ্টি করছিল। কারণ ইস্রাইলিদের বক্তব্য ছিল প্যালেস্টোনিয়ান নাগরিকদের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে আগন্তুক ইহুদিদের মধ্যে এই সব জমি বণ্টণের আবশ্যকতা ছিল। ঐ সব অধিকৃত এলাকায় নতুন ইহুদিদের বসতি করা দরকার ছিল।

বেগিন এই ঘটনার উপর গুরুত্ব না দিলেও শেনবেতের কর্তা আহিতুব ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। তিনি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন এবং তার কাছে আর্জি পেশ করলেন।

বিষয়টি নিয়ে আমাকে আরো একটু তদন্ত করবার সুযোগ দিন। আমি এই সব অধিকৃত এলাকায় শেনবেতের কিছু স্পাই ইনফরমার নিযুক্ত করতে চাই। আমি জানতে চাই একাজ কে করেছে?

অসম্ভব! এই ছিল বেগিনের অতি ছোট সংক্ষিপ্ত জবাব।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে পঞ্চাশ ষাট দশকে ইস্রাইলের বামপন্থী দলগুলির কার্যকলাপের খবরা-খবর বার করে নেবার জন্যে বেশ কিছু স্পাই, ইনফরমার নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৯৫৩ সালে বহু ছোট ছোট ডানপন্থী ইস্রাইলি দলগুলি এক হল। এই সব দলগুলির কাজ ছিল অধিকৃত এলাকা থেকে প্যালেস্টোনিয়ানদের জোর করে তাড়িয়ে দে'য়া। এই সব বিভক্ত ছোট দলগুলির মধ্যে 'কাচ' পার্টির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দলের নেতার নাম ছিল মেয়ার কাহান। তিনি ছিলেন এক ধর্মযাজক। এই 'কাচ' পার্টিই ইস্রাইলি

ডিফেন্স লীগের উত্তরসূরী। এদের শ্লোগান ছিল, অধিকৃত এলাকা থেকে প্যালেস্টেনিয়ানদের তাড়িয়ে দাও

এর কিছু আগে শেনবেতের কিছু ইনফরমার 'কাচ' পার্টির সদস্য হয়েছিল এবং ঐ দলের অনেক ভেতরের খবর বার করে নিয়েছিল। এই সব খবরকে ভিত্তি করে 'কাচ' পার্টির কিছু উগ্রপন্থী সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

বেগিন আহিতুবের অধিকৃত এলাকায় স্পাই ইনকরমার নিয়োগ করবার প্রস্তাব বিভিন্ন কারণে বাতিল করে দিয়েছিলেন। এক নম্বর কারণ ছিল রাজনৈতিক। দুই আরব দেশগুলি, বিশেষ করে, প্যালেস্টেনিয়ানদের প্রতি তাদের মনোভাব শিথিল কিংবা নরম করতে চাইলেন না। বেগিন আরবদের কাছে নতি স্বীকার করবার বিরোধী ছিলেন।

ইজিপ্টের সঙ্গে সন্ধি হবার পর থেকে বেগিন এক নতুন চরিত্রের মানুষ হলেন। এবার থেকে তিনি এক নতুন নীতি গ্রহণ করলেন। সেই নীতি ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদিদের ডেকে এনে পশ্চিম পারের অধিকৃত এলাকায় তাদের বসবাস করবার সুযোগ করে দেওয়া। এর জন্যে পশ্চিম পারের অধিকৃত এলাকা থেকে প্যালেস্টেনিয়ানদের তাড়িয়ে দেবার আবশ্যকতা ছিল। আর বেগিনের এই নতুন নীতির সমর্থক এবং বলা যায় পৃষ্ঠপোষক হলেন জেনারেল আরিয়েল শারোন।

ইস্রাইলের রাজনৈতিক এবং সামরিক ইতিহাসে আরিয়েল শারোন হলেন এক রঙ্গীন চরিত্র এবং কৌতূহলদ্দীপক নেতা। বন্ধুদের কাছে তিনি আরিক শারোন নামে পরিচিত ছিলেন। তার আসল নাম ছিল আরিয়েল শিনারম্যান। জন্ম তেল আভিভে ১৯২৮ সালে।

প্রথম জীবনে আরিয়েল শারোন ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনীতে কাজ করতেন। সামরিক বাহিনীতে তিনি প্রচুর দক্ষতা এবং সাহস দেখিয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালে আরিয়েল শারোন ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনীর কমান্ডো ইউনিট ১০১ গঠন করেছিলেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ জন সৈন্যকে নিয়ে কমান্ডো ইউনিট ১০১ গঠন করা হয়েছিল। এই কমান্ডো ইউনিটের প্রধান কাজ ছিল প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করা। কমান্ডো ইউনিট ১০১ যে কোন প্রকার বিপদের মুখোমুখি হতে পারত।

কমানডো ইউনিট ১০১-র সাহস এবং দক্ষতা প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা বাহিনীর মধ্যে ভয় এবং আতংক সৃষ্টি করেছিল। পরে এই কমানডো ইউনিটের কার্যকলাপ দেশে এবং বিদেশে সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শারোনের যেমন বন্ধু ছিল, শত্রুর সংখ্যাও কম ছিল না। এই সব কারণে তাকে সৈন্যবাহিনীর কমানডার ইন চীফ করা হল না। ১৯৫৩ সালে 'ইয়োম কাপুরের যুদ্ধের কিছু আগে আরিয়েল শারোন সৈন্যবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। পরে ইস্রাইলিরা যখন পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করল, তখন শারোন সৈন্যবাহিনীতে ফিরে এসেছিলেন। তারই নেতৃত্বে ইস্রাইল ইয়োম

কাপুরের যুদ্ধে জয়লাভ করল। ইয়োম কাপুরের যুদ্ধের পর শারোন রাজনীতিতে যোগ দিলেন। তার এই রাজনীতিতে যোগ দে'য়া এক স্মরণীয় ঘটনা বলা যায়।'

ইস্রাইলের রাজনীতির মাঠে ময়দানে শারোন এক বিতর্কের ঝড় তুলেছিলেন। শারোন বিভিন্ন ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলিকে এক করে 'লিকুদ' পার্টিতে যোগ দিলেন। এরপর নির্বাচনে 'লিকুদ' পার্টি বিপুল গণভোটে জয়লাভ করেছিল।

এই সময়ে শারোন একটি গুরুতর বিষয় উপলব্ধি করেছিলেন। সেই জটীল বিষয়টি হল দেশে রাজনীতি করতে হলে কিংবা দেশ শাসন করতে হলে 'ইনটেলি জেন্স' অর্থাৎ খবর সংগ্রহ করা হল একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং আবশ্যকীয় কাজ। তিনি বলতেন 'ইনফরমেশন গ্যাদারিং' হল রাজনীতির মেরুদণ্ড কিংবা 'শক্তি'। তাই শারোন 'ইনটেলিজেন্স দপ্তরকে' 'রাষ্ট্রের ভেতর একটি রাষ্ট্র' বলে বর্ণনা করেছিলেন। ঠিক এই সময়ে বেগিন এবং শেনবেতের ডিরেক্টর আহিতুবের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের দানা বেঁধে উঠেছিল। বুদ্ধিমান শারোন, এই দুই শক্তিশালী নেতার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি ঝগড়া বিবাদে কোন অংশ গ্রহণ করেননি। আমরা আরিয়েল শারোনের কার্যকলাপ নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

বেগিন আহিতুবের অধিকৃত এলাকায় স্পাই ইনফরমার নিয়োগ করবার প্রস্তাবটি নাকচ করে দেবার পর আহিতুব শেনবেতের ডিরেক্টরের পদ থেকে ইস্তফা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তবে ঐ সময়ে শেনবেতের ডিরেক্টরের পদ থেকে পদত্যাগ করা খুব শুভ মুহূর্ত ছিলনা। আহিতুব বুঝতে পারলেন তার পদত্যাগ এক বাগবিতণ্ডা সৃষ্টি করবে। এই বাদানুবাদ দেশের সিকিউরিটিকে দুর্বল করতে পারে। এই সব কথা চিন্তাভাবনা করে আহিতুব পদত্যাগ করলেন না। পরে ১৯৫৩ সালে আহিতুব পদত্যাগ করেছিলেন। ঐ সময় বলা হল অধিকৃত এলাকায় ইস্রাইল সরকারের নীতি, বিশেষ করে, ঐ এলাকায় খবর সংগ্রহের জন্যে স্পাই ইনফরমার নিয়োগ করবার বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং শেনবেতের ডিরেক্টরের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এর এক জবাবে বলা হল শেনবেতের ডিরেক্টর অধিকৃত এলাকা শাসন এবং বিশেষ করে তিনি খবর সংগ্রহের জন্যে যে স্পাই, ইনফরমার নিয়োগ করবার প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন সেইটি গ্রহণযোগ্য ছিলনা।

বেগিন আহিতুবের ঝগড়া বিবাদের দরুণ পশ্চিম পারের তিন মেয়রের হত্যাকারীর নাম এবং হত্যার কারণ জানা গেল না। বেগিনের এই 'প্রতিক্রিয়াশীল নীতি' ডানপন্থী ইস্রাইলিদের উৎসাহিত করল। শুধু তাই নয়। ঐ এলাকা থেকে প্যালেস্টেনিয়ানদের উচ্ছেদ করবার আন্দোলন আরো সক্রিয় হল।

একদিন পুলিশের কাছে খবর এল ডানপন্থী ইস্রাইলি সন্ত্রাসবাদীরা আরব ছেলে মেয়ে বোঝাই একটি বাসকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার প্ল্যান

করেছে। পরে জানা গেল এই সব ডিনামাইট, বোমা সৈন্যবাহিনীর গুদামঘর থেকে চুরি করা হয়েছে। পুলিশ এই খবর পাবার পর সজাগ হল। অতএব ঐ দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। তবে ডানপন্থী ইস্রাইলিরা আরব মহল্লার উপর একটি না একটি আক্রমণ করে চলল। কী করে মিলিটারি ষ্টোর রুম থেকে ডিনামাইট এবং বোমা ইত্যাদি চুরি করা হয়েছিল সেই নিয়ে তদন্ত শুরু হল।

ইতিমধ্যে শেনবেতের কাঠামোর পরিবর্তন হল। শেনবেতের নতুন ডিরেক্টর হলেন আব্রাহাম শালোম। তিনি ছিলেন আহিতুবের সহকারি ডিরেক্টর।

শালোম তার তদন্ত থেকে জানতে পারলেন কুড়িজন উগ্রপন্থী ইস্রাইলিকে নিয়ে একটি 'চক্র' গঠন করা হয়েছে। এদের কাজ হল প্যালেস্টেনিয়ান মহল্লায় আতংক সৃষ্টি করা।

এদের গ্রেপ্তার করা হল। পরে এদের নাম মাত্র সাজা দে'য়া হল। অপরদিকে গড়িলাদের কঠোর সাজা দে'য়া হল।

* * *

বেগিন ইজিপ্টের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করেছিলেন বটে কিন্তু এই সাক্ষরে তার আন্তরিকতা কতটুকু ছিল পরবর্তী কয়েকটি ঘটনা থেকে জানা যাবে। আমরা দেখতে পাব আরবদের প্রতি তার মনোভাব ছিল নির্মম, নির্দয়। তিনি সর্বপ্রকারে আরব দেশগুলিকে হেয় এবং দুর্বল করবার চেষ্টা করেছিলেন। একটি নমুনা!

১৯৫৩ সালে একটি খবরে জানা গেল ফ্রান্স ইরাকের কাছে দুইটি নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টর বিক্রী করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একটি রিএ্যাক্টর ছোট ছিল, অপরটি বড় ছিল। কোন আরব দেশ নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টরের সাহায্যে পারমাণবিক গবেষণা কিংবা কোন পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে ঐ ছিল বেগিনের কল্পনা শক্তির বাইরে। বেগিন কোন দুঃসাহসিক কাজ করতে ভয় পেতেন না কিংবা পরনিন্দা, সমালোচনায় কোন কান দিতেন না। এবারও তিনি এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি স্থির করলেন ইরাকের নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টর ভেঙ্গে দিতে হবে। নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টর ভাঙ্গা নিয়ে যে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত হয়েছিল সে হল 'অপারেশন স্ফিনক্সের' বিচিত্র কাহিনী। ঐ হল এক রসালো, কৌতূহলদ্দীপক সেক্স জড়িত, এক রঙ্গীন ঘটনা। একদিন বেগিনের নির্দেশে এক ঝাঁক ইস্রাইলি প্লেন বাগদাদে গিয়ে ইরাকের নিউক্লিয়ার 'রিএ্যাক্টর' ভেঙ্গে দিল।

এবার সেই রঙ্গীন, রসালো কাহিনী বলতে হবে।

* * *

বেগিন ফ্রান্সের 'নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টর' ইরাকের কাছে বিক্রী করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এই খবর শুনবার পর প্রথমে তিনি প্রথমে ফ্রান্সকে অনুরোধ করলেন 'ইরাকের কাছে কোন নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টর' বিক্রী করবেন না। ফ্রান্স বেগিনের কথায় কান দিলনা। এবার বেগিন তার সিক্রেট সার্ভিস 'মোসাদ'কে ডেকে

বললেন ঃ ফ্রান্স ইরাকের কাছে একটি নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টর বিক্রী করবে। এই বিক্রীর ডিলের প্রতিটি খবর আমার চাই। দুই, আমরা ইরাকের নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টর ভেঙ্গে দেব। কী উপায়ে এই নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টর ভাঙ্গা যায় তার পুরো প্ল্যান তৈরি করতে হবে। মোসাদ এবার বেগিনের নির্দেশানুযায়ী কাজ করতে শুরু করল।

প্রথমতঃ মোসাদ এই নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টর ভাঙ্গবার জন্যে বিভিন্ন পথ, উপায় অনুসরণ করেছিল। তারা 'রিকান' নামে তাদের এক এজেণ্টকে ডেকে বলল ঃ ফ্রান্সে 'সারসেল' নামে একটি ছোট শহর আছে। ঐ শহরের এক ফ্যাক্টরিতে ইরাকের 'নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টর' নিয়ে কিছু কাজকর্ম হচ্ছে। বেশ কিছু ইরাকীও ঐ প্রজেক্টে কাজ করছে। আমরা ঐ সব ইরাকীদের সম্বন্ধে পুরো খবর চাই। তোমার কাজ হবে এ খবর সংগ্রহ করা।

'রিকান' এই আদেশ পাবার পর পারীর মোসাদের দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করল। ঐ দপ্তরের কর্তার নাম ছিল 'ডেভিড আরবেল'। রিকান আরবেলকে মোসাদের দেয়া প্রশ্ন তালিকা দিয়ে বলল ঃ এই সব প্রশ্নের জবাব চাই।

য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে মোসাদের অনেক শাখা ছিল। আরবেল এবার মোসাদের এক চরকে ডেকে বললেন ঃ আমরা যে সব ইরাকী এই নিউক্লিয়ার প্রজেক্টে কাজ করছে তাদের পার্সনাল ফাইল চাই।'

মোসাদের এই এজেণ্টের নাম ছিল 'জ্যাক মারসেল'। তিনি সারসেলের ঐ ফ্যাক্টরিতে এডমিনিষ্ট্রেশন ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন।

নিউক্লিয়ার প্রজেক্টের ফ্যাক্টরিতে আইনকানুন ছিল বড় কড়া। কারু চোখে ধুলো দিয়ে ফাইল বের করে আনা সহজ কাজ ছিল না। ধরা পড়লে কঠোর সাজা। এত বিপদ থাকা সত্ত্বেও জ্যাক মারসেল ঐ ফাইলগুলি ফ্যাক্টরির বাইরে নিয়ে আসতে রাজি হল। ঠিক হল মাসসেল কিছুক্ষণের জন্য ফাইলগুলি এনে মোসাদের এজেণ্টদের হাতে তুলে দেবে। মোসাদের এজেণ্টরা ঐ ফাইলগুলির প্রতিটি পাতার ফটো কপি করে নে'বে।

প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করা হল। পরে ফাইলের প্রতিটি পাতা কম্পুটারে ধরে রাখা হল। এইসব খবর থেকে জানা গেল ফ্রান্সে যে সব বৈজ্ঞানিকরা এসেছিলেন তার মধ্যে সব চাইতে দুর্বল চরিত্রের বৈজ্ঞানিক ছিলেন বুত্রোস ইবন হালিম। 'বয়স বিয়াল্লিশ, স্ত্রী'র নাম সমীরা-অসুখী দাম্পত্য জীবন।

হালিম হল 'সেক্স স্পাইং-র' বড় শিকার।

এবার কাহিনী শুরু করা যাক বুত্রোস ইবন হালিমকে নিয়ে। তাকে ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে রিক্রুট করবার চেষ্টা করা হল। এই রিক্রুটমেণ্টের জন্যে দুমুখী আক্রমণ করা হল। একদল স্থির করল তারা হালিমের স্ত্রী সমীরার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে এবং হালিমের ব্যক্তিগত জীবন, দাম্পত্য জীবনের খুটিনাটি খবর জানবার চেষ্টা করবে। আর একদল স্থির করল হালিমকে বশ করবার চেষ্টা করবে।

প্রথমতঃ ঠিক হল হালিমের স্ত্রী সমীরাকে কিছুক্ষণের জন্যে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। কর্তা গিন্নী যখন বাড়ির বাইরে থাকবেন তখন মোসাদের অনুচরেরা ওদের বেডরুমে ঢুকে বিছানার পাশে একটি মাইক্রোফোন বসিয়ে আসবে। রাত্রিবেলায় স্বামী স্ত্রী'র আলাপ-আলোচনা শোনা দরকার। কারণ দাম্পত্য আলাপ-আলোচনা থেকে অনেক গোপন খবর জানা সম্ভব হবে। প্রথমতঃ জানা প্রয়োজন, হালিম এবং সমীরা ইরাকের কোন এলাকার লোক। ওদের কথাবার্তা এবং উচ্চারণ থেকে সহজেই বোঝা যাবে এরা ইরাকের কোন প্রদেশে বাস করেন। দুই, ঐ আলোচনা থেকে বোঝা যাবে, স্বামী, স্ত্রী'র সম্পর্ক কী রকম ? 'মধুর না বিষাক্ত।

মোসাদের প্রথম দলটি গিয়ে সমীরার সঙ্গে দেখা করল।

প্রথম দলের নায়িকা ছিল এক অপূর্ব সুন্দরী, আদবকায়দা দুরন্ত এক আধুনিকা। মেয়েটি সমীরার কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল আমার নাম জ্যাকলিন। (মিথ্যা, ছদ্মনাম, আসল নাম দীনা, ইস্রাইলি এজেণ্ট)। আমি বাড়ি বাড়ি ঘুরে 'সেণ্ট' বিক্রী করি। অবশ্যি একাজ আমার পেশা নয়। হাত খরচের জন্যে কিছু টাকা রোজগার করাই আমার উদ্দেশ্য'। জ্যাকলিন যখন সমীরার বাড়িতে গিয়েছিল তখন হালিম বাড়িতে অনুপস্থিত ছিল।

সমীরা এই সব দামী ফরাসি সেণ্টগুলি দেখে বেশ উত্তেজিত হয়েছিল। এর আগে এত ভাল দামী সেণ্ট সে দেখেনি। পরে সমীরা যখন জানতে পারল সেণ্টগুলির দাম বাজারের চাইতে কম, তখন তার মন আরো উত্তেজিত হল।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলবার পর সমীরা জ্যাকলিন ওরফে দীনাকে বলল ঃ আমার বিবাহিত জীবন মোটেই সুখের নয়। দেশে আমার বাবা বিত্তশালী এবং আমার সুখের জন্য তিনি আমাকে নিয়মিত ভাবে টাকা পাঠিয়ে থাকেন। হালিম যে টাকা মাইনে পায় সেই টাকা দিয়ে সংসার চলেনা। সেণ্ট কেনা তো দূরের কথা।

এই আলাপ আলোচনা থেকে আরো জানা গেল সমীরা নিঃসন্তান। এইটে হল সমীরার জীবনের অশান্তির মূল কারণ।

একদিন সমীরা জ্যাকলিনকে বলল ঃ ইরাকে আমার মা অসুস্থ্যা। মাকে দেখবার জন্যে কিছুদিনের জন্যে ইরাকে যাব। হালিম আমার অবর্তমানে পারীতে থাকবে। সমীরার কথা থেকে আরো বোঝা গেল যে হালিম পারীতে একা থাকে এটা তার পছন্দের নয়। কিন্তু সে কী করতে পারে ?

জ্যাকলিন সমীরার দুঃখের প্রতি সহানুভূতি জানাল। পরে বলল ঃ আমিও বড়লোকের মেয়ে। তবে হাতখরচের জন্যে এই 'সেলস গার্লে'র' কাজ করছি।

জ্যাকলিনের প্রাথমিক কাজ ছিল সমীরার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা এবং তার ঘরের খবর বের করে নে'য়া। তার আংশিক উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল।

মোসাদের উদ্দেশ্য ছিল যে হালিমের চরিত্রের দুর্বলতাগুলি জেনে নিয়ে তাকে বশ করবার জন্যে জাল ফেলতে হবে।

এবার সমীরাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে হবে। আর সমীরার অনুপস্থিতির সুযোগে তার বেডরুমে একটি মাইক্রোফোন বসাতে হবে। হঠাৎ জ্যাকলিন তার দ্বিতীয় চাল দিতে শুরু করল। তার মনে পড়ল কিছুদিন আগে সমীরা তাকে বলেছিল সে তার চুল তৈরি করবার জন্যে মেয়েদের 'বিউটি সেলুন' খুঁজছে। জ্যাকলিন সমীরাকে বলল: সরবোর কাছে একজন নামকরা 'বিউটিশিয়ান' আছেন। তিনি তোমার চুল করে দেবেন...।

জ্যাকলিনের প্রস্তাব শুনে সমীরার মন আনন্দে নেচে উঠল। কারণ সমীরার ব্যক্তিগত কোন বন্ধু ছিলনা। এবার থেকে জ্যাকলিন হল তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। তাকে সে নিয়মিতভাবে তার বাড়িতে ডাকত এবং তার কাছে মনের দুঃখের কথা বলতে শুরু করল। একদিন আলোচনাকালীন জ্যাকলিন বলল: দেখি তোমার বাড়ির চাবি? আমি তোমার ফ্ল্যাটের চাবির জন্যে একটা চাবির গোছা নিয়ে এসেছি। এই চাবির গোছাটির ভেতর তোমার বাড়ির চাবি রেখে দেব।

সমীরা তার ফ্ল্যাটের চাবি দিতে কোন আপত্তি করলনা। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। জ্যাকলিন চাবির গোছায় ফ্ল্যাটের চাবিটি ঢোকাবার সময় এক সেকেণ্ডের মধ্যে ফ্ল্যাটের চাবির একটি মোমছাচ করে নিল। পরে ঐ মোমছাচ থেকে একটি নকল চাবি করে নেয়া হবে। সমীরা অবশ্যি ঘুনাক্ষরেও টের পেলনা যে তার বাড়ির চাবির নকল তৈরি করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে মোসাদের দ্বিতীয় দলটি বেশ তৎপর ছিল। এবার তারা সমীরার বেডরুমে একটি মাইক্রোফোন বসাল। পরে সেই মাইক্রোফোনের সাহায্য নিয়ে স্বামী-স্ত্রী'র অসুখী দাম্পত্য জীবনের আলাপ আলোচনা শোনা হল। এই আলোচনা থেকে শোনা গেল, কোন তারিখে সমীরা ইরাকে যাবে। হালিম তার স্ত্রী'কে বলছিল, সে যেন একবার এম্বাসীতে গিয়ে 'তার সিকিউরিটি' চেক আপ করে নেয় অর্থাৎ জানা দরকার স্বামী-স্ত্রী ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের শিকার হয়েছে কিনা? এই কথাবার্তা শুনবার পর মোসাদের এজেন্টরা আরো সাবধান হল। কিন্তু সময়টা ছিল সঙ্কিক্ষণ। হালিমকে দলে রিক্রুট করা আবশ্যক ছিল। তেল আভিভের মোসাদের হেডকোয়ার্টার থেকে প্রতিদিন তাগিদ আসছিল 'রেজাল্ট -চাই,'। কী করে হালিমকে দলে টানা যায় এইটে ছিল মোসাদের চিন্তার কারণ।

একদিন সমীরা জ্যাকলিনকে বলল তোমার আর আমার বাড়িতে আসতে হবে না।' সমীরার এই নিষেধ করবার একটি বিশেষ কারণ ছিল। এর আগের রাত্রে সমীরা হালিমকে বলেছিল আজকাল তুমি আমার বান্ধবী জ্যাকলিনের পানে বেশ লোভনীয় দৃষ্টি দিয়ে তাকাচ্ছো। ব্যাপার কী বলো তো? আমি সন্দেহ করছি আমার অবর্তমানে তুমি ওর সঙ্গে প্রেম করবে।'

মাইক্রোফোনে এই সব আলোচনা শুনবার পর মোসাদ স্থির করল এবার

এ কাজে সামান্য ভুল হলে কিংবা হালিম বুঝতে পারলে বিপদের সম্ভবনা আছে। তাই ডনোভান হালিমকে সান্তনা দেবার চেষ্টা করলেন। বলল এ হল সি আই-এ'র কাজ।

কিন্তু ইরাকের কর্তারা যদি জানতে পারেন আমি কী করেছি তাহলে আমার বিপদ হবে। তারা আমাকে ফাঁসি দেবে।

ঃ না, তোমার কর্তারা তোমাকে দোষারোপ করবেন না।

ঃ ওরা কী আরো কিছু খবর চায়? হালিম এই প্রশ্ন না করে পারল না।

ঃ ওদের প্রশ্নটা কী আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। দাড়াও, ওরা একটা কাগজে এই প্রশ্ন লিখে দিয়েছে...এই বলে ডনোভান ড্রয়ার খুলে একটি চিরকুট বের করলেন। পরে বললেনঃ ওরা জানতে চায় ফ্রান্স ইরাককে অনুৎকর্ষ ইউরেনিয়াম (Enriched Uranium) দেবার প্রস্তাব করেছে। ইরাক এর কী জবাব দেবে?

ঃ আমরা 'অনুৎকর্ষ' ইউরেনিয়াম চাই বটে, তবে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ইয়াহিয়া এল মেশাদ।'

তাহলে তুমি এ খবরটা ওর কাছ জেনে ওদের বলে দাও। তোমার সব বিপদ দূর হবে। ডনোভান বললেন।

হালিম এর জবাবে কিছু বলল না। খবর বিক্রী করে হালিম দু পয়সা কামিয়েছিল। এবার থেকে সে নিজের একজন গনিকা বান্ধবী রেখেছিল। মেয়েটির নাম ছিল 'ক্লদ মাগাল'। ক্লদ মাগালের সঙ্গে মোসাদেরও সম্পর্ক ছিল। কারণ মাগাল মোসাদের কাছে খবর বিক্রী করত। কিছুদিন পরে মাগালের সঙ্গে তার গাঢ় বন্ধুত্ব হল

এর পরে অধ্যাপক মেসাদ প্যারীতে এলেন। ডনোভান বললেনঃ মেসাদকে ডিনারে নেমন্তন্ন করা হক। ডানোভান আরো বললেন তোমরা দুজনে যখন ডিনারে যাবে, তখন আমি দৈবক্রমে ওখানে গিয়ে হাজির হব।

তাই হল।

হালিম অধ্যাপক মেসাদের সঙ্গে ডনোভানের পরিচয় করিয়ে দিল। কিন্তু অধ্যাপক মেসাদ খুব সাবধানী লোক ছিলেন। সহজে মুখ খুলবার পাত্র ছিলেন না। ডনোভানের সঙ্গে মেসাদের পরিচয় করিয়ে দেবার সময় হালিম বলেছিলঃ ডনোভান হলেন এক ধনী ব্যবসায়ী।

সেদিন রাত্রে হালিম ডনোভানকে বললঃ অধ্যাপক মেসাদ সহজে মুখ খুলতে চাইছেন না।

পরের দিন ডনোভান হালিমকে বললেনঃ তোমার বন্ধুরা জানতে চাইছেন সারসেলের ফ্যাক্টরি থেকে এটমিক প্ল্যানট কবে নাগাদ ইরাকে নিয়ে যাওয়া হবে। এই খবরটি পেলে সি-আই-এ তোমাকে আর বিরক্ত করবে না।

ইতিমধ্যে মোসাদ জানতে পেরেছিল যে ইরাক ইউরেনিয়ামের বিকল্পে অন্য কোন রাসায়নিক দ্রব্য গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক।

তবে এই বিষয়ে অধ্যাপক মেসাদের সিদ্ধান্ত হবে চূড়ান্ত।

ইতিমধ্যে হালিমের স্ত্রী সমীরা পারীতে ফিরে এসে স্বামীর বিরাট পরিবর্তন দেখতে পেল। অবশ্যি তার স্বামীর চাকুরিতে উন্নতি হয়েছিল এবং মাইনেও বেড়েছিল। এবার থেকে প্রায়ই হালিম তার স্ত্রীকে নিয়ে বাইরের রেঁস্তোরায় খেতে যেতো। সমীরা জানত তার স্বামী একজন উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক তবে তার বুদ্ধি যে মোটা একথাও তার অজানা ছিল না।

একদিন রাত্রে হালিম সমীরার কাছে তার অনুপস্থিতিতে যে সব ঘটনা ঘটেছিল, ডনোভান, সি-আই-এ-র পুরো কাহিনী বলল। সমীরা ছিল অতি বুদ্ধিমতী। সে এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ঘটনা আঁচ করে নিল। স্বামীর কাছে সব কথা শুনবার পর সমীরা প্রায় চিৎকার করে বলল: তুমি করেছ কী ? তোমার পেছনে যারা লেগেছে তারা সি-আই-এর লোক নয়। তারা হল ইস্রাইলি স্পাই। এরা হল মোসাদ। আমার মত গর্দভ মেয়ে আর ইস্রাইলি স্পাই ছাড়া আর কে তোমার সঙ্গে কথা বলবে ?'

অবশ্যি সমীরা মোটেই গর্দ্দভ মেয়ে ছিল না।

*　　*　　*　　*

নাটকের তৃতীয় অঙ্ক।

তুঁলো বন্দরের কাছে ছোট একটি শহর।

সেইন স্কুয়োরমেয়ার।

সময় রাত্রিবেলা।

তিনটি ট্রাক 'মিরাজ' ফ্যাক্টরি থেকে প্লেনের কয়েকটি বড় বড় ইঞ্জিন নিয়ে শহরের দিকে আসছিল।

ঐ ট্রাকগুলি ছিল মোসাদের। ট্রাকগুলি এটমিক রিএ্যাক্টরের প্লানট ধ্বংস করতে আসছিল। মোসাদের এই ষড়যন্ত্র চক্রান্তের নাম ছিল 'ট্রোজান হর্স'। ঠিক হয়েছিল ট্রাকগুলি অতি গোপনে এটমিক প্রজেক্টের সিকিউরিটি এলাকায় গিয়ে পৌঁছুবে। মোসাদ হালিমের কাছ থেকে আগেই খবর বের করে নিয়েছিল ঐ প্লাণ্ট এবং তার যন্ত্রপাতিগুলি কোথায় রাখা হয়েছিল। মোসাদের ঐ দলের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানের এক বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ঐ বৈজ্ঞানিক জানতেন কী করে ঐ রিএ্যাক্টর কাজ করান যায়। এ ছাড়া বৈজ্ঞানিক জানতেন প্লাণ্ট ধ্বংস করতে হলে কোথায় কোথায় বোমা রাখতে হবে। এ বৈজ্ঞানিক এই ধরনের ধ্বংস-মূলক কাজ করবার জন্যে পাকা ছিলেন। বৈজ্ঞানিককে তেল আভিভ থেকে বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান হয়েছিল।

ট্রাকগুলি যখন প্রজেক্ট এলাকায় ঢুকছিল তখন গেটের সামনে গোলমাল শোনা গেল। কী ব্যাপার ? সবাই দৌড়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হল। এই দর্শকদের মধ্যে সিকিউরিটি এলাকার প্রহরীরাও ছিল। তারা মজা দেখতে এসেছিল।

প্রহরীদের মধ্যে একজন নতুন প্রহরী ছিল। তার পরিচয় ছিল অজানা। কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোকের সুপারিশে তাকে প্রহরীর কাজের জন্যে নিয়োগ করা হয়েছিল। লোকটি ঘটনাস্থলে যায়নি। হয়ত ইচ্ছে করেই।

এই অজানা প্রহরী কোন সময় নষ্ট করল না। যেখানে এটমিক রিএ্যাক্টরের প্লানট রাখা হয়েছিল সে গিয়ে ঐ গুদামঘরের দরজা খুলে দিল। ঐ গুদামঘরে যে রিএ্যাক্টরটি ছিল—কথা ছিল দুদিন বাদে ঐ যন্ত্রটি ইরাকে পাঠান হবে। এবার ইস্রাইলি বিজ্ঞানিক ঐ রিএ্যাক্টরের ভেতর টাইম বোমা এবং ডিনামাইট রেখে দিল। টাইম বোমা দূর থেকে রেডিও'র সাহায্যে ফাটান যাবে।

একটু বাদে গুদাম ঘরে এক তীব্র আওয়াজ শোনা গেল। প্লানটের ভেতর যে সব বোমা এবং ডিনামাইটগুলি ছিল সেইগুলি প্রায় একসঙ্গে ফেটে উঠল? ঐ ডিনামাইটের আওয়াজ শোনবার সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটি গার্ডরা দৌড়ে ঘটনাস্থলে গেল। এই গোলমাল শুরু হবার পর মোসাদের এজেণ্টরা-বৈজ্ঞানিকরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেল।

মোসাদ যা চেয়েছিল তাই পেল।

ফ্রান্সের বিভিন্ন সংবাদপত্র এই ঘটনার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে দায়ী করল। একটি সংবাদপত্র বলল: এই ধ্বংসমূলক কাজ করবার জন্যে বামপন্থী দলগুলি দায়ী। আর একটি দল বলল: এই ধ্বংসের পেছনে প্যালেস্টোনিয়ানদের হাত আছে। আবার আর একটি পত্রিকার মন্তব্য ছিল: এ হল এফ. বি. আই-র কাজ।

এই সব নালিশ অভিযোগের জবাবে ইস্রাইল সরকার বলল: এই সব প্রচার হল ইস্রাইল সরকার বিরোধী।

*　　　　*　　　　*

বিস্ফোরনের ঘটনার রাত্রে। হালিম এবং তার বন্ধুরা ডিনার খেতে রেস্তোরায় গিয়েছিল। বাড়িতে ফিরে এসে হালিম রেডিওতে এই বিস্ফোরনের খবর শুনতে পেল। এই খবর শুনবার পর সে চিৎকার করে উঠল। ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝতে হালিমের কোন অসুবিধা হল না। এটমিক প্লানট যেখানে রাখা হয়েছিল সেইখানেই বিস্ফোরণ হয়েছে। ইরাকের এটমিক রিএ্যাক্টর ধ্বংস হয়েছে।

হালিম এই খবর শুনবার পর পাগলের মত ছুটোছুটি করতে লাগল।

তুমি কী পাগল হলে নাকি? কৌতূহলী সমীরা হালিমকে জিজ্ঞেস করল।

: ওরা এটমিক রিএ্যাক্টর বোমা, ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে হালিম চিৎকার করে বলে উঠল। 'এবার ওরা আমাকে খুন করবে'।

হালিম ডনোভানকে টেলিফোন করল। ডনোভান বাড়িতে ছিলেন না।

পরে ডনোভান হালিমকে টেলিফোন করলেন। এত গভীর রাত্রে টেলিফোন করেছ কেন? ডনোভান জিজ্ঞেস করলেন।

হালিম তার মনের উত্তেজনার কারণ খুলে বলল।

ডনোভান এর জবাবে বললেন ঃ বোকার মতো কিছু করোনা। তুমি যে এই বিস্ফোরনের সঙ্গে জড়িয়ে আছো একথা কাউকে বল না। কাল রাত্রে তুমি এসে আমার সঙ্গে দেখা কর।

পরের দিন নির্দ্ধারিত সময়ে হালিম গিয়ে ডনোভানের সঙ্গে দেখা করল।

ইরাকিরা এবার আমাকে ফাঁসি দেবে—হালিম প্রায় কান্নার স্বরে বলল।

ঃ না, তোমাকে কেউ দোষী বলতে পারবে না। ডনোভান হালিমকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন।

হালিমের মনের আশংকা দূর হল না। বলল ঃ আমার মনে হয় এই ধ্বংস-মূলক কাজের পেছনে ইস্রাইলিদের হাত আছে। আমার স্ত্রী ঐ কথা বলছেন……

না, তুমি প্রলাপ বকছ। আমরা যাদের সঙ্গে কাজ করছি, তারা কখনই এই ধরনের নোংরা কাজ করতে পারে না। ঐ হল ইনডাষ্ট্রিয়াল এসপিওনেজের কাজ। তুমি জানো আজকাল বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রচুর প্রতিযোগিতা চলছে। এ নিশ্চয় তাদের কারু কাজ, ডনোভান হালিমকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

হালিম বলল, আমি ইরাকে ফিরে যাব। আমার স্ত্রী একমূহুর্তও এখানে থাকতে চাইছে না। আমরা অনেকদিন পারীতে কাটিয়েছি।

ডনোভান হালিমের মনের সন্দেহ দূর করবার চেষ্টা করলেন। বললেন ঃ অবশ্যি যদি তুমি চাও, তাহলে ইস্রাইলিদের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে পার। ওরা তোমাকে সাহায্য করবে। এছাড়া ভাল টাকাও দেবে।

না, আমি ইরাকেই ফিরে যাব·· বেশ দৃঢ়কণ্ঠে হালিম জবাব দিল।

কয়েকদিন বাদে হালিম এবং তার স্ত্রী সমীরা দেশে ফিরে গেল।

* * * *

এবার মোসাদের কাছে আর একটি বড় সমস্যা হল অধ্যাপক মেসাদ।

অধ্যাপক মেসাদ ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যে পারমানবিক বিজ্ঞানের একজন পণ্ডিত অধ্যাপক। ইরাকের সামরিক বেসামরিক কর্তাদের সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মোসাদ অধ্যাপক মেসাদকে সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র ছিল না। তারা অধ্যাপক মেসাদকে তাদের দলে রিক্রুট করবার ফিকিরে ছিল। হালিমের কাছ থেকে অনেক খবর পাওয়া সত্ত্বেও তাদের কয়েকটি জরুরী প্রশ্নের জবাবের দরকার ছিল। তাই অধ্যাপক মেসাদকে দলে টানবার চেষ্টা করা হল।

কিছুদিন পরে অধ্যাপক মেসাদ আবার ফ্রান্সে ফিরে এলেন। পারীতে তার কিছু জরুরী কাজ ছিল। মোসাদেরও ইচ্ছা ছিল অধ্যাপকের কাছ থেকে কিছু জরুরী খবর বার করতে হবে।

একদিন সারসেলের এটমিক রিএ্যাক্টরের প্রজেক্টের এক সম্মেলনে অধ্যাপক মেসাদ বললেন আমরা আবার আরব ইতিহাসকে পরিবর্তন করবার চেষ্টা করছি।

অধ্যাপক মেসাদের এই মন্তব্য ইস্রাইলিদের মনে ভয় এবং আতংক সৃষ্টি করল।

এবার ইস্রাইল ইনটেলিজেন্স অধ্যাপক মেসাদকে হয় তাদের দলে টানবার নয় তাকে খুন করবার চেষ্টা করতে লাগল।

অধ্যাপক মেসাদকে দলে রিক্রুট করা সম্ভব হল না। অতএব তাকে খুন করা হল। কী করে সেইটে বলছি।

অধ্যাপক মেসাদের জন্ম হয়েছিল ইজিপ্টে, ১৯৩২ সালে ১১ই জানুয়ারীতে। পারমানবিক বৈজ্ঞানিক হিসেবে তার পাশ্চাত্য জগতে যথেষ্ট সুনাম ছিল।

তিনি আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পারমাণবিক বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপক মেসাদ খুন হবার পর তার স্ত্রী এক সাংবাদিককে বলেছিলেন ঃ যে আমার স্বামী আমাদের সবাইকে নিয়ে অন্যত্র ছুটি কাটাবার প্ল্যান করেছিলেন। একদিন আকস্মিক তিনি একটি টেলিফোন পেলেন। এই টেলিফোন পাবার পর তিনি বিস্মিত ও বিচলিত হয়েছিলেন। কারণ অধ্যাপক মেসাদ ঐ সময়েই সন্দেহ করেছিলেন ইস্রাইলি স্পাই তার পেছনে ঘুরছে এবং হয়ত তাকে খুন করবে।

অধ্যাপক মেসাদের স্ত্রী আরো বলেছিলেন যে আমার স্বামী আমাকে বলেছিলেন আমি যে কাজ করছি সেই কাজে বিপদ আছে। কারণ ইস্রাইলি শত্রুরা জানে আমি এটম বোমা বানাতে পারি। হয়ত এ কাজ করতে গিয়ে আমি প্রাণ হারাতে পারি। আমি একথাও জানি ওরা আমার কাছ থেকে যা চায় সেই জিনিষ না পেলে ওরা আমাকে খুন করবে।

এর কিছুদিন পরে এক প্রকাশিত ফরাসি সরকারের ইস্তাহার থেকে জানা গেল অধ্যাপক মেসাদ এক গণিকার খপ্পরে পড়েছিলেন। এই গণিকার নাম ছিল মারী ক্লদ মাগাল। কিছুদিন আগে হালিমকে বশ করবার জন্যে মারী ক্লদকে পাঠান হয়েছিল। মাগাল বিভিন্ন সময়ে মোসাদের জন্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছিল কিন্তু মোসাদ সংস্থাটি কী এবং এরা কী ধরনের কাজ করে একথা মাগাল জানত না। হয়ত জানবার চেষ্টা করেনি। কারণ মাগালের আসল প্রয়োজন ছিল টাকা। সেই টাকা তাকে যেই দিক না কেন ?

মোসাদ জানত অধ্যাপক মেসাদ এক শক্ত কঠিন চরিত্রের বৈজ্ঞানিক। তাকে বশ করা খুব সহজ কাজ হবে না। মোসাদ এবার স্থির করল অধ্যাপক মেসাদের কাছে স্পষ্ট পরিস্কার প্রস্তাব রাখতে হবে আপনি আমাদের সঙ্গে কাজ করুন। অবশ্যি মোসাদ আরো ঠিক করল যদি অধ্যাপক মেসাদ তাদের এই প্রস্তাবকে স্বীকার না করে নে'ন তাহলে তাকে খুন করতে হবে।'

স্থির হয়েছিল মাগাল অধ্যাপক মেসাদের কাছে যাবে। মেগাল অধ্যাপকের বাড়িতে পৌঁছুবার আগেই মোসাদের একজন এজেন্ট, তার নাম ছিল এহুদা মাগল—অধ্যাপক মেসাদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। অধ্যাপক মেসাদ এই অপরিচিত লোকটিকে দেখে অবাক হলেন। তার মনে প্রশ্ন জাগল এই লোকটি কে ? তিনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে ? কী চান

এই রাত্রে ?

শুনুন আপনি যদি আমাদের সঙ্গে কাজ করতে রাজি থাকেন, তাহ'লে আমরা আপনাকে অনেক টাকা দিতে রাজি আছি।

ঃ আপনি কে ? অধ্যাপক মেসাদের কণ্ঠস্বরে ছিল বিস্ময়ের সুর।

ঃ মনে করুন, আমি কোন একটা দেশের প্রতিনিধি।

ঃ আপনি এক্ষুণি এই বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যান, অধ্যাপক মেসাদ প্রায় চিৎকার করে এই কথাগুলি বললেন।

এহুদা গিল চলে গেল।

পরের প্লেনে ইস্রাইলে ফিরে গেল ?

এ হল মোসাদের নিয়মকানুন ? এক অপরিচিত লোককে শিকারের বাড়িতে পাঠান। লোকটির কাজ শেষ হবার পর সে দেশ থেকে নিজের দেশে চলে আসবে যেন স্থানীয় পুলিশ তদন্ত করে জানতে না পারে অধ্যাপক মেসাদের বাড়িতে কে এসেছিল, কে অধ্যাপক মেসাদকে সাবধান করেছিল।

এবার মোসাদ বুঝতে পারল অধ্যাপক মেসাদকে খুন না করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু এই খুন কী করে করা যায় ? কারণ খুন করার একটা যুক্তি এবং হেতু থাকা প্রয়োজন।

এবার নাটকে এল গণিকা মাগাল। তাকে বলা হল অধ্যাপক মেসাদকে নিয়ে ডিনারে যাও। অবশ্যি নিমন্ত্রণ অধ্যাপক মেসাদই করেছিলেন।

ডিনার খাবার পর অধ্যাপক মেসাদ তার বাড়িতে ফিরে এলেন। পরে মেসাদ যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন তখন মোসাদের দুই এজেণ্ট এসে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করল। পরের দি সকালে বাড়ির ঝি' এসে অধ্যাপকের মৃতদেহ দেখতে পেল।

পুলিশে খবর দে'য়া হল। ফরাসি পুলিশ খুনের তদন্ত করে বলল ঃ এ হল পেশাদারি খুন। পাকা হাতের কাজ। এদিকে খুনী অধ্যাপক মেসাদের কাছ থেকে কিছুই নেয়নি। না টাকা, না ডকুমেণ্ট। তাহলে খুনের কারণ কী ?

এই হল ফরাসি পুলিশের প্রশ্ন। অনেক তল্লাসির পর পুলিশ অধ্যাপক মেসাদের বাড়িতে একটি তোয়ালে লিপাষ্টিকের রং দেখতে পাওয়া গেল।

এই লিপষ্টিক কার ?

মাগালের ?

এদিকে গণিকা মাগাল অধ্যাপক মেসাদের খুনের খবর শুনে অবাক হল না। শুধু নিজেকে খুনের অভিযোগ থেকে বাঁচাবার জন্যে থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে বলল ঃ সেদিন রাত্রে ডিনার খাবার সময় অধ্যাপক মেসাদ বেশ উত্তেজিত ছিলেন। তিনি নালিশের সুরে বলেছিলেন যে খানিক আগে তার বাড়িতে একটি অপরিচিত লোক এসে তাকে শাসিয়ে গিয়েছে···তার বিপদে পড়বার সম্ভাবনা আছে। লোকটি অধ্যাপক মেসাদের কাছ থেকে কিছু মূল্যবান খবর কিনতে চাইছিল। অধ্যাপক মেসাদ ওদের কাছে কোন খবর বিক্রী করতে চাননি······

পরে মাগাল এই খবরগুলি ডনোভানকে দিল। মাগাল জানত না ডনোভান হল এক ইস্রাইলি এজেন্ট...

ডনোভান মাগালের আলাপ-আলোচনার অংশ মোসাদকে দিল। ঐ থেকে বিপদ শুরু হল।

* * *

কিন্তু এবার পারীর মোসাদ বুঝতে পারল মাগাল বেঁচে থাকলে মোসাদ বিপদে পড়বে। মাগালকে খুন করা আবশ্যক। সাধারণতঃ কাউকে খুন করতে হলে তেল আভিভের হুকুম নিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মাগালকে তেল আভিভের বিনানুমতিতে হত্যা করা হল।

১২ই জুলাই, '১৯৫৩ সালে। বেশ গভীর রাত্রে গণিকা মাগাল খদ্দের পাবার জন্যে বুলেভার সাঁ জারমাকে দাঁড়িয়েছিল। এমনি সময় একটি কালো রংয়ের মার্সিডিজ মাগালের কাছে এসে দাঁড়াল। গাড়ির ভেতর থেকে এক প্যাসেঞ্জার এসে গণিকা মাগালের কাছে গেল। মাগালও গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ দেখা গেল একটি গাড়ি মেগালের পানে ছুটে আসছে। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। গাড়ি এত তাড়াতাড়ি এল মেগাল নিজেকে সামলাতে পারল না। প্রথম গাড়ির প্যাসেঞ্জার মাগালকে ধাক্কা দিয়ে ঐ চলন্ত গাড়ির সামনে ফেলে দিল।

অধ্যাপক মেসাদের হত্যার একমাত্র সাক্ষী মাগালকে হত্যা করা হল।

মাগালকে হত্যা করবার পর, আততায়ীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেল।

* * *

এই হত্যাকাণ্ড, কিন্তু বাগদাদে পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর নিয়ে যে কাজ হচ্ছিল সেই গবেষণা কিংবা কাজ বন্ধ করতে পারল না।

এরপর প্রধানমন্ত্রী বেগিন স্থির করলেন ইরাকের বিরুদ্ধে আরো শক্ত, কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। বেগিন ইস্রাইলি চীফ অব দি আর্মি ষ্টাফ রাফুল আইটানকে ডাকলেন। শলাপরামর্শ করবার জন্যে। বেগিন স্থির করলেন ইস্রাইলি বিমানবাহিনী গিয়ে বাগদাদে হানা দেবে এবং ইরাকী পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরকে ধ্বংস করবে।

কিন্তু বেগিনের প্ল্যান কার্যকরী করতে কিছু সময় নিল।

ঐ সময়ে ইস্রাইলে সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে এসেছিল।

বিরোধী দল বেগিনের সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরেছিল। যদি বেগিনের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হয়, তাহলে আগামী নির্বাচনে লিকুইদ পার্টি এবং বেগিন লাভবান হবেন। বিরোধী নেতারা বেগিনের কাছে গিয়ে আবেদন করলেন : এই এয়ার রেড বর্তমানে স্থগিত রাখুন।' বিরোধীপক্ষের তীব্র প্রতিবাদের সঙ্গে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তারা বেগিনকে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন এই 'এয়ার রেড' করা হলে ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধ হবে। এছাড়া সারা দুনিয়ায় ইস্রাইলের বিরোধী এক মনোভাব সৃষ্টি হবে।

অপরদিকে লিকুইদ সরকারের মন্ত্রীসভা এবং আরিয়েল শারোন বেগিনকে উস্কানি দিয়ে বললেনঃ আপনি এই এয়ার রেড করুন। তাহলে ইস্রাইলের জনতা খুশি হবে। এবং আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

বাগদাদের উপর বিমানবাহিনীর আক্রমণ করা খুব সহজ কাজ ছিলনা। তেল আভিভ থেকে বাগদাদের দূরত্ব ছিল প্রায় সাড়ে ছশো মাইল। শুধু তাই নয়। ইস্রাইলি প্লেন বহু শত্রুর দেশের বুকের উপর দিয়ে উড়ে যাবে।

অনেক আলোচনার পর আক্রমণের তারিখ ঠিক হলঃ ৭ই জুন, ১৯৫৩ সাল। বিকেল পাঁচটা। রবিবার।

প্রায় দুই স্কোয়াড্রন ইস্রাইলি প্লেন বাগদাদে গিয়ে পারমাণবিক রিএ্যাক্টর ধ্বংস করে দিল।

এই রিএ্যাক্টর বাগদাদের কোন স্থানে আছে সে খবর হালিম ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সকে দিয়েছিল।

* * *

১৯৫৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে লিকুইদ পার্টির জয়জয়কার হল।

এই জয়লাভের পর মেনহাইম বেগিন এবং লিকুইদ পার্টিকে নতুন শাসকের রূপে পাওয়া গেল।

বেগিন এবং লিকুইদ পার্টি এবার থেকে জর্মানীর নাৎসী পার্টির মত শাসক হলেন। আরবদের প্যালেস্টাইন থেকে উচ্ছেদ করতে শুরু করলেন। বেগিন আরো দুঃসাহসী বেপরোয়া হলেন। তিনি এবার থেকে বিপদের ঝুকি নিয়ে কাজ করতে শুরু করলেন। বেগিনের এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ তার সহকর্মীদের বিস্মিত, অবাক করল।

এবার নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের সময় বেগিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আরিয়েল শারোনের হাতে তুলে দিলেন। প্রথমে বেগিন শারোনকে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিতে ইতঃস্তত বোধ করেছিলেন। কারণ সবাই জানত আরিয়েল শারোন ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং আরব বিদ্বেষী। দীর্ঘকাল ধরে শারোনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হবার ইচ্ছা ছিল। এক সময়ে বেগিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন শারোন ডিফেন্স মিনিষ্টার হলে তিনি পরের দিন, ট্যাঙ্কবাহিনী দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে ঘিরে রাখবেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের মধ্যে একটি ইনটেলিজেন্স ইউনিট ছিল। এই দপ্তরের নাম ছিল লাকাম যার কথা আগেই বলা হয়েছে। ঐ সময়ে লাকামের ডিরেক্টর ছিলেন বিনিয়ামিন ব্লুমবার্গ। শারোন বিনিয়ামেন ব্লুমবার্গকে খুব বেশি ভাল দৃষ্টিতে দেখতে পারলেননা। কারণ শারোনের কাছে লাকাম ছিল ব্লুমবার্গের জমিদারী। ঐ জমিদারীতে অন্যকারু নাক গলাবার উপায় ছিলনা। লাকাম কী ধরণের কাজ করে থাকে একথা অন্য কেউ জানতনা। অনেকে ব্লুমবার্গের কাছে লাকাম সম্বন্ধে কোন খবর জানতে গেলে তাকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হত। ব্লুমবার্গ লাকাম সম্বন্ধে অন্যকারু কথায় কান দিতেন না।

মোশে দায়ানই ব্লুমবার্গকে পুরোপুরি সমর্থন করতেন। তবে মোশে দায়ানও লাকাম সম্বন্ধে বেশি খবর রাখতেন না। এর প্রধান কারণ ছিল সৈন্যবাহিনীর চীফ অব দি ষ্টাফ, যার অধীনে ব্লুমবার্গ কাজ করতেন তিনি তাকে কাজ করবার পুরো স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। পরে বাজারে ব্লুমবার্গ এবং লাকাম সম্বন্ধে একটি নালিশ শোনা গেল। ব্লুমবার্গ দুনীতিপরায়ন এবং অবৈধ উপায়ে তিনি দুই পয়সা রোজগার করছেন। লিকুইদ পার্টির জয়লাভের এবং মেনহাইম বেগিন পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হবার পর তখন তার কাছে ব্লুমবার্গের বিরোধী নালিশ শোনা গেল। ব্লুমবার্গ ছিলেন লেবর পার্টির মনোনীত প্রার্থী। অতএব লিকুইদের সদস্যদের রাগ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। এর পর লিকুইদ পার্টির ডেপুটি ডিফেন্স মিনিষ্টার মরডেকাই জিপারি অভিযোগ করলেন লাকাম গোপন অপারেশনের নাম করে প্রচুর টাকা পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। এই বিবৃতি ছাপা হবার পর লাকামের কিছু কর্মচারী এই অভিযোগকে সত্যি বলে বর্ণনা করল!

এই সব নালিশ অভিযোগের পর শারোন তার এক মনোনীত প্রার্থীকে লাকামের ডিরেক্টরের পদে নিয়োগ করলেন। লাকামের নতুন ডিরেক্টর হলেন শারোনের বন্ধু রফি আইটান। লাকামের এই আভ্যন্তরীণ অদলবদলে শারোন আরো শক্তিশালী হলেন।

রফি আইটান লাকামের ডিরেক্টর হবার পর তিনি দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকর্তা হলেন। লাকাম ছাড়া তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী বেগিনের সন্ত্রাসবাদের কাজকর্ম দেখবার প্রধান পরামর্শদাতা। এবার থেকে তিনি হলেন আরিয়েল শারোনের ডান হাত।

লাকাম ছাড়া দেশে আরো দুইটি শক্তিশালী ইনটেলিজেন্স এজেন্সী, শেনবেত এবং মোসাদ বেশ দাপটেই কাজ করছিল। এই দুইটি শক্তিশালী ইনটেলিজেন্স এজেন্সী ছিল আরিয়েল শারোনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা বলা যায় পথের কাটা। শারোন এবার চেষ্টা করলেন মোসাদ এবং শেনবেতের ডিরেক্টরদের তাদের পদ থেকে হটান।

বিশেষ করে মোসাদের ডিরেক্টর ইয়াতজাক হফি ছিলেন শারোনের এক বড় শত্রু।

এই শত্রুতা বহু পুরাতন।

কোন এক সময়ে ১৯৫৬ সালে সুয়েজ ক্যানেলের যুদ্ধে চারজন ইস্রাইলি প্যারাট্রুপার লড়াই করেছিল। এই প্যারাট্রুপারের নেতা ছিলেন আরিয়েল শারোন। পরে এই নেতার বিরোধিতা করেছিল তার অধীনস্ত সৈন্যরা। এই বিদ্রোহী নেতাদের নায়ক ছিলেন ইয়াতজাক হফি। বিদ্রোহীরা শারোনের যুদ্ধ পরিচালনায় অনেক ভুল ত্রুটি আবিস্কার করেছিল। হফির এই বিদ্রোহের কাহিনী প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আরিয়েল শারোন ভোলেননি। এই সময়ে হফি বেগিনের বাগদাদ আক্রমনের নীতিকে সমর্থন করেননি। তাই

শারোন এবার পুরানদিনের শত্রুতার প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করলেন। হফি শারোনকে ভয় করেননি।

কারণ তিনি জানতেন যে আগামী চারমাসের মধ্যে তাকে অবসর গ্রহণ করতে হবে। তিনি প্রায় আটবছর একটানা মোসাদের ডিরেক্টর ছিলেন।

১৮ই জুন, ১৯৫৩ সালে, হফি বেগিনের বিনানুমতিতে ইস্রাইলি সংবাদপত্র 'হারটেজ' পত্রিকায় এক বড় ইণ্টারভিউ দিয়েছিলেন। এই ইন্টারভিউতে হফি বলেছিলেন যে দেশের নেতারা বাগদাদ আক্রমণের জন্যে বাহবা নিচ্ছেন। তারা এই প্রশংসা পাবার যোগ্য নয়। এই ইণ্টারভিউ কে দিয়েছেন কাগজে তার নাম প্রকাশিত হলনা। তবে কারু বুঝতে অসুবিধা হলনা ইয়াতজাক হফি এই ইণ্টারভিউ দিয়েছেন।

এই ইণ্টারভিউ কাগজে প্রকাশিত হবার পর দেশে আলোচনা শুরু হল।

একদল বলল এই ইণ্টারভিউ দিয়েছেন আরিয়েল শারোণ। এবং যার কাছে এই ইণ্টারভ্যিউ দিয়েছেন তিনি হলেন শারোণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু উড়ি ডান।

শারোণ হফির বিরোধিতা করবার জন্যে ভিন্ন পথ ধরলেন। উড়ি ভান 'মারভি' পত্রিকায় এক বিশেষ প্রবন্ধে বললেন মোসাদের কর্তার এই ইণ্টারভিউ দেবার কতগুলি বিশেষ কারণ ছিল। উড়ি ভান মোসাদের এই কর্তার অবিলম্বে বরখাস্ত দাবি করলেন।

বেগিন অবশ্যি উড়ি ডানের এই মন্তব্যে বিশেষ কান দিলেন না। তবে বেগিন হফির সাক্ষাতকারের বিবৃতি পড়ে তিনি বিশেষ দুঃখিত হয়েছিলেন।

উড়ি ডান এই প্রবন্ধ লিখবার জন্যে পুরস্কৃত হলেন। তাকে ইস্রাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের মুখপাত্র করা হল।

হফি অবশ্যি মোসাদের ডিরেক্টর হিসেবে আরো বেশ কিছুদিন সরকারি চাকুরীতে রইলেন। শারোণ বুঝতে পেরেছিলেন যে হফির সঙ্গে মুখোমুখি বিরোধিতা করে কোন লাভ হবেনা। হফিকে সরানো যাবেনা। অতএব তিনি তার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে কয়েকটি ছোটখাটো দল গঠন কবলেন। বলা হল এরা হল বুদ্ধিজীবির দল। . কিন্তু বাজারে প্রচারিত হল এরা হলেন শারোণের পোষা লোক।

এই সব বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে রফি আইটানও ছিলেন। শারোণের আর একজন তাঁবেদার ছিলেন রেহাভিয়া ভারদি। তিনি ছিলেন মোসাদের পুরাণ কর্মচারি। শারোণ তাকে অধিকৃত এলাকায় লিয়াসোঁ অফিসার হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। ঐ বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে আর একজন উল্লেখযোগ্য লোক ছিলেন মেজর জেনারেল আব্রাহাম তামির। তিনি শারোণকে প্ল্যানিং এবং ষ্ট্রাটেজি বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। এছাড়া শারোণের আরো দুজন তাঁবেদার এবং ভক্ত ছিলেন ঃ ইয়াকুভ নিমরোডি এবং ডেভিড কিমখে।

রফি আইটান শারোনের সাহায্য এবং পরামর্শ নিয়ে লাকামের কাজ করত.

লাগলেন। আইটান লাকামের কাজ প্রায় দশগুণ বাড়িয়েছিলেন। আইটান লাকামের লাগাম হাতে নেবার পর লাকাম এবং মোসাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিরোধিতা বাড়ল। কারণ ইতিমধ্যে লাকাম মোসাদের কাজকর্মে হাত দিতে শুরু করেছিল। হফি এই হস্তক্ষেপ একেবারেই পছন্দ করেননি।

হফি লাকামের এই অনধিকার চর্চার বিরোধিতা করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ করলেন।

ইতিমধ্যে শারোনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে লাগল। শেনবেতের কর্তা আব্রাহাম আহিতুব অবসর গ্রহণ করলেন। শেনবেতের নতুন ডিরেক্টরের নাম হল আব্রাহাম শালোম। তার আর একটি নাম ছিল বেনভোর। তিনি ছিলেন রফি আইটানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

আব্রাহাম শালোম শেনবেতের ডিরেক্টর হবার পর শারোণ খুশি হয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরে হফি অবসর গ্রহণ করলেন। মোসাদের নতুন ডিরেক্টর হলেন 'কুটি এডাম'। কুটি এডাম বেগিনের বন্ধু ছিলেন। এরপর থেকে আরিয়েল শারোণ শুধু ইস্রাইলের ডিফেন্সের কাজকর্ম দেখতেন না তিনি ইস্রাইলের বিদেশ নীতি নিয়ে চর্চা শুরু করলেন। শারোণ এক বক্তৃতায় বলেছিলেন ঃ ইস্রাইলকে সুরক্ষিত করতে হলে শুধু মাত্র আরব দেশগুলির উপর নজর দিলে চলবেনা। আরব দেশগুলির সীমান্তে, যে সব দেশ, ইস্রাইলি বিরোধী দেশ আছে, যেমন পাকিস্তান এবং আফ্রিকা দেশগুলির উপর কড়া নজর রাখতে হবে।

শারোন ফাঁকা বুলিতে বিশ্বাস করতেন না। তার মনের প্রতিটি ইচ্ছাকে কার্যকরী করে তুলবার চেষ্টা করতেন। এবার শুরু হল তার রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং ইনটেলিজেন্স খেলার দাবার চাল।

এরপর আরম্ভ হল শারোনের দরবারে তার বন্ধুদের আনাগোনা। যারা আসতেন তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন ব্যবসায়ী এবং এবং পার্ট টাইম মোসাদের এজেন্ট। এই সব ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছিলেন নিমরোডি এবং তার বন্ধু আল স্কুইমার। আল স্কুইমার কোন এক সময়ে ইস্রাইলি এয়ার ক্রাফট কোম্পানীর চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলেন। এরা ছিলেন শারোণের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এদের সঙ্গে আরব ব্যবসায়ী আদনান খাসোগীর নাম করা যেতে পারে। ইরানে আয়াতোল্লা খোমেনী ক্ষমতায় আসবার পর নিমরোডি ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করে বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলার খেসারত দিয়েছিলেন। পরে তিনি আমেরিকার পক্ষ হয়ে আয়াতোল্লা খোমেনীর কাছে দরবার করেছিলেন।

নিমরোডি, আল স্কুইমার এবং আদনান খাসোগী একত্র হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্যোগের পেছনে ছিলেন সৌদী আরবেরিয়ার 'ক্রাউন প্রিন্স' অর্থাৎ যিনি ভবিষ্যৎ সৌদী আরবিয়ার সম্রাট হবেন। এই 'ক্রাউন প্রিন্সের' নাম ছিল 'প্রিন্স ফাহাদ'। এরা সবাই মিলে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে একটি প্ল্যান তৈরি করেছিলেন যার নাম ছিল "ফাহাদ প্ল্যান।" এই প্ল্যান অনুযায়ী সৌদী আরবিয়া ইস্রাইলকে স্বীকৃতি দেবার

প্রতিশ্রুতি দেবে এক শর্তে। আর সেই শর্ত ছিল পশ্চিম পারে জেরুজালেম শহরে মুসলমানদের ধর্মীয় স্থানে যে মসজিদ আছে তার রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব সৌদী আরবিয়ার হাতে তুলে দেবে।

প্রধানমন্ত্রী বেগিন অবশ্যি এই প্ল্যান স্বীকার করে নিলেন না। তার স্পষ্ট, পরিস্কার বক্তব্য ছিল জেরুজালেমের অধিকৃত এলাকায় অন্য কোন দেশের পতাকা উড়তে দে'য়া হবে না। শুধু তাই নয়। নিমরোডি যখন 'ফাহাদ প্ল্যানের' গূঢ় অর্থগুলি প্রধানমন্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন বেগিন তখন রেগে গিয়েছিলেন। 'অধিকৃত এলাকায়' কোন প্রকারেই ইস্রাইলের সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ করা হবে না এই ছিল তার মত। বেগিনের 'ফাহাদ প্ল্যান' পড়বার ইচ্ছেও ছিল না। তিনি বেশ জোর গলায় বললেনঃ ইস্রাইল জেরাজালেম অধিকার করেছে এবং জেরুজালেম চিরকাল ইস্রাইলের অধীনেই থাকবে।

"ফাহাদ প্ল্যানের" চাইতে আরো একটি চাঞ্চল্যকর চক্রান্তের সঙ্গে শারোন, নিমরোডি, আল সুইমার এবং আদনান খাসোগী জড়িয়ে পড়েছিলেন। শেষের তিনজনে মরোক্কোতে ইরাণের শা'র ছেলের সঙ্গে বসে শলাপরামর্শ করছিলেন কী করে ইরানে বিপ্লব করে আয়াতোল্লা খোমেনীকে হটান যায় এবং শা'র ছেলেকে পুনরায় ইরানের গদিতে বসানো যায়। শা'র ছেলেকে সবাই 'বেবী শা' বলত। তার উপর সি-আই-এ'র প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। নিমরোডী আলসুইমার বেবী শার সঙ্গে বসে ইরানে বিপ্লব করবার প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করলেন। শা'র পরামর্শদাতারা বললেনঃ যদি তারা উপযুক্ত অর্থ সাহায্য পান তাহলে ঐ টাকা দিয়ে তারা অস্ত্র কিনবেন এবং পরে ইরানে বিপ্লব করবেন। নিমরোডী, আল সুইমার এবং আদনান খাসোগী বেবী শা'র এবং তার বন্ধুদের কথায় বিশ্বাস করলেন।

শারোন তার তিন বিশ্বস্ত সাগরেদদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। এই ধরণের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র শারোনকে আকৃষ্ট করত। কারণ শারোন ভেবেছিলেন যে তিনি বিশ্ব দুনিয়ায় ইস্রাইলের প্রসার প্রভাব বাড়াতে পারবেন। সমস্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে সবাই গিয়ে কেনিয়াতে উপস্থিত হলেন। এই আলোচনায় সুদানের রাষ্ট্রপতি নুমেরী এবং তার ইনটেলিজেন্সের কর্তা আবু তায়ের উপস্থিত ছিলেন। [প্রকাশ্যে নুমেরী সবার কাছে ঘোর ইস্রাইলি বিদ্বেষী বলে পরিচয় দিতেন।] কিন্তু সেদিনকার আলাপ আলোচনাকালীন শারোন এবং নুমেরী উভয়েই মিষ্টি ভাষায় কথা বললেন। ওদের কথাবার্তা শুনলে বুঝবার যে ছিল না একে অন্যর শত্রু। নুমেরী ইস্রাইলকে স্বীকৃতি দে'য়া ছাড়া সর্বপ্রকার সাহায্যর প্রতিশ্রুতি দিলেন।

লর্ড যে একটা বিশেষ প্রজেক্টের জন্যে সুদানে একটি অস্ত্রের গুদামঘর করা হবে। আদনান খাসোগীর পরামর্শে সৌদী আরবিয়া অস্ত্র কিনবার জন্যে টাকা দেবে। প্রিন্স ফাহাদও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি অস্ত্র কিনবার জন্যে এক বিলিয়ন ডলার দিতে রাজি হলেন। ঠিক হল নুমেরীর সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কের

ব্যক্তিগত একাউণ্টে একটা মোটা টাকা জমা রাখা হবে। অস্ত্র কিনবার দায়িত্ব ইস্রাইলকে দে'য়া হল।

এই আলোচনা সভা থেকে মোসাদ অর্থাৎ হফিকে বাদ দে'য়া হয়েছিল। হফি এই আলাপ আলোচনার প্ুরো বিবৃতি চেয়ে পাঠালেন। কিমুখে গিয়ে ইয়াতজাক হফিকে এই আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিলেন। ইয়াতজাক হফি এই আলাপ আলোচনাকে খ্ুশি মনে গ্রহণ করতে পারলেন না। এদিকে আর একটি ব্যাপারে হফি চিন্তিত হলেন।

শারোন মোসাদের মত আর একটি সমান্তরাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সী গড়ে তুলবার চেষ্টা করছেন। হফি জানতেন কী উদ্দেশ্য নিয়ে শারোন এই চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করছেন। তিনি ব্ুঝতে পেরেছিলেন শারোনের এই প্ল্যান কার্যকরী করা হলে ইস্রাইলের স্বার্থের ক্ষতি হবে। এ ছাড়া হফি বিশ্বাস করতে পারলেন না যে সুদান এবং সৌদী আরবিয়াকে বিশ্বাস করা আদৌ সম্ভব হবে। বিদেশমন্ত্রী শমীর আরবদের মোটেই বিশ্বাস করতে পারতেন না। বেগিন এই ব্যাপারে শারোনকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। অতএব শারোনকে বলা হল এই ধরনের একটি ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত কার্যকরী করতে হলে আরো তথ্যর প্রয়োজন। ঐ সব তথ্য পাবার পর প্রস্তাবটি নিয়ে চিন্তা করে দেখা যাবে।

পরে হফি গিয়ে ইরানের বেবিশা'র সঙ্গে দেখা করলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আপনাদের কাছে যারা ইস্রাইলের প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়েছেন এবং আলাপ আলোচনা করেছেন আসলে তারা ইস্রাইলের প্রতিনিধি নয়। বিষয়টি নিয়ে আপনি ইস্রাইল সরকারের সঙ্গে সোজাস্মুজি আলাপ কর্ুন। অন্যর মাধ্যমে কিছ্ু করবেন না।

শারোনের কল্পনা বাস্তব হল না।

* * *

বলা হয় এই সুদানীজ ইরানিয়ান প্রজেক্ট ছিল শারোনের এক কল্পনা, অবাস্তব আকাশ কুসুম। এই উদ্দেশ্য বানচাল হবার পর শারোন ইস্রাইলের প্রতিবেশি লেবাননের দিকে দৃষ্টি দিলেন।

* * *

আরিয়েল শারোন মনে প্রাণে আরবদের ঘৃণা করতেন।

বেগিনের শারোনকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী করবার পেছনে তিনটি উদ্দেশ্য ছিল।

এক, ঐ সময়ে লেবাননে ম্ুসলিম এবং ক্রিশ্চিয়ান ম্যারোনাইটদের মধ্যে গৃহয্ুদ্ধ চলছিল। পি-এল-ও, প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজেশন, 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর আম্মান থেকে গিয়ে বের্ুতে আস্তানা গড়েছিল। বেগিন চাইছিলেন প্যালেস্টাইনি লিবারেশন অর্গানিজশনকে নির্ম্ূল করতে হবে এবং বের্ুত থেকে পি-এল-ও'কে হটাতে হবে। কারণ যতদিন প্যালেস্টেনিয়ানরা বের্ুতে শেকড় গেড়ে বসে থাকবে ততদিন পশ্চিম পারের হাঙ্গামা কমবে না। আর বেগিন পশ্চিমপারকে ইস্রাইলিদের জমিদারী করে রাখতে চাইছিলেন। বিদেশ থেকে

ইহুদিদের এনে পশ্চিম পারে বসবাস করবার সুযোগ দিতে হবে।

বেগিনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল লেবাননের উপর থেকে সিরিয়ান প্রভাবকে দূর করতে হবে।

তিন, লেবাননে এক সাক্ষীগোপাল সরকার গঠন করতে হবে। ঐ সাক্ষী-গোপাল সরকারের প্রেসিডেন্ট হবেন বসীর জামাইল। পরে বসীর জামাইল লেবানন এবং ইস্রাইলের মধ্যে এক সন্ধিপত্রে সই করবেন। এইভাবেই বেগিন এক 'বৃহৎ ইস্রাইল' গঠনের স্বপ্ন দেখছিলেন।

বেগিনের এই নীতিকে পুরোপুরি সমর্থন করতেন আরিয়েল শারোন। শারোন ও 'বৃহৎ ইস্রাইল' গঠনের স্বপ্ন দেখছিলেন। তিনি বলতেন পশ্চিম পার থেকে আরবদের তাড়িয়ে জর্ডনে পাঠাতে হবে। আর এই কাজ করবার জন্যে তিনি সামরিক বাহিনী ব্যবহার করলেন। তার এই সামরিক অভিযানের কোড নাম ছিল "অপারেশন বিগ পাইনস"। এই অপারেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বেরুতকে তার হাতের মুঠোয় আনা এবং সিরিয়ানদের পরাজিত করা।

শারোনের সামরিক অভিযানের পুরো বিবরণী দেবার আগে মধ্যপ্রাচ্য, লেবানন ও সিরিয়া সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। কারণ লেবাননের এই পটভূমিকা জানা না থাকলে বর্তমানে ঐ দেশের জটীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানা সম্ভব নয়।

লেবাননের রাজধানী বেরুত ছিল 'সুইজারল্যাণ্ড অব দি মিডল ইষ্ট'। এই দেশে সব কিছুই ছিল ঈশ্বর, শয়তান, স্মাগলার, স্পাই। তাই বলা হত বেরুত ছিল 'লা ডোলচা ভিটা—দি সুইট লাইফ পাপনগরী' কিন্তু লেবাননে আর একটি জিনিস ছিল বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাষা। একদিকে ছিল ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ান সুন্নী, শিয়া, মুসলমান দ্রুজ, আমেরিকান…।

খ্রীষ্টজন্মের পঞ্চম শতাব্দীতে ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ান চার্চ সিরিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চার্চের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল 'ম্যারোন'। তিনি পোপের এবং রোমের ক্যাথলিক চার্চের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সতেরশ খ্রীষ্টাব্দে ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায় বিশেষ দক্ষতা এবং যোগ্যতা দেখিয়ে-ছিল। এই কারণে লেবাননের ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায় য়ুরোপীয় ক্রিশ্চিয়ানদের সঙ্গে ব্যবসায় এবং আধুনিকতায় তাল ফেলে চলতে পেরেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে লেবানন এবং সিরিয়া ছিল তুর্কীর সাম্রাজ্যের অধীনে। প্রায় চারশো বছর ধরে তুর্কীর সাম্রাজ্য কায়েমী ছিল। ১৯২০ সালে ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ানদের সাহায্যে ফ্রান্স লেবাননে [এবং সিরিয়াতেও] এক সরকার গঠন করল। এই সরকারের বড় অংশীদার ছিল ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ান। পরে ধীরে ধীরে ফ্রান্স সুন্নী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ শহরগুলি বেরুত, ত্রিপোলী, সিডন এবং টায়ার দখল করে নিল। তার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হল আকা এবং বেকা উপত্যকা। এই হল বৃহৎ লেবাননের ভূগোলের একটি ছবি। ১৯৩২ সালের লোকসংখ্যার গণনায় লেবাননে ছিল ৫৩ পার্সেণ্ট ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ান।

ক্রমে ক্রমে এই সংখ্যা কমে গেল। বর্তমান হিসেব অনুযায়ী ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ানদের সংখ্যা হল ২৩, গ্রীক অর্থোডক্স ৭, গ্রীক ক্যাথলিক ৫, অন্য ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায় ৫। মুসলমানদের সংখ্যা হলঃ সুন্নী সম্প্রদায় ২৪, শিয়া ২৯, দ্রুজ ৭। এখানে বলা প্রয়োজন বিভিন্ন ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক মতভেদ ছিল।

ফ্রান্স যখন ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ানদের সাহায্য নিয়ে বৃহৎ লেবানন গঠন করেছিল তখন সুন্নী এবং শিয়া সম্প্রদায়ের মতামত জানতে চাওয়া হয়নি।

ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায় ফ্রান্সের অধীনে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সুন্নী এবং শিয়া সম্প্রদায় সিরিয়ার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রগতিশীল এবং উন্নত ছিল সুন্নী সম্প্রদায়। শিয়ারা সেই তুলনায় অনেক ধাপ পেছিয়ে ছিল। শিয়ারা অধিকাংশ গ্রামে বাস করত। সুন্নীরা শিয়াদের তুলনায় ধনী ছিল।

সুন্নী এবং শিয়া সম্প্রদায়ের অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, বৃহৎ লেবানন গঠনের সময়, ১৯৪৩ সালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি মৌখিক চুক্তি করা হয়েছিল এই চুক্তির শর্তানুযায়ী ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায় ফ্রান্সের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে রাজি হল এবং সুন্নী ও শিয়া সম্প্রদায় সিরিয়ার সঙ্গে একত্র হবায় সংকল্প থেকে বিরত রইল। বলা হয়েছিল বৃহৎ লেবানন হবে এক আরব দেশ। [যদিও লেবাননের ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ানরা লেবাননকে আরব দেশ বলে স্বীকার করে নিতে চায়নি]। এই মৌখিক চুক্তিকে বলা হল 'ন্যাশনাল প্যাক্ট'। এই মৌখিক চুক্তির শর্তানুযায়ী, লেবাননের প্রেসিডেণ্ট হবেন, ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ান এবং লেবাননের পার্লামেণ্টের সদস্য সংখ্যা হবে, ৬ঃ৫ হারে। অর্থাৎ পার্লামেণ্টে ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ানরা প্রাধান্য পাবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন সুন্নী, স্পীকার হবেন শিয়া।

যতদিন ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল ততোদিন এই মৌখিক চুক্তি অনুযায়ী লেবাননে সরকার গঠন করা হত। এবং দেশ শাসন করতে কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু লেবাননের মুসলিম সম্প্রদায় বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার গঠন এবং দেশ শাসনে সমস্যা সৃষ্টি হল। পরবর্তীকালে লেবাননের জনসংখ্যা হল ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ান এক তৃতীয়াংশ এবং মুসলিম ও দ্রুজ দুই তৃতীয়াংশ।

এবার লেবাননের মুসলিম সম্প্রদায় দেশের সরকার গঠনের এবং শাসনের নিয়ম কানুনের পরিবর্তন চাইল। দাবি করল মুসলিম সম্প্রদায়কে আরো বেশি প্রাধান্য এবং ক্ষমতা দিতে হবে। কিন্তু ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ানরা মুসলিমদের এই দাবিকে স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করল। তাদের বক্তব্য ছিল যে মৌখিক চুক্তির একটি শর্ত ছিল, এই মৌখিক চুক্তির কোন ধারা পরিবর্তন করা যাবে না। ক্রিশ্চিয়ান ম্যারোনাইটরা তাদের এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করবার জন্যে একটি প্রাইভেট আর্মি গঠন করল। এই সৈন্যবাহিনীর নাম ছিল

'ফালানজিষ্ট'। ফালানজিষ্টের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল পিয়েোর জামাইল। তিনি ছিলেন বসীর এবং আমিন জামাইলের পিতা।

এই পিয়েোর জামাইল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। লেবাননের তিনটি উল্লেখযোগ্য ক্রিশ্চিয়ান পরিবার হল 'ফালানজিষ্ট'-এর প্রতিষ্ঠাতা, পিয়েোর জামাইল; 'টাইগার' প্রতিষ্ঠাতা কামুল শামুন এবং সুলেমান ফ্রানজিয়া। এই তিন পরিবারকে 'গড ফাদার' বলা হয় এবং বেরুতের সর্বপ্রকার দুনীতির সঙ্গে এই তিন পরিবার কোন না কোন প্রকারে জড়িয়ে আছে। এরা সবাই কোটিপতি। পিয়েোর জামাইলের পরিবার ছিলেন কনট্রাকটর। এদের দুনীতির একটি নমুনা দে'য়া যাক। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে রাস্তা তৈরি করবার জন্যে এবং ঐ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের কণ্ট্রাক্ট জামাইল পরিবারকে দে'য়া হয়েছিল। ঐ পাহাড়ে রাস্তা আদৌ তৈরী করা হয়নি কিন্তু জামাইল পরিবার নিয়মিত ভাবে সরকারের কাছ থেকে রক্ষণাবেক্ষণের টাকা আদায় করতেন। জবাবে বলা হয়েছিল যে রক্ষণা-বেক্ষণের টাকা আদায় না করলে লোকে সন্দেহ করবে যে রাস্তা কস্মিনকালে তৈরি করা হয়নি।

* * *

১৯৭৪ সাল থেকে লেবাননের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিদিন খারাপ হতে লাগল। রাজনৈতিক হালচাল খারাপ হবার পেছনে ইস্রাইল এবং আরিয়েল শারোনের হাত ছিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৪ বেরুতের 'কালো শনিবার [Black Saturday] কারণ প্রায় দুশোজন মুসলিমদের গ্রেপ্তার করে পরে হত্যা করা হল।'

ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ানদের দুই নম্বর প্রাইভেট আর্মি ছিল 'টাইগার', প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল লেবাননের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কামিল শামুন।

এরপর লেবাননের পুরো সৈন্যবাহিনী ধর্মীয় ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেল। ক্রিশ্চিয়ান সৈন্যরা ফালানজিষ্টদের সমর্থন করতে শুরু করল। মুসলমান সৈন্যরা বিদ্রোহ করল। তারা ক্রিশ্চিয়ান সৈন্যবাহিনী তাড়িয়ে দিল। এমন কী বিদ্রোহী সৈন্যরা প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ আক্রমণ করল। প্রেসিডেণ্ট সুলেমান ফ্রানজিয়া [ক্রিশ্চিয়ান,] ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এই ঝগড়া বিবাদে আর একটি বড় সম্প্রদায় জড়িয়ে পড়েছিল, যারা হল 'প্যালেস্টোনিয়ান'। ১৯৪৮ সালের পর প্রায় দেড়লাখ প্যালেস্টোনিয়ান লেবাননে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু আমানে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর, লেবাননে প্যালেস্টোনিয়ানদের সংখ্যা বেড়ে হল প্রায় চার লাখ। লেবানীজ সৈন্যবাহিনীর মুসলিম সৈন্যরা প্যালেস্টোনিয়ানদের সমর্থন করত এবং তার আরব দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইল।

ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ানরা প্যালেস্টোনিয়ানদের বিরোধী ছিল।

এই সময়ে প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা বাহিনী লেবানন থেকে নিয়মিতভাবে ইস্রাইলের ভেতরে গিয়ে আক্রমণ করত এবং ইস্রাইলের বিস্তর ক্ষতি করত। এর

পাল্টা জবাবে ইস্রাইল বিমানবাহিনী লেবানন আক্রমণ করত।

ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ানরা এবং ক্রিশ্চিয়ান সৈন্যবাহিনীরা দাবি করল প্যালেস্টোনিয়ানদের ইস্রাইলের ভেতরে গড়িলা বাহিনী পাঠান বন্ধ করতে হবে। এই ভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্যালেস্টোনিয়ানরাও লেবাননের আভ্যন্তরীণ ঘরোয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।' কারণ একদিকে ছিল ফালানজিস্ট, টাইগার সৈন্যবাহিনী ও লেবানীজ ক্রিশ্চিয়ান সৈন্যবাহিনী অপরদিকে ছিল প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা বাহিনী ও লেবাননের সৈন্যবাহিনীর মুসলিম অংশ। তারা এক হয়ে ক্রিশ্চিয়ান সৈন্যবাহিনী, ফালানজিষ্ট টাইগারদের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করল। এরপর লেবাননের দরিদ্র মুসলিম সম্প্রদায় ধনী ক্রিশ্চিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আরম্ভ করল। এই লড়াই'র পুরোভাগে ছিল শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়, তাদের নেতা ইমাম মুসা এল সদর এবং তার সামরিক বিভাগ, "অমল"। ('অমল' মানে হল 'আশা') ছয়দিনের যুদ্ধের পর একটা জিনিষ স্পষ্ট হয়েছিল, লেবাননের সুখের জীবনের দীপ প্রায় নিভে আসছে। আর একটা কারনে লেবাননের উপর দুর্দিনের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল। সেই কারণটি ছিল ইজিপ্ট ইস্রাইলের সন্ধির পর, ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনী লেবাননের উপর দৃষ্টি দিল? ইতিমধ্যে লেবাননের গৃহবিবাদ সিরিয়াকেও আতংকিত করল। কারণ সিরিয়া আশংকা করছিল হয়ত আমেরিকা এবার ইস্রাইলকে এবং ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ানদের সাহায্যে লেবাননে সাহায্য পাঠাবে। এই আশংকা করে, সিরিয়া লেবাননে তার সৈন্যবাহিনী পাঠাল। আমেরিকা, ইস্রাইল কোন আপত্তি করল না। পরে এক অলিখিত চুক্তিতে আমেরিকা, ইস্রাইল, লেবাননে সিরিয়ার উপস্থিতিকে স্বীকার করে নিল।

* * *

১৯৫৩ সালের ৩রা জুন, লণ্ডনে ইস্রাইলি এম্বাসডার শ্লোমো আগ্রভকে এক প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা গুরুতর রূপে আহত করল। (এ ছিল আবু নিদালের গড়িলা বাহিনী) ইস্রাইলি এম্বাসডারের উপর এই আক্রমণ বেগিন এবং শারোনকে লেবানন আক্রমণের পথকে সহজ-সুগম করে দিল। দীর্ঘদিন ধরে তারা এই আক্রমণ শুরু করবার সুযোগ খুঁজছিলেন।

আরিয়েল শারোন ছিলেন য়ুরোপীয়ান ইহুদিদের প্রতিনিধি। তার ভেতর দয়া কিংবা অনভূতি ছিলনা। তিনি স্থির করলেন লেবানন থেকে প্যালেস্টোনিয়ানদের উচ্ছেদ করতে হবে।

বেগিন আপত্তি করলেন না। কারণ শুধু লেবাননকে দুর্বল করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলনা। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল সিরিয়াকে কাবু করা, প্যালেস্টোনিয়ানদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়া। এবং প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলাদের শহর থেকে চল্লিশ কিলোমিটারের সরিয়ে দে'য়া।

কিন্তু বেগিন শারোন লেবাননের গোলক ধাঁধার ভেতর ঢুকে হারিয়ে ফেললেন। কারণ লেবানন হল এক মায়াপুরী। ঐ মায়াপুরী থেকে কোন পথ দিয়ে

বেরুতে হবে বেগিন-শারোন জানতেন না।

বেগিন-শারোন জানতেন না কী কারনে লেবাননকে 'মায়াপুরী' বলা হয়। তারা জানতেন না যে লেবাননে দুইটি বড় সম্প্রদায় হল ক্রিশ্চিয়ান এবং মুসলিম। ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ানরা নিজেদের অতীতের 'ফিনিসিয়ানস' বলে পরিচয় দিতেন। তাদের ইচ্ছা ছিল ব্যবসা করে আবার লেবাননের পুরাণ ঐশ্বর্য'র দিন ফিরিয়ে আনবেন।' দ্বিতীয়, লেবানন ছিল মুসলিম লেবানন, প্যালেস্টাইনিয়ান, সিরিয়ান। লেবাননে প্রায়ই ক্রিশ্চিয়ান মুসলিমদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হত এবং প্রায়ই বাইরের শক্তি সিরিয়াকে এদের মধ্যে মধ্যস্থতা করবার জন্যে ডাকা হত। এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। লেবাননের ক্রিশ্চিয়ান-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই পাশ্চাত্য শিক্ষায় বড় হয়েছিল। এবার লড়াই করবার সময় ইস্রাইলি সরকার বলল যে তারা লেবাননের ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায়কে সাহায্য করতে যাচ্ছে। অর্থাৎ লড়াইটা প্রধানতঃ হবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ঐ সময়ে লেবাননে মুসলিমরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ইস্রাইলিদের একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল ক্রিশ্চিয়ান ম্যারোনাইট অর্থাৎ ফালানজিষ্টদের নেতা বসির জামাইলকে লেবাননের গভর্ণর [নামে প্রেসিডেন্ট] করা হবে। অনেকটা প্রাচীন রোম সরকারের গভর্ণরের মত।

বসির জামাইল ছিলেন ফালানজিষ্ট দলের নেতা পিয়োর জামাইলের কনিষ্ঠ পুত্র। বলা হয় আমেরিকাতে বসির যখন পড়াশুনা করতেন সি. আই. এ. তখন তাকে রিক্রুট করেন। পরে সি. আই. এ. বসিরকে মোসাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেয়। লেবাননের হাঙ্গামা শুরু হবার পর বসির গুণ্ডামি, গুলিগোলা চালিয়ে ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ানদের নিয়ে তার প্রাইভেট আর্মি গঠন করলেন। পরে শারোন বসিরকে তার হাতের মুঠোয় নিলেন এবং আক্রমণকারী ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনী বেরুতে ঢুকেই বসিরকে লেবাননের শাসনের গদিতে বসাবার চেষ্টা করল। কারণ বসির শারোনকে বলেছিলেন যদি তিনি লেবাননের গদিতে বসেন, তাহলে তার সাহায্য নিয়ে শারোন মধ্যপ্রাচ্যর মানচিত্রকে নতুন করে আঁকতে পারবেন। শুধু তাই নয়, মোসাদের এক সিক্রেট এজেন্টের বক্তব্যনুযায়ী লেবাননের ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ানরা ইস্রাইলিদের প্যালেস্টাইনি গড়িলাদের ক্যাম্পের এবং আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ গোপন খবর দিয়েছিল। ওরা আমাদের প্রচুর খাওয়ালেন, বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন।' এমন কী ক্রিশ্চিয়ান ম্যারোনাইট নেতা, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কামিল শামুন ডেভিড কিমখে'কে বলেছিলেন ঃ যদি ইস্রাইল আমাদের জন্যে কিছু না করে, তাহলে আমরা সিরিয়ানদের কাছ থেকে সাহায্য নেব। শারোন আশা করেছিলেন একবার বেরুট দখল করে নিতে পারলে দীর্ঘকাল লেবাননের বুকে ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনী বসে থাকতে পারবে।

কিন্তু বিভিন্ন কারণে তার সেই আশা পূর্ণ হলনা। প্রথমতঃ শারোন মৌখিক বক্তব্য অনুযায়ী বসির জামাইলের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন যেন তিনি বেরুতে

তার প্রাইভেট সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে শহরকে শান্তরাখবার চেষ্টা করেন'।

ঐ সময়ে প্রেসিডেণ্ট রেগানের প্রতিনিধি ফিলিপ হাবিব লেবাননে শান্তি স্থাপন করবার চেষ্টা করেছিলেন। বসির জামাইল হাবিবের কাছে গিয়ে নালিশ করেছিলেন শারোণ বসিরের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন, যেন বসির অবিলম্বে বেরুতে তার সৈন্যবাহিনী দিয়ে শহরকে শান্ত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফিলিপ হাবিব [তিনিও ছিলেন প্রাক্তন লেবানীজ পরে আমেরিকান হয়েছিলেন] বসিরকে একাজ করতে দেননি। বলেছিলেন, বসির, আমি বেরুত থেকে প্যালেস্টে-নিয়ানদের তুলে নেবার চেষ্টা করছি। সিরিয়ানদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করেছি। আজ বাদে কাল আপনি লেবাননের প্রেসিডেণ্ট হবেন। তখন আপনাকে মুসলিম এবং খ্রিশ্চিয়ানদের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করতে হবে। আপনি শারোনের নির্দেশ অমান্য করুণ।

বসির অবশ্য লেবাননের প্রেসিডেণ্ট হতে পারল না কারণ তাকে হত্যা করা হয়েছিল কিন্তু বেরুত থেকে প্যালেস্টাইনিয়ান লিবারেশন অর্গানিজশনকে পাট তুলে নিতে হল।

প্রথমতঃ বসির কেন লেবাননের প্রেসিডেণ্ট হতে পারলেন না, সেই কাহিনী বলা দরকার।

*　　　　*　　　　*

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮, বিকেল চারটে।

বেরুটের আসরফিয়া হল বেরুতের খ্রিশ্চিয়ান ম্যারোনাইটদের মহল্লা। ঐ মহল্লার একটি তিনতলা দপ্তর হল ফালানজিষ্ট পার্টি অফিস।

প্রতি মঙ্গলবারের মতো বসির জামাইল এই পার্টি অফিসে বসে তার দলের নেতাদের সঙ্গে শহরের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

বসির জানতেন না এই দালানে হাবিব তানুস শারতুনি নামে ছাব্বিশ বছরের দামাস্কাসের ন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট পার্টির এক সদস্যর বোনও ওখানে থাকতেন। শারতুনি 'সিরিয়া লেবানন প্যালেস্টাইনকে' এক করবার সমর্থক ছিলেন।

শারতুনি ছিলেন সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স "মুখাবরাতের" একজন এজেণ্ট। তাকে বলা হয়েছিল তিনি যেন বসির জামাইলের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখেন। শারতুনির বোন ও ভাইকে এ কাজে সাহায্য করতেন। পরে সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স কী করে বোমা, ডিনামাইট ব্যবহার করতে হয় শারতুনিকে শিখিয়ে ছিল। ১১ই সেপ্টেম্বর শারতুনি বোনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ঐ সুযোগে তিনি ঐ দালানে এক শক্তিশালী মারাত্মক বিস্ফোরণ অর্থাৎ ডিনামাইট রেখে দিয়েছিলেন।

ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সের বিবৃতি অনুযায়ী ১৪ই সেপ্টেম্বর রোম থেকে সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স শারতুনিকে নির্দেশ দিল পরের দিন বসিরকে হত্যা করতে হবে। এরপর শারতুনি একটি সুটকেশে আরো দুটি শক্তিশালী বোমা রেখে ঐ দালানে রেখে দিলেন। ঐ বোমা এবং নিচের ঘরের ডিনামাইটের উপর ৫১ নম্বর

লিখে রাখা হল। দূর থেকে ৫১ নম্বরে সিগন্যাল পাঠালে বোমা ডিনামাইট বিস্ফোরণে দালান ধ্বংসে পড়বে। সুটকেশটি যে ঘরে রাখা হয়েছিল তার নিচেই ছিল বসির জামাইলের বসবার ঘর।

পরের দিন শারতুনি তার বোনকে ঐ দালান থেকে এক মিথ্যা কথা বলে বের করে নিলেন। পরে তিনি পাশের বাড়িতে গিয়ে বসির জামাইলের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বসির এলেন। তিনি তার দলের সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। আর ঐ সময়ে বোমা এবং ডিনামাইট বিস্ফোরণের জন্যে শারতুনি রেডিও সিগন্যাল পাঠালেন। আর এক মুহূর্তে সমস্ত দালান কেঁপে উঠল। লেবাননের ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট বসির জামাইলকে হত্যা করা হল।

বসিরের হত্যাকাণ্ড ইস্রাইলিদের মনে আতংক সৃষ্টি করল। কারণ লেবাননে বসিরই ছিলেন ইস্রাইলিদের প্রধান স্তম্ভবন্ধু। তার সাহায্যের উপর নির্ভর করেই মেনহাইম বেগিন এবং আরিয়েল শারোন বেরুত আক্রমন করেছিলেন। এরপর বেগিন এবং শারোন স্থির করলেন পশ্চিম বেরুতকে [মুসলিম প্রধান এলাকা] ধ্বংস করে দিতে হবে। এর আগে বেগিন শারোন আমেরিকান সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনী পশ্চিম বেরুত আক্রমণ করবে না। কিন্তু এবার বেগিন শারোন তাদের কথার খেলাপ করলেন। শারোনের সৈন্য-বাহিনী পি. এল. ও রিসার্চ সেণ্টার ভেঙ্গে ফেললেন। তারপর শারোন বেরুতের প্যালেস্টেনিয়ান শরণার্থীদের শিবির সাবরা এবং সতীলা ঘেরাও করলেন। সাবরা এবং সতীলা প্যালেস্টেনিয়ান শরণার্থী শিবির ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বেরুতের ক্রিশ্চিয়ান ম্যারোনাইটরা ধ্বংস করেছিল। কারণ বেগিনের কাছে খবর ছিল প্রায় দুই থেকে তিন হাজার প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা সৈন্য এই দুইটি শরণার্থী শিবিরে লুকিয়ে আছে। পরে জানা গিয়েছিল এই খবর মিথ্যা ছিল ?

ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনী 'সতীলা-সাবরা' শরণার্থী ক্যাম্প আক্রমণ করবার আগে আমাদের জানা দরকার, কী কারণে এবং কী দুর্যোগ অবস্থায় পড়ে প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলারা বেরুত থেকে তাদের পাট তুলে নিয়েছিল। সে আর এক আরব্য রজনীর কাহিনী।

* * *

বেগিন শারোন যখন আমেরিকার নির্দেশকে অমান্য করে সিরিয়ার 'গোলান উপত্যকা' দখল করে নিয়েছিল তখন দ্রুজ নেতা সুলতান পাশা আল আতরাশ একটি কৌতূহলদ্দীপক মন্তব্য করেছিলেন। সুলতান পাশা ছিলেন এক বিখ্যাত দ্রুজনেতা। গোলান উপত্যকা ছিল দ্রুজ মহল্লা।

ঃ সুলতান পাশা তার ছেলেকে বলেছিলেন, আল্লা এদের 'অভিশাপ দিন'।

ঃ আপনি কাদের কথা বলছেন। সুলতান পাশার ছেলে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

ঃ কাদের আবার ? আরবদের আমি ধিক্কার দিই—সুলতান পাশা কর্কশ কণ্ঠে বললেন।

ঃ কেন আরবরা কী করল? সুলতান পাশার ছেলে আবার তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ কিছুই করেনি। কিছু করেনি বলেই তো এই অভিশাপ দিচ্ছি। ইস্রাইলিরা এসে তাদের জমি ছিনিয়ে নিচ্ছে। আরবরা এর প্রতিবাদে কিছুই করছে না। তাদের কাছে সব কিছু আছে। প্লেন, বন্দুক, টাকা এবং পেট্রোল। কিন্তু তবু তারা চুপ করে বসে আছে। এই সব ধনী আরবদের আমি ঘেন্না করি, তাদের থুতু দিই।

* * *

লেবাননে প্যালেস্টেনিয়ান ক্রিশ্চিয়ান ম্যারোনাইট এবং ইস্রাইলিদের লড়াইর তাপ প্রতিদিন বাড়ছিল। প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলারা এবং আরাফত বেরুতের লড়াই করবার পর বুঝতে পেরেছিল ধনী আরব দেশগুলির কাছ থেকে কোন প্রকার সাহায্য সহানুভূতি পাবার কোন সম্ভবনা নেই, বিশেষ করে যে সব দেশ তেল উৎপাদন করে তাদের কছে প্যালেস্টেনিয়ানরা আতংক, চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল।

অধিকাংশ আরব দেশগুলি চাইছিল পি-এল-ও' ইস্রাইলের সঙ্গে একটা আপোষ মীমাংসা হক। ওদিকে ইরানে আয়াতোল্লার খোমেনীর আগমনের পর ধনী আরব দেশগুলির চিন্তা বাড়ল। তারা আরাফতের উপর মীমাংসার জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। ধনী আরবদেশগুলির এই মনোভাব আরাফতকে বিচলিত করেছিল।

সিরিয়ার প্রেসিডেণ্টের আসাদের কাছে প্যালেস্টেনিয়ান মুক্তি যোদ্ধারা বিশেষ করে আরাফত ছিলেন পীড়াদায়ক। প্রথমে আসাদ লেবাননে প্যালেস্টে-নিয়ানদের সাহায্য করবার জন্যে তার সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। আরাফত লেবাননে প্যালেস্টেনিয়ানদের ভূমিকা নিয়ে আসাদের সঙ্গে আলোচনা করে মীমাংসার কোন পথ খুঁজে পান নি। বরং দুজনের মধ্যে মতপার্থক্য বাড়ল। আরাফত চেয়েছিলেন লেবাননের ক্রিশ্চিয়ানদের সঙ্গে লড়াই করবার পূর্ণ স্বাধীনতা পি-এল-কে দে'য়া হক। ইতিমধ্যে লেবাননে প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা-দের স্বাধীন মনোভাব আসাদ বিচলিত করেছিল। আসাদ আরাফতের ক্ষমতা হ্রাস করবার জন্যে পি-এল-ও' থেকে হটাবার প্ল্যান করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসাদ এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। বরং আরাফত যখন লেবাননে ক্রিশ্চিয়ান ম্যারোনাইটদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে বদ্ধ পরিকর হলেন তখন লেবাননের গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে আসাদ সিরিয়ান সৈন্য বাহিনী লেবাননে পাঠালেন।

* * *

লেবাননের গৃহযুদ্ধে বিশেষ করে বিচলিত হয়েছিল, লেবাননের সুন্নী মুসলিম সম্প্রদায়।।

এর আগে এই সুন্নী মুসলিম সম্প্রদায় প্যালেস্টেনিয়ানদের তাদের ক্লাব ঘর

হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। প্যালেস্টোনিয়ানরাও এদের সাহায্য নিয়ে অনেক ঝড় ঝাপটা অতিক্রম করেছিল। কিন্তু লেবাননের গৃহযুদ্ধ শুরু হবার পর এই ধনী সুন্নী মুসলিম সম্প্রদায় প্যালেস্টোনিয়ানদের বিরোধী হলেন।

প্যালেস্টোনিয়ানদের লেবাননের গৃহযুদ্ধের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে বেরুতের গণ্যমান্য সুন্নী মুসলিম সম্প্রদায় এক বৈঠক ডাকলেন। এই বৈঠকের তারিখ স্মরণীয়, ৩রা জুলাই, ১৯৪৮, রমাদান উৎসবের দিন।

এই আলোচনায় ইয়াসির আরাফতও উপস্থিত ছিলেন। সভার নেতৃত্ব করেছিলেন প্রাক্তন সুন্নী মুসলিম প্রধানমন্ত্রী সাহেব সালাম।

আলোচনা শেষে সাহেব সালাম ইয়াসির আরাফতকে পরিষ্কার ভাষায় বললেন: সামরিক যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এবার থেকে আপনারা পি. এল. ও-কে রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে গঠন করুন। শুধু পশ্চিম বেরুতের সুন্নী মুসলিম-দের স্বার্থে নয়, প্যালেস্টোনিয়ানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। আমাদের আর একটা অনুরোধ। আপনি পি. এল. ও-দের নিয়ে লেবানন থেকে চলে যান।

দীর্ঘ চার ঘণ্টা ধরে এই আলাপ আলোচনা হল। পরে আরাফত বললেন তিনি 'নামাজ' শেষ করে লেবাননের সুন্নী মুসলিম প্রতিনিধিদের এই প্রস্তাবের জবাব দেবেন।

নামাজের শেষে আরাফত আবার ঐ সভায় ফিরে এলেন। পরে আরাফত ঐ সভায় তদনান্তীন লেবাননের প্রধানমন্ত্রী শফীক আল ওয়াজ্জামানকে একটি চিরকুট দিলেন। ঐ চিরকুটে লেখা ছিল যে পি. এল. ও হাইকম্যাণ্ড স্থির করেছে তারা লেবানন থেকে চলে যাবে।'

এই হল প্যালেস্টোনিয়ানদের লেবানন থেকে চলে যাবার কাহিনী।

* * *

এর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কাহিনী হল বেরুতের সাবরা এবং সতীলা প্যালেস্টোনিয়ান শরণার্থী ক্যাম্পে ইস্রাইলিদের সাহায্য নিয়ে লেবানীজ ক্রিশ্চিয়ান ম্যারোনাইটেরদের আক্রমণ এবং হত্যাকাণ্ড।

* * *

আরিয়েল শারোন মেনহাইম বেগিন যা চেয়েছিলেন তা এরা পেলেন না। একমাত্র পি. এল. ও' বেরুত থেকে চলে গেল। শারোন বসির জামাইলকে লেবাননের প্রেসিডেণ্ট করতে চেয়েছিলেন। বসির জামাইল লেবাননের প্রেসিডেণ্ট হলেও তিনি বেগিনের অনুগত এবং বাধ্যর হতেন কিনা এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ বসির বেগিনের নির্দেশ মতো ইস্রাইলের সঙ্গে সন্ধিপত্রে সই করতে রাজি ছিলেন না। শুধু মা বসির জামাইল খুন হলেন।

২১ সেপ্টেম্বর, বসিরের জামাইল বড় ভাই আমিন জামাইল লেবাননের নতুন রাষ্ট্রপতি হলেন। আমিনের সঙ্গে সি. আই. এ-র কোন সম্পর্ক ছিল না। এই পরিস্থিতিতে আমিনের চাইতে যোগ্য কোন ক্রিশ্চিয়ান ম্যারোনাইট পাওয়া সম্ভব

ছিল না।

*　　　*　　　*

প্রথমে যখন ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনী লেবানন আক্রমণ করেছিল তখন বেরুতের শিয়া সম্প্রদায় ইস্রাইলি সৈন্যদের অভিনন্দন জানিয়েছিল। কিন্তু শিয়া সম্প্রদায় এবং ইস্রাইলিদের মধ্যে এই সদ্ভাব, ভালবাসা বেশিদিন স্থায়ী হল না। শিয়ারা ইস্রাইলিদের ঘৃণা করতে শুরু করল। ইতিমধ্যে ইরান থেকে আয়াতোল্লা খোমেনীর কিছু শিষ্য বেরুতে এল। তারপর শিয়া সম্প্রদায় নতুন করে গঠিত হল। শিয়ারা এক আত্মহত্যা বাহিনী গঠন করল।।

এই শিয়া সম্প্রদায়ের আত্মহত্যা বাহিনী বেশ বেপরোয়া ছিল। শেনবেত এদের গতিবিধি, কাজকর্মের ধারা সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হল। একবার নারাটিয়া গ্রামে 'অসুরা' উৎসবে ইস্রাইলি সৈন্যরা এসে বাধা দিল। ইস্রাইলি সৈন্যরা উপস্থিত সবাইকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল। শিয়া সম্প্রদায় তাদের উৎসবে ইস্রাইলিদের হস্তক্ষেপ করা অপছন্দ করল। এবার থেকে শিয়ারাও ইস্রাইলিদের বিরোধিতা করতে শুরু করল। তারা ইস্রাইলিদের আক্রমণ করতে লাগল। এই আক্রমণ করবার জন্যে তারা বোমা বন্দুক ব্যবহার করত।

পরবর্তী কাহিনী আরও উল্লেখযোগ্য। বাসিরের মৃত্যুর পর ইস্রাইলি সৈন্যদের প্রধান মূলমন্ত্র ছিল ঃ প্রতিহিংসা। শারোন স্থির করলেন পশ্চিম বেরুতে সতীলা এবং সাবরা নামে যে দুইটি প্যালেস্টেনিয়ান শরণার্থীদের ক্যাম্প আছে সেই ক্যাম্প থেকে শরণার্থীদের উচ্ছেদ করতে হবে। এই কাজ ইস্রাইলি সেনারা নিজের হাতে করল না। তারা এ কাজের জন্যে লেবানীজ ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ান সৈন্যদের সাহায্য নিল।

প্রথমে শারোন এক আদেশ জারী করলেন ইস্রাইলি সেনারা ভবিষ্যৎ সতীলা এবং সাবরা শরণার্থী ক্যাম্পে আর প্রবেশ করবে না। কারণ খুলে বলা হল না। সতীলা-সাবরা ক্যাম্পের হত্যাকাণ্ডের প্রধান জল্লাদ হয়েছিলেন এক লেবানীজ জেনারেল এলিয়াস হোবেকা। তিনি ছিলেন লেবানীজ সৈন্যবাহিনীর ইনটেলিজেন্সের প্রধান কর্তা। হোবেকার সঙ্গে শেনবেতের বেশ গভীর নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

১৬ই সেপ্টেম্বর, বেরুতের বিমান বন্দরের কাছেই ছিল এই দুইটি শরণার্থী ক্যাম্প। ঐ ক্যাম্পের কাছে প্রায় ১৫০০ ফালানজিস্ট সৈন্য জড়ো হল। পরে ঝাকে ঝাকে করে ফালানজিস্ট সেনারা এই দুইটি ক্যাম্পে প্রবেশ করতে লাগল। শরণার্থীরা যেন পালিয়ে না যায় তার জন্যে ইস্রাইলি ডিফেন্স ফোর্স (IDF) ক্যাম্পের চারদিক ঘিরে রাখল। এবার শারোন এক ইস্তাহার জারী করে বললেন ঃ ইস্রাইলি ডিফেন্স ফোর্সের সৈন্যদের পশ্চিম বেরুতের হাঙ্গামা দমন করতে মোতায়েন করা হয়েছে।

তারপর শুরু হল এই শরণার্থী ক্যাম্পে নারকীয় কাণ্ড। খুন, রেপ, পাপ জগতের সব কিছু। দু'দিন পরে এই হত্যাকাণ্ড আরো সুষ্ঠুভাবে করবার

জন্যে আরো দুই ব্যাটালিয়ন ফালানজিষ্ট খ্রিশ্চিয়ান সৈন্যবাহিনী এল।

সতীলা সাবরা ক্যাম্পে যে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল ইতিহাসে তার নজীর পাওয়া বিরল। দার ইয়াসিনের হত্যাকাণ্ড সতীলা সাবরা কাছে ম্লান হয়ে যায়। এই হত্যাকাণ্ডে কতলোক প্রান হারিয়েছিল তার সঠিক হিসেব আজ অবধি পাওয়া যায় নি। অনেকে বলেন প্রায় দুশোর উপর মহিলা এবং প্রায় পঞ্চাশ জন শিশুকে খুন করা হয়েছিল। পরে রেডক্রসের প্রকাশিত ইস্তাহার থেকে জানা গেল প্রায় হাজারের বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছিল।

শারোন অস্বীকার করলেন যে এই দুই শরণার্থী ক্যাম্পের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ইস্রাইলি ডিফেন্স ফোর্সের কোনপ্রকার সম্পর্ক আছে। শারোন আরো বললেন ক্যাম্পের ভেতর কী ঘটেছে তিনি তা জানতেন না।

ইস্রাইলি সৈন্যরা ক্যাম্পের ভেতর থেকে কোন প্রকার চিৎকার, আর্তনাদ শুনতে পায় নি।

সারা বিশ্বে সতীলা-সাবরা ক্যাম্পের হত্যাকাণ্ড নিয়ে আলোড়ন শুরু হল। ঘটনা এত গুরুতর হয়েছিল যে ইস্রাইলি সরকার বিচারীয় তদন্তের আদেশ দিলেন। এই কমিশনের প্রধান বিচারপতি হলেন জষ্টিস 'কাহান'।

কাহান কমিশন এই দুইটি শরণার্থী ক্যাম্পের হত্যাকাণ্ডে তদন্ত করে শারোনকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী করলেন। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর শারোনকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ থেকে সরান হল। প্রথমে তাকে 'মিনিষ্টার উইদাউট পোর্টফলিও' হিসেবে নিয়োগ করা হল। পরে তাকে ইণ্ডাষ্ট্রি মিনিষ্টার করা হল। পরে তাকে তাড়ান হল। এছাড়া ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াবোন যিনি সতীলা ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলেন তার বিভাগীয় শাস্তি দে'য়া হল। তাকে নতুন কোন কমানড দে'য়া হলনা।

লেবাননের আক্রমণের ব্যর্থতার পর মেনহাইম বেগিনের জীবনে অনেক দুঃখ ঘনিয়ে এল। বেগিন ভেঙ্গে পড়লেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তাফা দিলেন। পরে তার মৃত্যু হল।

* * *

ইতিমধ্যে মোসাদের কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। দীর্ঘকাল মোসাদের বড় কর্তা থাকবার পর হফি বিদায় নিয়েছিলেন। হফির পরামর্শে তার সহকারি নাহুম এডমনিকে মোসাদের বড় কর্তা করা হল।

শারোন চলে গিয়েছিলেন সত্যি কিন্তু আমরা দেখতে পাব শারোনের বন্ধুরা শালোন, আইটান, নিমরোডি, খাসোগী, মধ্যপ্রাচ্যর রাজনীতি নিয়ে দাবা খেলা খেলছিলেন।

মেনহাইম বেগিনের নাটকীয় ইস্তাফার পর লিকুদ পার্টির নেতা হলেন ইয়াতজাক শমীর। কিন্তু শমীরের প্রতিদ্বন্দ্বী ডেভিড লেভী, আরিয়েল শারোন তারা তাকে নেতা বলে স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করলেন।

* * *

একটা জরুরী খবর এসেছিল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে। 'প্রধানমন্ত্রীর বডিগার্ড' এসে বলল : স্যর আপনার সঙ্গে শেনবেতের একজন কর্তা কথা বলতে চাইছেন।

তারিখ এপ্রিল, ১৩, ১৯৪৪ সাল। সেই দিনই 'লিকুদ' পার্টির নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার কথা ছিল। তাই দপ্তরের সবাই একটু উত্তেজিত, অস্থির ছিল।

প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পেরেছিলেন বিশেষ কোন কারণ ছাড়া আব্রাহাম শালোম এই দিনে তাকে স্মরণ করবেন না। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিয়ে শালোম এক পুরাতন রহস্যর জটাজাল খুলবার চেষ্টা করছিলেন। সেই রহস্য ছিল 'অধিকৃত' এলাকায় ইস্রাইলি সন্ত্রাসবাদীদের কর্মতৎপরতা এবং পশ্চিমপারের তিন মেয়রের হত্যার পেছনে কে আছেন?

প্রধানমন্ত্রী শমীর অধিকৃত এলাকায় মেয়রের হত্যাকাণ্ডের তদন্তের পুনরায় আদেশ দিয়েছিলেন। বেগিন এ ক্ষমতা শেনবেতকে দিতে অস্বীকার করেছিলেন। শমীর এই তদন্তে কোন বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করেননি। যদিও শমীর জানতেন, 'লিকুদ' পার্টির নির্বাচন আসন্ন এবং এই তদন্তের ফলাফল তার বিরোধী প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। কারণ যে সব ইস্রাইলিরা অধিকৃত এলাকায় জমি দখল করে বসে তাদের ঐ জমি থেকে উচ্ছেদ করা সহজ কাজ হবেনা। তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে গেলে দেশের ডানপন্থীরা তীব্র প্রতিবাদ করতে পারে।

কিন্তু একটু বাদে আর একটি উত্তেজনামূলক খবর প্রধানমন্ত্রী শমীর পেলেন। শমীরের মিলিটারি, এটাচী কর্ণেল আজ্রিয়েল নেভো এসে বললেন: মিঃ প্রাইম মিনিষ্টার, এই মাত্র একটি খবর পেয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। শেনবেতের কর্তা আমাকে টেলিফোন করে বলেছেন, যে প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলারা একটি ইস্রাইলি বাসকে ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছে। যাত্রীর সংখ্যা তিনশো। খুব সম্ভবতঃ ছিনতাইকারীরা ইস্রাইল সীমান্ত পার হয়ে বাসটিকে ইজিপ্টে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। বাসটির গতিবিধি সম্বন্ধে আমাদের কোন খবর নেই।

শমীর জানতেন ছিনতাইকারীরা ধরা পড়বেই। যদি ছিনতাইকারীরা ধরা পড়ে তাহলে 'লিকুদ' পার্টির জয়জয়কার হবে। শমীর নিজেও বিশ্বাস করতেন প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলাদের দমন করা উচিত।

ইতিমধ্যে নির্বাচনের খবর পাওয়া গেল। নির্বাচনে শীমন পেরেস জয়লাভ করেছেন। ইয়াতজাক শমীর জানতেন যে শীমন পেরেস প্যালেস্টেনিয়ানদের প্রতি আরো উদার মনোভাব গ্রহণ করবেন।

এই বাস হাইজ্যাকের কাহিনী কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলনা। সামরিক সেন্সরশিপ। কিন্তু হাইজ্যাকের কাহিনী বেশিদিন চাপা রইল না। প্রথম ইঙ্গিত পাবার সঙ্গে সঙ্গে ইস্রাইলি সাংবাদিকেরা হাইজ্যাক বাসটির সন্ধানে বেড়িয়ে পড়ল।

গাজা এলাকার কাছে বাসটির খোঁজ পাওয়া গেল। বাসটি যেন ইস্রাইলি সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে যেতে না পারে, তার জন্যে ইস্রাইলি সামরিক এবং

শেনবেতের বাহিনী পুরো সীমান্ত ঘেরাও করে রাখল। শেনাবতের প্রধান আব্রাহাম শালোম এবং সৈন্যবাহিনীর বড় কর্তা মোশে আরেনসও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলারা এবার তাদের দাবি পেশ করল। তাদের দাবি ছিল ইস্রাইলের জেলে যে সব প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলারা বন্দী আছেন তাদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

ইস্রাইল সরকার এই দাবিকে স্বীকার করে নিতে অরাজী ছিল। স্থির হল গড়িলাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। বিভিন্ন আধুনিকপন্থা অনুসরণ এবং অবলম্বন করে গড়িলাদের গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করা হল।

শেনবেত এই গড়িলাদের সম্বন্ধে পুরো খোঁজখবর নিয়েছিল। এরপর ইস্রাইলি কমানডো বাহিনী গড়িলাদের আক্রমণ করল। কমানডো বাহিনীর গুলিতে দুইজন নিহত হল। এর পরে বাকী গড়িলারা আত্মসমর্পণ করল।

এই বাস হাইজ্যাকিং নিয়ে জল অনেক দূর গড়াল। প্রথমতঃ রেডিওতে বলা হল যে দুইজন গড়িলা মারা গেছে এবং দুইজন আহত হয়েছে। পরে রেডিওতে ঘোষণা করা হল চারজন হাইজ্যাকার মারা গেছেন।

এই নিহতদের সংখ্যা নিয়ে এক তুমুল বাদানুবাদ সৃষ্টি হল। 'হাদাশট' নামে তেল আভিভের একটি সাপ্তাহিকী পত্রিকা ছিল। এই পত্রিকার ফটোগ্রাফার আলেক্স লিবাক বললেনঃ যে তিনি নিজের চোখে দুইটি মৃতদেহ দেখেছেন। বাসে আগুন ধরে গিয়েছিল এবং আহত দুইজন গড়িলাদের উপর লাঠি, ঘুষি, ইত্যাদি দিয়ে অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছে। লিবাক ক্যামেরার একটি পটে অত্যাচারের ছবি তুলে রেখেছিলেন।

প্রথমে 'হাদাশটের' তরুণ সম্পাদক অসি ক্লাইন, তার ফটোগ্রাফার লিবাকের কথা বিশ্বাস করেননি। পরে আলেক্স লিবাক যখন তার তোলা ছবিটি সম্পাদককে দেখালেন, তখন ক্লাইন বিশ্বাস করলেন, যে দুইজন প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলাকে অমানুষিক অত্যাচার করে তাদের হত্যা করা হয়েছে।

এমন কী ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির কর্তারা এই ঘটনার পুরো খবর রাখতেন না। সামরিক বাহিনীর কর্তা মোশে আরনস সমস্ত বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করবার আদেশ দিলেন। ঐ তদন্ত কমিশনের কর্তা হলেন জেনারেল মেয়ার জোরিয়া।'

পরে ইস্রাইলের সংবাদপত্রকে বলা হল যেন এই সম্বন্ধে কোন খবর প্রকাশিত না করা হয়। সামরিক সেন্সরশিপ জারী করা হল।

'হাদাশটের' সম্পাদক ক্লাইন সন্দেহ করলেন এই সামরিক সেন্সরশিপের পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন গোপন খবর লুকানো আছে। ঐ লুকানো খবর সৈন্যবাহিনী ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ ইস্রাইলি জনগণের কাছে বাস হাইজ্যাকিংর আসল কথা বলা হবে না। ক্লাইন, লিবাকের সেই ফটোটি যে ছবিতে দুই প্যালেস্টানিয়ান গড়িলার উপর অত্যাচার করা হচ্ছে সেই ছবিটি প্রকাশ করল। এই ছবিটি সামরিক সেন্সরশিপ লঙ্ঘন করেই ছাপা হয়েছিল। সামরিক বাহিনী এবার হাদাশট পত্রিকাকে বন্ধ করে দিল।

এরপর জনগণের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হল। তারা বলতে লাগল দুইজন প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলাকে সামরিক বাহিনী অত্যাচার করে খুন করেছে। বাজারে এই খবরটি ছড়িয়ে পড়ল।

পরের মাসে ২৪শে মে, ১৯৪৪ সালে জোরিয়া কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হল। রিপোর্টে স্বীকার করা হল দুইজন প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলাকে জীবিত অবস্থায় নামানো হয়েছিল।

এবার প্রশ্ন উঠল, এই দুইজন প্যালেস্টোনিয়ান কে হত্যা করেছে? জোরিয়া কমিশনের রিপোর্ট ছিল গোপন, 'টপ সিক্রেট' এবং সংবাদপত্রে এই রিপোর্টের কথা উল্লেখ করা হলনা। এই রিপোর্ট পুলিশের কাছে পাঠান হল। সেখান থেকে এই রিপোর্ট গেল এটর্নী জেনারেল ইয়াতজাক জমির এবং সরকারি উকীলের কাছে। রিপোর্টের উপর তাদের মন্তব্য চাওয়া হল।

ইতিমধ্যে রাজনীতির ময়দানে ইয়াতজাক শমীর দেশ শাসনের লাগাম ধরে বসেছিলেন। পরে ১৯৪৪ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচনে হল। সেই নির্বাচনে 'লিকুদ' এবং লেবর পার্টি সমান সমান আসন পেল। এক জাতীয় সরকার গঠন করা হল। স্থির হল উভয় পক্ষই পালা করে দেশ শাসন করবে।

প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হলেন শীমন পেরেস। ঐ সময়ে পেরসের কাছে প্রধান সমস্যা ছিল মুদ্রাস্ফীতি। এই মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করা হল শীমন পেরেসের প্রথম ও প্রধান কাজ। দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৬০০ পার্সেন্ট। এছাড়া দুই নম্বর কাজ ছিল লেবানন থেকে সৈন্যবাহিনীকে তলব করে আনা। এই সব কারণে বাস হাইজ্যাকিংর কাহিনী কারু মনে কোন চিন্তাভাবনা সৃষ্টি করল না।

শেনবেতের কর্তা জোরিয়া কমিশনের কাছে বলেছিলেন তিনি দুইজন প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলাকে আহত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। প্রশ্ন হল আহত অবস্থায় কেন দুই গড়িলাকে শেনবেতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ঐ প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া গেলনা। শেনবেত কমিশনকে আরো বলেছিল, সৈন্যবাহিনীর মারপিটের পর দুইজন প্যালেস্টানিয়ান গড়িলা মারা যায়।

সরকার পক্ষের উকীল উনা ব্লাটম্যান শেনবেতের এই জবাবকে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ব্লাটমান সৈন্যবাহিনীর জেনারেল ইয়াতজাক মরডেকাইকে এই হত্যার জন্যে অভিযুক্ত এবং দায়ি করলেন।

জেনারেল মরডেকাইকে কোর্ট মার্শাল করা হল। তিনি স্বীকার করলেন তিনি তার রিভলবারের পেছন দিয়ে আহত দুই গড়িলাকে আঘাত করেছিলেন। খবর বার করবার জন্যে তার এ কাজ করা আবশ্যক ছিল। অবশ্যি তিনি এ কাজ করবার জন্যে আর একটি অজুহাত দিয়েছিলেন। বলেছিলেন "আমি যখন এই দুই গড়িলাকে পেয়েছিলাম তখন তাদের অবস্থা বেশ সঙ্গীন ছিল। কোর্ট মার্শাল জেনারেল মরডেকাই'র এই বিবৃতি সত্যি বলে স্বীকার নিয়েছিলেন। জেনারেল মরডেকাইকে এই অভিযোগ থেকে দায়মুক্ত করা হল।

এবার এই সাক্ষ্য ও তথ্যের ভিত্তিতে সরকারি উকীল ব্লাটমান এবং এর্টনী জেনারেল জমির সুপারিশ করলেন যেন শেনবেতের দুই কর্মচারি, যারা প্যালেস্টেনিয়ানদের জেরা করেছিল, তাদের কোর্টের সামনে হাজির করা হক। কোর্ট অবশ্যি শেনবেতের এই দুই কর্মচারিকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করল। কিন্তু শেনবেতের বিভাগীয় তদন্ত কমিশন এই দুই কর্মচারির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করল। শেনবেতের এই বিভাগীয় তদন্ত কমিশন খুবই কঠোর ছিল। তারা সহজে কাউকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করত না।

এবার সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগল এই দুর্ঘটনায় মিথ্যা কথা কে বলেছে? অর্থাৎ দুই প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলাকে কী সত্যি সত্যি অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছে? বিভাগীয় তদন্ত কমিশন শেনবেতের আরো তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মচারিকে জেরা করে। এই তিন কর্মচারি ছিলেন: রুবেন হাজাক, তিনি ছিলেন আব্রাহাম শালোম, শেনবেতের ডিরেক্টরের ডান হাত। পেলেগ রাডাই, তিনি ছিলেন সিকিউরিটি ব্রাঞ্চের প্রধান এবং রফি মালাকা। বলা যায় এরা ছিলেন শেনবেতের প্রধান স্তম্ভ। এরা বহু সন্ত্রাস দমনের কাজ করে প্রশংসা অর্জন করেছিন। বাস হাইজ্যাকের ঘটনায় এদের খুঁটির জোর কমল। এই ব্যাপারে এরা তিনজন ভিন্ন মত পোষণ করতেন।

হাজাক, রাডাই এবং মালকা তিনজনেই শালোমের নির্দেশে জোরিয়া কমিশনের কাছে মিথ্যা কথা বলেছিলেন। তারা শেনবেতের জন্যে অনেক জাল ডকুমেণ্ট, মিথ্যা সাক্ষী, ইত্যাদি নোংরা কাজ করেছিলেন। শালোম তাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শালোমের জবাব এদের সন্তুষ্ট করল না। তিনজনেই শালোমকে পদত্যাগ করতে বললেন, কিন্তু শালোম এদের কথানুযায়ী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন না। অবশ্যি তিনি রুবেন হাজাককে প্রধানমন্ত্রী শীমন পেরেসের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দিলেন। শীমন পেরেস হাজাকের কথাগুলি বিশ্বাস করলেন না। কারণ শীমন পেরেস একটা গুজব শুনেছিলেন যে হাজাক শেনবেতের কর্তা হবার চেষ্টা করছেন।

শুধু তাই নয়। শীমন পেরেস শেনবেতের এই তিন কর্মচারির স্বীকৃতির কী পরিণাম হবে এবং ইস্রাইলের রাজনীতির উপর কী প্রভাব হবে সেই কথা ভেবে চিন্তিত হলেন। বাস হাইজ্যাকিংর সময় ইয়াতজাক শমীর ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং মোশে আরনস ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঐ সময়টা ছিল যৌথ শাসনের যুগ। এখন শীমন পেরেস যদি হাজাকের কথাগুলিকে স্বীকার করে নে'ন তাহলে কোয়ালিশন সরকারের পতন হত। শীমন পেরেস সন্দেহ করলেন সরকারের বিরোধী এই চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের পেছনে নিশ্চয় ইয়াতজাক শমীরের হাত আছে। কারণ ইয়াতজাক শমীরের ইচ্ছা হল যেন কোয়ালিশন সরকারের পতন হয়। এই সব বিবিধ কারণে শীমন পেরেস এই ঘটনা নিয়ে আর কোন তদন্ত করতে চাইলেন না। কিন্তু শীমন পেরেস তার গণনায় এক মারাত্মক ভুল করেছিলেন। শেনবেতের এই তিন কর্মচারি সহজে

হাল ছেড়ে দিলেন না। ধমকে, সাজা কোন কিছুই তাদের দমাতে পারলনা। আব্রাহাম শালোমের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও এই তিন কর্মচারি গিয়ে এর্টনী জেনারেলের কাছে এমন সব তথ্য দিলেন যা থেকে প্রমাণিত হল যে একটা খুন কাহিনীকে ধামাচাপা দে'য়া হয়েছে বা হচ্ছে?

এবার শেনবেতের মধ্যে দুইটি ভাগ হল। একদল আব্রাহাম শালোমকে সমর্থন করল এবং আর একদল যারা বিদ্রোহীর পক্ষ হয়ে কথা বলতে শুরু করল। এই ঝগড়া বিবাদ থেকে শেনবেতের কর্মচারিরা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারলনা।

এবার রফি মালাকা ইস্রাইলের সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করলেন যে তাকে অন্যায় ভাবে সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাকে পুর্ণবহাল করা হক। শেনবেতের দপ্তরে এই বিষয়টি ছিল আলোচনার বিষয়। বিভিন্ন ধরনের, এমন কী অতি নোংরা গুজব বাজারে ছড়িয়ে পড়ল। একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে কেচ্ছা, কেলেঙ্কারী গাইতে শুরু করল। দপ্তরের গোপন কথা প্রকাশিত হল। কিন্তু সামরিক সেন্সরশিপ থাকবার জন্যে এইসব ঘটনার বিন্দু বিসর্গও কোন কাগজে প্রকাশিত হলনা। এর্টনী জেনারেল ইয়াতজাক জমির এইসব নালিশ অভিযোগ শুনে শুধুমাত্র বিস্মিত, হতভম্ব হলেন না, তাব গভীর চিন্তা শুরু হল। তিনি এবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে তার মনের চিন্তার কথা ও কারণগুলি খুলে বললেন। বললেন, কী করা যায় কিংবা কী করা উচিত।

শীমন পেরেসের কাছে এই সব ঘটনা ছিল একেবারে 'বম্বশেল'। জমির প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন যে তিনি এই ঘটনার সমস্ত কাগজপত্র পুলিশের হাতে তুলে দিতে চান। তিনি চান এবং নিরপেক্ষ তদন্ত করা হক।

এই পরিস্থিতিতে শীমন পেরেস কী করবেন ভেবে পেলেন না। তিনি জমিরকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন এই ঘটনা নিয়ে পুলিশ তদন্ত করলে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না।

এবার জি জমির এক মীমাংসার প্রস্তাব করলেন। আব্রাহাম শালোমকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে বলা হক। শীমন পেরেস এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিতে পারলেন না? উপায় না দেখে শীমন পেরেস বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে তার অন্য দুই সহকর্মী ইয়াতজাক শমীর এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়াতজাক রবীনের শরণাপন্ন হলেন। এই তিনজনকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'প্রাইম মিনিষ্টারস ক্লাব'। তারা আলোচনা করতে লাগলেন কী উপায়ে এই ঘটনার মীমাংসা করা যায়। লিকুদ কিংবা লেবর পার্টি উভর দলই ইস্রাইলের ইনটেলিজেন্স দপ্তর শেনবেতের কোন ক্ষতি কিংবা দুর্বল করবার' পক্ষপাতি ছিলেন না। 'গণতন্ত্র' এবং 'সিকিউরিটি'র মধ্যে বাছাই করতে হলে তারা সিকিউরিটিকে বাছাই করবেন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিলনা।

এবার আর একটি বিপদ দেখা দিল। 'প্রাইম মিনিষ্টারস' ক্লাব জানত দুমাস আগে এর্টনী জেনারেল জি জমির তার পদ থেকে ইস্তাফা দেবার ইচ্ছা

প্রকাশ করেছিলেন। এই সব কথা চিন্তা করে 'প্রাইম মিনিষ্টারস' ক্লাব স্থির করল যে জমিরের পদত্যাগপত্র অবিলম্বে গ্রহণ করা হক। তার পরিবর্তে এমন একজনকে এর্টনী জেনারেল করা হবে যিনি প্রাইম মিনিষ্টারের ক্লাবের নির্দেশনুযায়ী কাজ করবেন। অর্থাৎ প্রাইম মিনিষ্টারস ক্লাবের দরকার হল একজন অনুগত এর্টনী জেনারেলের।

কিন্তু জি জমির প্রাইম মিনিষ্টায়স ক্লাবের ইচ্ছা কিংবা আশা পূরণ করলেন না। তিনি স্থির করলেন, এক বাস হ'ইজ্যাকিং, দুই এই প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলাদের মৃত্যুর পুরো তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি এর্টনী জেনারেলের পদেই থাকবেন। 'গণতন্ত্র' এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটির মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য খুঁজে পেলেন না। বরো, তার বক্তব্য ছিল 'স্কাণ্ডাল' ধামাচাপা দিলে ভবিষ্যৎ ইস্রাইলের ক্ষতি হতে পারে।

১৮ই মে ১৯৪৪ সালে জি জমির পুলিশের কাছে নালিশ করলেন। শেনবেতের মধ্যে যে অভিযোগ এবং তার প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল সেই ঘটনার পুরো তদন্ত দাবি করলেন। যেহেতু সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশিপ চালু ছিল সেই হেতু টিভির সংবাদে যে-সব ব্যক্তিরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাদের নাম উল্লেখ করা হলনা। সংবাদে শুধু বলা হল শেনবেতের কিছু সিনিয়র কর্মচারির বিরুদ্ধে এই তদন্ত করা হচ্ছে। জনসাধারণের কাছে পুরো ঘটনাটি অজানা রইল। কিন্তু প্রেস সেন্সরশিপ বেশিদিন কার্যকরী হলনা। কারণ আমেরিকান টেলিভিসন নেটওয়ার্ক 'এ. বি. সি' তাদের সংবাদে এই সিনিয়র কর্মচারির নাম উল্লেখ করল। একজন সিনিয়র কর্মচারির নাম ছিল শেনবেতের বড় কর্তা, 'আব্রাহাম শালোম।' শুধু তাই নয় এ. বি. সি'র সংবাদ থেকে আরো জানা গেল আব্রাহাম শালোমের নির্দেশেই এই দুই প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলার উপর মারপিট করা হয়েছিল এবং পরে তারই নির্দেশে তাদের হত্যা করা হয়। ষেহেতু এই সংবাদ আমেরিকায় পরিবেশিত হয়েছিল, সেই কারণবশতঃ ইস্রাইলি আর্মি সেন্সর এই সংবাদ টিভিতে পরিবেশন করবার এবং সংবাদপত্রে ছাপবার অনুমতি দিল। আর এই 'সেন্সরড' সংবাদ থেকে জনসাধারণ জানতে পারল যে শেনবেতের বড় কর্তা আব্রাহাম শালোমের নির্দেশে দুই প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলাকে হত্যা করা হয়েছিল।

কিন্তু এরপর পুলিশি তদন্তে ঢিল পড়ল। পুলিশ শেনবেতের কয়েকজনকে জেরা করে জানবার চেষ্টা করল এই ঘটনার জন্যে দায়ী কে? ঐ সময়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শমীর এবং সামরিক বাহিনীর কর্তা আরেনসকে প্রশ্ন করা হল।

ইতিমধ্যে শালোম স্থির করেছিলেন তিনি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন। তিনি বললেন ঃ আমি যা করেছি, প্রধানমন্ত্রী ইয়াতজাক শমীরের নির্দেশনুযায়ী করেছি। পরে যখন শালোম দেখতে পেলেন যে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ, তথ্য, সাক্ষী সবকিছুই জোরদার করা হচ্ছে এবং তাকে খুন, হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে, তখন তিনি এক অভাবনীয় কাণ্ড করে বসলেন।

তারই উদ্যোগে কিংবা বলা যায় তারই অনুরোধে ২৩শে জুন, গভীর রাত্রে ইস্রাইলি ক্যাবিনেটের এক বিশেষ বৈঠক হল। 'প্রাইম মিনিষ্টারস' ক্লাবের সুপারিশে স্থির করা হল 'আব্রাহাম শালোম' এবং তিন বিদ্রোহী শেনবেতের কর্মচারিদের অবিলম্বে বরখাস্ত করা হবে। অবশ্যি শেনবেতের বাকী এগার জনকে মাপ করা হবে। এর দরুন তাদের বিরুদ্ধে কোর্টে কোন অভিযোগ করা সম্ভব হল না। ক্যাবিনেট তিনজন সরকারি এর্টনীকে নিয়ে এক নতুন তদন্ত কমিশন গঠন করল। এই কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন 'এহুদিত কারপ'। বলা হল তিনি এই ঘটনায় শেনবেতের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে বিচার করবেন।

১৯৪৪ সালে, 'কারপ' কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হল। কারপ কমিশন শেনবেতের তিন বিদ্রোহী কর্মচারি, হাজাক, রাডাই এবং মালকা'র এই ঘটনায় তাদের ভূমিকার জন্যে অজস্র প্রশংসা করলেন। কমিশন বললেন এরা তিনজনেই সত্যি কথা বলেছেন। এ ছাড়া শেনবেতের ডিরেক্টর শালোম হলেন 'ডাহা মিথ্যাবাদী'। শুধু তাই নয়। তিনি তার সহকারিদের মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য করেছেন। এ ছাড়া এর আগের তিন এনকোয়ারী কমিটি জোরিয়া, ব্লাটমান এবং শেনবেতের বিভাগীয় তদন্ত জনসাধারণের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করেছেন।

কারপ কমিটি আরও বললেন ঃ হাজাক, রাডাই, মালকা, জানতেন যে শেনবেতের ডিরেক্টর শালোম, জোরিয়া, এবং ব্লাটম্যান কমিশনের কাছে মিথ্যা কথা বলেছেন। এ ছাড়া শেনবেতের প্রধান শালোম জোরিয়া কমিশনের সদস্যদের মধ্যে তার একজন অনুগত লোককে নিয়োগ করেছিলেন। এই অনুগত লোকটির নাম ছিল ইয়োসি জিনোসার। এই ইয়োসি জিনোসার ছিলেন জোরিয়া কমিশনে শালোমের 'ট্রোজান হর্স'। তিনি প্রতিদিন রাত্রে লুকিয়ে এসে শালোমকে কমিশনের দৈনিক কার্যাবলীর খবরাখবর দিতেন। বলা দরকার জোরিয়া কমিশন ছিল এক গোপনীয় তদন্ত। সেই গোপনীয় তদন্তের খবর বাইরে কাউকে দেয়া ছিল বেআইনী, গর্হিত কাজ। এছাড়া জিনোসার প্রতি পদে পদে কমিশনের অন্য সদস্যদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে শেনবেতের প্রধানকে দোষের দায় থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতেন।

জিনোসার ছিলেন শালোমের অতি বাধ্যর এবং অনুগত লোক। তিনি অনেক সাক্ষ্যকে বিকৃত করবার চেষ্টা করেছিলেন। এবং অনেক বিবৃতি, সরকারি ডকুমেণ্টকে ধামা চাপা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রতিদিন তদন্ত কমিশন বসবার আগে জিনোসার সাক্ষীদের সঙ্গে দেখা করে কমিশনের কাছে কী বলতে হবে শিখিয়ে দিতেন। শুধু তাই নয়। তিনি দেখতেন যেন শেখান সাক্ষ্য অন্য সাক্ষ্যর বিরোধী না হয়। জিনোসারের আশা ও আকাংখা ছিল হয়ত শালোমের সুপারিশে তিনি শেনবেতের পরবর্তী ডিরেক্টর হবেন।

জিনোসারের প্রভাবে পরিচালিত হয়ে জোরিয়া কমিশন দুইজন প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা সৈন্যকে হত্যার জন্যে ইয়াতজাক মরডেকাইকে দায়ি করেছিলেন এবং সমস্ত দোষ গাফিলতির জন্য সৈন্যবাহিনীর কর্তাকে দোষী করেছিলেন।

কারপ কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা গেল প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা সৈন্য দুইজনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে শেনবেতের দপ্তরে নিয়ে এদের দুজনকে হত্যা করা হয়। কারপ কমিশন সিকিউরিটি এজেন্সীর আইনজীবিদের তীব্র নিন্দা করলেন।

শালোম এই অভিযোগের প্রতিবাদ করে বললেন : তিনি যা করেছেন সবই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশানুযায়ী করেছেন। শালোম আরো বললেন, ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে তিনি প্রধানমন্ত্রী ইয়াতজাক শমীরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন অর্থাৎ বাসহাইজ্যাকের প্রায় পাঁচ মাস আগে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন যে বন্দী প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলাদের কী নিয়ম আইন-কানুন অনুযায়ী বিচার করা হবে।

এ ছাড়া শালোম আরো বললেন : ডিফেন্স মিনিস্টার আরেনস ঐ দুই প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা সৈন্যকে খুন করবার নির্দেশ দিয়েছেন। আরেন্স শালোমের এই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। সমীর স্বীকার করেছিলেন শালোমের সঙ্গে প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা সৈন্যদের নিয়ে কী করা হবে এ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন বটে, আলোচনার এবং যে বিবরণী শালোম দিয়েছেন সেই বিবরণী সত্যি নয়।

কারপ কমিশন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর জবাবকে সত্যি বলে স্বীকার করে নিলেন। শেনবেতের কর্তা শালোমের জবাবকে সত্যি বলে স্বীকার করে নেয়া হল না।

কারপ কমিশনের রিপোর্টের পর স্থির করা হল ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী এবং সিক্রেট সার্ভিসের কর্তাদের মধ্যে যে সব আলাপ আলোচনা হবে সেই আলাপ আলোচনা টুকে রাখা হবে।

*   *   *

কারপ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর ইস্রাইলের জনগন অবাক, বিস্মিত হল। এতদিন শেনবেতের বিরোধী কোন অভিযোগ শোনা যায় নি। কিন্তু কমিশনের শেনবেতের বিরোধী সমালোচনা শুনবার পর সবাই বলাবলি করতে লাগল 'শেনবেত' হল যথেচ্ছারী এবং ডিক্টেকর।

*   *   *

আব্রাহাম শালোম কিংবা শেনবেতের কাহিনীর ইতি এখানেই টানা সম্ভব নয়। কারণ কারপ কমিশনের রিপোর্ট বেশ ফলাও করে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। আর ঐ কাহিনী এবং ইয়োসি জিনোসারের ছবি দেখল জেলখানার এক কয়েদী, তার নাম ছিল 'ইজ্জত নাফসু'।

নাফসু জিনোসারের ছবি দেখে চমকে উঠল। জিনোসারের মুখ তার কাছে অতি পরিচিত ছিল। নাফসু মনে মনে বলল এই হারামজাদাই আমাকে জেরাবন্দী করেছিল এবং আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল। নাফসু আর দেরি করল না। সে কাগজ পেন্সিল নিয়ে তার উকীলের কাছে এক চিঠি

লিখল। না, আমি এর মুখ কোনদিন ভুলতে পারব না। কারণ এই লোকটা আমার উপর অকথ্য অমানুষিক অত্যাচার করেছিল।

আর নাফসুর এই কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়েছিল ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনীর লেবানন আক্রমণের কিছু কাহিনী।

সী অব গালিলি'র কাছে 'কাফরকামা' নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে ইস্রাইলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 'সিরকাসিয়ানরা' বসবাস করত। সিরকাসিয়ান দল সোভিয়েত যুনিয়ন থেকে লেবাননে এসেছিল।

নাফসু সিরকাসিয়ান এবং কাফরকামা গ্রামে থাকত। এখানে সে ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। পরে তাকে যুদ্ধ করতে লেবাননে পাঠান হয়েছিল।

এর পরবর্তী কাহিনী নাফসুর ভাষায় বলব।

নাফসু লিখেছিল ঃ "লেবাননে আমার কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ ছিল না। আমাকে বিভিন্ন ধরনের ইনটেলিজেন্সের কাজ করতে হত। কখনই আমাকে বলা হত না কী কাজ করতে হবে কিংবা কাজের কোন ইঙ্গিত দে'য়া হত না।

নাফসু তার ডায়েরীতে আরো লিখেছিল ঃ লেবাননে কাউকে খুন করে পালিয়ে যাওয়া খুব কঠিন কাজ ছিল না। কারণ লেবানন ছিল পাপনগরী। এখানে সহজেই আত্মার মৃত্যু হয়। তার পরিবর্তে জেগে ওঠে এক শয়তানের আত্মা।"

নাফসু আরো লিখেছিল ঃ আমরা যখন বেরুতে গেলাম, তখন দোকানপাট লুটতরাজ শুরু হল। সিগারেট, ঘড়ি, টেলিভিষণ, সেণ্ট এবং ড্রাগস স্মাগল করে ইস্রাইলে নিয়ে যাওয়া হত। পরে ঐ সব জিনিস ইস্রাইলের বাজারে বিক্রী করে প্রচুর পয়সা রোজগার করা হত।

এই সব শয়তান স্মাগলারদের মধ্যে একজন ছিলেন আবু কাসেম। আবু কাসেম ছিলেন দুমুখো সাপ অর্থাৎ স্পাই'র ভাষায় হল 'ডবল এজেণ্ট।' অনেকে তাকে কেউটে সাপ বলত। আবু কাসেম অতি সহজেই যে কোন বিপদ থেকে বেরিয়ে যেতে পারত।

১৯৮০ সালে ৪ঠা জানুয়ারী একদিন নাফসুর গ্রামের বাড়িতে বাইরের দরজায় কড়া নাড়া পড়ল।

ঃ কে? নাফসু জিজ্ঞেস করল।

ঃ দরজা খোল, আমি ড্যানি স্নির। ড্যানি স্নির ছিল নাফসুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ঃ কী ব্যাপার? নফসু জিজ্ঞেস করল।

কিছু না। চল, আমরা দুজনে এক সিক্রেট মিশনে লেবাননে যাব। মাত্র দু দিনের জন্যে, ড্যানি স্নির জবাব দিল।"

নাফসু লেবাননে যেতে রাজি হল। স্ত্রীর কাছে একটা অজুহাত দিয়ে নাফসু বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

মাত্র তিন সপ্তাহ আগে নাফসু বিয়ে করেছিল।

কিন্তু লেবাননে নাফসু তার আর্মি ইউনিটে গেল না। বরং তারা হাইফা শহরে এক হোটেলে গেল। ঐখানে নাফসুর ইয়োসি জিনোসারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। নাফসু জানত না এই জিনোসার লোকটি কে? নাফসু ভেবেছিল জিনোসার নিশ্চয় শেনবেতের কোন গণ্যমান্য কর্মচারি।

এবার নাফসুকে জেরা করা শুরু হল। পি. এল. ও-র এক ভলান্টিয়ার সম্বন্ধে তাকে প্রশ্ন করা হল।

পরে শেনবেতের জবাব থেকে জানা গিয়েছিল নাফসু পি. এল. ও-র এই লোকটিকে ভাল করে চিনত। এই সব প্রশ্ন শুনবার পর নাফসুর মনে চিন্তা ভাবনা শুরু হল।

জিনোসার নাফসুকে স্পষ্ট ভাষায় বললেন তোমাকে স্বীকার করতে হবে, তুমি হলে এক এজেন্ট উঁহু, বলব তুমি হলে এক ডবল এজেন্ট। আমাদের সঙ্গে ছল চাতুরী করে কোন লাভ নেই। আমরা তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানি। কারণ আমরা বেশ কিছুদিন যাবৎ তোমার পেছনে ছায়ার মত ঘুরছি।

নাফসু তার বিরোধী সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করল। পরে নাফসুকে হাইফার এক থানায় বদলি করা হল। নাফসুর উপর চাপ সৃষ্টি করা হল। বলা হলঃ তোমার অপরাধ স্বীকার কর। তুমি হলে পি. এল. ও-র এক ডবল এজেন্ট।

নাফসু এই অভিযোগ অস্বীকার করল।

ঐ সময়ে জিনোসার নাফসুর কাছে এক ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন। আর ঐ ছদ্মনামটি ছিল 'পাশহোস।'

একদিন পাশহোস নাফসুর কয়েদখানায় ঢুকে বললেনঃ আমি হলাম শেনবেতের ডেপুটি ডিরেক্টর এবং "তদন্ত" ডিপার্টমেন্টের প্রধান। পরে নাফসু তার ডায়েরীতে লিখেছিল প্রতিদিন পাশহোস আমার সেলে ঢুকে আমাকে বিভিন্ন ধরনের ভয় দেখাতেন। একদিন সিরিঞ্জ বার করে ইঞ্জেকশন দেবার চেষ্টা করলেন।

অনেক সময় তারা 'প্লে বয়' ম্যাগাজিন এনে নগ্ন মেয়ের ছবি দেখাত। শুধু আমাকে উত্তেজিত করবার জন্যে। আমি ওদের প্ররোচনায় ভেঙ্গে পড়িনি।"

কিছুদিন পরে নাফসু বুঝতে পারল দুমুখো সাপ, আবু কাসেম তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তাকে 'পি. এল. ও-র এজেন্ট' বলা হয়েছে।

শেনবেতের কর্মচারিরা এবার তাকে বলল, তুমি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা কর। যদি কর, তাহলে আমরা তোমাকে তোমার স্ত্রী'র কাছে যাবার অনুমতি দেব···

সাধারণতঃ প্রতি দেশের ইনটেলিজেন্স বিভাগ, বিশেষ করে 'শেনবেত', বার করবার চেষ্টা করে থাকে অভিযুক্ত ব্যক্তির দুর্বলতা কী?

প্রায় চল্লিশদিন একটানা জেলখানায় থাকবার পর এবং জেরায় হাজার প্রশ্নের জবাব দেবার পর নাফসু ভেঙ্গে পড়ল। নাফসু স্বীকার করল সে পি. এল. ও র জন্যে স্পাই'র কাজ করেছে।

কিন্তু যখন তার বিচার শুরু হল নাফসু অস্বীকার করল সে হল পি. এল. ও'র একজন এজেন্ট এবং কোন প্রকার অপরাধ সে করেছে। সে আরো বলল যে তার উপর বল প্রয়োগ করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে। শেনবেত এই অভিযোগ অস্বীকার করল। জজ শেনবেতের কথা বিশ্বাস করল।

বিচার নেপথ্যে করা হয়েছিল। অর্থাৎ বিচারে জনসাধারণকে যাবার কোন অনুমতি দে'য়া হয়নি। ১৯৪৪ সালে নাফসুকে আঠার বছরের জেল দে'য়া হল।

এখানেই কাহিনীর শেষ নয়।

শেনবেতে নাফসু ছিলেন অফিসার।

এবার তাকে প্রাইভেট হিসেবে আর্মিতে ডিমোশন করা হল।

অবশ্যি নাফসুর আত্মীয় স্বজন, বন্ধুরা নাফসুর কথা বিশ্বাস করল। শেনবেত এসে বলল ঃ দোষ স্বীকার কর। ক্ষমা চাও, তাহলে তোমার আবেদন সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

নাফসু এই প্রস্তাবের কোন জবাব দিল না। বলল ঃ আমি ক্ষমা চাইব না। আমি বিচার চাই- মুক্তি চাই।

পরে নাফসুর ইচ্ছা পূরণ হল। ২৪শে মে ১৯৪৪ সালে ইস্রাইলের সুপ্রীম কোর্ট নাফসুকে এসপিওনেজ ও গোপন খবর দেবার অপরাধে যে অভিযোগ তার বিরুদ্ধে করা হয়েছিল সেই অপরাধ থেকে মুক্ত করল।

নাফসুর ইচ্ছা পূরণ হল। সে জেলখানা থেকে বেরিয়ে এল। তার আঠার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড মকুব করা হল। চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হল। তার আগের পদ এবং পাওনা মিটিয়ে দে'য়া হল।

শেনবেতের অবিচারের আর একটি কাহিনী।

এবার অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ছিল ডানিয়েল সোপান। তিনি ইস্রাইলি সৈন্য বাহিনীতে সাধারণ প্রাইভেট সৈন্য হিসাবে কাজ করতেন। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে এক বিচারে ডানিয়েল সোপানকে দশ বছরের জন্যে জেল দে'য়া হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সে তার শত্রুর কাছে গোপন খবর বিক্রী করেছে। সোপান ছিলেন ইস্রাইলি সামরিক বাহিনীর ডাকপিওন অর্থাৎ বলা যায় 'কুরিয়ার'। তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ছিল তিনি কতকগুলি গোপনীয় ডকুমেণ্ট পশ্চিম পারের পিওনদের হাতে তুলে দিয়েছেন। সামরিক বাহিনী ডানিয়েল সোপানকে বলল ঃ যদি সে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা না করে তাহলে তাকে শেনবেতের হাতে তুলে দেয়া হবে। পুনর্বিচারে সোপান নির্দোষ বলে প্রমাণিত হল। জজ রায় দেবার সময় স্পষ্ট ভাষায় বললেন ঃ সোপানের উপর অত্যাচার করে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে। শুধু তাই নয়। পুলিশ সত্যি ঘটনা কোর্টের কাছ থেকে গোপন

করেছে।

পরপর দুইটি কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়বার পর দেশের সবাই শেনবেতের কাজকর্ম, নীতি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করতে শুরু করল। দুইটি ঘটনা, বাস ছিনতাই এবং দুই প্যালেস্টেনিরান গড়িলা সৈন্যকে হত্যা করা, এবং নাফসুর প্রতি অবিচার শেনবেতের সুনাম হানি করল এবং তার নামের সঙ্গে আরো বহু কলঙ্ক জড়িয়ে পড়ল।

এই সব ঘটনার সময় ইস্রাইলের প্রেসিডেণ্ট হেরজোগ শেনবেতের কিছু কর্মচারিদের ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু শেনবেতের কলঙ্ক, তার বিরোধী সমালোচনা কেলেঙ্কারীর কাহিনী প্রেসিডেণ্টের কানে পৌঁছুবার পর হেরজোগ দুঃখ, লজ্জা প্রকাশ করলেন। নতুন এটনী জেনারেল ইউসুফ হাবিস প্রাইম মিনিস্টার ক্লাবের নির্দেশকে অমান্য করলেন এবং শেনবেতের যে সব কর্মচারিরা নাফসুকে জেরা করেছিল তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আর এক তদন্ত শুরু করবার নির্দেশ দিলেন। পরে দেশের নাগরিক এবং সংবাদপত্রের চাপে পড়ে ইস্রাইল সরকার শেনবেতের বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে এক তদন্ত শুরু করল। এই তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন জাষ্টিস মোশে লানডো। কমিটির অন্য দুইজন সদস্যর নাম ছিল মোসাদের ভূতপূর্ব বড়কর্তা ইয়াতজাক হফি এবং ইস্রাইলের কমপোট্রোলার জেনারেল ইয়াকভ মালটজ। একটানা ছয়মাস ধরে লানডো কমিশন বিভিন্ন সাক্ষীদের জেরা করে, বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে তদন্ত করল। এমন কী প্রধান মন্ত্রী এবং শেনবেতের বড়কর্তাকেও জেরা করা হল।

এই সময়ে আর একটি ঘটনা ইস্রাইলি সবার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। ঘটনাটি হয়েছিল পশ্চিম পারের 'তুলকারাম' গ্রামের একটি ছেলে, আওয়াদ হামদানকে জড়িয়ে এবং তাকে প্যালেস্টাইন সন্ত্রাসবাদী দলের একজন সদস্য বলে সন্দেহ করা হল। দুদিন বাদে জেলখানায় তার মৃত্যু হল। তাকে জেরা করা হয়েছিল। শেনবেত বলল: হামদান হার্ট এ্যাটাকে মারা গেছে। কিন্তু তার আত্মীয় স্বজনেরা এই কথা অবিশ্বাস করল। তারা অভিযোগ করে বলল: হামদানের উপর অত্যাচার করে তাকে খুন করা হয়েছে। কারণ তার শরীরে অনেক খুন জখমের দাগ পাওয়া গিয়েছিল।

এই খবর হল ইস্রাইলি পত্রিকার প্রথম পাতার খবর। এমন কী পোষ্টমর্টমের রিপোর্টের বলা হয়েছিল যে হামদানের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে ১৯৪৪ সালে লানডো কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হল। ঐ সময় পর্যন্ত ইস্রাইলের প্যাথোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের যথেষ্ট সুনাম, প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু লানডো কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা গেল ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস এই প্যাথোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের উপর যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করেছে এবং এর দরুন তাদের রিপোর্ট বিশ্বাসযোগ্য নয়। লানডো কমিশনের এই সিদ্ধান্ত নেবার প্রধান কারণ ছিল যে ইনষ্টিটিউট আহত দুই প্যালেস্টানিয়ান গড়িলার

এই রাডার 'বিশেষ কার্যকরী'।

এই বক্তৃতার শেষে শ্রীলঙ্কার সরকারের প্রতিনিধিরা 'আলটার' প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানাল। বলল ঃ রাডারের যে সব নমুনা দেখা হয়েছে সেই রাডার-গুলি জাহাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবেনা।

আমি 'আমি'কে' গিয়ে বললেন ঃ শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিরা 'আমাদের কাছ থেকে রাডার কিনবে না।'

'আমি' আমার কথা শুনে বিস্মিত হলনা। বেশ নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল ঃ একথা আগেই থেকে জানতাম।'

একদিন 'আমি' আমাকে 'কাফর সিরিন' ঘাঁটিতে যেতে বলল। 'ওখানে শ্রীলঙ্কার সরকারের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসবাদ দমনের কাজকারবার শেখান হচ্ছে। তুমিও ওদের সঙ্গে থাকবে। ওদের চাহিদা মেটাবে। যা চায় তাই দেবে। বিকেলে ওদের নিয়ে তেল আভিভে যাবে। কিন্তু সাবধান তোমার এই প্রোগ্রাম 'ইউসির' (Yossy-র আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু) সঙ্গে শলাপরামর্শ করে তৈরি কর।'

আমাকে এই সাবধান করবার একটা হেতু ছিল। 'ইউসি' শ্রীলঙ্কার বিদ্রোহীদের অর্থাৎ তামিলদের তালিম দিচ্ছিল কী করে বিদ্রোহ, সন্ত্রাসবাদের কাজ করতে হয়। কী করে সরকারের সিকিউরিটি ভাঙ্গতে হয়, কী করে দূর থেকে রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে বোমা-ডিনামাইট ফাটাতে হয়। বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদের কাজে শ্রীলঙ্কার তামিল বিদ্রোহীদের হাত ছিল একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। দূর থেকে রেডিও সিগন্যাল দিয়ে বোমা ফাটান, মানুষ খুন করা, দালানে বিস্ফোরণ, করবার কাজে মোসাদের এই দুনিয়ায় জুড়িদার আর কেউ নেই। শ্রীলঙ্কার হত্যা জন্যে যে সব কৌশল অনুসরণ করা হয়েছিল সেই ধরনের কাজে ট্রেনিং একমাত্র মোসাদই দিতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যর বিভিন্ন হত্যাকাণ্ড, বিশেষ করে অলিম্পিক ক্রীড় প্রতিযোগিতার পর, ইস্রাইল প্রতিশোধ নেবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল এবং প্যালেস্টোনিয়ানদের হত্যা করেছিল সেই থেকে এই আন্দাজ অনুমান করা একেবারে কল্পনার জাল নয়।]

অস্ট্রোভস্কি লিখছেন ঃ তামিল গড়িলারা সরকারের বিরোধী এবং এরা নিজেদের তামিল 'টাইগার' বলে পরিচয় দেয়।

"তামিল গড়িলারা নৌবন্দরে ট্রেনিং নিচ্ছিল। এদের শেখান হচ্ছিল কী করে করে লুকিয়ে আক্রমণ করতে হয়, কী করে মাইন পাততে হয়। তামিলদের প্রতি গ্রুপে আঠাশজন করে ছিল। স্থির হল ইয়োসি ঐ রাত্রে তামিলদের নিয়ে হাইফা শহরে যাবে এবং আমি শ্রীলঙ্কার সরকারি লোকদের ঐ রাত্রে তেল আভিভে নিয়ে যাব। অতএব একদলের সঙ্গে অপর দলের দেখা সাক্ষাৎও হবে না।"

"কিছুদিন পরে আমাদের আসল সমস্যা দেখা দিল। তামিল টাইগারদের

এবং শ্রীলংকার সরকারি প্রতিনিধিদের একই বন্দরে এক দলের অজ্ঞাতসারে, লুকিয়ে 'কাফর সিরিনের' নৌবন্দরেই ট্রেনিং দে'য়া আরম্ভ হল। শুধু সময়ের পার্থক্য ছিল কিন্তু কাজটা বিপজ্জনক ছিল।

তারপর শ্রীলংকার সরকারের লোকদের ট্রেনিং দেবার জন্যে আর একটি ভিন্ন নৌবন্দরে নিয়ে যাওয়া হল। কিছুদিন আগে ঐ বন্দরে তামিল টাইগারদের সন্ত্রাসবাদের কাজে ট্রেনিং দে'য়া হয়েছিল।

আমি একদিন বলল ঃ নিউদিল্লী থেকে Swat বাহিনী সন্ত্রাসবাদ দমনের কাজের ট্রেনিং নিতে আসবে। এই খবরটি শুনে আমি হবাক হলাম।

Swat, টিমকে ট্রেনিং দেবার জন্যে যে নৌবন্দরে তামিলদের ট্রেনিং দে'য়া হয়েছিল ঐ স্থানেই নিয়ে যাওয়া হল। এদের সুখ সুবিধার জন্যে প্রতিদিন তিনশো আমেরিকান ডলার খরচ করা হত। [By way of deception ostrevcky and clare toy, p. 128).

* * *

মোসাদ এবং শেনবেতের পরের কাহিনী বলবার আগে আর একটি কৌতূহলদ্দীপক ঘটনা পাঠকদের কাছে তুলে ধরব। অবশ্যি এ ঘটনার সময় ১৯৭৩ ইয়োম কাপুরের যুদ্ধের পরে।

ঐ যুদ্ধের কিছুদিন পরে ইজিপ্টের প্রেসিডেণ্ট আনোয়ার সাদাত গিয়েছিলেন সৌদী আরবিয়ার সম্রাট ফৈসালের সঙ্গে দেখা করে বললেন ঃ আমরা ইস্রাইলের সঙ্গে আসন্ন লড়াই আমাদের চাইতে মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করব। বিস্মিত, অবাক হয়ে ফৈসলে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ঐ মারাত্মক অস্ত্রটি কী ? [এ কাহিনীর কিছু অংশ আগেই বলা হয়েছে।]

ঃ তেল ? আনোয়ার সাদাত বলেছিলেন।

ফৈসাল সাদাতের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। কারণ, আরব দেশগুলি ১৯৫০ সাল থেকে ইস্রাইলকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যে বহুবার তেলের দাম বাড়িয়ে কিংবা উৎপাদন কমিয়ে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। পারে নি। তার প্রধান কারণ ছিল আমেরিকা। পঞ্চাশ দশ ষাট দশকে আমেরিকা প্রচুর তেল উৎপাদন করত। কিন্তু সত্তর দশকে আমেরিকার চাইতে আরব দেশগুলির তেল উৎপাদন অনেক বেশি ছিল। অতএব যখন সাদাত ফৈসালের কাছে গিয়ে তেলকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করুন তখন ফৈসাল বললেন তিনি সাদাতের এই প্রস্তাবটি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে দেখবেন। ফৈসাল ছিলেন আমেরিকার বন্ধু। তিনি দুম করে এমন কোন পদক্ষেপ নিতে চাইলেন না যার প্রতিক্রিয়া দুই দেশের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করতে পারে। তবে ফৈসাল বললেন যদি আমেরিকা প্রকাশ্যে শক্ত ভাষায় ইস্রাইলের রাজনীতি সন্ত্রাসবাদ নীতির সমালোচনা করেন এবং অস্ত্র দিয়ে সাহায্য না করেন তাহলে তিনি তেলের দাম বাড়াবার এবং উৎপাদন কমাবার পক্ষে রায় দেবেন।

ঐ সময়ে আমেরিকার সেক্রেটারি অব ষ্টেটস ছিলেন হেনরী কিসিংগার।

তিনি ছিলেন ইহুদি এবং ইস্রাইলের বন্ধু। কিসিংগার এসে প্রেসিডেণ্টকে বললেন মস্কো আরবদের, বিশেষ করে সিরিয়াকে, প্রচুর অস্ত্র দিচ্ছে। তখন নিক্সন ইস্রাইলকে অস্ত্র সরবরাহ করবার পক্ষে রায় দিলেন।

এদিকে চারটি আমেরিকান তেল কোম্পানীর কর্তারা এক্সন, মোবিল, টেক্সাকো এবং ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল, গিয়ে নিক্সনকে অনুরোধ করলেন, আমাদের আরবদের প্রতি সাহানুভূতি দেখান উচিত নইলে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার প্রভাব কমবে, রাশিয়ার প্রভাব বাড়বে, এবং ঠিক ঐ সময়ে গোল্ডা মায়ার নিক্সনকে এক চিঠি লিখে জানালেন আমেরিকা যদি ইস্রাইলকে অস্ত্র এবং তেল দিয়ে সাহায্য না করে তাহলে ইস্রাইলের অস্তিত্ব থাকবে না। এই পরিস্থিতিতে নিক্সন গোল্ডা মায়াবের কথায় কান দিলেন। কারণ নিক্সন এবং কিসিংগার জানতেন ধনী আরবদেশগুলি আমেরিকার বিরোধিতা করতে সাহস করবে না। নিক্সন আরব-দের বললেন কিসিংগার ইহুদি হতে পারেন বটে তবে ইস্রাইল কিংবা আমেরিকার ইহুদি মহল কিসিংগারের উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে না।

এরপর বিভিন্ন আরব দেশগুলি তেলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হক এ নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করল। কিসিংগার তেল উৎপাদন দেশগুলির এই মনোভাবকে "পলিটিক্যাল ব্ল্যাকমেল' বলে আখ্যা দিলেন কিন্তু ঐ সময়েই, ১৯শে অক্টোবর; নিক্সন ইস্রাইলকে প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার অস্ত্র কিনবার জন্যে সাহায্য দিলেন।

ইতিমধ্যে ১৬ই অক্টোবর, কুয়েটের এক বৈঠকে পাঁচটি আরব দেশ এবং ইরান স্থির করল যে তেলের দাম ৭০ পার্সেণ্ট বাড়াতে হবে। প্রতি ব্যারেল তেলের দাম ধার্য করা হল ঃ পাঁচ ডলার এগার সেণ্ট। শুধু তাই নয়। আরব মন্ত্রীরা স্থির করলেন যে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি প্রতি মাসে পাঁচ পার্সেণ্ট করে তেল উৎপাদন কমিয়ে দে. ব। উৎপাদন কমিয়ে দিলে বাজারে তেলের দাম বাড়বে। [আরব দেশগুলি স্থির করেছিল বন্ধু দেশগুলির কাছে পুরোন দামেই তেল বিক্রী করা হবে। [এই বন্ধু দে গর মধ্যে পাকিস্তানের নাম ছিল। ভারতের নাম ছিল না। অবশ্য পরে ভারতের নাম ঢোকান হয়েছিল।) শুধু তাই নয়। ইরান প্রস্তাব করল আরব দেশে আমেরিকান সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রীয়করণ করতে হবে। কিন্তু সৌদী আরবিয়ার চেষ্টায় এই প্রস্তাব গৃহিত হল না। তারপর আরবদের লোভ বেড়ে গেল। প্রতি বছর তেলের দাম বাড়াতে লাগল।

ইস্রাইলের তেল পেতে কোন অসুবিধা হল না। আমেরিকা ইস্রাইলকে তেল ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে লাগল।

১৯৪৪ সালের ইরানে তেল উৎপাদন এবং রপ্তানীর দেশগুলির আর এক বৈঠক হল। বৈঠক প্রস্তাব করল নতুন তেলের দাম হবে প্রতি ব্যারেল তেইশ ডলার। সৌদী আরবিয়া প্রস্তাব করল তেলের দাম হওয়া উচিৎ প্রতি ব্যারেল আট ডলার। অনেক আলোচনার পর স্থির হল তেলের নতুন দাম হবে এগার ডলার, পয়ষট্টি সেণ্ট। এর পর প্রতিবছর আবার তেলের দাম বাড়ান হল। [বলা প্রয়োজন

এই নতুন তেলের দাম থেকে দেশের সরকার ষাট পার্সেণ্ট ট্যাক্স বাবদ কেটে নেন)। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে সাদাত তেলকে আরব দেশগুলির এক মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল কী। জবাব না? (পুরো ঘটনার জন্যে পাঠকদের লেখকের আগামী বই : "রোমান্স অব ব্ল্যাক প্রিন্সেস" পড়তে অনুরোধ করব।)

*　　　　*　　　　*

এর পরের কাহিনী হল : 'এ ইস্রাইলি স্পাই ইন আমেরিকা'। এ হল ইস্রাইলের স্পাই জোনাথান জে পোলার্ডের রঙীন স্পাই'র জীবন কাহিনী।

পোলার্ডের জন্ম হয়েছিল আমেরিকার টেক্সাস শহরে, ৭ই আগষ্ট ১৯৫৪। পোলার্ড ছিলেন ইহুদি কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার ইস্রাইলের প্রতি টান এবং আকর্ষণ বাড়ল।

পোলার্ড পড়াশুনা করেছিলেন কালিফোর্নিয়ার ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হল আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়।

'পোলার্ড' মোসাদের এজেণ্ট ছিলেন না। তিনি ছিলেন লাকামের এজেণ্ট। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে আমেরিকান 'ইনটেলিজেন্স সাপোর্ট সেণ্টার' মারীল্যাণ্ড রিসার্চ সেণ্টারে কাজ করতেন।

প্রথমে পোলার্ড সি-আই-এ-তে চাকুরীর জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন। সি-আই-এ তাকে স্পাই'র কাজের জন্যে অনুপযুক্ত বলে মনে করল। পরে তিনি "এ্যান্টি টেররিজম এলার্ট সেন্টারে [সন্ত্রাসবাদ দমন করবার বিভাগ] কাজ গ্রহণ করলেন। এখানে এসে তিনি প্রতিদিন অনেক গোপন খবর ইস্রাইল সরকারকে দিতে শুরু করলেন। এবার এফ. বী. আই'র টনক নড়ল। কারণ জানা গেল পোলার্ড নিয়মিতভাবে ইস্রাইলি এয়ারফোর্সের কর্ণেল আভিয়েম সেলকে খবর দিচ্ছেন। পোলার্ডকে গ্রেপ্তার করা হল।

এদিকে ইস্রাইলের বিভিন্ন স্পাই দপ্তর অভিযোগ করেছিল আমেরিকান ইনটেলিজেন্স দপ্তর, সি-আই-এ, ইস্রাইলিদের কোন মূলবান প্রয়োজনীয় খবর দিচ্ছে না। ইস্রাইলের মোসাদ ও শেনবেত আরো বলল : অথচ আমরা ওদের সব খবর দিচ্ছি। ইতিমধ্যে লাকামের কর্তা রাফায়েল আইটান পোলার্ডের কাছ যে খবর পাচ্ছিলেন সবাই সেই খবরগুলি পড়ে তিনি বিস্মিত হলেন। কারণ যে খবর পোলার্ড ইস্রাইলিদের আমেরিকান সরকারি দপ্তর থেকে এনে দিচ্ছে সেই খবরগুলি সি-আই-এরই মোসাদ এবং শেনবেতকে দেওয়া উচিত ছিল। অর্থাৎ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা হচ্ছে। ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স দপ্তরের অভিযোগ একেবারে মিথ্যা ছিল না। পোলার্ড এবার আইটানের কাছে একজন মূল্যবান স্পাই চিহ্নিত হলেন।

অবশ্য লাকামের এই ধরণের কাজ সম্বন্ধে মোসাদের কিছু অভিযোগ ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল সি-আই-এ ইস্রাইলের বন্ধু। বন্ধুর পেছনে কাজ করা কিংবা তার উপর নজর রাখা খুব যুক্তিসঙ্গত কাজ নয়। এর নজীর দিয়ে

মোসাদ বলল ঃ ১৯৫৯ সালে সি-আই-এ মোসাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল। চুক্তিতে বলা হয়েছিল সি-আই-এ এবং মোসাদ খবর আদানপ্রদান করবে। অতএব এখন আমরা যদি সন্দেহ করি যে সি-আই-এ আমাদের সব খবর দিচ্ছে না তাহলে আমরা অপরাধ করব।

এর পর ইসরাইলের ইনটেলিজেন্স দপ্তর আর একটি অভিযোগ করল। পোলার্ড গ্রেপ্তার হবার পর ইসরাইলি ইনটেলিজেন্স দপ্তরের অনেকে বলল ঃ অতীতে বহু আমেরিকান স্পাই ইসরাইলে স্পাই'র কাজ করত। এ খবর ইসরাইলিদের অজানা ছিল না। কিন্তু ইসরাইলি সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। মোসাদ/শেনবেতের প্রশ্ন ছিল তাহলে এফ. বী. আই পোলার্ডকে গ্রেপ্তার করল কেন ?

লাকামের কর্তার মনে অবশ্যি একটি সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। পোলার্ডকে ইসরাইলি ইনটেলিজেন্স রিক্রুট করেনি। পোলার্ড নিজের থেকে ইসরাইলিদের বলেছিল ঃ যে সে স্পাইর কাজ করতে চায়। কারণ সে এ্যান্টি টেররিজম এলার্ট সেণ্টারে কাজ করছিল এবং সেখানে আমেরিকান সরকারের প্রচুর সিক্রেট, টপ্ সিক্রেট ডকুমেণ্ট ছিল। সে ঐসব ডকুমেণ্ট ইস্রাইলিদের দেবার আশ্বাস দিল। পোলার্ডের মত যারা নিজের থেকে যেচে খবর দিতে চায় তাদের "Walk In" স্পাই বলা হয়। অতএব লাকামের কর্তার মনে একবার সন্দেহ হয়েছিল হয়ত পোলার্ড হল সি-আই-এ'র এজেণ্ট। এবং সে লাকামের ভেতরের খবর নেবার চেষ্টা করছে।

মোসাদ পোলার্ডকে কোন প্রকার সাহায্য করে নি। পোলার্ডকে কণ্ট্রোল করত তেল আভিভ। ওখান থেকে পোলার্ডকে এম্বাসীর কর্ণেল এয়ারফোর্স অফিসার "সেলার" মাধ্যমে খবর এবং নির্দেশ আদেশ পাঠান হত।

মেরীল্যাণ্ডে অবস্থিত "এ্যাণ্টি টেররিজম এলার্ট সেণ্টারে" অনেক গোপনীয় খবর থাকত। আরবদেশে কী ধরণের পারমাণবিক শক্তির কাজ হচ্ছে, কোথা থেকে সিরিয়া অস্ত্র পাচ্ছে এই সব খবর এখানে পাওয়া যেতো। পোলার্ড এই গোপন প্রয়োজনীয় খবরগুলি কর্ণেল সেলাকে দিত। পরে সেলা ঐ খবরগুলি তেল আভিভে লাকামের দপ্তরে পাঠাত।

ইতিমধ্যে পোলার্ডের দপ্তর প্রথমে তাকে কোন সন্দেহ করেনি। বরোং দপ্তরে তাকে আরো অনেক গোপন ফাইল, কাগজপত্র দেখবার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। পোলার্ড লোকামকে বলল ইচ্ছে করলে সে আমেরিকান সরকারের যে কোন কাগজ ডকুমেণ্ট পড়তে পারে। নমুনা হিসেবে সে আমেরিকান স্পাই স্যাটিলাইটের তোলা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ, টপ সিক্রেট ছবি লাকামকে দিল। ছবিগুলি লাকামের জন্যে খুব মূল্যবান, প্রয়োজনীয় ছিল। ছবিগুলি পেয়ে লাকামের কর্তা খুশি হলেন।

কিছুদিন পরে পোলার্ডকে কন্ট্রোল করবার জন্যে আর এক নতুন কেস অফিসার পাঠান হল। এই নতুন কেস.অফিসারের নাম ছিল ঃ ইয়োসি ইয়াগুর।

ইয়োসি ইয়োগোরের মুখোষ ছিলঃ ন্যু ইয়র্কের ইস্রাইলি কন্সুলেন্টে সায়েন্স কন্সুলার। তিনি ন্যু ইয়র্কে আসবার আগে ইস্রাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ে বিভিন্ন ধরণের কাজ করতেন।

লাকাম পোলার্ডের কাজে এত মুগ্ধ হয়েছিল যে তারা পোলার্ডকে নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন ধরণের প্রজেন্ট পাঠাত। পোলার্ডকে নামমাত্র মাসিক মাইনে দে'য়া হত, পনেরশ ডলার। কিন্তু অন্য খরচ, বিশেষ করে প্রেজেন্টের খরচ ছিল প্রচুর। তাকে একটি ডায়মণ্ডের আংটি এবং প্রচুর ক্যাশ টাকা দে'য়া হয়েছিল। এই মূল্যবান প্রেজেন্ট এবং ক্যাশ টাকা দেবার একটি নেপথ্য কারণও ছিল। পোলার্ড যে একজন প্রয়োজনীয় মূল্যবান স্পাই একথা লাকাম বুঝতে পেয়েছিল। কিন্তু পোলার্ড ছিল একজন ভলান্টিয়ার, অর্থাৎ Walk in স্পাই, স্বইচ্ছায় দেশপ্রেমের আকর্ষণে স্পাই'র কাজ করছে। এই ধরণের স্পাই যে কোন মুহূর্তে তাদের মত পাল্টাতে পারে। তাই পোলার্ডকে হাতের মুঠোয় রাখবার জন্যে এই ডায়মণ্ডের আংটি এবং ক্যাশ টাকা দে'য়া হয়েছিল। অর্থাৎ লোভ দেখান হয়েছিল।

লাকাম পোলার্ডের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে তাকে প্যারীতে ডেকে পাঠাল। সেইখানে লাকামের কর্তারা তার কাজের প্রশংসা করলেন। পোলার্ডের অহংকার বাড়ল।

য়ুরোপ থেকে ফিরে এসে একদিন পোলার্ড লাকামের হাতে এক স্যুটকেশ বোঝাই টপ সিক্রেট ডকুমেণ্ট তুলে দিল। ডকুমেন্টের ছবি তুলবার জন্যে পোলার্ডকে ক্যামেরার বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম দে'য়া হয়েছিল।

পোলার্ড এবার থেকে ইয়োসি ইয়াগোর সেক্রেটারি ইরিট আরবের কাছে সিক্রেট ডকুমেণ্ট এবং ফটোগ্রাফ তুলে দিত। ঐ দালানে ফটোকপি করবার একটি মেশিনও ছিল। এ ছাড়া ইরিট আরবের বাড়িতে গেলে কেউ কোন সন্দেহ করত না

পোলার্ডের কাছ থেকে লাকাম এত মূল্যবান খবর পাচ্ছিল যে মোসাদ এবং শেনবেত চিন্তা ভাবনা হতে লাগল কী করে লাকামের সঙ্গে পাল্লা দে'য়া যায়। কিন্তু তারা পাল্লা দিতে পারলনা।

পোলার্ড প্রতিদিন মূল্যবান প্রয়োজনীয় খবর লাকামকে দিত। একটি স্যাটিলাইটে তোলা মূল্যবান ছবি, পি. এল. ও'র তিউনেশিয়ার হেডকোয়ার্টারের একটি ছবি, লাকামকে দিয়েছিল। এছাড়া নিয়মিত ভাবে রাশিয়ান আর্মস সাপ্লাই'র খবরও লাকামকে দিত।

এই সময়ে পোলার্ডের আমেরিকান কর্তা ছিলেন। কমানডার জেরী আজি। আজি ছিলেন এন্টি টেরারিজম এ্যালার্ট সেণ্টারের (ATAC) ডিরেক্টর। তিনি পোলার্ডকে খুব নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসী বলে মনে করতেননা। একদিন আজি পোলারর্ডের টেবিলে অনেকগুলি 'টপ সিক্রেট' ডকুমেণ্ট দেখতে পেলেন। ঐ সব সিক্রেট ডকুমেণ্ট পোলারর্ডের টেবিলে কী করে গেল সেইটে ছিল আজির জিজ্ঞাসা। পরে একদিন পোলার্ডের সহকর্মী আজির কাছে নালিশ করে বলল

পোলার্ড দপ্তর থেকে একটি বড় খাম নিয়ে গেছে। সিকিউরিটি চেক না করে কোন খাম কিংবা কাগজপত্র দপ্তরের বাইরে নিয়ে যাওয়া নিষেধ ছিল। আজির মনে আর কোন সন্দেহ রইলনা পোলার্ড হল স্পাই।

এরপর আজি এফ. বী. আই'র কাছে নালিশ করল। ঐ সময়ে এফ. বী. আই. অনেক বিদেশি স্পাই'র কাজকর্ম নিয়ে তদন্ত করছিল। তাই তারা পোলার্ডকে নিয়ে কোন তদন্ত করতে চাইলনা। কিন্তু নেভাল কাউন্টার ইনটেলিজেন্স এজেন্সী পোলার্ডের পেছু নিল।

পোলার্ডের দপ্তরে তার চেয়ারের পেছনে একটি টি. ভি. লুকিয়ে রাখা হল। ঐ টিভি স্ক্রীনে তারা দেখতে পেল পোলার্ড অনেক গোপন কাগজ, ডকুমেণ্ট জড়ো করছে। এরপর পোলার্ডকে জেরা করা শুরু হল। তিনদিন ধরে নেভাল কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স এজেন্সী তাকে জেরা করল। পোলার্ড নেভাল কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স এজেন্সীকে বলল যে "এণ্টি টেররিজম এলার্ট সেণ্টারে (ATAC) বিভিন্ন ধরণের স্পাই'র কাহিনী সে জানে। সে নেভাল কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের কাছে মুখ খুলতে রাজি আছে। ঐসব কাহিনী তিনি বলবার আগে সে একবার তার স্ত্রী'র কাছে টেলিফোন করতে চায়। টেলিফোনে সে তার স্ত্রী আনিকে এক কোড শব্দে বলল সে বিপদ পড়েছে। সে যেন আর দেরি না করে। বন্ধুদের কাছে তার 'ক্যাকটাস' গাছটি নিয়ে যায়। 'ক্যাকটাস' শব্দটি ছিল একটি কোড শব্দ।

পোলার্ডের স্ত্রী আনি টেলিফোন পাবার পর এক সুটকেশ নিয়ে বাড়ির বাইরে চলে গেল। ঐ সুটকেশ বোঝাই ছিল আমেরিকান সরকারের অসংখ্য টপ সিক্রেট ডকুমেণ্ট। কিন্তু কোথায় কার কাছে সুটকেশটি নিয়ে যেতে হবে একথা আনি জানতনা।

আনির প্রতিবেশি ছিল ইসফেন্দ্রিয়া পরিবার। পোলার্ড ও আনির সঙ্গে ইসফেন্দ্রিয়া পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আনি ইসফেন্দ্রিয়ার কাছে সাহায্য চাইল। তার বান্ধবী ক্রিশ্চিয়ান ইসফেন্দ্রিয়াকে অনুরোধ করল এই সুটকেশটি তোমার কাছে রাখো। এই সুটকেশে পোলার্ডের কাজের প্রয়োজনীয় কিছু কাগজপত্র আছে। পরে তুমি সুটকেশটি নিয়ে ওয়াশিংটনের ফোর সিজন হোটেলে পৌঁছে দেবে। এই কথা বলবার সময় আনি বেশ বিচলিত হয়েছিল।

ইসফেন্দ্রিয়া পরিবার আনির এই বিস্ময়কর প্রস্তাবে অবাক হল। ক্রিশ্চিয়ান ইসফেন্দ্রিয়া ছিলেন আমেরিকান নৌবাহিনীর এক অফিসারের কন্যা। আনির প্রস্তাবে তার মনে সন্দেহ হল। ক্রিশ্চিয়ান ইসফেন্দ্রিয়া এবার নেভীর সিকিউরিটি দপ্তরকে টেলিফোন করলেন। বললেন দেখুন আমার কাছে আমেরিকান সরকারের গোপন ডকুমেণ্ট আছে। আমি ঐ সব ডকুমেণ্ট আপনাদের হাতে তুলে দিতে চাই। পরে ক্রিশ্চিয়ান ইসফেন্দ্রিয়া অনুযোগ, অভিযোগের সুরে বলেছিলেন পোলার্ডরা আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ওরা যে এই ধরণের নোংরা স্পাই'র কাজে জড়িয়ে থাকবে ভাবতে পারিনি। সত্যিই ওদের এই ব্যবহারে আমরা

দুঃখ পেয়েছি।

ইতিমধ্যে পোলার্ডের স্ত্রী আনি গিয়ে আভিয়েম সেলারের সঙ্গে দেখা করল। আমার মনে হয় পোলার্ড বিপদে পড়েছে, আনি সেলাকে বলল। ওরা দুজনে এক রেস্তোরায় বসে ডিনার খাচ্ছিল। তারপর ভবিষ্যৎ কী করা যায় এইটে নিয়ে আলোচনা করল।

ডিনার খাবার পর আনি বাড়িতে ফিরে এসে দেখল তার স্বামী বাড়ি ফিরে এসেছেন। কিন্তু নেভাল কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স এজেন্সীর জেরায় পোলার্ড বিশেষ বিচলিত হয়েছিলেন। পরের দিন পোলার্ড ইয়োগোরকে বললেন, আমাকে ইস্রাইলে আশ্রয় দিন। কিন্তু ইয়াগোর পোলার্ডকে সাবধান করে বলল : আপনাকে এফ. বী. আই'র এজেণ্টরা অনুসরণ করছে। সাবধানে চলাফেরা করুন। যখন আপনার পেছনে কেউ থাকবেনা, তখন আপনি আমাদের কাছে চলে আসবেন। আমরা আপনাকে সাহায্য করব।

কিন্তু ইয়াগোর এবার নেহাৎ ছেলেমানুষের মতো কাজ করলেন। তিনি জানতেন না, কিংবা জানলেও সাবধান হননি যে এফ. বী. আই. তার টেলিফোন লাইন 'ট্যাপ' করছে। এই ভুলের জন্যে ইয়াগোর এবং পোলার্ডকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হল। এরপর তিনদিন বাদে ইয়াগোর এবং সেলা ন্যুইয়র্কে ফিরে এলেন। তারা পালাবার চেষ্টা করলেন। লাকামের অন্য কর্মচারীরা এবার তেল আভিভের পানে রওনা দিলেন। ওয়াশিংটন থেকে লাকামের পাততাড়ি গুটিয়ে নিতে হবে। ইতিমধ্যে খবর প্রকাশিত হল, যে এফ. বী. আই. পোলার্ডকে গ্রেপ্তার করেছে। পোলার্ড এবার এফ. বী. আই'র সঙ্গে সহযোগিতা করবার প্রতিশ্রুতি দিল।

আমেরিকান সেক্রেটারী অব ষ্টেটস, জর্জ সুলজ ইস্রাইলের প্রাইম মিনিষ্টার শীমন পেরেসকে টেলিফোন করে কৈফিয়ৎ চাইলেন, কী কারণে ইস্রাইল সরকার আমেরিকাতে স্পাইংর কাজ করবার চেষ্টা করছে। শীমন পেরেস ভুল স্বীকার করলেন এবং বললেন দোষীদের সাজা দে'য়া হবে।

বিচারে পোলার্ডের জেল হল। তবে এই ঘটনা থেকে একটি জিনিষ প্রমাণিত হল, স্পাইংর কাজে লাকাম কাঁচা একেবারে অনভিজ্ঞ ছিল।

* * *

এর পরের কাহিনী হল ইরানের আর্মস স্ক্যাণ্ডাল। এই আর্মস স্ক্যাণ্ডালের কাহিনী আজ কারু অজানা নেই।

এই স্ক্যাণ্ডালে যারা জড়িয়ে ছিলেন তাদের অনেকের নাম আগেই করা হয়েছে। এই স্ক্যাণ্ডালের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন : মহসীন কাঙ্গারুলু, ইরানের ইনটেলিজেন্স চীফ, আর্মস ডিলার, মানুচের গোরবানিফার এবং আর একজন ইস্রাইলি ব্যবসায়ী, নাম ইয়াকোভ নিমরোডি। তারপর আরো অনেক অভিনেতা এই নাটকে যোগ দিলেন। এই আর্মস বেচাকিনি নিয়ে যে আলাপ আলোচনা হচ্ছিল তার বিন্দু বিসর্গও মোসাদ জানতনা। এই ইরানের কাছে এই আর্মস

বিক্রী করবার শর্ত ছিল ঃ

ইস্রাইলি ব্যবসায়ীরা ইরানের কাছে আর্মস বিক্রী করবে। এর পরিবর্তে যে সব আমেরিকানদের ইরানে এবং লেবাননে বন্দী করে রাখা হয়েছে তাদের মুক্তি দিতে হবে।

*　　　*　　　*　　　*

ইস্রাইলের প্রধানমন্ত্রী শীমন পেরেস ইস্রাইলি ব্যবসায়ী নিমরোডিকে দুইজন আমেরিকান কর্মচারীকে আর্মস বেচাকিনির ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে বললেন। একজন ছিলেন লেঃ কর্নেল অলিভার নর্থ এবং আরেকজন হলেন আল সুইমার। অলিভার নর্থ, আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ইরান আমেরিকার সঙ্গে এই যোগাযোগ খুবই গোপন রাখা হয়েছিল। এমনকি এই সম্পর্কের কথা সি. আই.-এ ও মোসাদ জানতনা।

কিন্তু পরে যখন আমেরিকা ইস্রাইলির কাছে 'হক মিসাইল' সাপ্লাই করেছিল পরীক্ষা করে দেখা গেল ঐ সব মিসাইল হকগুলি পুরান 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড' মাল।

পুরাণ মিসাইল হক গুলি দেখে ইরানের প্রধানমন্ত্রী মীর হুসেন মৌলভী রেগে কাই হলেন। তিনি টেলিফোনে ইরানের ইনটেলিজেন্স চীফ মহসীন কাঙ্গারুলুকে শুধু ধমক দিলেন না। তিনি তার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাইলেন। কারণ তিনিই এই বেচাকিনির আলোচনা করেছিলেন।

এই মিসাইল হক বেচাকিনর আর একটি শর্ত ছিল, যে ইরান চব্বিশ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার ইস্রাইলি ব্যবসায়ী নিমরোডিকে দেবে। এর পরিবর্তে ইস্রাইল আশীটি আমেরিকান হক মিসাইল ইরানকে দেবে। পরে এর বদলে আমেরিকা আশীটি নতুন হক মিসাইল ইস্রাইলকে দেবে।

নিমরোডি দীর্ঘকাল ইরানে আলিয়া বি এবং আমানের এজেণ্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন। সমস্ত ইরানের ম্যাপ এবং ইরানিয়ান লোকদের চরিত্র তার বেশ ভাল করে জানা ছিল। তিনি একথাও জানতেন ইরানিয়ানরা গোলমাল বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করবার ব্যাপারে অতুলনীয়। কিন্তু এবার যখন ইরানিয়ান ইনটেলিজেন্স চীফ মহসীন কাঙ্গারুলু তার কাছে এই পুরাণ মিসাইল হকের (যার নতুন দাম দে'য়া হয়েছিল) কথা নিয়ে নালিশ করলেন তখন তিনি ইরানিয়ানদের অবিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি এই রকম একটা ধোঁকাবাজি সন্দেহ করেছিলেন।

তেল আভিভে নিমরোডির বন্ধু আল সুইমার নিমরোডির কাছ থেকে টেলিফোন পাবার আশা করেছিলেন। কারণ আল সুইমার নিজে তেল আভিভের বিমান বন্দরে গিয়ে আশীটি মিসাইল হক বিশেষ চাটার্ড প্লেনে উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আল সুইমার আশা করেছিলেন যে আশীটি মিসাইল হক নিরাপদে তেহরাণে পেঁছে গেছে এবং হয়তো ইতিমধ্যে ইরানিয়ান সরকার বন্দীদের মুক্তির হুকুম দিয়েছে। কিন্তু নিমরোডি বললেন চাটার্ড প্লেনের পাইলটদের বন্দী করা হয়েছে

আল সুইমার যখন নিমরোভির কাছ থেকে এই দুসম্বাদ পেলেন তখন তিনি বিস্মিত অবাক হলেন। এর আগের রাত্রে আলসুইমারকে বিশেষ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। কারণ যে প্লেনটি এই মিসাইল হক নিয়ে ইরানের পানে রওনা দিয়েছিল তখন পাইলটের পকেটে উপযুক্ত ক্যাশ টাকা ছিলনা। কারণ এই প্লেনটি যখন আমেরিকা থেকে এসেছিল তখন কর্নেল নর্থ পাইলটকে তেল কিনবার টাকা দেননি। এই ভাবে আল সুইমারকে এক বড় সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হতেছিলেন। অনেক কষ্ট করে আল সুইমার প্লেনের তেল কিনবার টাকা সংগ্রহ করেছিলেন।

* * *

আমেরিকান বন্দীদের ইরান এবং লেবানন থেকে মুক্ত করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কর্নেল অলিভার নর্থ। নর্থ ভিয়েতনামের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং পরে প্রেসিডেণ্ট রেগানের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেন। প্রেসিডেণ্ট রেগান কোন সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে আপোষ মীমাংসার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু নর্থ স্থির করেছিলেন যে অস্ত্র সাপ্লাই'র পরিবর্তে ইরানের কাছ থেকে আমেরিকান বন্দীদের মুক্তি চাইবেন।

প্রশ্ন হল রেগন কিংবা শীমন পেরেস এই কাজের দায়িত্ব সি. আই. এ. কিংবা মোসাদকে দেননি কেন ?

এই দায়িত্ব সি. আই. এ. কিংবা মোসাদের হাতে না দেবার একটি বড় কারণ ছিল যে উভয়েই ইরানের কাছ থেকে বন্দীদের মুক্ত করবার জন্যে গতানুগতিক পথ ছেড়ে একটি নতুন পথ ধরেছিলেন। আশা করেছিলেন এই পথ দিয়ে কাজ করলে হয়ত বন্দীদের ছাড়ান হবে।

কিন্তু ইস্রাইলের তরফ থেকে এই অস্ত্রের পরিবর্তে বন্দীদের মুক্ত করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনজন।

এরা হলেন আল সুইমার ইয়াকোভ নিমরোভি এবং আদনান খাসোগী।

এই তিনটি রঙ্গীন চরিত্রের কাজকর্ম সম্বন্ধে আমরা আগেই পরিচিত হয়েছি। এই তিনজন ছিলেন প্রাক্তণ ইস্রাইলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরিয়েল শারোনের ভক্ত, মোসাহেব কিংবা বলা যায় দালাল।

এদের চরিত্রের খানিকটা আভাষ দে'য়া যাক।

প্রথমতঃ আল সুইমার।

জন্ম, ১৯১৭ সালে, আমেরিকায়। তিনি ছিলেন পাইলট এবং প্লেন চালাবার এবং মেরামত করবার সব বিদ্যাই তার জানা ছিল। তিনি কোন এক সময়ে লকহিড এভিয়েশন কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। যুদ্ধের পর আল সুইমার আবিস্কার করলেন যে তার পূর্বপুরুষেরা ইহুদি ছিলেন। ১৯৪৮ সালের পর আল সুইমার প্লেনে করে আর্মস এবং এ্যামুনিশন নতুন ইস্রাইল রাষ্ট্রে নিয়ে এসেছিলেন। ১৯৫৯ সালে আল সুইমার আমেরিকাতে ফিরে এলেন। তিনি আমেরিকা থেকে ইস্রাইলে প্লেনের স্পেয়ার পার্টস পাঠাতে শুরু করলেন। সেই

সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়া, ইতালিতে, পানামার কাছে প্লেনের স্পেয়ার পার্টস পাঠাতে শুরু করেছিলেন। এফ. বী. আই সন্দেহ করেছিল আল স্থইমার কম্যুনিষ্ট দেশগুলির কাছে রাডার বিক্রী করছেন।

এবার আল স্থইমার ইণ্টার কণ্টিনেণ্টাল এয়ারওয়েজ কোম্পানী নামে একটি এভিয়েশন কোম্পানী খুললেন। এই কোম্পানী কোন প্লেন চালাত না। তারা আমেরিকান—ইসরাইলি প্লেন মেরামৎ করত। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনগুরিয়ণ, শীমন পেরেসের অনুরোধে আল স্থইমার ইসরাইলে ফিরে এলেন।

এর পর আল স্থইমার হলেন পেরেসের পরামর্শদাতা এবং নিমরোডির ব্যবসায়ের অংশীদার। পরে আল সুইমারের কোম্পানী কিফর জেট ফাইটার প্লেন তৈরি করেছিল। এই প্লেনের ইঞ্জিনের নক্সা সুইজারল্যাণ্ড থেকে চুরি করা হয়েছিল। কী করে চুরি করা হয়েছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

আমাদের এই নাটকের দ্বিতীয় অভিনেতা হলেন ইয়াকোভ নিমরোডি।

তার জন্ম হয়েছিল ইরাকে, ১৯২৬ সালে। নিমরোডিরা দশ ভাই ছিলেন। তার বাবা ছিলেন নিতান্তই গরীব। কিন্তু তার পরিবার ইরাক থেকে চলে এসেছিল। জেরুজালেমেই নিমরোডি মানুষ হয়েছিলেন।

১৯৪৮ এর ঠিক আগে নিমরোডি, ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনের সময়, পালমাক সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। পরে তিনি জুনিয়ার অফিসার হিসাবে 'আমানে' কাজ করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে নিমরোডি মোসাদ এবং আমানের প্রতিনিধি হয়ে তেহরানে গেলেন।

তিনি ছিলেন ইরানে ইসরাইলি এম্বাসী মিলিটারি এটাচী। এই সময়ে তিনি ইরানকে বহু ব্যাপারে ইসরাইলের উপর নির্ভরশীল করেছিলেন। তিনি ইরানের কাছে ইসরাইলের তৈরি অস্ত্র বিক্রী করেছিলেন। এই অস্ত্র বিক্রীর মূল্য ছিল বার্ষিক আড়াইশো মিলিয়ন ডলার। তিনি দেশে ফিরে এসে সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। এই ব্যর্থতার পর তিনি সৈন্য-বাহিনী ছেড়ে দিলেন।

কিছুদিন পরে নিমরোডি রোজগারের জন্যে একটি নতুন ব্যবসা ধরলেন। এই ব্যবসাটি ছিল ইরানের কাছে অস্ত্র বিক্রী করা। এরপর ইস্রাইলের বাজারে তার নাম হল 'Mr, Fix It.' কয়েক বছরের মধ্যে এই পুরাণ অস্ত্র বিক্রী করে তিনি মোটা টাকা রোজগার করলেন। বলা যায় কয়েক হাজার মিলিয়ন ডলার।

একদিন নিমরোডির সৌদী আরবিয়া ধনী ব্যবসায়ী আদনান খাসোগীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হল। এবার থেকে নিমরোডি খাসোগী একসঙ্গে অস্ত্র ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা শুরু করলেন।

এই তিন জনের সঙ্গে যোগ দিলেন ডেভিড্ কিমখে। তিনি কোন ব্যবসায়ী ছিলেন না। তিনি ছিলেন ইসরাইলের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টর জেনারেল। কিমখে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত করতে ভালবাসতেন। এই ব্যাপারে লেবাননে তার হাতখড়ি হয়েছিল।

*   *   *

২৪শে নভেম্বর নিমরোডি, সুইমার এবং কিমথে প্লেনে করে হক মিসাইল ইরানে পাঠাবার আয়োজন বন্দোবস্ত করছিলেন। এই অস্ত্র পাঠাবার জন্যে তারা একটি বোয়িং ৭০৭ প্লেনও ভাড়া করেছিলেন।

রাত প্রায় নটা।

আল সুইমার একটি টেলিফোন পেলেন।

ঃ কী চাই ? টাকা ? আপনি কে বলছেন ? আল সুইমার অনেকগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে করলেন।

ঃ না, টাকার দরকার নেই। বোয়িং ৭০৭ এর পাইলটকে সাইপ্রাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কারণ তার কাছে প্রয়োজনীয় সরকারি কাগজ নেই। যে কাগজ তাকে দে'য়া হয়েছিল সেইগুলি জাল। আর আমি হলাম ঐ বোয়িং ৭০৭'এর এর মালিক। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে জবাব এল।

সৌভাগ্যবশতঃ সাইপ্রাসের কাষ্টমস ঐ প্লেন কী মাল নিয়ে যাচ্ছে সেইটে পরীক্ষা করে দেখে নি। কারণ মাল পরীক্ষা করলে দেখা যেতো, প্লেন ভর্তি ছিল 'হক মিসাইল' অস্ত্র।

এবার উপায় না দেখে সুইমার ওয়াশিংটনে কর্ণেল নর্থকে টেলিফোন করলেন। তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলবার পর নর্থ সি-আই-এর সাহায্য নিলেন। সি-আই-এ তাদের সাইপ্রাসের এজেণ্টকে প্লেনের পাইলটকে সাহায্য করতে বললেন। কয়েক ঘণ্টা পরে নর্থ সুইমারকে টেলিফোন করে বললেন মাল বোঝাই প্লেন তেহরানে গিয়ে পৌঁচেছে।

এই সব ঘটনার পর সুইমার জেনিভা থেকে নিমরোডির টেলিফোন পেলেন। তেহরান বলেছে ঃ হক মিশাইলগুলি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মাল। ইসরাইলিরা আমাদের ঠকিয়েছে। বিস্মিত হয়ে আল সুইমার তেল আভিভে, ইসরাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল, চেইম কারমনকে টেলিফোন করে এই খবরটা দিলেন। এর জবাবে কারমন বললেন ঃ না, ঐ হক মিসাইলগুলি আমরা ইসরাইলে নতুন করে বানিয়েছি। এই মিসাইলে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। এই মিসাইলগুলি অনেক উৎকৃষ্ট।

ঃ এবার তেহরান থেকে প্রশ্ন হল ঃ বলুন মিসাইলে কী পরিবর্তন করা হয়েছে ?

এই প্রশ্নের জবাব আমরা এক্ষুনি চাই—ইরানের ইনটেলিজেন্সের কর্তা, কাঙ্গারলু বললেন।

এই প্রশ্নের জবাব দিতে গোরবাণিফর কিংবা নিমরোডি একটু সময় নিলেন। কারণ কারমন এদিক-ওদিক টেলিফোন করে পরে জবাব দিলেন ঃ না মিসাইল-গুলির কোন পরিবর্তন করা হয়নি···

সুইমার বিপদের আশংকা করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন তারা পুরাণ, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মালগুলিকে নতুন বলে ইরানের কাছে বিক্রী করেছেন।

এবার কী হবে? নিমরোডি কাঙ্গারলুকে বললেন ঃ হ্যা মিসাইলগুলি পুরানো…

এই খবর শুনবার পর কাঙ্গারলুর হার্ট এ্যাটাক হল। 'হক মিসাইলের' বেচাকেনায় কাঙ্গারলুর একটি বড় ভূমিকা ছিল। এই পরিস্থিতিতে যদি মিসাইলগুলি পুরানো, অকেজো বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তার বিপদ আসন্ন একথা কাঙ্গারলুর বুঝতে দেরি হল না। তাই ঐ বিপদের আশংকা করে, তার বুকের যন্ত্রনা বাড়ল। হার্ট এ্যাটাক হল। তাকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হল।

এবার ইরানিয়ান প্রধানমন্ত্রী মুসাভির টেলিফোনের জবাব দিলেন নিমরোডি। তবে মুসাভির কণ্ঠস্বর শুনে নিমরোডি বুঝতে পারলেন যে সহজে এই বিপদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। নিমরোডি এই ভুলের জন্যে দুঃখপ্রকাশ করলেন। এবং স্থির হল মিসাইলের মূল্য বাবদ যে আঠার মিলিয়ন ডলার বাবদ নিমরোডি পেয়েছিলেন সেই টাকা ইরান সরকারের সুইস ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্টে জমা দে'য়া হবে।

দীর্ঘ এক বছর পরে ইরানের কাছে এই হক মিসাইল বিক্রী করা এবং তার পরিবর্তে ইরান থেকে আমেরিকান বন্দীদের বার করবার পুরো কাহিনী কিংবা বলা যায় তার স্ক্যাণ্ডাল প্রকাশিত হল।

অনেকদিন ধরে আমেরিকান সরকার এবং সি. আই. এ নিকারাগুয়ার কমুনিষ্ট বিরোধী "কনট্রা" বাহিনীর কাছে অস্ত্র পাঠাবার চেষ্টা করছিলেন। স্থির হয়েছিল এই অস্ত্র দিয়ে নিকারাগুয়ার 'কনট্রা' বাহিনী কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে লড়াই করবে। আমেরিকান কংগ্রেস এই অস্ত্র কিনবার জন্যে কোন অর্থ কিংবা অনুদান দিতে অস্বীকার করেছিল। তাই প্রেসিডেণ্ট রেগান স্থির করলেন ইরানের কাছে ইস্রাইল কিছু পুরান 'হক মিসাইল' ঝালাই করে চড়া দামে বিক্রী করা হবে। এই বেচাকিনি থেকে যে লাভ হবে সেই লাভের টাকা দিয়ে 'কনট্রা'কে নতুন অস্ত্র কিনে দে'য়া হবে। কিন্তু এই প্ল্যান, চক্রান্ত অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হল না।

ডেভিড কিমখে ছিলেন বিদেশ মন্ত্রনালয়ের 'ডিরেক্টর জেনারেল।' তার বক্তব্য ছিল আয়াতোল্লা খোমেনী ছাড়া ইরানে কিছু উদারপন্থী নেতা সমাজে কিংবা সৈন্যবাহিনীতে আছেন যাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা সম্ভব হবে। ১৯৮৪ সালে ডেভিড কিমুখে আয়াতোল্লা খোমেনীর বিরুদ্ধে এক বিপ্লব শুরু করবার চক্রান্তে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই চক্রান্তের কথা আগেই বলা হয়েছে। এমন কী ডেভিড কিমুখে ১৯৮৪ ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে এক রেডিও ইণ্টারভিউতে বলেছিলেন ইস্রাইল এবং পশ্চিম জগতের দেশগুলি এক হয়ে এক যুদ্ধ শুরু করা উচিত।

১৯৮৪ সালে আদনান খাসোগী তার বন্ধু নিমরোডি এবং সুইমার এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। ঐ মিটিং আবার তারা ইরানে এক বিপ্লব করবার প্ল্যান ষড়যন্ত্র নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। ঐ সময়ে এই

প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে কিছু "উপযুক্ত" ইরানিয়ানের সঙ্গে আলোচনা করা হল। খাসোগী এই আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত সবাইকে বললেন তার এই প্রস্তাবে সৌদী আরবিয়ার প্রিন্স ফাহাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। সুইমার ইস্রাইলের প্রধানমন্ত্রী শীমন পেরেসের অনুমতি নিয়ে এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। এই বৈঠক থেকে জন্ম নিল 'ইরানগেট স্ক্যানডাল'। বৈঠকের দুদিন পরে লণ্ডনে 'হাইড' পার্ক হোটেলে 'খাসোগী' নিমরোডি ও সুইমারের সঙ্গে এক ইরানিয়ান ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দিলেন। ঐ ইরানিয়ানের নাম ছিল সাইরাস হাসেমি। পরিচয় দিতে গিয়ে আরো বলা হল হাসেমি হলেন ইরানিয়ান মজলিশের স্পীকার আলি আকবর হাসমি রাফসানজানির আত্মীয়। রাফসান জানি ঐ সময়ে ছিলেন শুধু মজলিশের স্পীকার ছিলেননা আয়াতোল্লা খোমেনীর পর তারই ইরানে বেশি ক্ষমতা এবং প্রভাব ছিল। রাফসানজানি বর্তমানে ইরানের শাসনকর্তা।

এই সভায় খাসোগী তার কথার সুর পালটালেন। না ইরানের বিরোধী কোন চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র করবার ইচ্ছা তার নেই। অথচ তিন বছর আগে খাসোগী কেনিয়ার এক সভায় আরিয়েল শারোনের সঙ্গে বসে কী করে ইরানে বিপ্লব করা যায় সেই নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। এবার খাসোগী বললেনঃ যে ইস্রাইল ঐ দেশের কিছু বন্ধুদের সঙ্গে মিলে ইরানে এক মৈত্রীর আবহাওয়া এবং বন্ধুসুলভ পরিস্থিতি তৈরি করবার চেষ্টা করছে। ঐ বন্ধুদের মধ্যে 'সাইরাস' হাসেমী হলেন একজন। এবার হাসেমী বললেন তিনি ইরানিয়ান সরকারের অনুমতি দিয়ে পশ্চিম জগতের সরকারের সঙ্গে 'মৈত্রী' গঠন করবার জন্যে ঐ বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন। হাসেমি আরো বললেন ইরান সরকার ওয়াশিংটনের সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপন করতে চায় কিন্তু খাসোগী বললেন ইস্রাইলের সঙ্গে সম্পর্ক আরো শক্ত করা প্রয়োজন।

খাসোগী জিজ্ঞেস করলেন, ইরান এর বিকল্পে ইস্রাইলের কাছ থেকে কী চায়?

ঃ কয়েক বছর ধরে আমেরিকা ইস্রাইলকে ইরানের কাছে কোন আর্মস বিক্রী করতে দেয়নি—হাসেমী বললেন। আমরা চাই ঐ আর্মস বিক্রী আবার চালু করা হক। কারণ ইরাকের সঙ্গে যদি আমাদের লড়াই করতে হয় তাহলে আমাদের ঐ আর্মস চাই।

এরপরে খাসোগী, নিমরোডি এবং আল সুইমারকে ইরানিয়ান ব্যবসায়ী মানুষের গোরবানিফারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলেন। বলা হল গোরবানিফার হলেন এক সমৃদ্ধশালী ইরানিয়ান ব্যবসায়ী। তিনি হামবুর্গ থাকেন। হাসেমি ও গোরবানিফারের ইস্রাইলে আসবার প্রধান কারণ হল পশ্চিম জগতের, বিভিন্ন সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা। পরে নিমরোডি, সুইমারের অনুরোধে প্রধানমন্ত্রী শীমন পেরেস হাসেমি এবং গোরবানিফারকে ইস্রাইলে আসবার অনুমতি দিলেন। অবশ্যি ঠিক হল এরা

জাল পাশপোর্ট সঙ্গে নিয়ে ইসরাইলে ঢুকবেন।

*　　　　　　*　　　　　　*

শীমন পেরেস অবশ্যি ইরানের সঙ্গে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করবার খুব পক্ষপাতি ছিলেন না। তবু তিনি মোসাদকে বললেন ঃ ইরানিয়ান ব্যবসায়ী, হাসেমি এবং গোরবানিফারকে ভাল করে জেরা এবং তদন্ত করা হক এবং তদন্তের রিপোর্ট যেন অবিলম্বে তার কাছে পেশ করা হয়।

এই তদন্তে মোসাদের ভূমিকা ছিল বেশ বড়। ডেভিড কিমখে এবং অন্যান্যরা এই তদন্তে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইরানিয়ান দুজনের মধ্যে সাইরাস হাসেমিই বেশি কথা বললেন। তিনি আর্মস ডিল করবার জন্যে বিশেষ আগ্রহ দেখালেন। কারণ আর্মস ডিল হলে তার দুচার পয়সা মুনাফা হত। পরে ইসরাইলিরা তাদের কম্পুটারের সাহায্যে জানতে পারল যে হাসেমী লোকটি হল 'ডবল এজেণ্ট অর্থাৎ দুমুখো সাপ। খবর বিক্রী করা তার অভ্যাস। কারণ মোসাদ জানতে পারল পশ্চিম জগতের বিভিন্ন সরকার এবং কম্যুনিস্ট দেশগুলির সিকিউরিটি সার্ভিসের সঙ্গে হাসেমির আগে ব্যবসার লেনদেন হয়েছে। অতএব মোসাদ হাসেমির বিরোধিতা করে রিপোর্ট দিল।

গোরবানিফার ও ইস্রাইলিদের খুব বেশি আকৃষ্ট করতে পারলেন না। মোসাদ এবং আমান, দুইটি স্পাই প্রতিষ্ঠানই গোরবানিফারকে অনেকক্ষণ জেরা করেছিল। পরে ইসরাইলের বিদেশ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী গোরবানিফারের সঙ্গে দেখা করলেন। গোরবানিফারের কাছ থেকে ইসরাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস জানতে পেরেছিল তিনি সৌদী আরবিযার রাজধানী রিয়াদে গিয়ে প্রিন্স ফাহাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং ক্রাউন প্রিন্সকে সাবধান করে বলেছিলেন ইরান আগামী হজ উৎসবে মক্কায় গোলমাল সৃষ্টি করবার চেষ্টা করবে। মোসাদ গোরবানিফার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতে চাইলনা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অবশ্যি গোরবানিফারের একটি প্রস্তাবে গ্রহণ করল। তারা ইরানের কাছে কিছু ছোট ছোট অস্ত্র বিক্রী করতে রাজি হল। ঐ অস্ত্রের মোট মূল্য ছিল চল্লিশ মিলিয়ন ডলার কিছুদিন পরে ইরান ঐ অর্ডার বাতিল করে অন্য অস্ত্র চাইল। শেষ অবধিঐ অস্ত্র পাঠান হলনা। তারপর গোরবানিফর Tow (Tracked Wire Guided missilcs) ইরানের কাছে একশোটি বিক্রী করবার কনট্রাকট করলেন। প্রতিটি মিসাইলের দাম ছিল দশহাজার ডলার। এবার গোরবানিফার ইরানের ঘরোয়া দলাদলির উপর একটি গোপনীয় রিপোর্ট লিখলেন। গোরবানিফারের এই রিপোর্ট খুবই মূল্যবান ছিল। তার ইস্রাইলি বন্ধুরা এই রিপোর্ট পড়ে খুশি হল।

গোরবানিফার তার ইরানের রিপোর্টকে তিনটি অংশে ভাগ করেছিলেন।

প্রথম অংশ ছিল ঃ ইরানে একদল আছেন যারা হলেন 'ডানপন্থী'। এই ডানপন্থীদের মধ্যে পাওয়া যাবে সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, পার্লামেণ্ট অথবা 'মজলিস' এবং কিছু রিভল্যুশনারী গার্ডবাহিনী'। এরা স্বাধীন, ফ্রী ব্যবসা করবার

পক্ষপাতি এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরোধী ছিলেন। এরা শিয়া রিভল্যুশনকে বিদেশে রপ্তানী করবার বিরোধী ছিলেন। এরা পাশ্চাত্ত্য জগতের এবং মুসলিম দেশগুলির সঙ্গে সদ্ভাব এবং বন্ধুত্ব রাখবার পক্ষপাতি ছিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ আছেন 'বামপন্থী'। এই বামপন্থীদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মুসাভি এবং রাষ্ট্রপতি খামেনি ছিলেন। গোরবানিফার বলেছিলেন বামপন্থীরা 'কট্টোর' নীতি অনুসরণ করে থাকে। এরা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করেন এবং বিদেশে 'শিয়া' বিপ্লব রপ্তানী করবার সুযোগ খোজেন এবং সুবিধা পেলেই ঐ কাজে করে থাকেন। গোরবানিফার আরো বলেছিলেন যে ১৯৭৯-৮১ সালে এই বামপন্থীরা বাহান্ন জন আমেরিকানদের বন্দী করে রেখেছিল।

তৃতীয় ভাগে ছিল 'মধ্যমপন্থীরা। এরা মজলিস, সুপ্রীম কোর্টে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিলেন।

গোরবানিফার অনেক ইরানিয়ানদের নাম উল্লেখ করেছিলেন। এই সব ইরানানিয়ানদের তিনি তিনটি ভাগে ভাগ করেছিলেন, ডানপন্থী, বামপন্থী এবং মধ্যমপন্থী।

গোরবানিফার তার এই রিপোর্টের শেষ লাইনে লিখেছিলেনঃ 'আমার পরামর্শ হল প্রথম ভাগ, অর্থাৎ ডানপন্থীদের সমর্থন করাই হবে যুক্তিসঙ্গত এবং বুদ্ধিমানের কাজ। গোরবানিফার আরো বলেছিলেন খোমেনীর পর একটি ভাগ দেশের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে।' আর সেই ভাগটি হল প্রথম ভাগ।

অতএব দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাগকে ভুলে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ—এই ছিল গোরবানিফারের পরামর্শ।

* * *

গোরবানিফার এই নাটকে দেখা দেবার পর কিমখে, নিমরোডি, সুইমার স্থির করলেন তাদের এই চক্রান্তে আমেরিকাকে জড়াতে হবে।

এই উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্যে তারা লেবাননে আমেরিকান বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দেবার প্রশ্নটি সবার সামনে তুলে ধরলেন। কারণ নিমরোডি, সুইমার জানতেন প্রেসিডেন্ট রেগ্যান এবং প্রেসিডেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এডভাইজার রবার্ট ম্যাকফারলেন লেবাননে আমেরিকান বন্দীদের মুক্তির বিষয়টি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করছেন। ব্যাপারটি নিয়ে ভালো করে তলিয়ে দেখবার জন্যে তারা মাইকেল লিডন নামে একজন সন্ত্রাসবাদ দমন বিশেষজ্ঞকে ইস্রাইলে পাঠালেন। মিশেল লিডানের ইস্রাইলে আসবার পেছনে আর একটি নেপথ্য কারণ ছিল। কারণটি হল আমেরিকা, ইস্রাইলের সাহায্য নিয়ে ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়।

লিডান প্রধানমন্ত্রী শীমন পেরেসের সঙ্গে দেখা করলেন এবং এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। এই আলোচনা প্রসঙ্গে শীমন পেরেস প্রস্তাব করলেন ইরানের কাছে অস্ত্র বিক্রী করা হল আমেরিকার সম্পর্ক স্থাপন করবার প্রথম ধাপ। লিডান ভাবলেন প্রধানমন্ত্রী শীমন পেরেস হয়ত আবার ইরানের কাছে আর্মস

বিক্রী করতে ইচ্ছুক। ইরানের ঘরোয়া গোলমাল শুরু হবার আগে ইস্রাইল নিয়মিতভাবে ইরানের কাছে অস্ত্র বিক্রী করত। গোরবানিফারের রিপোর্ট পড়বার পর পেরেসও গোরবানিফারের 'প্রথম ভাগ' প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করে নিলেন। এই পরিস্থিতিতে মোসাদের সুপারিশ অগ্রাহ্য করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা। অন্য সময়ে প্রধানমন্ত্রী এত সহজে মোসাদের সুপারিশকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। বিশেষ করে শীমন পেরেসের মোসাদের প্রতি দুর্বলতা ছিল।

এই সময়ে মোসাদের বড় কর্তা ছিলেন নাহুম এডমনি। তাকে খুব শক্ত প্রকৃতির লোক বলা যায়না। তাই প্রধানমন্ত্রী যখন নিমরোডি, আল সুইমারের সঙ্গে একমত হয়ে গোরবানিফারের পরামর্শনুযায়ী ইরানের প্রজেক্টকে পুরোপুরি সমর্থন করলেন তখন সবাই একটু অবাক হলেন। বলা দরকার যে ১৯৮২ সালে শারোন-নিমরোডি ইরানে বিপ্লব শুরু করবার যে প্ল্যান করেছিলেন তখন এই শীমন পেরেসই ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি গোরবানিফার-নিমরোডি-আল সুইমারের চক্রান্তে পা দিলেন।

শীমন পেরেস-নিমরোডি-আল সুইমার-গোরবানিফারের এই চক্রান্তে তার নিজস্ব কোন লোক নিয়োগ করলেন না। তিনি শুধু প্রাক্তন 'আমান' কর্তা, শ্লমো গাজিটকে এই কাজের দায়িত্ব দিলেন যেন নিমরোডি-আল সুইমার এবং কিমখের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখেন। ব্যস ঐ পর্যন্ত। গাজিট কয়েক সপ্তাহ বাদে এই কাজ থেকে ইস্তাফা দিলেন কারণ তার বক্তব্য ছিল ইরানের বিপ্লব শুরু করবার দায়িত্ব যাদের হাতে দে'য়া হয়েছে তারা সবাই হলেন আর্মস ডিলার। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল শুধু মুনাফা করা।

এরপর প্রধানমন্ত্রী শীমন পেরেস কিমখে'কে ওয়াশিংটনে পাঠালেন। কিমখে গিয়ে প্রেসিডেণ্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এডভাইজার ম্যাকফারলেনের সঙ্গে দেখা করলেন।

অবশ্যি এই আলাপ-আলোচনার বড় অংশ ছিল লেবাননে আমেরিকান বন্দীদের ভবিষ্যৎ। গোরবানিফার বললেন তিনি বেরুটে সি. আই. এ.-র স্টেশন চীফ, উইলিয়াম বাকলের মুক্তির বন্দোবস্ত করবেন। যারা বাকলেকে বন্দী করেছিলেন তারা ছিলেন খোমেনীর অনুগত লোক।

এবার এই দলকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হল। কিমখে আমেরিকানদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করলেন। নিমরোডি জেনিভা এবং লণ্ডন থেকে টাকা-পয়সার হিসেব দেখতেন। সুইমার ছিলেন অপারেশন অফিসার এবং তার কাজ ছিল যানবাহন প্লেনের কাজকর্ম দেখা।

এবার আমেরিকান দলকে বড় করা হল। ডিফেন্স সেক্রেটারিকে এই চক্রান্তের কথা বলা হল। তিনি এই প্ল্যানকে অপছন্দ করলেন। তবে তাকে দলে টানবার প্রধান কারণ ছিল আমেরিকান-ডিফেন্স মন্ত্রণালয় ইস্রাইলকে অস্ত্র দেবে। পরে ইস্রাইল তাদের ষ্টক থেকে পুরানো অস্ত্রগুলি ইরানকে দেবে।

সুইমার এবার জেট ভাড়া করে পাঁচ মিলিয়ন ডলারের Tow মিসাইল অস্ত্র ইরানে পাঠালেন। এর পরিবর্তে রেভারেণ্ড ওয়েরকে মুক্তি দেওয়া হল। রেভারেণ্ড ওয়ের প্রায় ষোল বছর লেবাননের কারাগারে কাটিয়েছিলেন। আশা করা হল বাকী আমেরিকান বন্দীদেরও শিগগিরই মুক্তি দেওয়া হবে। নিমরোডি ইরানের সঙ্গে বেচাকিনির ব্যবসা করে বেশ কিছু টাকা মুনাফা করলেন। সবই ঘড়ির কাটার মত চলছিল। কিন্তু এবার "হক" মিসাইলের ঘটনা চক্রান্তকারীদের প্ল্যান পাল্টে দিল এবং ইরানিয়ান কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হল। আমেরিকান সরকার ইস্রাইল-নিমরোডি, সুইমার এবং কিমখের উপর তাদের বিশ্বাস হারাল। কিন্তু ইরানের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলবার প্রস্তাব প্ল্যানটি ছিল বিশেষ লোভনীয়। আমেরিকান সরকার ও পেরেস সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না। এবার ইয়াতজাক রবিন বললেন নিমরোডি-সুইমার কিমখের পরিবর্তে অন্য আর কারু হাতে প্ল্যান পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হক। কিন্তু মোসাদ আপত্তি করল। আর ঠিক ঐ সময়ে রঙ্গমঞ্চে উদয় হলেন এক নতুন অভিনেতা, তার নাম হল আমিরাম নীর।

পয়ত্রিশ বছর বয়েসে আমিরাম নীর দুনিয়ার ব্যবসায়, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রে বেশ হাত পাকিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তিনি প্রধানমন্ত্রী শীমন পেরেসের 'সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতা প্রোগ্রামের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। তার জন্ম হয়েছিল ১৯৫০ সালে। জন্মের সময় তার নাম ছিল আমিরাম নিসকার। তিনি ইস্রাইলের স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবার সুযোগ পাননি।

নীর প্রথমে সাংবাদিক ছিলেন এবং ইস্রাইলি টেলিভিশনের যুদ্ধের সংবাদদাতা হয়েছিলেন। তার চোখ কান খোলা ছিল। তিনি জানতেন এবং অনেক কিছু বুঝতেন। পরে শীমন পেরেস যখন বিরোধী দলের নেতা হলেন তখন তিনি পেরেসের প্রধান পরামর্শদাতা হয়েছিলেন। এরপর তিনি এক বছরের জন্যে আর্মি সার্ভিস করেছিলেন। পরে তিনি তেল আভিভে এক বছরে 'পি. এইচ. ডি' করলেন। এই সময়ে তার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে চাকুরি মিলল কিন্তু ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস নীরকে তাদের দলে নিলনা। কারণ নীর তাদের গোষ্ঠীর লোক ছিলেন না। কিন্তু নীর ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তাদের মন জুগিয়ে কাজ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। প্রথমে তিনি "লাকামের" প্রধান হবার চেষ্টা করেছিলেন। পরে শেনবেতের প্রধান হবার প্রবল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল। তিনি মোসাদের কর্তা হবারও চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হলেন প্রাইম মিনিষ্টারের "কাউন্টার টেররিজমের" প্রধান পরামর্শদাতা। এই পদটি গোল্ডা মায়ার অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার হত্যাকাণ্ডের পর, সৃষ্টি করেছিলেন। নীর এই কাজে দক্ষতা দেখাল।

পরে নীরকে ইরানের ঘটনা-চক্রান্তের সঙ্গে জড়ান হল। এই কাজে তার একজন উপযুক্ত আমেরিকান সহযোগী বন্ধু জুটল। এই সহযোগীর নাম ছিল অলিভার নর্থ। ১৯৮৪ সালে নীর ইরানের চক্রান্তের প্রধান পরিচালক হলেন।

ইতিমধ্যে অলিভার নর্থ ওয়াশিংটনে নীরের প্রচুর সুখ্যাতি করেছিলেন। অতএব আমেরিকান শাসক গোষ্ঠীও নীরকে স্বীকার করে নিল।

১৯৪৪ সালে শীমন পেরেস লণ্ডনে যাবার প্ল্যান করেছিলেন। নীর স্থির করলেন ঐ সময়ে তিনি অলিভার নর্থকে শীমন পেরেসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। কিন্তু আল সুইমার গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ধর্না দিলেন। কী ব্যাপার? প্রধানমন্ত্রী কী কারণে তাদের অবিশ্বাস করছেন। শীমন পেরেস অস্বীকার করলেন যে ইরান সংক্রান্ত ঘটনায় কোন নতুন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

নীর এবার গোরবানিফারকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে প্রধানমন্ত্রী শীমন পেরেস তার অতি নিকটের লোক। এই কথা প্রমাণ করবার জন্যে তিনি শীমন পেরেসের সঙ্গে তোলা একটি ছবি দেখালেন।

ঐ সময়ে আলিভার নর্থ ও ইস্রাইলিদের বললেন ঃ যে একমাত্র তিনিই হলেন 'হোয়াইট হাউসের' বিশ্বাসভাজন।

পরে নীর এবং নর্থের চেষ্টায় ইরানে আবার আর্মস সাপ্লাই করবার চেষ্টা করা হল। এই সঙ্গে বন্দীদের মুক্তি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে আমেরিকান ডেলিগেট, ছদ্মনামে, জাল পাশপোর্ট ব্যবহার করে তেহরানে গেলেন। এই দলে ম্যাকফারলেন, নর্থ এবং নীর ছিলেন। কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হল।

এদিকে আমেরিকান সংবাদপত্রে ম্যাকফারলেন, নর্থের তেহরানের ভ্রমণ কাহিনীর পুরো ঘটনা প্রকাশিত হল। বলা হল প্রেসিডেন্ট রেগ্যানও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরে আরো জানা গেল ম্যাকফারলেন ও নর্থ ইস্রাইলের মাধ্যমে পুরান অস্ত্র ইরানের কাছে বিক্রী করে লাভের টাকা দিয়ে নিকারাগুয়াতে কম্যুনিস্ট বিরোধী বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিলেন।

ঘটনার পুরোটা জানা সম্ভব হলনা। কারণ কিছুদিন পরে অমিরাম নীর এক প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। অতএব ম্যাকফারলেন নর্থ এবং নীর ইরানের কাছে পুরান অস্ত্র বিক্রী করবার চেষ্টা কতদূর সফল হয়েছিল জানা যায়নি।

* * *

বিদেশি সরকারের কাছে অস্ত্র বিক্রী করা মোসাদ শেনবেতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। কারণ অস্ত্র বিক্রী করতে পারলে, বিদেশি সরকার স্বীকার করে নেবে ইস্রাইলি হল একটি শক্তিশালী দেশ-এবং, তার কাছে প্রচুর হাতিয়ার আছে। এছাড়া অস্ত্র বিক্রী করলে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা অর্জন করা যাবে। ইস্রাইলের বিদেশি মুদ্রার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। অস্ত্র তৈরী করে ইস্রাইল প্রমাণ করতে চায় যে সে কোন বিদেশি সরকারের কাছে মাথা নত করতে চায়না।

অস্ত্র বিক্রী করবার জন্যে ইস্রাইল একটি দপ্তর খুলেছিল যার নাম হল 'সিবাত'। এর আসল হিব্রু নাম হল 'সিতুয়া বিতচোনি'। এই দপ্তর ইস্রাইলের ডিফেন্স মিনিষ্টারের দপ্তরের একটি অংশ।

১৯৬০ সালে ইস্রাইল এবং দক্ষিণ অফ্রিকার মধ্যে অস্ত্র বিক্রী নিয়ে যে কেলেঙ্কারী, হৈ-হট্টোগোল হয়েছিল তারপরেই অস্ত্র বিক্রয়ের জন্যে এই 'সিবাত'

দপ্তর খোলা হয়েছিল। সিবাত শুধু অস্ত্র বিক্রী করতনা। সিবাত কী করে তাদের তৈরি অস্ত্র ব্যবহার করতে হয় তার ট্রেনিংও দিতো। সিবাত গড়িলা দমন এবং গড়িলা যুদ্ধও শেখাত। এই ট্রেনিং-র কিছু নমুনা আমরা আগেই পেয়েছি। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করবার বিভিন্ন কলা কৌশল তারা আফ্রিকার ডিফেন্স ফোর্সকে শিখিয়েছিল।

সিবাত অনেক সময় অস্ত্র বিক্রী করবার জন্যে দালাল নিয়োগ করত।

ইয়োম কাপুরের যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ইস্রাইল পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের আর্মস রপ্তানী করেছিল। এই যুদ্ধের পর ইস্রাইল অস্ত্র বানাবার জন্যে আরো নতুন কারখানা খুলল। জানা গেল ইস্রাইলের অস্ত্র বিক্রীর অঙ্ক এক বিলিয়ন ডলারের বেশি হয়েছে।

এই অস্ত্র বিক্রী থেকে সবচাইতে বেশি লাভবান হলেন ইয়াকোভ নিমরোদি। অস্ত্র বিক্রী করা ছিল তার প্রধান ব্যবসা।

খোমেনী ইরানের কর্তৃত্ব নেবার পর ইস্রাইলে অস্ত্র বিক্রীর এক নতুন বাজারের সন্ধান পেল। সেই বাজার হল চীন। আর চীনের বাজারের সন্ধান দিয়েছিলেন শাওল আইসেনবার্গ।

শাওল আইসেনবার্গ ছিলেন ইস্রাইলের সব চাইতে ধনী ব্যবসায়ী। তিনি য়ুরোপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং পরে দূর প্রাচ্যে জাপানে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। তিনি এক জাপানী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। যুদ্ধের পর তিনি লোহা-লক্কর পুরান লোহার জঞ্জাল বিক্রী করে কোটিপতি হয়েছিলেন।

শাওল আইসেনবার্গ যে ইহুদি এই ধ্রুব সত্যি কথা তিনি কখনই ভুলে যাননি। তাই তিনি ইস্রাইলে তার ব্যবসার একটি শাখা খুলেছিলেন। অবশ্য তার দূর প্রাচ্যের শাখার ঝাপি বন্ধ করা হল না। পরে তিনি চীনের রাজধানী বাইজিং-এ গিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন।

আইসেনবার্গ সিবাতের কিছু কর্মচারিকে নিয়ে বহুবার বাইজিং গিয়ে আর্মস বিক্রী করা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তার চীনে আলাপ-আলোচনা সার্থক হয়েছিল।

আশীর দশকে হিসেব করে জানা গেল ইস্রাইল চীনে তিন বিলিয়ন ডলারের বেশি আর্মস রপ্তানী করেছিল।

* * *

এরপর ইস্রাইলের অস্ত্র বিক্রীর অঙ্ক ক্রমেই বাড়তে লাগল। বলা যায় শুরু হল অস্ত্র বিক্রীর তৃতীয় ধাপ। আর তৃতীয় ধাপ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ইস্রাইলে আর এক নতুন গোষ্ঠী এসে অস্ত্রের বাজারে উপস্থিত হল। এই নতুন গোষ্ঠীর নাম হল 'অস্ত্রের দালাল'—ইস্রাইলের ঘরোয়া এবং বিদেশের রাজনীতিতে এদের প্রভাব স্পষ্ট, পরিস্কার দেখা গেল। অনেকে বলেন এই অস্ত্রের দালালেরা মোসাদ, শেন বেত এবং আর্মি অফিসারদের চাইতে বেশি ক্ষমতাশালী ছিলেন।

মধ্যে এই সব অস্ত্রের দালালেরা ইস্রাইলি সমাজ এক পরিবর্তন এবং জাগরণ সৃষ্টি করলেন। যুদ্ধের আগে ইস্রাইলের টাকা পয়সা, ব্যবসা নিয়ে আলাপ আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল। ড্রয়িং রুমে পয়সা নিয়ে আলাপ আলোচনা খুব বেশি শ্রুতি-মধুর কিংবা জনপ্রিয় ছিলনা। কিন্তু যুদ্ধের পর এই আবহাওয়া পাল্টে গেল। আজকাল ইস্রাইলে ব্যবসা-পয়সা নিয়ে আলাপ আলোচনা হল সমাজে মর্যাদা, স্থান পাবার মাপ কাঠি। আর একটি জিনিষ দেখা গেল। বহু ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্সের আর্মির কর্মচারিরা সরকার থেকে অবসর গ্রহনের পর এই আর্মসের ক্রয়-বিক্রয়ের দালাল হিসেবে কাজ করতে শুরু করলেন কিংবা করছেন।

ইরান এবং ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশগুলির বিশ্বাস ইস্রাইল তাদের কাছে চাহিদামত অস্ত্র বিক্রী করতে পারবে। ইস্রাইল দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে বহু অস্ত্র বিক্রী করেছিল। অনেক সময় ইস্রাইলি সরকার এই সমস্ত আর্মস ডিলারদের সাহায্য নিয়ে আমেরিকার বাধা নিষেধের বেড়া ডিঙ্গিয়ে বিভিন্ন দেশে অস্ত্র বিক্রী করত এবং করে থাকে। ইস্রাইলের এক দালাল, নমান স্কলনিক আমেরিকার বাধা নিষেধকে উপেক্ষা আমেরিকান স্কাই হক বোমারু বিমান আরজেনটিনার কাছে বিক্রী করেছিল। ঐ সময়ে বৃটেনের সঙ্গে আরজেনটিনার লড়াই চলছিল।

এয়ারফোর্সের পুরান কর্মচারি, এমন কী এয়ারফোর্সের কমানডার মরডেকাই হড অস্ত্র বিক্রীর দপ্তর খুলেছিলেন।

'বার এম' নামে আর একজন মিলিটারি কর্মচারি নিমরোডির উন্নতি এবং যশঃ দেখে নিজে অস্ত্র বিক্রীর দপ্তর খুলেছিলেন।

১৯৮৬ সালে জেনারেল বার এম এবং আরো দুজন পুরান ইস্রাইলি মিলিটারি কর্মচারিকে আমেরিকান কাষ্টমস গ্রেপ্তার করেছিস। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এরা ইরানের কাছে অস্ত্র বিক্রী করেছিল।

ইরানের আর্মস বিক্রীর স্ক্যাণ্ডাল ধামা চাপা পড়বার পর জেনারেল বার এম-কে মুক্তি দে'য়া হল।

এই অস্ত্র বিক্রী করতে গিয়ে ইস্রাইল অনেক অপ্রিয়, দুর্নীতপরায়ন শাসক এবং তাদের দেশের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল।

এখানে একজন শেনবেতের কর্মচারির কিছু অভিজ্ঞতার কাহিনী বলা প্রয়োজন।

এই কর্মচারির নাম ছিল মাইক হারারি। মাইক হারারি অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, সেই হত্যাকাণ্ডের প্রধান নায়কদের নির্মূল, খুন করবার কাজে এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৭ সালে তেল আভিভে মাইক হারারির জন্ম হয়েছিল। মাইকের বাবা ছিলেন কাষ্টমসের এক বর্দ্ধিষ্ণু কর্মচারী। মাইক প্রথমে পালমাক, পরে শাই এবং পরে শেনবেতে কাজ করেছিলেন।

১৯৫০ সালে মাইক হারারি শেনবেতের সিকিউরিটি অফিসার ছিলেন। তাকে বিদেশ মন্ত্রনালয়ে সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। সালে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যেসব প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলারা ইস্রাইলিদের হত্যা করেছিল তাদের সাহায্য করবার জন্যে তাকে প্রধান জল্লাদ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। নরোওয়ের লিলহামেরের হত্যা ব্যর্থ হবার পর হারারি এবং আরো দুইজন সহকর্মী অক্ষত অবস্থায় নরোওয়ে থেকে বেড়িয়ে এসেছিলেন। নরোওয়ের এই মারাত্মক ভুল হওয়া সত্ত্বেও তিনি মোসাদেই কাজ করতে লাগলেন। তাকে এবার মেক্সিকোর ষ্টেশন চীফ করে পাঠান হল। এখানে তার দুটি কাজ ছিল, প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলাদের উপর নজর রাখা এবং মেক্সিকোর কাছে অস্ত্র বিক্রী করা। ইস্রাইলের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার বহু দেশে ঘুরেছিলেন এবং এই সব উপরের মহলে তার অনেক বন্ধু ছিল। এদের মধ্যে পানামার ডিক্টেটর জেনারেল ওমর টারিজোস এবং তার মিলিটারি ইনটেলি-জেন্সের কর্তা কর্নেল ম্যানুয়েল নরিজা'র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পানামার বহু সমৃদ্ধশালী ইহুদি ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

প্রায় পয়ত্রিশ বছর একটানা কাজ করবার পর হারারি অবসর গ্রহণ করলেন। প্রথমে তিনি ইন্সিওরেন্সর কাজ করতে শুরু করেছিলেন। এই কাজ করবার জন্যে প্রায়ই তাকে ইস্রাইল এবং মধ্য আমেরিকার মধ্যে যাতায়াত করতে হত।

এই সময়ে ইস্রাইলে মোসাদ বিশেষ .শক্তিশালী এবং ক্ষমতাশালী ছিল। মোসাদ থেকে যারা অবসর গ্রহণ করতেন তারা তাদের ব্যবসার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলিকে যার যার নামে ভাগ করে নিয়েছিলেন। যদিও এই সব দেশে বিদেশ মন্ত্রণালয়ের ইস্রাইলি এম্বাসী ছিল বটে কিন্তু ইস্রাইল সরকার তাদের বহু অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারি কর্মচারিদের দিয়ে তাদের সব কাজ করাতেন। বলা হত ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স থেকে কেউ অবসর গ্রহণ করেন না। সদা সর্বদাই তারা ইস্রাইল ইনটেলিজেন্সের ডাকের জন্যে প্রস্তুত থাকত। মাইক হারারি ছিলেন এদের মধ্যে একজন।

পানামার সরকারের কিউবার ফিডেল কাস্ত্রোর সরকারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিউবার রিভল্যুশনারী সরকার ছিল প্যালেস্টেনিয়ান মুক্তি সংগ্রামের একজন বড় সমর্থক। এই কারণে কিউবার ঘরের খবর ইস্রাইলের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। হারারি এবং তার পানামিয়ান বন্ধুদের সাহায্যে নিয়ে ইস্রাইল কিউবাতে প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলাদের গতিবিধি এবং কাজকর্মের খবরাখবর সংগ্রহ করত। তারপর ১৯৪৪ সালে পানামার ডিক্টেটর টারিজোস যখন মারা গেলেন তখন দেশের নতুন একনায়ক হলেন নরিজা। হারারির সঙ্গে নরিজার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। কোন এক সময়ে নরিজার সঙ্গে সি. আই. এ'র বন্ধুত্ব ছিল কিন্তু সি. আই. এ যখন জানতে পারল যে নরিজা হলেন কোকেন স্মাগলিং-র একজন বড় নেতা সেইদিন থেকে এই বন্ধুত্বের ভাঙ্গন ধরল।

ইতিমধ্যে হারারি হলেন নরিজার ডান হাত। পরে হারারি'র পরামর্শে

নরিজা শাওল আইসেনবার্গকে তেল আভিভের অবৈতনিক কন্সুলারের পদ থেকে বরখাস্ত করলেন এবং হারারি নিজেই হলেন পানামার তেল আভিভে অনারারী কন্সুল।

এরপর হারারির পরামর্শে নরিজা ইস্রাইলিদের তার পার্শ্বচর হিসেবে নিয়োগ করলেন। তারপর হারারি কিছু ইস্রাইলি অস্ত্র পানামার কাছে বিক্রী করল। কিছুদিন পরে পানামা এবং ইস্রাইলের মধ্যে যে ব্যবসা বাণিজ্য হতে লাগল তার সব কিছুই হারারির মাধ্যমে হত। এই সব ব্যবসা থেকে হারারি প্রচুর টাকা রোজগার করলেন।

হারারি সব কিছু আড়াল-আবডালে করতেন। তিনি তার নাম কাগজে ছাপতে গররাজি ছিলেন।

মাত্র দুবার তার ছবি ইস্রাইলি সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। ঐ সময়ে নরিজা এক সরকারি সফরে ইস্রাইলে গিয়েছিলেন। হারারি তার সঙ্গে গিয়েছিলেন।

পরে তৃতীয়বার আর একবার হারারির ফটো তুলবার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। একটি দৈনিক সংবাদপত্রের মেয়ে ফটোগ্রাফার হারারির ফটো তুলবার চেষ্টা করেছিল। হারারি পেছনে হটে গেলেন। তার ছবি তুলবার কোন ইচ্ছা ছিল না। পরে হারারি ফটোগ্রাফারের কাছে এসে ঐ ফিল্মটি চাইলেন। হারারি বললেন তিনি সব ছবিগুলি নিজেই ডেভেলপ করবেন। নিজের ফটোটি রেখে তিনি বাকী ছবিগুলি ফটোগ্রাফারকে দিয়ে দেবেন।

কিন্তু ফটোগ্রাফার ঐ ফিল্মটি দিতে অস্বীকার করবার সঙ্গে সঙ্গে হারারি ঐ ফিল্মটি মেয়ে ফটোগ্রাফারের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সব ছবিগুলি নষ্ট করলেন এবং উপস্থিত অতিথিদের কাছে চিৎকার করে বললেন ঃ কেউ মাইক হারারির ছবি তুলতে সাহস করে না।

কিন্তু অনেক সময় ব্যক্তিগত লোভ এবং জাতির স্বার্থের মধ্যে বিভেদের লাইন খুবই সূক্ষ্ম হয়। কোনটা লোভ, কোনটা জাতির স্বার্থ বোঝা কঠিন হয়। পরে যখন আমেরিকা অভিযোগ করল যে নরিজা হচ্ছেন কোকেন স্মাগলার, তখন সবাই বলাবলি করতে শুরু করল নরিজার এই ড্রাগস স্মাগলিংর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন এক ইস্রাইলি। পরে আমেরিকা যখন আক্রমণ করে নরিজাকে ক্ষমতার গদি থেকে হটিয়ে দিল, তখন সবাই জানতে চাইল মাইক হারারি কোথায়?

কোথায় হারারি?

এই সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী শোনা গেল।

পানামা সিটির এক আমেরিকান ডিপ্লোমাট বললেন ঃ হারারিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন ঐ সময়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আর একটি গুজব ছিল যে ঐ রাত্রে হারারি নরিজার পরিবারের সঙ্গে রাত্রি কাটাচ্ছিলেন। ঐ সময়ে নরিজা তার প্রেমিকার সঙ্গে শুয়েছিলেন। মাঝরাতে দুই জন ইস্রাইলি

এসে হারারিকে সাবধান করে বলল ঃ ভেগে পড়ুন, আজরাত্রে আমেরিকান সৈন্য-বাহিনী পানামা সিটি আক্রমণ করবে। অপর দিকে আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর বক্তব্য ছিল আমাদের বলা হয়েছিল নরিজাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। হারারি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা হয় নি।

কারণ হারারি ড্রাগস স্মাগলিংর কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।

বেশ কিছুদিন পরে হারারিকে ইস্রাইলে দেখা গেল। তিনি তার জীবন সম্বন্ধে একটি বিবৃতি সাংবাদিকদের দিলেন কিন্তু ঐ বিবৃতিতে পানামা শহরের ঘটনা সম্বন্ধে কোন কিছু বললেন না। হারারি বললেন ঃ যে প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা নেতারা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমি কোন পাব্লিসিটি চাই না।'

এই সময়ে হারারি ইস্রাইলকে অনেক বিভিন্ন স্তরের লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরে কর্ণেল নর্থ যখন ইরানের স্ক্যাণ্ডালের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন তখন হারারি বলেছিলেন যে নর্থ ইরাণের সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছেন।

* * *

আমরা এর আগেও ইস্রাইলের পারমাণবিক গবেষণা নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছি কিন্তু এবার এই পারমাণবিক রিসার্চ অর্থাৎ নেগেভ মরুভূমিতে গবেষণার টপ সিক্রেট রেজাল্ট চুরি করবার কাহিনী নিয়ে কিছু গল্প বলব।

প্রথম এবং পয়লা নম্বরের পারমাণবিক স্পাই-র নাম ছিল মরডেকাই ভানানু।

সংবাদটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল লণ্ডনের 'সাণ্ডে টাইমস' পত্রিকায়। সেই থেকে বিশ্বের সবাই জানতে পারল নেগেভ মরুভূমির দিমোনায় নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টর নিয়ে কী ধরণের কাজ করা হচ্ছে।

ঃ সাণ্ডে টাইমস পত্রিকায় এই চাঞ্চল্যকর ইণ্টারভিউ দিয়েছিলেন মরডেকাই ভানানু। মরডেকাই ভানানুর ইণ্টারভিউ থেকে জানা গেল পারমাণবিক গবেষণার কাজে ইস্রাইল অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এটম বোমা বানান মাত্র আর কয়েক মাসের এবং কয়েক ধাপের কাজ। ভানানুর এই চাঞ্চল্যকর ইণ্টারভিউ বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে এক আলোড়ন সৃষ্টি করল। এই বিবৃতির পর স্পষ্ট হল যে ইস্রাইল বিশ্বের নিউক্লিয়ার ক্লাবে যোগ দিয়েছে। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে ইস্রাইল মধ্যপ্রাচ্যর সব দেশগুলিকে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে উড়িয়ে দিতে পারে।

মরডেকাই ভানানু ছিলেন একজন ইস্রাইলি পারমানবিক গবেষণার টেকনিসিয়ান। দশ বছর তিনি দিমোনার পারমানবিক গবেষণায় কাজ করে-ছিলেন। ভানানু জানতেন ঐ পারমানবিক সেণ্টারে কী তৈরি করা হচ্ছে? এটম বোমা।

একদিন মরডেকাই ভানানু লণ্ডনের লিস্সেসষ্টার স্কোয়ার দিয়ে হাটছিলেন। এই সময়ে তিনি তার চোখের সামনে একটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পেলেন। দশ বছর পারমানবিক রিসার্চ সেণ্টারে কাজ করবার সময় ভানানু

কোন নারী সঙ্গ পান নি। আজ নারী সঙ্গ পাবার জন্যে তার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

ভানানু বয়স ছিল বত্রিশ, অবিবাহিত, বন্ধুদের কাছে তার নাম ছিল 'মরডি', আসল নাম হল মরডেকাই ভানানু। ভানানু এবার মেয়েটির সঙ্গে গিয়ে আলাপ পরিচয় করলেন। মেয়েটি বলল তার নাম হল 'সিন্ডি' আমেরিকান, সে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেয়েটি আরো বলল, সে স্বাধীন জীবন-যাপন করতে চায়।

ভানানু ভেবেছিলেন মেয়েটি হয়ত 'সেক্সের' কাজ কারবারে উৎসাহী হবে। সেদিন মেয়েটিকে ভানানু তার হোটেলের টেলিফোন নম্বর দিলেন। মেয়েটিও তার টেলিফোন নম্বর দিল। এবং স্থির হল আবার তাদের দেখা সাক্ষাৎ হবে।

ভানানুর জন্ম হয়েছিল ১৯৫৪ সালে মরোক্কোর এক ইহুদি পরিবারে। ১৯৬০ সালে ভানুর পরিবার ইস্রাইলে চলে এসেছিল। ওখানে এসে বীরসেবা শহরে এক দরিদ্র এলাকায় ভানানু পরিবার আস্তানা গাড়ল।

ভানানু প্রথমে ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর ভানানু তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায় পাশ করেছিলেন। একুশ বছর বয়েসে 'টেকনিসিয়ান' হিসেবে দিমোনার নিউক্লিয়ার পারমানবিক রিসার্চ সেণ্টারে যোগ দিলেন।

প্রথমে ঐ রিসার্চ সেণ্টারের সিকিউরিটি অফিসার তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ জেরা করল। এই সব সিকিউরিটি অফিসারেরা ছিলেন শেনবেতের কর্মচারি। ১৯৭৬ সালে ভানানু এই রিসার্চ সেণ্টারে কাজ শুরু করলেন। এখানে তাকে এ্যাডভান্সড ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, অঙ্ক এবং ইংরাজিতে আরো প্রশিক্ষণ দে'য়া হল। কিছুদিন পরে তিনি একটা পরীক্ষায় পাশ করলেন। তারপর প্রতিদিন তিনি বীরসেবা থেকে দিমোনা রিসার্চ সেন্টারে বাসে করে যেতেন। ঐ দিমোনা রিসার্চ সেন্টারে তাকে আবার পারমাণবিক বিজ্ঞানে আরো বেশি উন্নত ধরনের ট্রেনিং নিতে হল। ক্রমে ক্রমে ভানানু জানতে পারলেন এই দিমোনা সেন্টারের কর্মীরা হলেন এক বিশেষ, উন্নত সমাজ, ঘনিষ্ঠ পরিবার। এর পর আবার তাকে একমাসের জন্যে সামরিক ট্রেনিং নিতে হল।

কিন্তু হঠাৎ তাকে সৈন্যবাহিনী থেকে ছুটি দে'য়া হল। বলা হল তাকে ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের এক বিশেষ কাজ করতে হবে।

ভানানু নিঃশব্দে সব কাজ ক'রে যেতে পারতেন কিন্তু এতগুলি ট্রেনিং এবং পরীক্ষা নেবার পর ভানানুর দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারা পরিবর্তন হয়েছিল। এবার তাকে 'শিফট ম্যানেজার' হিসাবে নিয়োগ করা হল। শিফ্‌ট ম্যানেজারের কাজ করবার সময় ছিল, বিকেল সাড়ে এগারটা থেকে পরের দিন ভোর আটটা পর্যন্ত। তার জীবনের পরিবর্তনের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া গেল ১৯৮২ সালে যখন ইস্রাইলি সৈন্যবাহিনী লেবানন আক্রমন করল। তখন তিনি ছিলেন পুরোপুরি স্বদেশি জিয়নিষ্ট এবং মেনহাইম বেগিন ও লিকুদ পার্টির অন্ধ.

ভক্ত। ভানু আরবদের ঘৃণার চোখে দেখতেন। কিন্তু একদিন তার রাজনৈতিক জাগরণ হল। এবার তার চিন্তাধারা, মানসিক দর্শনের এক ঘূর্ণিপাক হল।

ভানানু রাতারাতি একজন বামপন্থী এবং আরব ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেন। ভানানু জীবনের এই পরিবর্তন শেনবেতের নজরে পড়ল না। যদি সিকিউরিটি সার্ভিসের কর্তারা জানতে পারতেন ভানানুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন হয়েছে তাহলে ভানানুকে এই গুরুত্বপূর্ণ গোপন কাজে নিয়োগ করা হত না। কিন্তু ভানানুর চরিত্রে পরিবর্তন হলেও উল্লেখযোগ্য এমন কোন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল না। পরে একদিন দিমোনা সেন্টারের সিকিউরিটি অফিসারের কানেগেল ভানানু দিমোনা পারমানবিক রিসার্চ সেন্টারের কাজকর্ম নিয়ে বাইরের লোকেদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন। সিকিউরিটি অফিসারেরা ভানানুকে তার মুখ বন্ধ করতে বললেন। কিন্তু ভানানু সিকিউরিটি অফিসারদের কথায় কান দিলেন না। তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হল। ইচ্ছে করেই ভানানুকে সিকিউরিটি 'রিস্ক' বলে ঘোষণা করা হল না। ১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসে ভানানুকে তার মাইনে দিয়ে বিদায় করা হল।

তারপর একমাস পরে ভানানু তার গাড়ি বিক্রী করে দিলেন এবং দূর প্রাচ্যর পানে রওনা দিলেন। বেশ কিছুদিন দূরপ্রাচ্য ঘুরে বেড়াবার পর ভানানু দৃষ্টিভঙ্গী, চালচলনে আরো বেশ পরিবর্তন নজর করা গেল।

১৯৪৪ সালে ভানানু অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঐখানে থাকাকালীন ভানানু একদিন সেণ্টজন এঙ্গলিকান চার্চে গিয়ে হাজির হলেন। পরে তিনি ইহুদি ধর্ম পরিপবর্তন করে ক্রিশ্চিয়ান হলেন। অর্থাৎ বলতে গেলে তিনি ইস্রাইলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

এই সময়ে ভানানুর একজন নতুন বন্ধু জুটল। এই বন্ধুর নাম ছিল অসকার গেরারো, লোকটি ছিল কলোম্বিয়ান। অনেক দিন গভীরভাবে মেলামেশা করবার পর ভানানু তার নতুন বন্ধুর কাছে মনের গোপন কথা খুলে বললেন। ভানানু বললেন তার কাছে দুইটি ফিল্মের রোল আছে। ইস্রাইল থেকে চলে আসবার সময় ভানানু এই ফিল্মের রোলে অনেক ছবি তুলে নিয়েছিলেন। আর ঐ সব ফটোতে ছিল দিমোনার পারমাণবিক রিএ্যাক্টর ছবি। যখন ভানানু রাত্রির শিফটে কাজ করতেন তখন সবার অজ্ঞাতসারে তিনি ঐ সব প্ল্যান্টের ছবি তুলে নিয়েছিলেন।

এবার গেরারো প্রস্তাব করলেন ভানু ইচ্ছে করলে তার কাহিনী সংবাদপত্রের কাছে বিক্রী করে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারবেন। এত টাকা রোজগার করতে পারবেন যে ভানুর সারাজীবন আর টাকা না নিয়ে কোন চিন্তা ভাবনা করতে হবে না।

প্রস্তাবটি ভানানুর মনে ধরল। কিছুদিন চিন্তা ভাবনা করবার পর ভানানু মন বলতে লাগল ইস্রাইলের পারমানবিক রিএ্যাক্টর নিয়ে গবেষণা করা মহাপাপ। ভানানু এবার থেকে তার কাহিনী অনেক সাংবাদিকের কাছে

বিক্রী করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সবাই তাকে নিরাশ করলেন। সবশেষে বৃটিশ সংবাদপত্র সাণ্ডে টাইমস পত্রিকায় ভানানুর কাহিনী ছাপা হল? এবার সাণ্ডে টাইমস তাকে লণ্ডনে নিয়ে এল। আর ভানানুর সঙ্গে সঙ্গে মোসাদের দুইজন 'সিক্রেট এজেণ্টও' লণ্ডনে এলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন আগে অস্ট্রেলিয়ান সিকিউরিটি ইনটেলিজেন্স অর্গানিজশন একটি খবর পেয়েছিল যে এক ইস্রাইলি কিছু গোপন খবর সাংবাদিক-দের কাছে বিক্রী করবার চেষ্টা করছেন. লোকটির নাম হল মরডেকাই ভানানু। কোন এক সময়ে এই লোকটি 'নেগেভ' মরুভূমিতে অবস্থিত এক পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করতেন।

রুটিন মাফিক 'মোসাদ'কে এই খবরটি দে'য়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়। অস্ট্রেলিয়ান সিকিউরিটি আরো খবর দিল ভানানু লণ্ডনের সানডে টাইমস' পত্রিকার অতিথি হয়ে লণ্ডনে যাচ্ছেন।

এই খবর পাবার পর মোসাদ ও শেনবেত তৎপর হল। শেনবেতের এজেণ্টরা গিয়ে ভানানুর ভাই আলবার্টের সঙ্গে দেখা করল? আলবার্ট ছিলেন কাঠের মিস্ত্রী। তাকে বলা হল তোমার ভাইর কাছ থেকে যদি কোন চিঠিপত্র পাও, তাহলে অবিলম্বে সেই চিঠি নিয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে দেখা কর।

সানডে টাইমস মোসাদ এবং শেনবেতের এজেণ্টরা যে তাদের পিছু নিয়েছে এ খবর জানত কিন্তু তারা জানত না তাদের হাতে রয়েছে এক 'টাইম বম্ব' অর্থাৎ দিমোনা প্রজেক্টের ষাটটি ছবি। আর দিমোনা পারমানবিক রিএ্যাক্টরের গল্প কাহিনী এর আগে কখনও কোন কাগজে প্রকাশিত করা হয়নি। ভানানু 'সানডে টাইমস' পত্রিকার কাছে বললেন দিমোনা পারমাণবিক গরেষণা কেন্দ্রে মোট কর্মচারির সংখ্যা হল ২৭০০। ঐ গবেষণা কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিকরা ইউরেনিয়াম থেকে প্লুটোনিয়াম বের করে নে'ন। ঐ প্লুটোনিয়াম দিয়ে এটম বোমা তৈরি করা সম্ভব হবে। ভানানুর তোলা ফটোগুলি থেকে পারমাণবিক রিএ্যাক্টরের পরিস্কার ছবি পাওয়া গেল। এছাড়া ভানানু এই পারমাণবিক রিএ্যাক্টরের কতগুলি দুস্প্রাপ্য ছবিও দিলেন। শুধু স্টিল ফটো নয় পারমাণবিক কেন্দ্রের একটি পুরো ফিল্মও দিলেন।

ভানানুর কাছ থেকে পাওয়া খবরে জানা গেল ইস্রাইলিরা এটম বোমা তৈরী করবার জন্যে একটি ২৬ মেগাওয়াটের রিএ্যাক্টর দিয়ে কাজ শুরু করে-ছিল। ঐ মেগাওয়াটের রিএ্যাক্টরটি ফরাসিরা ইস্রাইলিদের দিয়েছিল। পরে ইস্রাইলিরা ঐ রিএ্যাক্টরের শক্তি বাড়িয়ে দেড়শো মেগাওয়াট করেছিল।

সানডে টাইমস ভানানুর বিবৃতি কাহিনীকে পুরোপুরি বিশ্বাস করল।

ভানানুর আস্ট্রেলিয়ার বন্ধু অস্কার গেরারো ভানানুকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। কারণ ভানানু যখন সানডে টাইমস পত্রিকায় তার বিবৃতি দিয়েছিলেন তখন গেরারো বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কারণ 'সানডে টাইমস' এই গল্প-কাহিনীতে গেরারোর কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে বলে মনে করেনি।

তাই গেরারো এবার 'সানডে টাইমসের' প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা সানডে মিররের দ্বারস্থ হলেন। তিনি ইস্রাইলের পারমাণবিক কেন্দ্রের এবং রিঅ্যাক্টরের কিছু বিকৃত খবর দিলেন। কিন্তু 'সানডে মিরর' গেরারোর কথা একেবারেই বিশ্বাস করল না। এবার ভানানুর কাহিনী হল দুই বৃটিশ সংবাদপত্রের মুখরোচক উপাদান।

ইতিমধ্যে ভানানু সানডে মিররের তার ছবি এবং কাহিনী পড়ে অবাক হলেন।

সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক মহলের বিশেষ করে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে 'সানডে টাইমস' ভানানুকে ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন শহরে এবং বাড়িতে রাখছিলেন। ভানানু কখনই একস্থানে, এক বাড়িতে বেশিদিন থাকেননি। তাকে প্রায়ই এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হত। যেদিন ভানানু কাগজে তার বিবৃতি দিয়েছিলেন সেই দিন তিনি ছদ্মনামে লণ্ডনের 'মাউণ্টব্যাটেন' হোটেলে ছিলেন। একমাত্র 'সানডে টাইমস' এবং 'সানডে মিরর' পত্রিকার রিপোর্টারেরা জানতেন ভানানু কোথায় আছেন? অবশ্য সানডে টাইমসের পত্রিকার রিপোর্টারেরা তাকে বলেছিলেন যে তারা ইস্রাইলি এম্বাসীর মুখপাত্রের কাছ থেকে ভানানুর কাহিনীর প্রতিক্রিয়া জানবার চেষ্টা করবেন। অবশ্যি লণ্ডনের ইস্রাইলি এম্বাসী বললেনঃ ভানানুর কাহিনী মিথ্যে। তারা বললেন ভানানু ছিলেন দিমোনা গবেষণা কেন্দ্রের এক চুনোপুটি অর্থাৎ সামান্য টেকনিসিয়ান। আর কিছুই নয়।

ইস্রাইলি এম্বাসডার এহুদা আভনের ভানানুর বিবৃতি পড়ে শুধু স্তম্ভিত হলেন না, ভয়ও পেলেন। জেরুজালেমে বড় কর্তারা শংকিত হলেন।

প্রধানমন্ত্রী শীমন পেরেসও ভানানুর কাহিনী পড়ে বিস্মিত হলেন। কিন্তু তার করবার কিছুই ছিলনা। কারণ ঘটনা ঘটেছিল ইস্রাইল সীমান্তের বাইরে লণ্ডনে। তাই পেরেস ইস্রাইলের সাংবাদিকদের এক গোপন বৈঠক ডাকলেন তিনি সাংবাদিকদের কাছ থেকে সহযোগিতা চাইলেন। পেলেনও।

পেরেসের সাংবাদিকদের সঙ্গে মিটীংর খবর অতি গোপন রাখা হয়েছিল তবু এই মিটীংর খবর লণ্ডনে সাংবাদিক মহলে গিয়ে পৌঁচেছিল। অতএব লণ্ডনের সংবাদপত্রে বেশ ফলাও করে ছাপা হল শীমন পেরেস এই খবরটি চেপে দেবার চেষ্টা করছেন। অতএব খবরটি গুরুতর।

এবার পেরেস প্রাইম মিনিষ্টার ক্লাবের অন্য দুই সদস্য রবীন এবং শমীরের সঙ্গে আলোচনা করলেন। স্থির হল ভানানুকে গ্রেপ্তার করা হবে।

অবশ্যি শীমন পেরেস জানতেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার লণ্ডনে ভানানুকে গ্রেপ্তার করা আদৌ পছন্দ করবেন না। অতএব মোসাদকে বলা হল তারা যেন বৃটিশ সরকারের আইন লংঘন না করেন। কারণ কোন প্রকারে মার্গারেট থ্যাচার রেগে গেলে তার পরিণাম খারাপ হবে। এ ছাড়া ভানানুকে কিডন্যাপ করবার আর একটি বড় অসুবিধা ছিল যে ভানানু 'সানডে টাইমস' পত্রিকার রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন। এবার পেরেসের সতর্কতা বানী শুনবার পর

মোসাদের কাছে ভানানু 'কিডন্যাপিংর' সম্ভাবনা আরো কঠিন বলে মনে হল। অবশ্যি মোসাদের আশা করে ছিল বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস হয়ত এই ব্যাপার তাদের সাহায্য করবে।

এবার মোসাদ লণ্ডনে কিছু এজেন্ট পাঠাল। এইসব এজেন্টদের মধ্যে মহিলাও ছিলেন। 'সানডে টাইমস' পত্রিকার দরজার সামনে তাদের এজেন্টদের 'ভিডিও' ক্যামেরা দিয়ে মোতায়েন করা হল। এখান থেকে ভানানুকে ছায়ার মত অনুসরণ করা খুব কঠিন কাজ ছিলনা।

এই সময়ে একদিন ভানানু লিসেসষ্টার স্কোয়ারে এক দোকানের 'শো' কেসের সামনে দাড়িয়েছিলেন। দেখছিলেন কী কেনা যায়? ঠিক এমনি সময়ে এই নাটকে দেখা গেল এক পরমা সুন্দরী অভিনেত্রীকে। এই অভিনেত্রী ছিলেন এক ইসরাইলি এজেন্ট এবং তার নাম ছিল 'সিনডি' যার কথা আমরা আগেই বলেছি।

'সিনডি'কে দেখা মাত্র ভানানু সংসার, জগত প্রায় ভুলে গেলেন। 'সানডে টাইমস' ভানানুর দেখাশোনা করবার জন্যে তার সঙ্গে একজন পার্শ্বচর দিয়েছিল। পার্শ্বচর বুঝতে পারল ভানানু বেশ চঞ্চল, বিচলিত হয়েছেন। পার্শ্বচরের মনে হল ভানানুর যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়েছে। হয়ত মোসাদও বুঝতে পেরেছিল যে শিকার ধরবার জন্যে এবার এক মহিলাকে এই কাজের জন্যে নিয়োগ করতে হবে। তাই 'সিনডি' একাজে লাগান হল।

'ভানানু' সিনডিকে একবার দেখবার পর আবার তাকে দেখবার প্রবল ইচ্ছা হল। কিন্তু ঐ সময়ে 'সানডে টাইমসের' রিপোর্টারেরা তার সঙ্গে আর এক রাউণ্ড আলাপ আলোচনা করব ইচ্ছা প্রকাশ করল। এর জবাবে ভানানু বললেন তার আর একজনের সঙ্গে দেখা করবার সময় ঠিক করা আছে, তখন 'সানডে টাইমসের' রিপোর্টারেরা তাকে 'সিনডির' সঙ্গে দেখা করবার নির্ধারিত স্থানে নিয়ে গেল। ঠিক হল ওখানে গিয়ে সিনডিকে বলা হবে, আজকে ভানানুর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। কিন্তু ওখানে গিয়ে 'সানডে টাইমসের' রিপোর্টার ভানানুকে দেখতে পেল কিন্তু 'সিনডি' রিপোর্টারের কাছে আসবার অনিচ্ছা প্রকাশ করল। পরে ইসরাইলিরা বলেছিল যে সিনডি ছিলেন এক আমেরিকান সাংবাদিক।

তারপর ভানানু আরো কয়েকবার সিনডির সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেন। আর এই নারী সংসর্গ তার যৌন খিদেকে আরো প্রবল করল। এবার থেকে ভানানু সানডে টাইমসের 'নির্দেশ', দেশকে অমান্য, অগ্রাহ্য করলেন। 'সানডে টাইমস' বহুবার ভানানুকে বলেছিল ঃ আপনি এই দেশ ছেড়ে কোথাও যাবেন না, অন্য বাড়িতে উঠবেন না, এমন কী কোন হোটেলে গিয়ে আশ্রয় করবেন না। কিন্তু সিনডির সঙ্গে কয়েকবার মেলামেশা করবার পর ভানানুর মন হয়েছিল 'সানডে টাইমসের' উপদেশ সবকিছুই বিরক্তিজনক।

'সিনডিও' ভানানুর যৌন খিদে মেটাবার চেষ্টা করছিলেন। এই সময়ে

যখন সানডে মিরর পত্রিকায় ভানানুর ছবি এবং কাহিনী প্রকাশিত হল তখন সিনডি ভানানুর কাছে প্রস্তাব করলেন 'চল আমরা লণ্ডন থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও যাই।'

ঃ কোথায় ? ভানানু জানবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

ঃ রোমে।

ভানানু আর আপত্তি করলেন না। একদিন 'হিথ্রো' বিমানবন্দর থেকে তিনি সানডে টাইমস পত্রিকায় টেলিফোন করে বললেন ঃ আমি কিছুদিনের জন্যে লণ্ডনের বাইরে যাচ্ছি। তিন দিন পরে ফিরে আসব…

ভানানু আর লণ্ডনে ফিরে আসেননি। প্রায় চল্লিশ দিন ভানানুর কোন খবর পাওয়া গেলনা। পরে একদিন ইস্রাইলি সরকারের এক ঘোষণা থেকে জানা গেল…আমরা মরডেকাই ভানানুকে গ্রেপ্তার করেছি। শিগ্গিরই তার বিচার করা হবে।

মরডেকাই ভানানুর গ্রেপ্তারের খবর এত দেরি করে প্রচার করা হল কেন ? বিবিধ কারণে। প্রথমতঃ মরডেকাই ভানানুর পরিবার ইস্রাইলি সরকারকে শাসিয়ে ছিল ঃ আপনারা আসল কথা প্রকাশ করুন ? নইলে আমরা ইস্রাইলি সুপ্রীম কোর্টকে অনুরোধ করব যেন তারা সরকারকে আসল সত্যি কথা বলতে বাধ্য করেন। দুই, বাজারে গুজব রটে গিয়েছিল ভানানুকে বৃটিশ ভূমিতে কিডন্যাপ করা হয়েছিল এবং পরে তাকে 'এক কাঠের বাক্সে পুরে ইস্রাইলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যরা ভানানুর গ্রেপ্তার নিয়ে পার্লামেণ্টে অনেক প্রশ্ন করলেন।

ইস্রাইলি সরকার ঘোষণা করল ভানানুর গ্রেপ্তার আইনসঙ্গত।

ভানানুর গ্রেপ্তার নিয়ে অনেক কল্পনাজল্পনা হল। ভানানু নিজেই কোর্টের বিচারের ইঙ্গিতে বললেন কেন এবং কী ভাবে তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। সবকিছুই তার হাতের তালুতে কালি দিয়ে লেখা হয়েছিল।

"আমাকে রোমে হাইজ্যাক করে আনা হয়েছিল। বৃটিশ এয়ারওয়েজ ফ্লাইট ৫০৪, তারিখ ৩০ ৯'৮৬, বিকাল নটা। ভানানু তার হাতের তালুতে বেশি লিখতে পারেননি। কারণ শেনবেত তার কাছে কাগজ পেন্সিল দিয়েছিল যেন ভানানু কোন কিছু লিখতে পারে। এবার জেলের সেলে ভানানুর ভাই মেয়ার ভানানু এসে ভানানুর সঙ্গে দেখা করলেন। এই ইণ্টারভিউর থেকে জানা গেল ঃ যে সিন্ডি ভানানুকে বৃটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইট ৫০৪ বিমানে করে লণ্ডন থেকে রোমের ফুমিচিনো বিমানবন্দরে নিয়ে আসে। পরে বিমানবন্দর থেকে একটি ট্যাক্সী করে সিন্ডি এবং ভানানু রোমের একটি নির্জন বাড়িতে যায়। ঐ বাড়িটি ছিল 'মোসাদের' সেফ হাউস। ঐখানে দুজন ইস্রাইলি ভানানুকে জ্যাপ্টে ধরে এবং সিন্ডি ভানানুকে একটি ইঞ্জেকশন দেয়। ভানানু অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পরে ভানানুকে চেন দিয়ে বেঁধে জাহাজ বন্দরে নিয়ে যাওয়া হল। 'সেইখান' থেকে একটি জাহাজে করে তাকে ইস্রাইলে নিয়ে আসা হয়। স্ট্রেচারে করে তাকে

জাহাজ থেকে নামানো হয়।

পরে শেনবেত ভানানুকে জেরা করতে শুরু করল। এই জেরা থেকে ভানানু সর্বপ্রথম জানতে পারল যে 'সানডে টাইমস' তার জীবনকাহিনী এবং দিমোনা পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরের পুরো ঘটনা প্রকাশ করেছিল। সানডে টাইমস বহুবার ভানানুর দিমোনা পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কাহিনী ছেপেছিল। সানডে টাইমসের রিপোর্টারেরা তাদের অবহেলার জন্যে ভানানু যে ইস্রাইলিদের হাতে পড়েছিল সেই জন্যে অনুতাপ করেছিল। তাদের এই গাফিলতির ঋণ শোধ বাবদ সানডে টাইমস ভানানুকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছিল।

পরে 'সানডে টাইমস' তদন্ত করে আবিষ্কার করেছিল কী করে, কী উপায়ে ইস্রাইলিরা লুকিয়ে ভানানুকে জাহাজে করে ইস্রাইলে নিয়ে গিয়েছিল।

* • •

শেনবেতের গাফিলতি কিংবা ব্যর্থতার জন্যে ভানানু দিমোনার পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরের কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিল এবং অনেক গোপন তথ্য জানতে পেরেছিল। কিন্তু পরে মোসাদ / শেনবেতের অক্লান্ত চেষ্টায়-পরিশ্রমে ভানানুকে আবার ইস্রাইলে কিডন্যাপ করে আনা হয়েছিল।

পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর ঘটিত আর একটি কৌতূহলদ্দীপ কাহিনী বলা আবশ্যক।

ঘটনার সময় ১৯৪৪ সাল। স্থান, পশ্চিম জর্মানী। একদিন পশ্চিম জর্মানীর এক টেলিফোন বুথে আটটি জাল বৃটিশ পাশপোর্ট পাওয়া গেল। পরে যে লোকটি অন্যমনস্কতা করে জাল পাশপোর্টগুলি টেলিফোন বুথে ফেলে গিয়েছিল তাকে ধরা হল। ঐ লোকটির কাছ থেকে কিছু জাল ডকুমেণ্ট, একটি আসল ইস্রাইলি পাশপোর্ট এবং 'বনের' ইস্রাইল এম্বাসীর কিছু ডকুমেণ্ট পাওয়া গেল। এই জাল পাশপোর্ট থেকে একটি জিনিষ প্রমাণিত হল: ইস্রাইল তার স্পাইদের জন্যে জাল বৃটিশ পাশপোর্ট ব্যবহার করে থাকে। পরে এই জাল পাশপোর্টের জন্যে ইস্রাইল বৃটিশ সরকারের কাছে মাপ চাইল।

এর প্রায় এক বছর পরে একটি হত্যাকাণ্ডের পর ইস্রাইল এবং বৃটিশ সরকারের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হল। লণ্ডনের স্লোন স্কোয়ারে এক প্যালেস্টেনিয়ান আলি আল আদমীকে খুন করা হল।

দু বছর আগে আল আদমী লেবাননের অরাজকতার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে লণ্ডনে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। আল আদমী এক কুয়েটি সংবাদপত্র "আল কাব্বাস" পত্রিকার জন্যে কার্টুন ছবি আঁকত। বিশেষ করে, তারা আঁকা ইয়াসির আরাফতের ব্যঙ্গ চিত্রগুলি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ঐ ব্যঙ্গ চিত্রটি ছিল ইয়াসির আরাফত তার ইজিপশিয়ান বান্ধবীকে

নিয়ে আরামে আয়েসে দিন কাটাচ্ছেন ওদিকে প্যালেস্টোনিয়ান শরণার্থীরা ক্যাম্পে অতি দুঃখ কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। মাত্র বেয়াল্লিশ বছর বয়েসে 'আল আদমীকে' তার লণ্ডনের অফিসের সামনে গুলি করা হল।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড খুনীকে গ্রেপ্তার করতে পারলনা যদিও কারু অজানা ছিলনা, যে এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে ইয়াসির আরাফতের হাত আছে। দশমাস পরে কোর্টে অন্য আর একটি বিচারের সময় অবশ্যি এই হত্যাকাণ্ডের একটি পরিস্কার ছবি পাওয়া গিয়েছিল।

*　　　*　　　*

পরবর্তী কাহিনী হল 'ইনতেফাদা', প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা বাহিনীর বিদ্রোহের বিস্ময়কর কাহিনী। 'ইনতেফাদা'র অর্থ হল 'বিদ্রোহ' এবং এই বিদ্রোহের কাহিনী ব্যাখ্যা করে বলা দরকার। কারণ তাহলে পাঠকদের কাছে বর্তমান প্যালেস্টাইনি গড়িলা সমস্যা বুঝতে অনেকটা সহজ হবে।

*　　　*　　　*

এই ঘটনার সময়, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ সাল। ঘটনার স্থান 'কাবাতিয়া', পশ্চিম পারের একটি নগর।

ভোরবেলা 'মুহম্মদ আল আইয়াদ' তার 'সাবমেশিনগান উজি' নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছিল।

প্যালেস্টাইনি গড়িলা বাহিনী আইয়াদকে খুন করবার চেষ্টা করছে। তাই আইয়াদ প্রাণের ভয়ে রাস্তা দিয়ে দৌড়ুচ্ছে। আইয়াদের স্ত্রী ইস্রাইলি ইনটেলি-জেন্স অফিসারকে টেলিফোন করে বলল আমার স্বামীর জীবন বিপন্ন হয়েছে। ওর প্রাণ রক্ষা করল।

মুহম্মদ আল আইয়াদ ছিল শেনবেতের একজন এজেন্ট। ইচ্ছা করে সে শেনবেতের এজেন্ট হয়নি। ইস্রাইলিরা মুহম্মদ আল আইয়াদকে জেলখানায় পুরে রেখেছিল। আইয়াদের বাসভূমি ছিল কাবাতিয়া, প্রাচীন নাম সামারিয়া, এইনাম বাইবেলের ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে। কোন এক সময়ে আইয়াদ গোলমাল, হাঙ্গামা করে থানায় গিয়েছিল। ঐখানে আইয়াদকে ভয় দেখিয়ে রিক্রুট করা হয়।

ঃ তোমাকে বেশি কিছু করতে হবেনা। কারু পেছনে ছায়ার মতো ঘুরতেও হবেনা। শুধু যদি দ্যাখো, রাস্তায় কেউ গোলমাল হাঙ্গামা করছে-তাহলে তাদের নাম এসে আমাদের কাছে বলবে—এই ছিল শেনবেতে আইয়াদের প্রতি নির্দেশ। সেদিন প্রতিবেশিরা আবু আইয়াদকে খুন করল।

ঐ সময়ে প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন শহরে প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা বাহিনী

ইস্রাইল সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সংগ্রাম শুরু করেছিল। প্যালেস্টে-নিয়ানদের এই জাগরণকে বলা হয়ে থাকে 'ইনতেফাদা কিংবা 'বিদ্রোহ'।

'ইনতেফাদা' হল আইন অমান্য, আন্দোলন, সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করা। পশ্চিম পারের প্যালেস্টোনিয়ানরা তাদের ছেলে মেয়েদের জন্যে ভিন্ন স্কুল খুলে-ছিল। খাবার বিক্রী করবার জন্যে পৃথক দোকান করা হয়েছিল। এছাড়া ধর্মঘট লেগেই ছিল। প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা নেতারা প্যালেস্টোনিয়ান ব্যবসায়ীদের বলেছিলেন মাত্র দুঘণ্টার জন্যে দোকান খোলা রাখবে। যারা সরকারি কর্মচারি ছিল তাদের বলা হয়েছিল তিনঘণ্টার জন্যে কাজ করবে। অধিকৃত এলাকার এডমিনিস্ট্রেশন থেকে সমস্ত প্যালেস্টোনিয়ানদের পদত্যাগ করতে বলা হল। শ্রমিকদের ইস্রাইলি এলাকার কাজে যেতে বাধা দে'য়া হল। এই 'ইনতেফাদা' আন্দোলন শুধু তাই নয়। প্যালেস্টোনিয়ান দোকানী এবং ব্যবসায়ীদের বলা হল সরকারকে কোন ট্যাক্স দেবেনা, ইস্রাইলের কোন আইনকে স্বীকার করে নেবে না কিংবা ইস্রাইলি কোম্পানীর তৈরি মাল কিনবেনা।

'ইনতেফাদা' প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলা নেতাদের, সংগ্রামীকারীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে এক নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছে। এই অসহযোগ আইন অমান্য আন্দোলনকে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

কী করে এই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল তার সঠিক বিবরণী দেওয়া সম্ভব নয় কিংবা তার রূপরেখা কারু জানা নেই। তবে এই অসহযোগ আন্দোলন আজ ইস্রাইলি সরকারের বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। কারণ এই আন্দোলনের প্রধান অস্ত্র বন্দুক, গুলি নয়, অসহযোগিতা। আর গাজা, পশ্চিম পারের বাসিন্দারা প্রমাণ করেছে যে প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্যে তারা আজীবন সংগ্রাম করতে পারে এবং প্রাণ দিতে পারে। তারা দুনিয়ার সবার কাছে প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে প্যালেস্টাইন, একটি জাতি এবং দেশ।

এইবার অনেকের মনে একটি কৌতুহল জাগতে পারে জর্জ হাব্বাস এবং আরাফতের মধ্যে কে বেশি জনপ্রিয়? বলা কঠিন, কারণ প্রেস, বক্তৃতার প্রচারে আরাফত দুনিয়ার কাছে এমন একটি চরিত্র এবং জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করেছেন যে ঐ জনপ্রিয়তা হাব্বাস কোনদিনই পাবেন না। তবে সাধারণ প্যালেস্টোনিয়ানের কাছে হাব্বাস হলেন প্যালেস্টোনিয়ান শরণার্থীদের মনের মানুষ।

* * *

গাজা এলাকার প্যালেস্টোনিয়ানরা তাদের জীবিকা অর্জনের জন্যে ইস্রাইলি এলাকার উপর নির্ভর করতে হত। পরে গাজা এলাকায় অনেক প্যালেস্টোনিয়ান ট্যাক্স দে'য়া বন্ধ করেছিল, তখন শেনবেত ঘোষণা করল প্রতি প্যালেস্টোনিয়ানকে আর একটি নতুন পরিচয়পত্র দিতে হবে। যাদের কাছে এই নতুন পরিচয়পত্র থাকবেনা, তাদের ইস্রাইলি অধিকৃত এলাকায় কোন কাজ করতে দে'য়া হবেনা।

শেনবেত স্থির করেছিল নতুন পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হলে আবেদনকারীদের প্রমাণ করতে হবে তারা বাকী ট্যাক্স শোধ করেছে। এই নতুন পরিচয়পত্র পাওয়া ছিল এক কঠিন কাজ। প্রতি আবেদনকারীকে একটি ফর্ম পূরণ করতে হবে। তারপর শেনবেতের যে দপ্তর নতুন পরিচয়পত্র দেবে সেইখানে গিয়ে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকতে হত। একদিন নয়, দুদিন নয়, দিনের পর দিন। কেউ বলতে পারত না কবে আবেদনকারীদের ডাকা হবে কিংবা তাদের নতুন পরিচয়পত্র দে'য়া হবে।

* * *

নতুন পরিচয়পত্র ছিল প্রতি প্যালেস্টোনিয়ান নাগরিকদের 'অক্সিজেন'। ঐ 'অক্সিজেন' ছাড়া কেউ বাঁচতে পারতনা।

* * *

আমরা জানি অধিকৃত এলাকায় খবর সংগ্রহ করবার জন্যে শেনবেত আরব বিভীষণদের ব্যবহার করত। তবে ইনতেফাদা শুরু হবার প্রায় আঠার মাস বাদে প্রায় সত্তরজন আরব ইনফরমাদের তাদেরই প্রতিবেশিরা হত্যা করেছিল। প্রতি বছরই এই হত্যার সংখ্যা বাড়তে লাগল। এমন একটা সময় এল যখন ইস্রাইলিদের চাইতে প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলারা বিশ্বাসঘাতক আরবদের বেশি হত্যা করেছিল। যারাই ইস্রাইলিদের কোন প্রকার সাহায্য করত তাদেরই খুন করা হত। এই গুরুতর অস্থির পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অনেকে পারিবারিক সমস্যা সমাধান করেছিল। এইসব আরব বিভীষনদের হত্যা করবার জন্যে গঠিত হল ইসলামিক জিহাদ দল। এরা গোড়া মুসলমাসদের আকৃষ্ট করবার জন্যে গঠিত হয়েছিল।

শেনবেত কখনই বিশ্বাস করতে চায়নি যে প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলারা সংঘবদ্ধ হয়ে এই বিদ্রোহ, ইনতেফাদা করতে পারবে। ইনতেফাদা শুরু হবার পরেও শেনবেত অস্বীকার করেছিল যে অধিকৃত এলাকায় জনগণের মধ্যে কোন প্রকার অসন্তোষ বিক্ষোভ আছে এবং প্রতিবাদ মিছিল করে তারা ইস্রাইলি কর্তৃপক্ষকে কাবু এবং মীমাংসা করবার চেষ্টা করবে। বহুবার শেনবেত গড়িলা আন্দোলনকে ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করেছিল। গড়িলারা প্রতিদিন ইস্তাহার এবং প্রচারপত্র বিলি করে স্পষ্ট প্রমাণ করেছিল যে সহজে তাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গা যাবেনা। শেনবেত মুসলিম মৌলবাদীদের সাহায্য নিয়ে পি. এল. ও-কে দুর্বল করবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু মুসলিম মৌলীবাদীরা ইস্রাইলিদের সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিল। শেনবেতের দূরদর্শিতার অভাবের কথা উল্লেখ করে 'বরষ কমিটি' বলেছিল যে শেনবেত বুঝতে পারেনি যে অধিকৃত এলাকার

প্যালেস্টোনিয়ানরা করবার চেষ্টা করবে। প্রথমে এই অসহযোগ আন্দোলনে ইয়াসির আরাফত কিংবা পি. এল. ও. নেতারা উৎসাহ দেখাননি। পরে ইয়াসির আরাফত এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার চেষ্টা করলেন।

এই কাহিনী শেষ করবার আগে আর একটি গল্প বলা দরকার।

পর পর বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের পর আরাফতের ডান হাত আবু জিহাদ স্থির করলেন শেনবেতের হত্যাকাণ্ডের প্রতিহিংসা নিতে হবে। কিছুদিন আগে শেনবেত আবু জিহাদের তিনজন বিশ্বস্ত লোককে খুন করেছিল। পাল্টা জবাব দেবার জন্যে আবু জিহাদ তার তিনজন বিশ্বস্ত লোককে ইস্রাইলি ডিফেন্স বাহিনীর এটমিক রিসার্চ সেণ্টারের দিকে পাঠালেন। গড়িলা সৈন্যরা দিমোনার অস্তিত্বের খবর জানতনা। শুধু তাই নয়, নেগেভ মরুভূমির গুরুত্ব কী জানতনা। তারা ওখানে গিয়ে একটি বাসকে হাইজ্যাক করল। এই বাসের যাত্রীরা ছিল দিমোনা এটমিক রিএ্যাক্টরের কর্মী'রা।

খবর পেয়ে ইস্রাইলি সন্ত্রাসবাদ দমন বাহিনী গিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হল। তারা গড়িলাদের এবং বাসটিকে ঘেরাও করল। দুইপক্ষে গোলাগুলি চলল। তিনজন গড়িলা সৈন্য মারা গেল।

এরপর আরাফত এক বিবৃতিতে এই আক্রমণের প্রশংসা করলেন। বলা হল এ হল ইনতেফাদার কাজ।

এবার ইস্রাইলি ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিল যে বাস হাইজ্যাকিং এবং তিন প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলাদের যিনি পাঠিয়েছিলেন, অর্থাৎ আবু জিহাদকে খুন করতে হবে। কারণ এই তিন প্যালেস্টোনিয়ান গড়িলাদের আক্রমণ ইস্রাইলে এক বড় আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। ঐ সিদ্ধান্ত নেবার সময় ইস্রাইলি ক্যাবিনেট গভীর চিন্তা করে দেখেনি যে আবু জিহাদের মত একজন বড় মাপের নেতাকে হত্যা করলে এর শোচনীয় পরিণাম হতে পারে। আবু জিহাদকে হত্যা করবার ব্যাপারে শ্রমিক দল লিকুদ দলের সঙ্গে একমত হতে পারল না। কিন্তু আবু জিহাদের হত্যার প্ল্যান, পরিকল্পনার পরিবর্তন করা হলনা। আবু জিহাদ ছিলেন ধূর্ত, বুদ্ধিমান। তবু স্থির করা হল, আবু জিহাদকে তিউনেসিয়াতে হত্যা করা হবে। একটি বোয়িং প্লেনে করে জেনারেল বারাক— যার হাতে এই হত্যার প্ল্যানিং এবং পরিচালনার দায়িত্ব ছিল, ভূমধ্যসাগর থেকে তিউনেসিয়ার ইস্রাইলি কমানডো বাহিনীকে পরিচালনা করলেন। কমানডো বাহিনী আগেই লুকিয়ে তিউনেসিয়াতে গিয়েছিল। প্রথমে কমানডো বাহিনী আবু জিহাদের বাড়ির টেলিফোন বিকল করে দিল। ইস্রাইলের সবাই জানত আবু জিহাদ ছিলেন আপোষ মীমাংসার সমর্থক।

কিন্তু তাকে হত্যা করলে কী আরব-ইস্রাইলি সমস্যা সমাধান করা যাবে? বোধ হয় না। তবু তাকে তার বাড়িতে হত্যা করা হল। আবু জিহাদকে যখন হত্যা করা হল তখন তিনি ভিডিও ক্যাসেটে ইনতেফাদার মিছিল দেখছিলেন।

আবু জিহাদকে হত্যা করে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স প্রমাণ করল যে স্পাইংর কাজে তাদের জুড়িদার পৃথিবীতে আর নেই।

আবু জিহাদের হত্যার পর ইস্রাইলি রাজনৈতিক সরকারি মহলে আলোড়ন সমালোচনা শুরু হল। সবাই প্রশ্ন করলেন প্যালেস্টোনিয়ান দলের বড় বড় নেতাদের হত্যা করলে কী সমস্যা সমাধান করা যাবে। জবাব ছিল ঃ না।

এর পরে আরাফতকেও হত্যা করবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছিল। ইস্রাইলি নেতারা জানতেন আরাফত হলেন মীমাংসাপন্থী। তাই ইস্রাইলের সরকারি মহল বুঝতে পারল আরাফতকে খুন করলে ফল উল্টো হতে পারে। এরপর প্যালেস্টোনিয়ান উগ্রপন্থীরা হয়ত আরো রক্ত পিপাসু হতে পারে। এইসব চিন্তা করে নেতারা স্থির করলেন বড় নেতাদের খুন করা অনুচিত হবে। ফল উল্টো হবে এবং চাইতে ছোট ছোট আরব গড়িলা বাহিনীর নেতা যেমন আবু নিদালের উপর নজর দে'য়া আবশ্যক। কিন্তু আবু নিদালকে তারা ধরতে পারেনি। এই হল মাকড়সার জালের একটি ছোট রূপরেখা।

———

ঈশ্বর তার ভক্ত মোজেসকে ডেকে বলেছিলেন কানানে (বর্তমান প্যালেস্টাইন) তিনজন গুপ্তচর পাঠাও। তারা ঐ দেশের খবর নিয়ে আসবে। কিন্তু গুপ্তচরেরা খবর আনতে ব্যর্থ হয়েছিল। ঈশ্বর রুষ্ট হয়েছিলেন। ইস্রাইলিদের শাস্তি দিলেন।

সহস্র বছর ইস্রাইলের নেতা ডেভিড বেন গুইরণ তিনটি গুপ্তচর সংস্থা তৈরি করলেন যার নাম হল মোসাদ, আমান, শেনবেতকে। এবার গুপ্তচরেরা ভুল করল না। তারা খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সারা আরব দেশ ভেঙ্গে তছনচ্ করে দিল। এই তিন গুপ্তচর সংস্থা হল তিন দানব। তারা হল বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী দানব।

এই তিন গুপ্তচর সংস্থা-তিন দানবকে নিয়ে লেখা হল, মাকড়সার জাল—ইস্রাইলি সিক্রেট সার্ভিস। এ কাহিনীর প্রতি পাতায় পাতায় আছে রহস্য চক্রান্ত, খুন এবং রাজনীতির দাবা খেলা। নাসা থেকে আজ অবধি মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক চক্রান্ত রহস্য নিয়ে লেখা……